ভাগবতী কথা

দশম স্কন্ধ

বিভাবতী দেবী
কাব্যভারতী

প্রাপ্তিস্থান
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায়
পি ৪৯৮ কেয়াতলা রোড
কলিকাতা-২৯

মূল্য ১০·০০ (দশ টাকা) মাত্র

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

পরমারাধ্য গুরুদেব
ব্রহ্মীভূত

শ্রীশ্রী জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য
অনন্ত-শ্রীবিভূষিত জগন্নাথাশ্রম
পূজ্যপাদের শ্রীচরণে

জয় গুরু

ভূমিকা

মাননীয়া শ্রীযুক্তা বিভাবতী দেবী 'কাব্য ভারতী' মহোদয়া বিরচিত বিতা গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে জানিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতেছি। কাশ্য কবিতা সমূহ তারকেশ্বর মঠ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ভূমি পত্রিকায় নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে (ভাগবতী কথা)। ক্ত পত্রিকার পাঠক পাঠিকাবর্গের নিকট এই লেখিকা সুপরিচিতা। নায় ইহা প্রকাশ করা সমীচীন বিবেচনা করিতেছি, প্রকৃত অর্থে মি সাহিত্যিক নহি কিন্তু যদ্রূপ রন্ধননৈপুণ্য না থাকিলেও ভোজন-ঙী রসাস্বাদন করিয়া ভোজ্যবস্তুর উপাদেয় অনুপাদেয়ত্ব সম্পর্কে ব্য করিবার অধিকারী হইয়া থাকে তদ্রূপ বলিতে পারি এই গ্রন্থে চিত কবিতা সমূহ সুলিখিত হইয়াছে। লেখিকা তাঁহার অনুভবকে জ-সরল সাবলীলরূপে প্রকাশ করিতে যে প্রয়াস করিয়াছেন তাহা ফল্য যুক্ত হইয়াছে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এই গ্রন্থ লেখিকার তৃকুল তথা শ্বশুরকুল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। লেখিকার পিতৃদেব তৎকালে প্রতিষ্ঠিত বাস্তুকার রূপে পরিচিত ছিলেন (শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়)। খিকার মধ্যমাগ্রজ ভারতীয় নৌসেনার প্রথম এ্যাড্‌মিরাল মাননীয় অধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (বর্ত্তমানে অবসরপ্রাপ্ত)। ইঁহার স্বামী ননীয় শ্রীযুক্ত উপানন্দ মুখোপাধ্যায় এম এ (প্রাক্তন আই জি শ্চমবঙ্গ পুলিশ) মহাশয় স্বনামধন্য বহুজন পরিচিত ব্যক্তি। ইনি শাসন জগতে উজ্জ্বলতম ব্যক্তি। কর্ত্তব্যে কঠোর ও ঔদার্য্যে

কোমল এইরূপ ব্যক্তিত্বের অধিকারী অতি বিরল। পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের এই বৈশিষ্ট্যের প্রভাব লেখিকার মধ্যে রহিয়াছে। লেখিকা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীজগন্নাথাশ্রম মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা। শ্রীগুরুচরণের প্রত্যক্ষ ও অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এই দম্পতী দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতার প্রস্রবণে ইঁহারা অবগাহন করিয়াছেন, ইহা সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ অবগত আছেন। শ্রীগুরুদেবের উপদেশ ও সান্নিধ্যের প্রভাবেই অর্জ্জিত আধিপত্যের মধ্যেও ধর্ম্মীয় ধ্যানধারণার সহাবস্থান সম্ভবপর হইয়াছে। শ্রীগুরু করুণাস্নাতা লেখিকা শ্রীগুরুদেবের মহিমান্বিত ত্যাগনিষ্ঠ তপঃপূত জীবনকে অতি নিকট হইতে দেখিয়াছেন ফলে সেই দিব্যজীবনের প্রভাব পড়িয়াছে, বস্তুতঃ ধর্ম্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী তথা ভক্তিপথে পদক্ষেপের অনুপ্রেরণা শ্রীগুরুদেবের প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের বিষয়বস্তু, শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধ ; শ্রীকৃষ্ণলীলাবলী। মুখ্যতঃ শ্রীভাগবতের মূল ও বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করিয়াই এই কবিতা সমূহ বিরচিত হইয়াছে। লেখিকার সরস ভাষাবিন্যাসে শ্রীকৃষ্ণ লীলালহরী পাঠকবর্গকে প্রসন্ন করিবে এই বিশ্বাস রাখি। প্রতিটি কবিতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া সামগ্রিকভাবে, 'সিংহাবলোকন ন্যায়ে' বলিতে পারা যায় কবিতাসমূহ সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত সরস-সহজ হইয়াছে। অনুভবী পাঠকবর্গ অবগত আছেন কোন বিষয় রচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ প্রতিপাদ্য বিষয়ের একটা ভাবময়ী মূর্ত্তি মানসপটে সমুদিত হইয়া থাকে। ভাষা ও ছন্দের অলঙ্কার ও আচ্ছাদনে মণ্ডিত হইয়া অন্তরের বস্তুই বহির্জগতে প্রকাশিত হয়। লেখিকাও এই নিয়ম অনুসরণ করিয়াছেন ইহা অনুমান করিতে পারি। এই অনুচিন্তন করিতে বসিয়া তাঁহাকে রাত্রি-জাগরণ করিতে হইয়াছে, কারণ দিবাভাগে সাংসারিক দায়িত্ব পালনের জন্য অবকাশের স্বল্পতা। এমনও সময়ে কবিতা রচিত হইয়াছে বলিয়া শ্রুতিগোচর হইয়াছে যখন ইঁনি কঠিন পীড়াগ্রস্তা, পীড়ার নিপীড়ন বিস্মৃত হইয়া কবিতা রচনার মধ্যে রচনানৈপুণ্য তথা একনিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে।

কোলাহল কলরবের মধ্যেও লেখিকার অবিরত রচনা স্তব্ধ হয় নাই, ইহা প্রতিভারই পরিচায়ক। এই কবিতা পাঠে ঈশ্বরানুচিন্তন, শ্রীভগবল্লীলামাহাত্ম্য সাধারণ মানুষও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, এই আশা করিতে পারি। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করিতেছি। শ্রীভগবচ্চরণে লেখিকার কল্যাণ কামনা করিতেছি। ইতি

স্বামী হৃষীকেশাশ্রম

নিবেদন

শ্রীমদ্ভাগবত, ধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দু জনগণের নিকট একটি মহামূল্য গ্রন্থ। ভাগবত পাঠের অনুষ্ঠান এখনও অনেক স্থানে হইয়া থাকে এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ মূল সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহব্যাপী পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় সম্যক্ পারদর্শী না হইলে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা দুষ্কর। বিগত ১৩৭৫ সালের শ্রাবণ মাসে ধানবাদ জিলার অন্তর্গত কাঁকোমঠে সপ্তাহব্যাপী ভাগবত পাঠ শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমি মূল সংস্কৃত ভাগবত গ্রন্থ লইয়া পণ্ডিতগণের পাঠ শ্রবণ করিতে ছিলাম। আমার সামান্য সংস্কৃতজ্ঞান, কাজেই পাঠের সময় অনেক স্থলেই সম্পূর্ণ অর্থবোধ হয় নাই। পরে অবশ্য অন্বয়, ব্যাখ্যা ইত্যাদি দেখিয়া অর্থবোধ হয়। এই সময় আমার মনে হয় যে সহজবোধ্য সরল বাংলা ভাষায় ভাগবতের অনুবাদ প্রকাশ করিলে হয়তো সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ধর্ম্মপিপাসু ভক্তবৃন্দের বোধগম্য হইতে পারে। কবিতার আকারে অনূদিত হইলে হয়তো বা হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে।

দণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীহৃষীকেশ আশ্রম, তারকেশ্বর মঠের মোহান্ত এবং কাঁকোমঠের অধ্যক্ষ, এ সময় কাঁকোমঠে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নিকট আমি শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিবার বাসনা নিবেদন করি। তিনি আমাকে উৎসাহিত করেন এবং তাঁহার নিকট হইতেই আমি এই গ্রন্থ অনুবাদ করিবার প্রেরণা পাই। তাঁহারই নির্দ্দেশে এই অনুবাদের অংশগুলি তারকেশ্বর মঠ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'পুণ্যভূমি'তে মুদ্রিত হয়। 'ভাগবতী কথা' নামকরণও তাঁহারই।

আর একজনের নিকট হইতে আমি সাহায্য ও বিশেষ প্রেরণা পাই। তিনি তারকেশ্বর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং আমার অনুজ-প্রতিম শ্রীউমাপদ কাব্য-ব্যাকরণ-বেদতীর্থ। সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে

তাঁহার নিকট আমি অনেক সাহায্য পাইয়াছি। এতদিন ব্যাপী দুরূহ এই গ্রন্থের যে অনুবাদ করিতে পারিয়াছি তাঁহার উৎসাহ ও প্রেরণা তাহার একটি কারণ।

'পুণ্যভূমি' পত্রিকায় অংশগুলি মুদ্রিত হইবার সময় অনেক পাঠক-পাঠিকার নিকট হইতে উৎসাহব্যঞ্জক পত্র পাইয়াছি। তাঁহারা বলিয়াছেন যে যাহাদের মূল পড়িবার মত সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি নাই তাঁহারা এই সকল পদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া কথঞ্চিৎ রস আস্বাদ করিতে পারিবেন। কেহ কেহ আমাকে এই অনুবাদগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। দশমস্কন্ধের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে অন্যান্য স্কন্ধেরও অনুবাদ করিতে উৎসাহ দিয়াছেন।

কবিতাগুলি সবই ত্রিপদী ছন্দে। একই সুরে লীলাবর্ণন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। জানিনা কাহারও নিকট ইহা বৈচিত্র্যহীন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে কিনা।

ভুল ত্রুটি অনেক রহিয়াছে, বিশেষতঃ স্থানে স্থানে মুদ্রাকরের প্রমাদ দুঃখের কারণ হইয়াছে। এই ত্রুটীর জন্য আমি পাঠক-পাঠিকার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। তবে শ্রীভগবানের অপরূপ লীলা বর্ণনের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ভক্তজনের হৃদয়ে কথঞ্চিৎ আনন্দ প্রদান করিবে এই আশায় এই গ্রন্থ প্রকাশের দুঃসাহসী কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। এই গ্রন্থ যদি পাঠক-পাঠিকার মনে সামান্য আনন্দরস সিঞ্চন করিতে পারে, তাহা হইলেই এই প্রয়াস সার্থক জ্ঞান করিব।

অন্যান্য স্কন্ধের অনুবাদও আরম্ভ করিয়াছি, পাঠক-পাঠিকার নিকট উৎসাহ পাইলে তাহাও প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে পারি।

পরিশেষে, যাঁহার কৃপায় মূকও বাচাল হয়, পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করিতে সক্ষম হয়, সেই পরমকারুণিক পরমানন্দ মাধবের চরণ কমলে প্রণাম জানাইয়া আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিতেছি। ইতি

বিভাবতী দেবী

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

ভগবৎ কৃপায় প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সুধীসমাজের সহৃদয় প্রশংসাবাণী এবং প্রসিদ্ধ মনীষীগণের আশীর্ব্বাণী লাভ করিয়া নিজেকে সৌভাগ্যান্বিতা মনে করিতেছি। পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য এসকল অভিমত গ্রন্থের শেষে সন্নিবিষ্ট হইল। শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পৃষ্ঠপোষকগণের উৎসাহে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছি।

প্রথম সংস্করণে অনিচ্ছাকৃত কিছু ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে সেসকল দোষত্রুটী যতদূর সম্ভব নিরসনের চেষ্টা করিয়াছি। দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণকার্য্যে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ এবং কর্ম্মিগণের সহযোগিতার জন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কাগজের মূল্যবৃদ্ধি এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় সংস্করণের মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে হইল।

এই গ্রন্থ পাঠক-পাঠিকার মনে ভক্তি ও আনন্দরস সঞ্চার করিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব। ইতি—

"দুরাশা"
কলিকাতা-২৯
জন্মাষ্টমী ১৩৭৩

বিভাবতী দেবী

উপহার

ভাগবতী কথা

সুচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	দেবকীর গর্ভে শ্রীভগবানের আবির্ভাব	১
২	জন্মাষ্টমী	৭
৩	পূতনা বধ	১৬
৪	শকট ভঞ্জন, তৃণাবর্ত্তাসুর বধ ও যশোমতীর কৃষ্ণবদনে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন	২০
৫	গর্গমুনি কর্ত্তৃক নন্দন-দ্বয়ের নামকরণ	২৪
৬	শিশু কৃষ্ণের চাপল্য লীলা	২৭
৭	মৃত্তিকাভক্ষণ ও জননীকে জ্ঞানদান	৩০
৮	যশোদা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের কটিবন্ধন	৩২
৯	যমলার্জ্জুন উদ্ধার	৩৮
১০	ফল বিক্রয়িণী কথা	৪৩
১১	বৎসাসুর বধ	৪৬
১২	বকাসুর বধ	৪৮
১৩	অঘাসুর বধ	৫১
১৪	ব্রজবালকসহ শ্রীকৃষ্ণের ভোজন ও গাভীবৎসসহ ব্রজ-শিশুদের হরণ	৫৬
১৫	কালীয় দমন	৬১
১৬	শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রপূজা নিবারণ	৬৮
১৭	শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ	৭৪

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮	বরুণ কর্ত্তৃক নন্দহরণ ও ব্রজবাসীর বৈকুণ্ঠ দর্শন	৮৪
১৯	শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা	৮৯
২০	কানন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান ও গোপীগণের অন্বেষণ	৯৬
২১	শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপীগণের বিলাপ	১০৪
২২	কালিন্দীর উপকূলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের পুনর্মিলন	১০৮
২৩	সর্পের মোচন ও নন্দরাজের রক্ষণ	১১৩
২৪	শঙ্খচূড় বধকথা	১১৮
২৫	কৃষ্ণ বিরহে গোপীদের বিরহ ও কৃষ্ণগুণগান	১২১
২৬	কৃষ্ণকে লইবার জন্য অক্রূরের গোকুলে গমন	১২৬
২৭	শ্রীকৃষ্ণের অক্রূরের নিকট আগমন কারণ জিজ্ঞাসা	১৩৩
২৮	কৃষ্ণের মথুরা গমনে গোপীদের বিলাপ ও অক্রূরের বিশ্বরূপ দর্শন	১৩৬
২৯	বিশ্বরূপ দর্শনে অক্রূরের স্তব	১৪৩
৩০	শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন ও নগর দর্শন	১৪৭
৩১	শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রজক উদ্ধার	১৫৫
৩২	তন্তুবায় উদ্ধার ও মালাকার মোচনকথা	১৫৭
৩৩	শ্রীকৃষ্ণ-কুব্জামিলন	১৬১
৩৪	শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যজ্ঞধনুর্ভঙ্গ	১৬৫
৩৫	শ্রীকৃষ্ণের কুবলয় হস্তী নিধন ও মল্লভূমি প্রবেশ	১৭০
৩৬	কৃষ্ণ ও রাম কর্ত্তৃক চানূর ও মুষ্টিক বধ	১৭৭
৩৭	কংস বধ	১৮২
৩৮	কংস-বনিতাদের খেদ	১৮৬
৩৯	শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মাতাপিতা উদ্ধার ও নন্দ বিদায়	১৮৯
৪০	রাম কৃষ্ণের গুরুগৃহে বাস ও গুরুদক্ষিণা	১৯৩
৪১	উদ্ধবের বৃন্দাবন গমন ও গোপীগণকে সান্ত্বনা দান	১৯৮
৪২	উদ্ধবের সহিত গোপীগণের কথোপকথন ও বিলাপ	২০৫

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪৩	শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদ ও কুব্জা মিলন	২১৪
৪৪	শ্রীকৃষ্ণের অক্রুরগৃহে গমন ও তাহাকে হস্তিনায় প্রেরণ	২১৮
৪৫	অক্রুরের হস্তিনাপুরে গমন ও পাণ্ডবগণের সংবাদ লইয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন	২২২
৪৬	কৃষ্ণের জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ; দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ ও কালযবন নিধন	২২৮
৪৭	মুচুকুন্দ উদ্ধার	২৪০
৪৮	জরাসন্ধের পুনরাক্রমণ, প্রবর্ষণ পর্ব্বতে অগ্নিপ্রদান ও রামসনে রেবতীর বিবাহ	২৪৮
৪৯	শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ডিনপুরে গমন ও রুক্মিণী হরণ	২৫১
৫০	যদুসৈন্যদ্বারা রুক্মীর পরাজয় এবং রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ	২৬৫
৫১	প্রদ্যুম্নের জনম কথা ও শম্বরাসুর বধ	২৭৭
৫২	স্যমন্তক মণি হরণ, জাম্ববতী ও সত্যভামার বিবাহ	২৮৪
৫৩	সত্রাজিত বধ, কৃষ্ণদ্বারা শতধন্বার নিধন, অক্রুরের পলায়ন ও পুনঃ দ্বারকায় আগমন	২৯৪
৫৪	শ্রীকৃষ্ণের সহিত কালিন্দী, নাগ্নজিতী, লক্ষণা প্রভৃতি সহস্র কন্যার বিবাহ	৩০৪
৫৫	মুর ও নরকাসুর বধ, ধরিত্রীর স্তুতি, রাজকন্যাদের পাণিগ্রহণ ও পারিজাত বৃক্ষ হরণ	৩১৩
৫৬	রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় কলহ বর্ণন	৩২৩
৫৭	শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের নাম বর্ণন ও রুক্মীর নিধন	৩৩৪
৫৮	উষার সহিত অনিরুদ্ধের মিলন ও তাহার বন্ধন	৩৪২
৫৯	শ্রীকৃষ্ণ ও বাণাসুর সংগ্রাম ও শম্ভুর কৃষ্ণ স্তুতি	৩৫০
৬০	শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাজা নৃগের উদ্ধার	৩৬২
৬১	বলরামের ব্রজে গমন ও যমুনা আকর্ষণ	৩৭১

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬২	পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের বধ, সুদক্ষিণের বিনাশ ও বারাণসী দাহন	৩৭৭
৬৩	বলরাম ও দ্বিবিদ বানরের যুদ্ধ ও দ্বিবিদের নিধন	৩৮৪
৬৪	দুর্য্যোধনের কন্যাকে অপহরণ করার জন্য সাম্বের বন্ধন ও পরে উদ্ধার	৩৮৮
৬৫	নারদের দ্বারকা গমন ও শ্রীকৃষ্ণের গার্হস্থ্য লীলা দর্শন	৩৯৬
৬৬	ভগবানের ধর্ম্ম-আচরণ, কারাগারে আবদ্ধ নৃপগণের ও যুধিষ্ঠিরের সংবাদ লইয়া দূতের আগমন	৪০৪
৬৭	উদ্ধবের মন্ত্রণানুসারে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন	৪১২
৬৮	রাজসূয় যজ্ঞ প্রারম্ভে পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয় এবং জরাসন্ধ বধ	৪২০
৬৯	জরাসন্ধ কর্ত্তৃক আবদ্ধ নৃপগণের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ	৪৩০
৭০	রাজসূয় যজ্ঞ ও শিশুপাল বধ	৪৩৫
৭১	ময়দানব নির্ম্মিত সভায় দুর্য্যোধনের দুর্গতি	৪৪৩
৭২	যদুগণের সহিত শাল্বের যুদ্ধ	৪৪৯
৭৩	ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সৌভসহিত শাল্বের নিধন	৪৫৫
৭৪	দন্তবক্র, বিদূরথ কৃষ্ণ দ্বারা নিহত ও রাম কর্ত্তৃক রোমহর্ষণ নিধন	৪৬২
৭৫	বলরামের তীর্থযাত্রা ও বল্বলাসুর বধ	৪৭০
৭৬	ভক্ত সুদামার উপাখ্যান	৪৭৬
৭৭	সুদামার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ও ভগবানের গুণকীর্ত্তন	৪৮৫
৭৮	সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষ্যে যদুগণের সহিত কৌরবদের ও নন্দাদি গোপগণের মিলন	৪৯৩
৭৯	শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট মহিষীর পরিচয়, দ্রৌপদীর নিকট কৃষ্ণের পত্নীগণের নিজ নিজ বিবাহ বর্ণন	৫০২
৮০	ঋষিদের কৃষ্ণ স্তুতি ও বসুদেবের যজ্ঞোৎসব	৫১৪

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৮১	বসুদেবের ভগবত্তত্ত্ব কথন ও ভগবান্ কর্ত্তৃক দেবকীর মৃত পুত্রগণে আনয়ন	৫২৮
৮২	সুভদ্রা হরণ, শ্রীকৃষ্ণের মিথিলা যাত্রা এবং সেখানে বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেবের গৃহে প্রবেশ	৫৩৮
৮৩	হরিহরের স্বভাব বর্ণন, বৃকাসুর বৃত্তান্ত, বিষ্ণু কর্ত্তৃক বৃকাসুর হইতে শম্ভুর রক্ষণ	৫৫০
৮৪	বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিপ্রের মৃতপুত্রগণকে আনয়ন	৫৫৭

ভাগবতী কথা

ভগবানের আবির্ভাব-সূচনা

পরীক্ষিত শুকদেবে কহিলেন নম্রভাবে
করিয়াছি নৃপদের চরিত্র শ্রবণ।
যদুবংশে যেইজন রাম সাথে জন্ম লন
বিচিত্র চরিত্র তাঁর জ্ঞাত হ'তে মন॥
অলৌকিক কর্ম্ম যত কৃষ্ণদ্বারা সম্পাদিত
সেসকল বিস্তারিয়া করুন বর্ণন।
শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা হরে সব মনোব্যথা
শুনিলে শ্রবণ-ইচ্ছা হয় বিবর্দ্ধন॥
রাজার বিনয় বাণী শুনি তারে কন মুনি
কৃষ্ণ-ভক্তি হৃদে তব হয় জাগরণ।
তাই লীলা কথা তাঁর বাঞ্ছা জাগে শুনিবার
হ'য়েছে অন্তর তব পবিত্র এখন॥
যেইরূপ গঙ্গাবারি অন্তর পবিত্রকারী
সেইরূপ কৃষ্ণলীলা পাঠে ও শ্রবণে—
বক্তা শ্রোতা উভয়েরে অতি ত্বরা শুদ্ধ করে
সদা শান্তি রাজে তবে তাহাদের মনে॥

ভাগবতী কথা

দৈত্যদের অত্যাচারে ভারাক্রান্ত হ'লে পরে
তখন নিলেন ধরা ব্রহ্মার শরণ।
গাভীরূপ ধরি ধরা কাঁদিতে কাঁদিতে ত্বরা
ব্রহ্মার নিকটে দুঃখ করে নিবেদন॥
অধর্ম্মের ভার আর নাহি পারি সহিবার
দৈত্যগণ ধর্ম্ম সব করে বিনাশন।
ধর্ম্ম বিনা সাধু সবে অতীব কাতর এবে
ইহার উপায় কর কমল আসন॥
পৃথিবীর দুঃখ-কথা পদ্মযোনি শুনি সেথা
আপন অন্তরে তিনি করিয়া চিন্তন—
শম্ভু, ধরা দেবগণে ল'য়ে সঙ্গে সেইক্ষণে
ক্ষীরোদ সাগর-তীরে করেন গমন॥
সেথা বিষ্ণুর আলয় যান ব্রহ্মা সেসময়
অনন্ত শয়নে তবে রন নারায়ণ।
সর্ব্বদুঃখহারী হরি তাঁরে ব্রহ্মা ত্বরা করি
বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা করেন স্তবন॥
হৃদিমাঝে দৈববাণী সমাধিকালেতে শুনি
দেবগণে কন ব্রহ্মা করি আবাহন।
বিষ্ণুর আদেশ যাহা শুনিয়াছি, কব তাহা
সেইমত কার্য্য ত্বরা কর সম্পাদন॥
ধরণীর দুঃখ যত ভগবান রন জ্ঞাত
বহুপূর্ব্বে যবে মোরা করি নিবেদন।
সেই পরমকারণ যিনি দেব নারায়ণ
করিবেন স্বীয় বীর্য্যে ভূভার হরণ॥

নিজ নিজ অংশে সবে যদুবংশে জন্ম লবে
তোমাদের পুত্র আর পৌত্রাদি তখন—
আসি তারা ক্রমে ক্রমে জনমিবে ধরাধামে
সেথায় করিবে নানা কার্য্য সম্পাদন ॥
বসুদেব-গৃহে হরি আসিবেন ত্বরা করি
দেবকীর গর্ভে তাঁর হবে আগমন।
কারাগারে বদ্ধ যবে চতুর্ভূজরূপে তবে
ভগবান দুজনারে দিবে দরশন ॥
সত্বগুণে পূর্ণ মন রবে দোঁহার তখন
শোক, দুঃখ বোধ সব হবে বিমোচন।
দেব-পত্নীগণ সবে মর্ত্ত্যে ক্রমে জন্ম লবে
করিবারে শ্রীহরির প্রীতি উৎপাদন ॥
বলদেব বিষ্ণু অংশে জন্মিবেন যদু বংশে
শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে তাঁর হবে আগমন।
বিষ্ণুর আদেশ মত মায়া আসিয়া ত্বরিত
করিবেন দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ ॥
বসুদেব পত্নী আর গোকুলেতে বাস তার
রোহিণী নামেতে তিনি, শুদ্ধ অতি মন।
দেবকীর গর্ভ তবে রোহিণীর গর্ভে যাবে
যথাকালে জন্মিবেন তাতে সঙ্কর্ষণ ॥
রাম, কৃষ্ণ একত্রেতে রহি এই পৃথিবীতে
করিবেন অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন।
হেরি তাঁর বীর্য্য এত হ'য়ে সবে অভিভূত
ভগবান জানি তাঁরে পূজিবে তখন ॥

বিষ্ণুর আদেশ যাহা দেবগণে কহি তাহা
আশ্বাস প্রদান করি তবে ধরণীরে—
সত্যলোকে স্বীয় বাসে চলিলেন ব্রহ্মা শেষে
সদা সেথা রহে শান্তি সবার অন্তরে ॥
শুকদেব মুনি কন রাজা করিলে শ্রবণ
কিভাবে রাম কৃষ্ণের হবে আগমন।
এই ভ্রাতা দুজনারে পূজে যেবা ভক্তিভরে
মাতৃগর্ভে বাস তার না হয় কখন ॥

দেবকীর গর্ভে শ্রীভগবানের আবির্ভাব

কংসবীর দেবকীর বিবাহ করিল স্থির
শুভদিনে শুভক্ষণে ডাকি কতজনা।
দেবকী তার ভগিনী অতিশয় সে যে গুণী
পরমা রূপসী কন্যা না হয় তুলনা॥
বসুদেব শুভ সাঁঝে মথুরা পুরীর মাঝে
দেবকী দেবীর পাণি করেন গ্রহণ।
বিবাহ কার্য্যের শেষে অতি মনোহর বেশে
পত্নী সাথে করিলেন রথে আরোহণ॥
কংস তবে স্নেহবশে আসি ত্বরা ভগ্নী-পাশে
রথোপরি অশ্বরজ্জু করিল গ্রহণ।
অসংখ্য রত্নখচিত রথ রহে সুশোভিত
পুষ্পেতে বিকীর্ণ পথ শোভিছে তোরণ॥
স্নেহে দেবক কন্যায় বিবাহে যৌতুক দেয়
বহুবিধ দ্রব্য কত না যায় বর্ণন।
স্বর্ণমালা অলঙ্কৃত হস্তী দেন চারিশত
অষ্টাদশশত রথ করেন অর্পণ॥
অশ্ব পনর হাজার দেন তারে উপহার
দুইশত দাসী পিতা সঙ্গেতে পাঠান।
বাদ্য বাজে নানামত নৃত্যগীত হয় কত
করিলেন বহুজনে বহু অর্থদান॥

স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে সাজে রথ নানা সাজে
দেবগণ করিছেন পুষ্প বরিষণ।
এইভাবে রহে যবে পুলকে মগন সবে
সহসা দৈবনির্ব্বন্ধ হয় প্রকাশন ॥
হইল আকাশ বাণী শুনিল সকল প্রাণী
রথে বসি সকলের অন্তর চকিত।
কহে ওরে ভোজপতি তোর যে বিপদ অতি
নিকটে শমন তোর হ'য়েছে আগত ॥
স্নেহে যারে লও বহি ওরে মূর্খ তোরে কহি
তাহা হ'তে কালে তোর হইবে মরণ।
তোর বধের কারণ জন্মিবেন নারায়ণ
দেবকীর অষ্টম গর্ভে হবে আগমন ॥
দৈববাণী সেথা যবে নিজে কংস শোনে তবে
পাংশুবর্ণ হয় মুখ বিচলিত মন।
করে অন্তরে চিন্তন মৃত্যু আগত এখন
ভগিনীর পুত্র হবে বিনাশ কারণ ॥
এবে রাখিতে জীবন করি তাহারে নিধন
মরণের ভীতি তবে না রহিবে আর।
উন্মত্ত হইয়া আসি তখন লইয়া অসি
দেবকীর কেশ ধরে মুষ্টিতে তাহার ॥
কংসাসুর সেসময় বধিতে উদ্যত হয়
ত্বরা আসি বসুদেব ধরি তার হস্ত—
বিনয়ে তাহারে কন শোন কংস মহাজন
এহেন কুকার্য্য হ'তে হও গো নিরস্ত ॥

কনিষ্ঠা ভগিনী তব পরিণীতা তাহে নব
যুক্তিযুক্ত নাহি হয় ইহার নিধন।
অনুচিত কর্ম্ম জানি কেন তুমি হবে খুনী
নারীবধে পাপভাগী হবে কি কারণ॥
কত শত আর্ত্তজন তুমি করিছ পালন
হত্যাকার্য্যে কীর্ত্তি তব হইবে বিনষ্ট।
জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে
তবে কেন ডেকে আন আপন অনিষ্ট॥
কংস যে দুর্জ্জন অতি নাহি মানে কোন নীতি
ভগ্নী বধ কার্য্য হ'তে না হয় বিরত।
করি উপায় চিন্তন করিলেন স্থির মন
দেবকীকে সেসময় রাখিতে জীবিত॥
বসুদেব তবে কন শোন কংস দিয়া মন
সম্প্রতি শমন হ'তে নাহি তব ভয়।
তোমার এ মৃত্যুভয় দেবকী হইতে নয়
তাহার অষ্টম গর্ভে ভীতি তব রয়॥
সন্তান জন্মিলে পরে সমর্পিব তব করে
কহিতেছি এই বাক্য করিয়া নিশ্চয়।
বসুদেব কোনকালে মিথ্যা কথা নাহি বলে
জানি কংস ভগিনীরে ছাড়ে সেসময়॥
দশমাস গর্ভে ধরি কালে দেবকী সুন্দরী
প্রসবেন পুত্র এক অতীব শোভন।
বসুদেব মহামতি সত্যনিষ্ঠ হন অতি
পুত্রে তাই কংস-করে করেন অর্পণ॥

হৃদয় বেদনা যত সহিলেন দোঁহে কত
বিপদে সজ্জন কভু বিচলিত নন।
করুণা না করি কংস নাশিবারে যদুবংশ
পিতার সমক্ষে শিশু করিল নিধন ॥
সে যে শয়নে স্বপনে শান্তি নাহি পায় মনে
কেমনে নাশিবে অরি করিছে চিন্তন।
বীণাহস্তে হেনকালে দেবঋষি কংসে বলে
দেবকীর গর্ভে জন্ম লবে নারায়ণ ॥
নারদের বাণী শুনি কংস চিন্তিল তখনি
বসুদেব বাক্য আর মানিতে না পারি।
ধরি আনে কংস তবে দেবকী ও বসুদেবে
আসিল তাঁহারা দোঁহে গৃহবাস ছাড়ি ॥
দু'জনারে কারাগারে শৃঙ্খলিত ত্বরা করে
প্রহরী সজাগ তথা রহে দিবারাতি।
প্রতি গরভে তনয় যখনি জনম লয়
কংসাসুর হত্যা করে অতি শীঘ্রগতি ॥
এইরূপে ছয় পুত্র বিনাশ করিল তত্র
সপ্তমের হত্যা লাগি উৎকণ্ঠিত মন।
অনন্তদেব তখন বিষ্ণু অংশ যিনি হন
দেবকীর গর্ভে ত্বরা আবির্ভূত হন ॥
অন্তর্য্যামী ভগবান ভক্তকে করিতে ত্রাণ
যোগমায়াকে তখন করিয়া স্মরণ—
তাঁহার নিকটে কন অনন্তদেব যেজন
দেবকীর গর্ভে তাঁরে ক'রেছি প্রেরণ ॥

অতি যত্ন সহকারে আকর্ষণ করি তারে
প্রবিষ্ট করাও এবে রোহিণী জঠরে।
বসুদেব পত্নী সে যে যশোদার সাথী ব্রজে
বালা অতি ভক্তিমতী সদা ইষ্টে স্মরে॥
নন্দ পত্নী যশোমতী তিনি অতি শুদ্ধমতি
তার গর্ভে ত্বরা তুমি জনম লইবে।
মায়াজালে এইবারে মুগ্ধ কর সকলেরে
আবির্ভাব কাল তব কেহ না জানিবে॥
ধরণীতে ভক্ত যত তোমা পূজিবে নিয়ত
দিয়া তারা সেসময় নানা উপহার।
পৃথিবীতে বহু খ্যাতি হবে তব নিতি নিতি
নানা নামে পরিচিতি রহিবে তোমার।
মায়া, কন্যকা ঈশানী দুর্গা কৃষ্ণা, নারায়ণী
বিজয়া, চণ্ডিকা আর শারদা কুমুদা।
মাধবী অম্বিকা নাম ভদ্রকালী অন্য নাম
এ সকল নামে তুমি পূজা পাবে সদা॥
আকর্ষিবে গর্ভ যার গর্ভের শিশুর তার
আকর্ষণ হেতু নাম হবে সংকর্ষণ।
সবা হ'তে শ্রদ্ধা পাবে রাম নাম তার হবে
বল হেতু বলরাম কবে সর্ব্বজন॥
শুনিয়া বিষ্ণুর বাণী তাঁহার নির্দ্দেশ মানি
তবে মায়া ধরণীতে আসে দ্রুতগতি।
ভগবান যাহা কন তিনি করেন পালন
সেকার্য্য সমাধা হয় সুনিপুণে অতি॥

দেবকীর গর্ভ হ'তে গর্ভ যায় রোহিণীতে
সকলে ভাবিল গর্ভ হইল বিনষ্ট।
মাতার অন্তরে ব্যথা আবদ্ধ রহিয়া সেথা
পুরবাসিগণ সবে পায় মনে কষ্ট॥
জ্যোতির্ম্ময় ভগবানে কংস সদা রাখে ধ্যানে
আগমন প্রতীক্ষায় অন্তর ব্যাকুল।
কৃষ্ণ তার ধ্যান জ্ঞান কৃষ্ণে হেরে সর্ব্বস্থান
কৃষ্ণ ছাড়া অন্য সব হয় তার ভুল॥
এদিকে দেবকী রাণী শুনি সেই দৈববাণী
আকুলেতে ভগবানে ডাকে বার বার।
ওগো দয়াময় হরি কেন র'য়েছ পাসরি
অধর্ম্ম অনলে ধরা হয় ছারখার॥
কোথা ওগো হৃষীকেশ লও তুমি শিশুবেশ
ত্বরা করি এসো কোলে বিশ্বের কাণ্ডারী।
কত দুঃখ ভোগ করি আর না সহিতে পারি
ধর্ম্মরক্ষা করিবারে এসো দুঃখহারী॥
এত আকুল আহ্বান পৌঁছে যবে দেবস্থান
বিচলিত হন হরি ভকতে রক্ষিতে।
পাপভার নাশিবারে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা তরে
আসিবেন ভগবান ভক্ত-নিকটেতে॥

জন্মাষ্টমী

প্রাণভয়ে রাজা কংস নাশিবারে যদুবংশ
বসুদেব দেবকীরে রাখে কারাগারে।
বন্ধনের মাঝে হরি ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী
স্বীয়রূপ প্রকাশেন কারা আলো ক'রে॥
আচম্বিতে কংস আসি রুদ্ধ কারাগারে পশি
জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখে দোঁহার অঙ্গেতে।
অঙ্গজ্যোতিঃ কোথা পায় দু'জনা তো মৃতপ্রায়
বিস্মিত হইয়া কংস চায় চারিভিতে॥
দেহ পাষাণে পেষিত বদন যে হরষিত
হস্তপদ বদ্ধ আছে তবু করে ধ্যান।
আসিবে কি আজি হরি ভকতের ব্যথা স্মরি
পাপীতাপী সবাকারে করিবারে ত্রাণ॥
কংসের জাগিল ভয় চিত্তে শঙ্কা উপজয়
আসিল এবার বুঝি অন্তিমের কাল।
বিনিদ্র রজনী কাটে সুখশান্তি যায় ছুটে
ভাবিতে ভাবিতে দেখে হ'য়েছে সকাল॥
আত্মরক্ষা করিবারে সকল ব্যবস্থা করে
বসায় চৌদিকে তার বিবিধ প্রহরী।
কেহ শূল কেহ অসি বিষ লয়ে কেহ বসি
এই মত রাখে কংস বিনাশিতে অরি॥

সন্তান জন্মিবে যবে বিনাশ করিতে হবে
প্রহরীকে ডাকি বলে বধের উপায়।
ভীষণ নিষ্ঠুর বাণী স্তম্ভিত সকলে শুনি
কর্ণে হস্ত দিয়া সবে নিজ গৃহে যায়॥
সেইকালে ভগবান ভক্তকে করিতে ত্রাণ
প্রবিষ্ট হ'লেন আসি দেবকী উদরে।
চতুর্ভূজ নারায়ণ আসি দেন দরশন।
বসুদেব দেবকীরে কারার ভিতরে॥
অভিভূত হন তাঁরা আনন্দেতে আত্মহারা
নানাবিধ রূপে কত করেন স্তবন।
তুমি আনন্দস্বরূপ রূপ তব অপরূপ
কত পুণ্যে পাই আজি তব দরশন॥
স্তুতি শুনি হরি কন শোক কর সম্বরণ
তোমাদের পুত্ররূপে আসিনু এখন।
কাঁদিওনা আর মাতা শোক দুঃখে আমি ত্রাতা
ভাবনা কি তার, যার পুত্র নারায়ণ॥
হরি যার পুত্র হয় ভীতি তার নাহি রয়
যাহা কিছু অমঙ্গল অচিরে পলায়।
পুত্ররূপে চেয়েছিলে তাই মোরে কাছে পেলে
বাসনা না হলে তীব্র মোরে মেলা দায়॥
দোঁহে ব্রহ্মার আদেশে একাগ্রে তপস্বী বেশে
পুত্র লাগি করেছিলে কঠোর সাধন।
তপে তুষ্ট হ'য়ে পরে কহি আমি দু'জনারে
মনোমত বর কর প্রার্থনা এখন॥

কহিলে আমার ঠাঁই তোমা সম পুত্র চাই
মোদের এ বাঞ্ছা পূর্ণ কর ভগবান।
ফুল্লচিতে দু'জনারে কহিলাম আমি পরে
তিনজন্ম তোমাদের হইব সন্তান॥
পুত্র রূপেতে আমার শেষ জন্ম এইবার
চতুর্ভূর্জরূপে তাই দিনু দরশন।
বসুদেব হন পিতা দেবকী হ'লেন মাতা
বহু পুণ্যফলে এই শুভ সংঘটন॥
শুনি সব বিবরণ দেবকীর হৃষ্ট মন
অকূলেতে পান কূল মনেতে ভরসা।
আবেগে তখন কন ধন্য মোর এ জীবন
পুত্ররূপে পাব তোমা মনে ছিল আশা॥
শ্রীকৃষ্ণের জন্মক্ষণ হয় যবে আগমন
অতীব নির্ম্মল রহে গগনমণ্ডল।
স্বর্গে যত বিদ্যাধরী আর যতেক অপ্সরী
আরম্ভিল নানা সুরে সঙ্গীত সকল॥
ফুল্লমনে পক্ষিগণ কূজিতেছে সেইক্ষণ
স্বচ্ছ বারি পূর্ণ রহে নদী, হ্রদ যত।
বৃক্ষশ্রেণী বনে কত ফলে ফুলে সুশোভিত
সরোবর আলো করি পদ্ম বিকশিত॥
পুষ্পগুচ্ছ স্থানে স্থানে নানাবর্ণে শোভে বনে
সুগন্ধে পবন তাহে করে আমোদিত।
নব পরিণীতা মত ধরা হইল সজ্জিত
প্রকৃতির রূপ হেরি সবে বিমোহিত॥

অলক্ষণ ছিল যত নিমেষেতে অপগত
প্রাণীদের দুঃখ সব হয় নিবারণ।
সর্ব্বত্র পৃথিবী রয় অতীব মঙ্গলময়
স্বর্গে, মর্ত্ত্যে প্রসন্নতা বিরাজে তখন ॥
চতুর্দ্দিকে জীবগণ সবে হরষে মগন
বৃক্ষ, লতা, গুল্ম সব সতেজ তখন।
স্বর্গ হ'তে দেবদেবী পুলকিত হ'য়ে অতি
নানামত পুষ্প কত করে বরিষণ ॥
কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে ঘোর বর্ষার নিশীথে
কারা আলো করি কৃষ্ণ হন আবির্ভূত।
জ্যোতির্ম্ময় রূপে তাঁরে পিতামাতা যবে হেরে
পুলকে তখন তারা হন অভিভূত ॥
চতুর্ভূজ নারায়ণ কারামাঝে জন্ম লন
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম করিয়া ধারণ।
পিতা, মাতা সেইক্ষণ বিমোহিত হ'য়ে মন
ভক্তিভরে কত তাঁরে করেন স্তবন ॥
করি ইহা দরশন রূপ করি সম্বরণ
সদ্যোজাত শিশু তবে হন নারায়ণ।
সম্মুখেতে পুত্রে হেরি লন মাতা ক্রোড়ে তারি
দেবকীর হৃদি তবে পুলকে মগন ॥
মায়াতে প্রহরী যত রহে নিদ্রা অভিভূত
আবির্ভাব কাল তাই কেহ নহে জ্ঞাত।
বসুদেব তবে হেরে নিজ হ'তে ধীরে ধীরে
শৃঙ্খলিত রুদ্ধদ্বার হয় উন্মোচিত ॥

কংস-ভয়ে সে শিশুরে বসুদেব ল'য়ে ক্রোড়ে
চলিলেন দ্রুতগতি নন্দের আলয়।
করি মেঘ গরজন করে বারি বরিষণ
প্রকৃতি ভীষণ রূপ ধরে সেসময়॥
নাগপতি আসি পরে শিশু-শিরে ফণা ধরে
তবে তারে বারি হ'তে করিতে রক্ষণ।
বসুদেব চলি শেষে যমুনার তীরে আসে
সেথায় উত্থিত তবে তরঙ্গ ভীষণ॥
সাগর শ্রীরামে হেরি পথ যথা দেয় ছাড়ি
শিশু-ক্রোড়ে পিতা যবে আসেন সেথায়—
ত্বরা যমুনা তেমন পথ ছাড়িল তখন
শৃগাল রূপেতে মায়া সে পথ দেখায়॥
যশোদা প্রসবে সুতা নন্দরাজ হন পিতা
ক্রোড়ে কন্যা ল'য়ে মাতা সুখে নিদ্রা যান।
নবজাত কন্যা যেথা উজ্জ্বল আলোক সেথা
অঙ্গরূপ হ'তে তার ছড়ায় সুঘ্রাণ॥
যশোদার কাছে আনি রাখি শ্রীকৃষ্ণে তখনি
বসুদেব কন্যা ল'য়ে চুপি ফিরে বাসে।
সে কন্যা পাইয়া কোলে দেবকী স্নেহেতে ভোলে
পুত্রস্থলে লভি কন্যা রাখে নিজপাশে॥
বাসগৃহ কারাগারে বসুদেব যবে ফেরে
মুক্তদ্বার শৃঙ্খলিত হইল তখন।
রহি সেথা সেইক্ষণ পুনরায় বদ্ধ হন
বসুদেব ও দেবকী পূর্ব্বের মতন॥

এইরূপে কারাগারে বন্ধ দোঁহে অন্ধকারে
ভাঙ্গিল কংসের নিদ্রা হেরিয়া স্বপন।
কে যেন কহিল তারে তোমার বিনাশ তরে
শ্রীকৃষ্ণের গোকুলেতে হ'তেছে বর্দ্ধন॥
স্বপনেতে বাণী শুনি কংসরাজ বনে খুনী
পশিল চকিতে আসি কারার ভিতর।
দেখিল তখন সে যে পুত্র নয় কন্যা এযে
হেরি কংসে দেবকীর কাঁপিল অন্তর॥
কংসরাজ ভাবে মনে ছলে হরি নারী বনে
শত্রুকে নিশ্চয় আমি করিব সংহার।
সে যে অতি দুরাচার তার নাই যে বিচার
নারী যে অবধ্য তাহা ভুলিল এবার॥
দেবকী বিনয়ে কন শোন ওহে মহাজন
পুত্র নয় কন্যা পুনঃ কর নিরীক্ষণ।
একে একে ছয় পুত্র বিনাশিলে তুমি অত্র
শোকে দুঃখে হৃদি তাই দহে অনুক্ষণ॥
কৃপা ভিক্ষা করি আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হও তুমি
কন্যা দেখি কর ত্যাগ না করি সংহার।
শুনি আঁখি লাল করি কহে দন্ত কড়মড়ি
নিশ্চয় এ কন্যা আমি বধিব এবার॥
নাহি মানি কোন কথা দেবকীরে দিয়ে ব্যথা
কোল হ'তে কন্যা ত্বরা নিয়া ছিনাইয়া—
হাসে কংস অট্টহাসি শোনে বার্ত্তা দেশবাসী
পরে তারে শিলা 'পরে দিল আছাড়িয়া॥

সেথা তবে হেরে কংস এ মহামায়ার অংশ
জ্যোতির্ম্ময় দেবীরূপ করে নিরীক্ষণ।
কন্যা উঠিয়া আকাশে কহিল তাহার পাশে
জন্মেছে করিতে বধ তোরে নারায়ণ॥
সেই কংস দুরাশয় মানি মনেতে বিস্ময়
যথাশীঘ্র দু'জনারে করিয়া মোচন—
তবে বিনম্র বচনে কহি কথা দোঁহা সনে
আপন দুর্ম্মতি কথা করিল বর্ণন॥
বৃথাই ক'রেছি রোষ বধেছি শিশু নির্দ্দোষ
কত কষ্ট তোমাদের করিনু প্রদান।
স্বভাব যে হয় খল দম্ভ মোর আছে বল
কৃতকর্ম্ম লাগি এবে দহিছে পরাণ॥
যতই যাইছে দিন হইতেছে তনু ক্ষীণ
দৈববাণী অনুক্ষণ করিয়া স্মরণ।
বৈরী বিশ্বকর্ত্তা সনে তবু না চেতনা মনে
ডাকিয়া আনিছে সে যে আপন মরণ॥
নন্দগৃহে কৃষ্ণ আছে দিনে দিনে বাড়িতেছে
কালক্রমে কংসরাজে করিবে নিধন।
দুষ্টের দমন লাগি ভগবান সদা জাগি
আর্ত্তজনা রক্ষিবারে মর্ত্ত্যে আগমন॥
যাতনা কতই দিনু তবু এঁরা হৃষ্টতনু
প্রতিহিংসা নাই দেখি রাজা কংসাসুর।
অনুতপ্ত হ'য়ে পরে গৃহে পাঠায় দোঁহারে
দিল তবে ধনরত্ন সঙ্গেতে প্রচুর॥

মায়াবদ্ধ যশোমতী পুণ্য আত্মা ভাগ্যবতী
দেখেন নিকটে সুপ্ত নবীন নন্দন।
হেরি মন তিরপিত মুখচ্ছবি উদ্ভাসিত
তখন হ'লেন মাতা পুলকে মগন॥
পুরনারী ব্রজাঙ্গনা ছিল সেথা যতজনা
জন্মেছে নন্দের পুত্র শুনিল সে বাণী।
ব্রজজন ছিল যত হ'য়ে সবে আনন্দিত
ছুটিয়া আসিল ত্বরা সুসংবাদ জানি॥
যত ললনা হৃদয় স্নেহসুধা উথলয়
পুত্র চিন্তি কারো স্তনে ঝরে দুগ্ধধার।
দধি, দুগ্ধ, ছানা, ননী ব্রজবাসী দিল আনি
পুলকিত হৃদি আজি রহে সবাকার॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে সাজে গৃহ নানা সাজে
কেহ নাচে, কেহ হাসে, কেহ গায় গান।
শিশুর মঙ্গল তরে নরনারী ভক্তিভরে
পূজা দেয় দেবালয়ে সঁপিয়া পরাণ॥
ধনরত্ন দ্রব্য নানা না ফিরায়ে কোনজনা
নন্দরাজা অকাতরে করিছেন দান।
কৃষ্ণধন যেথা রয় আনন্দের স্রোত বয়
ব্রজবাসী সকলের পুলকিত প্রাণ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা যত তাঁর তত্ত্ব গাথা
সকল বর্ণনা লেখা ভাগবতে রয়।
যুগ যুগ করি ধ্যান কেহ না জানিতে পান
কতই মাহাত্ম্য কথা পুরাণেতে কয়॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে আজি এই শুভক্ষণে
তাঁহার জনম লীলা করিনু বর্ণন।
পাপতাপ বিদূরিতে মনে সদা শান্তি পেতে
মনে প্রাণে আমি তাঁর লইনু শরণ॥
জন্মকথা যে শুনিবে ঘোর পাপ কেটে যাবে
চিরতরে ঘুচে যাবে জনম মরণ।
মনে শান্তি উপজিবে ক্লেশ বোধ নাহি রবে
সুখে দুঃখে সদা তাঁকে করিও স্মরণ॥
আজি জন্মাষ্টমী দিনে কৃষ্ণলীলা পড়ি মনে
লিপিবদ্ধ করি তাঁর প্রেরণা পাইয়া।
আছে বহু দোষ ত্রুটি লিখেছি লাইন ক'টি
পড়িতে ভকতজনে নাহি বিচারিয়া॥
বামনের চাঁদ ধরা পঙ্গুর পর্ব্বতে চড়া
অসম্ভব বিশ্বে যত সম্ভব যাঁহাতে—
তাঁহারই কৃপা বলে মোর বহু পুণ্যফলে
জন্মকথা হই আমি সক্ষম লিখিতে॥
তিরিশে শ্রাবণ দিনে ছিনু আমি কৃষ্ণ ধ্যানে
উপবাসে রহি আমি যাঁহার উদ্দেশে—
প্রীত যদি হন তিনি আপনারে ধন্য মানি
তাঁহার আশীষ ভিক্ষা করি অবশেষে॥

পূতনা বধ

প্রাণভয়ে চিন্তান্বিত কংস সদা রহে ভীত
পাঠায় সে গোকুলেতে দুষ্টা পূতনারে।
দৈববাণী কানে শুনি নিকটেতে মৃত্যু জানি
কৃষ্ণে তবে বধিবারে নানা চেষ্টা করে॥
শোনে কংস কতবার তারে করিতে সংহার
হ'তেছে বর্দ্ধিত কৃষ্ণ গোকুল যেথায়।
পূতনা দুষ্টা ভীষণ বধে শিশু অগণন
আতঙ্কিত নরনারী সদাই সেথায়॥
সুন্দরী যুবতী বেশে সাজিল সে অবশেষে
দিয়া অঙ্গে নানামত দামী অলঙ্কার।
তবে সুমিষ্ট বচনে ভুলাইল নারীগণে
করে সবে বিমোহিত তার ব্যবহার॥
শিশুগণে ল'য়ে ক্রোড়ে কতমত স্নেহ করে
তাদের বধিতে স্তনে বিষ মাখে তবে।
করাইয়া বিষ পান শিশুদের নাশে প্রাণ
এই মত কত শিশু বধে গুপ্তভাবে॥
সেই দুষ্টা তারপরে আসি ত্বরা নন্দাগারে
নানাবেশে সাজি শেষে লয় নব রূপ।
ব্রজবাসী কতজন করে সেথা দরশন
রূপসী রমণী এক অপরূপ রূপ॥

গৃহের অন্দরে পশি স্থমিষ্ট বচনে তুষি
নিমেষে মজায়ে সেথা সকলের মন—
কহে শোন নন্দপ্রিয়া জুড়াইতে মম হিয়া
দাও কোলে পুত্র তব অমূল্য রতন ॥
পুত্রেরে না দিলে কাছে অহঙ্কার ভাবে পাছে
তাই মাতা দিল কোলে না করি বিচার।
রাক্ষসী লইয়া তারে কতই আদর করে
বুঝিল না কেহ ইথে কারণ চিন্তার ॥
সে শিশুরে বধিবারে তুলি লয়ে ক্রোড়ে তারে
স্নেহভরে বার বার করিল চুম্বন।
বিনাশিতে কংস-অরি এইমত ছল করি
ভগবানে দেয় দুষ্টা বিষমাখা স্তন ॥
যবে শিশু নারায়ণ সেই স্তন মুখে লন
পূতনা রাক্ষসী রূপ করিল ধারণ।
গোলোক বিহারী হরি স্তন তার মুখে করি
পানছলে করিলেন তীব্র আকর্ষণ ॥
দুর্ম্মতি পূতনা তবে কাঁদে হাহাকার রবে
প্রাণ যায় বলি করে দারুণ চীৎকার।
তালবৃক্ষ সম দেহ নাহি হেরে পূর্ব্বে কেহ
বিশাল বপুটী তার ঘিরিল আঁধার ॥
পর্ব্বত সদৃশ কায়া কায়া হ'তে পড়ে ছায়া
প্রাণশূন্য দেহ সেথা ভূমিতে লুটায়।
সর্ব্বশক্তিমান হরি রাক্ষসীর প্রাণ হরি
মৃতার বক্ষেতে চাপি মাতেন খেলায় ॥

জননী একথা শুনি সেথা আসিয়া তখনি
স্নেহে পুত্রে লন তুলি ক্রোড়েতে আপন।
দোষ নাশিতে সমস্ত মস্তকে রাখিয়া হস্ত
ধীরে তাঁর দেহে কর বুলান তখন॥
ব্রজবাসী যতজন শুনি বিস্ময়ে মগন
ভাবিল কেমনে দুষ্টা হারায় পরাণ।
শুষ্ক মুখ সবাকার চিন্তে সবে প্রতিকার
ব্যাকুল হইল হৃদি পাইবারে ত্রাণ॥
পুত্রের মঙ্গল তরে যশোমতী এইবারে
করিলেন সেইস্থানে পূজা আয়োজন।
হ'য়ে রাণী অতি ভীত নাশিবারে দোষ যত
অনুষ্ঠান করিলেন যাহা প্রয়োজন॥
বেদ মন্ত্র নানা মত পণ্ডিতেরা পাঠে রত
পূজা, যজ্ঞ হয় কত না যায় বর্ণন।
পুরোহিত যতজন আর সেথা বিপ্রগণ
স্বর্ণ, অর্থ, বস্ত্র আদি পায় অগণন॥
ক্ষণেক স্মরিলে যাঁরে অমঙ্গল যায় দূরে
তাঁর তরে চিন্তা করে গোপগোপীগণ।
বাৎসল্য প্রেমেতে তাঁরে কেহ না চিনিতে পারে
সৃষ্টি কর্ত্তা রূপে যিনি করেন পালন॥
অঙ্গ কাটি পূতনার দগ্ধ করে দেহ তার
ছড়ায় চন্দন বাস সে দেহ তখন।
শ্রীকৃষ্ণের পরশেতে পাপ নাহি রহে চিতে
কালিমা বিনষ্ট ত্বরা হয় শুদ্ধ মন॥

যন্ত্রণায় একমনে স্মরেছিল নারায়ণে
ভগবান তাই তারে করেন উদ্ধার।
বহু পুণ্য ছিল তায় তাই কৃষ্ণে কাছে পায়
কত ভাগ্যে মুখে লন হরি স্তন তার॥
বধিবার ইচ্ছা রয় উর্দ্ধগতি তবু হয়
অদ্ভূত কৃষ্ণের লীলা বোঝা অতি ভার।
পূতনার মুক্তি কথা অপরূপ লীলা গাথা
শুনিলে পড়িলে পাপ নাহি রবে আর॥
তাঁর কথা লিখিবার আছে কি সাধ্য আমার
ভাগবত কথা শুনি লিখিতেছি তাই।
শ্রীগুরু-চরণ স্মরি আর ধ্যানে রন হরি
তাই লীলা বর্ণনার শক্তি আমি পাই॥

শকট ভঞ্জন, তৃণাবর্ত্তাসুর বধ ও যশোমতীর কৃষ্ণবদনে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন

কৃষ্ণের মঙ্গল তরে　　　　যশোদা মনন করে।
সধবা রমণীগণে করিতে পূজন।
পুত্র সুখে রহে যাতে　　　　মাতার ভাবনা চিতে
তাই তিনি করেছেন এই আয়োজন॥
পুত্র তার ধ্যান, জ্ঞান　　　　জননীর কৃষ্ণ প্রাণ
স্নেহবশে তবে তিনি মায়ামুগ্ধ রন।
অনুষ্ঠানে রহে মতি　　　　তাই ব্যস্ত যশোমতী
নারীগণে করেছেন গৃহে নিমন্ত্রণ॥
স্তন পান করিবারে　　　　কাঁদে শিশু উচ্চৈঃস্বরে
সে ক্রন্দন মাতা নাহি করেন শ্রবণ।
নিমন্ত্রিত যতজনা　　　　করিছেন অভ্যর্থনা
না রহে অন্তরে তার পুত্রের চিন্তন॥
করি পুত্রেরে নিদ্রিত　　　　রন মাতা কার্য্যে রত
শকটের নীচে তারে রাখিয়া শয়নে।
তাহে রহে দধিপাত্র　　　　ননী সরে পূর্ণগাত্র
সহসা গৃহের মাঝে ধ্বনি সবে শোনে॥
না পাইয়া শিশু স্তন　　　　হ'য়ে রুষ্ট সেইক্ষণ
দুটি পদে দিয়া ধাক্কা শকটে ফেলায়।
ননী মাখনাদি পূর্ণ　　　　স্বর্ণ পাত্র হয় চূর্ণ
খাদ্যদ্রব্য যাহা ছিল ধূলিতে লুটায়॥

উপনীত নারী যত শুনি সবে বিচলিত
ব্যাকুল অন্তরে মাতা করেন গমন।
ছিল সেথা শিশু যারা সবে কাছে গিয়া ত্বরা
যশোদাকে করে সব ঘটনা বর্ণন॥
কহে শোনগো জননী আশ্চর্য্য কুমার মানি
ক্ষুদ্রপদে এ শকট ভাঙ্গিল আপনি।
শুনি ইহা যশোমতী চিন্তিত হইয়া অতি
পুত্রের নিকটে তিনি গেলেন তখনি॥
অমঙ্গল নাশিবারে বিপ্রে ডাকি নিজঘরে
করিলেন ত্বরা তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
রহিয়া ক্রোড়েতে তাঁরি শিশু ক্রমে হয় ভারি
দেহ তার হয় তবে পাষাণ সমান॥
না পারি রাখিতে কোলে মাতা রাখেন ভূতলে
ভাবিছেন কোন দেব অমঙ্গল করে।
তৃণাবর্ত্ত কংসদূত দেহ যেন যমদূত
শিশুরে লইল তুলি আসি ব্রজপুরে॥
নাহি হেরি পুত্রে তার মাতা করে হাহাকার
বহিল প্রবল বায়ু শূন্যে সেইক্ষণ।
ধূলিতে আঁধারে ঘেরে কৃষ্ণে কেহ নাহি হেরে
চিন্তিত হইল তবে ব্রজবাসিগণ॥
অতিশয় গুরুভারে না পারি রাখিতে তারে
তৃণাবর্ত্ত দৈত্য হয় অস্থির ভীষণ।
তবে ত্বরা শ্রীকৃষ্ণেরে ফেলিল সে ভূমি 'পরে
বক্ষে তার বিরাজিত দেব নারায়ণ॥

ক্রমে তার গুরুভারে তৃণাবর্ত্ত দৈত্য মরে
এইভাবে অসুরের হইল নিধন।
প্রত্যক্ষ করিল যারা বিস্ময় বিমুগ্ধ তারা
শিশুর বিক্রম দেখি তুষ্ট সবজন॥
হেনকালে কোন গোপী বলে ওঠ যশোমতী
পুণ্যবতী মাতা, আর না কর চিন্তন।
মোরা কহি এইস্থান এ যে অবধ্য সন্তান
কোলে তুলি লও এবে আপন নন্দন॥
যশোমতী ভাগ্যবতী হরষিত হ'য়ে অতি
চুম্বন করেন পুত্রে মুছায়ে বদন।
ল'য়ে তবে কক্ষে তাঁরে স্তন দেন অকাতরে
জননীর ক্রোড়ে শিশু অতীব শোভন॥
ঘটনা শুনিল যবে বিস্মিত হইল সবে
কহিল অদ্ভুত কাণ্ড হয় সংঘটন।
দৈত্যের কবলে পড়ি নন্দের নন্দন হরি
কেমনে পাইল রক্ষা না বুঝি কারণ॥
সুখে পান করি স্তন হাস্য মণ্ডিত বদন
জননীর অঙ্কে তবে বিশ্ব-স্রষ্টা রন।
হেরিয়া পুত্রের মুখ মাতার অন্তরে সুখ
হেনকালে তোলে হরি কৌশলে জৃম্ভণ॥
মুক্ত হইলে বদন মাতা করে দরশন
র'য়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্তরে তাহার।
হেরি এ দৃশ্য তখন বিস্ময়ে মগন হন
ভাবে মাতা কোন দেব ক্রোড়েতে আমার॥

বহ্নি বায়ু নদী বন জ্যোতিশ্চন্দ্র ভূতগণ
স্থাবর জঙ্গম দেখে মুখের ভিতর।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা বদন বিবরে ভরা
স্বর্গ মর্ত্ত্য দশদিক হেরে অতঃপর ॥
সৌর ক্ষেত্র রহিয়াছে উজ্জ্বলতা বিরাজিছে
ত্রিভুবন বদনেতে শোভা তার অতি।
সমুদ্রের দ্বীপ যত পর্ব্বত কন্দর কত
হেরেন শিশুর মুখে, শিশু বিশ্বপতি ॥
এ মহিমা কতক্ষণ করি তিনি নিরীক্ষণ
বুঝিলেন পুত্র মোর দেব নারায়ণ।
মাতা মুদি দু' নয়ন ধ্যানে রহি নিমগন
কাটাতে সচেষ্ট হন মায়ার বন্ধন ॥
ধ্যান ভাঙিল যখন হয় সব বিস্মরণ
নারায়ণ পুত্র তাহা না রহে স্মরণ।
বিষ্ণু-মায়া প্রভাবেতে এতই মোহিত চিতে
স্বচক্ষে সম্যক হেরি তবু জ্ঞাত নন ॥
শ্রীহরির বাল্য কথা অপরূপ সেইগাথা
শুনিলে অন্তর হয় পুলকে মগন।
শুকদেব মহামুনি পরীক্ষিতে কন জানি
কৃষ্ণকথা শোক-দুঃখ করে বিনাশন ॥

গর্গমুনি কর্ত্তৃক নন্দন-দ্বয়ের নামকরণ

গর্গঋষি সুপণ্ডিত হন তিনি জ্যোতির্ব্বিদ
ভূত, ভবিষ্যৎ যত জ্ঞান তাঁর রয়।
কাছে ডাকি ঋষিবরে বসুদেব কন তাঁরে
দুই পুত্রে কংস-ভয়ে রাখি নন্দালয়॥
তাদের নামকরণ করা এবে প্রয়োজন
কর তুমি এইবার তার আয়োজন।
মুনি অতি জ্ঞানবান্ করিলেন অবধান
শিশুরূপে ভগবান আবির্ভূত হন॥
ইহাদের প্রাণনাশ বৃথা শুধু করা আশ
দোঁহে তাঁরা অন্তর্য্যামী দেব নারায়ণ।
যাঁর ইঙ্গিতে নিয়ত হয় বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত
সেথা ঋষি চলিলেন নন্দের ভবন॥
পাদ্য অর্ঘ্য নিবেদিয়া যথাবিধি অভ্যর্থিয়া
নন্দরাজ কন তাঁরে মধুর বচন।
মৃদুভাষে যুক্তকরে কহিলেন পুনঃ তাঁরে
ত্রুটী যাহা ক্ষমা করো তুমি মহাজন॥
দুই নন্দের নন্দনে হেরি মুনি সেইস্থানে
তাঁহাদের দিব্যমূর্ত্তি করি তবে ধ্যান—
কন পরে শ্রীহরিরে দিব্যজ্ঞান দাও মোরে
তুমি যে দয়ালু অতি করুণা নিধান॥

রাজা তুমি পুণ্যবান তাই পেলে সুসন্তান
না হয় তুলনা কভু ভাগ্যের তোমার।
সুলক্ষণ যুক্ত হয় তোমার তনয়দ্বয়
পূর্ব্বজন্ম ইহাদের করিনু বিচার॥
নন্দরাজ মহামতি হরষিত হ'য়ে অতি
নামকরণ ব্যবস্থা করেন তখন।
কি নাম দিবেন তিনি চিন্তি শেষে গর্গমুনি
কহিলেন নন্দরাজে করি সম্ভাষণ॥
জ্যেষ্ঠ নাম বলরাম ডাকিবে তাহারে রাম
এই বালকের বল হ'বে অতিশয়।
বল হেতু বলরাম ভুবন বিখ্যাত নাম
বিপদে যাদবগণে রাখিবে নির্ভয়॥
তোমার কনিষ্ঠ পুত্র পূজা পাইবে সর্ব্বত্র
নানারূপে জন্ম তাঁর প্রতি যুগে হয়।
কৃষ্ণরূপে এইবার ধরাতে জনম তাঁর
সেকারণে কৃষ্ণনাম যুক্তিযুক্ত হয়॥
হেথা তোমার নন্দন কুলে আনন্দ বর্দ্ধন
বহুপুণ্যে মিলিয়াছে এহেন কুমার।
হ'বে কার্য্য সম্পাদন পাবে শিক্ষা বিশ্বজন
যুগে যুগে ভিন্ন নাম র'য়েছে তাঁহার॥
তব পুত্র নারায়ণ যত্নে করিও পালন
বিশ্বে ইনি করিবেন মঙ্গল সাধন।
লীলা তাঁর কত হ'বে নানারূপে প্রকাশিবে
পাপী তাপী উদ্ধারিতে মর্ত্ত্যে আগমন॥

সেথা মুনি ভক্তিভরে ধ্যান করি দু'জনারে
আশীর্ব্বাদছলে তবে করেন প্রণাম।
হরিনাম স্মরি মনে চলিলেন বাসস্থানে
অবশেষে উপনীত আপনার ধাম॥
ঈশ্বরের নাম যত রহে পূর্ব্বে স্থিরীকৃত
তবুও নামকরণ মানব মতন।
বিশ্বে তাঁর লীলা যত সাধারণ নহে জ্ঞাত
জানিবে কতক তাঁরে লইলে শরণ॥

শিশু কৃষ্ণের চাপল্য লীলা

শশীকলা সম বাড়ে যশোমতী কভু তাড়ে
হামাগুড়ি দিয়া শিশু করিছে ক্রীড়ন।
চাহিতেছে ইতি উতি দুষ্টামিতে ভরা অতি
মুগ্ধ হ'য়ে হেরে তাহা ব্রজবাসিগণ॥
গোপ শিশু ছিল যত হয় ক্রমে অনুগত
খেলেন তাদের সঙ্গে শ্রীরাম শ্রীহরি।
শুনি দোঁহা সুধা বুলি গোপ গোপী যায় ভুলি
তাঁদের অনিন্দ্যরূপ মন লয় হরি॥
পঙ্কে হইয়া সজ্জিত হন কৃষ্ণ উপনীত
কোলে তুলি লন মাতা স্নেহে সুগভীর।
রাখি নিজ কক্ষ 'পরে স্তন সুধা দেন তারে
স্নেহবশে স্তন হ'তে ঝরে তবে ক্ষীর॥
মাতা দোঁহার বদনে দেন ভরিয়া চুম্বনে
পুত্রগণ পায় মা'র স্নেহের পরশ।
শিশুদের রূপ দেখি পিতামাতা হন সুখী
উপজয় কত মত মনেতে হরষ॥
ক্রীড়ামত্ত দুই ভাই নানাভিতে চলে তাই
খেলিতেছে কভু তারা গাভীপুচ্ছ ধরি।
কত প্রেম গোপী ধরে তাহা হরি জানিবারে
পিয়ান যতেক দুগ্ধ বৎসদের ছাড়ি॥

কাহারো সঞ্চিত ননী চুরি করি বহি আনি
গোপগণ সহ হরি করেন সেবন।
কভু ননী কিছু তুলি মৃদু পদে যান চলি
কপিগণে ডাকি কাছে করান ভক্ষণ॥
কাহারো দুগ্ধের ভাণ্ড করি সেথা খণ্ড খণ্ড
দুগ্ধ যত নষ্ট করি দূরেতে পালান।
গোপ গোপী সেথা যত হ'য়ে সবে চিন্তান্বিত
ডাকিয়া বালকে তবে কতই বুঝান॥
নাহি শোনে কোন কথা ঘুরিতেছে যথা তথা
স্নেহ হেতু গোপীগণ কিছু নাহি কন।
যতদিন যাইতেছে অত্যাচার বাড়িতেছে
জননীকে কবে তারা করিল মনন॥
যশোমতী-পাশে গিয়া কহে দুঃখ বিস্তারিয়া
বলে মাতা সব কথা কর অবধান।
কহি আমরা এখন তোমার এই নন্দন
হয় দুষ্ট শিরোমণি, কর সাবধান॥
ভাঙ্গে যত দুগ্ধভাণ্ড করে সব লণ্ডভণ্ড
রজ্জু খুলি দুগ্ধ যত বৎসেরে পিয়ায়।
ক্ষীর ননী যাহা ঘরে চুরি করি সরে পড়ে
উপদ্রব আর যে গো সহ্য নাহি যায়॥
গোপনে আসিয়া কাছে চায় কেহ দেখে পাছে
লোষ্ট্রখণ্ড ছুড়ি দিয়া ভাণ্ড ছিদ্র করে।
বৃক্ষ হতে ফল পাড়ি করে তাহা ছড়াছড়ি
তচ্‌নচ্‌ করি সব দূরে সরে পড়ে॥

তোমার নিকটে ধীর মোরা হই যে অস্থির
তাহার দৌরাত্ম্যে হেথা টেকা অতি দায়।
শুনিয়া মোদের বাণী বিধান করগো রাণী
ত্বরা এবে কর মাতা ইহার উপায়॥
শুনি কথা যশোমতী ক্রোধান্বিত হন অতি
হেরি তবে পুত্রমুখ ক্রোধ নাহি রয়।
কৃষ্ণের বিপক্ষে যারা অভিযোগ করে তারা
চাঁদমুখ দেখি তার সব ভুল হয়॥
অন্তরের দুঃখ যত নিমেষেতে অপগত
সকলে প্রফুল্ল চিতে ফিরিল আবাস।
জননীর কথা মানি চুরি নাহি করে ননী
আর নাহি যায় কৃষ্ণ গোপীদের বাস॥
ননীচোরা কৃষ্ণে যবে নাহি হেরে গোপী সবে
গৃহস্থালী কাজে মন হইল উদাস।
নাশ হয় সব হর্ষ তাই সকলে বিমর্ষ
কৃষ্ণ আর না আসাতে তাদের সকাশ॥
নীলমণি খাবে বলি রাখিত যে ননী তুলি
না হেরি সে ননীচোরে হইল হতাশ।
শ্রীকৃষ্ণের আগমন আকৃষ্ট করিত মন
চাহিয়া রহিত তারা দেখিবার আশ॥
এ যে অপূর্ব্ব কথন সব না যায় বর্ণন
এ লীলা সংসার চক্রে হয় বিস্মরণ।
কত যে মায়ার খেলা করে হরি এই বেলা
লীলা গাথা পড় যদি হইবে স্মরণ॥

মৃত্তিকাভক্ষণ ও জননীকে জ্ঞানদান

যশোদাকে জ্ঞান দিতে স্বরূপটী প্রকাশিতে
করিলেন ইচ্ছা এবে যিনি লীলাময়।
তখন মৃত্তিকা হরি দিলেন বদনে পুরি
মাতারে দেখায় ত্বরা রাম সেসময়॥
ব্যাধি যদি হয় পাছে কন পুত্রে ডাকি কাছে
কেন তুমি করিতেছ মন্দ ব্যবহার।
তুমি যে অবোধ ছেলে মাটিতে কি তুমি পেলে
ক্ষীর, ননী ছাড়ি কেন, মৃত্তিকা আহার॥
কৃষ্ণ কহে করি ছল মিথ্যা কথা এ সকল
আমি নাহি করি কভু হেন আচরণ।
এত বলি মৃদু ভাষে আসি সে জননী পাশে
ক্রন্দনের সুরে বলে বক্তব্য তখন॥
খাইয়াছি মাটি কোথা কহে সবে মিথ্যা কথা
কোনস্থানে আছে মাটি দেখ মা বদন।
এত বলি কর ধরি মাতাকে দেখাতে হরি
করিলেন আপনার বদন ব্যাদন॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল রবি শশী গ্রহদল
অনিল অনল আদি আছে সে বদনে।
বিশ্ব আছে অন্তরেতে কিছু নাই বাহিরেতে
হেরি মাতা যশোমতী চমকিত মনে॥

দেখিলেন এসময় বদনের মাঝে রয়
গোপ-গোপী গাভী বৎস অতি সুশোভন।
হেরে মাতা আরবার সব অদ্ভুত ব্যাপার
মুখের ভিতরে আছে এব্রজ ভবন ॥
স্বচক্ষে এসব হেরি দিব্য জ্ঞান হয় তারি
তবে তিনি করিলেন ভক্তিতে স্তবন ॥
আমি অতি মূঢ়মতি কৃপা কর মোর প্রতি
কত পুণ্যে তোমা পাই ওহে নারায়ণ ॥
এবার মায়াবী হরি মায়ার অঞ্জন ঘেরি
লেপি দেন আঁখি 'পরে মাতা যশোদার।
হয় সব বিস্মরণ স্নেহ তবে জাগরণ
পুনঃ তিনি লন পুত্রে ক্রোড়ে আপনার ॥
অপূর্ব্ব এ কৃষ্ণ কথা যত শোন তাঁর গাথা
শ্রবণের বাঞ্ছা তব ততই বাড়িবে।
দশম স্কন্ধেতে লেখা ভাগবত দেখি শেখা
রসের আস্বাদ পাবে যতই পড়িবে ॥
ভাদ্র তিরিশ দিনেতে কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে
লিখিয়াছি কৃষ্ণলীলা ভাগবত স্মরি।
ভাষা জ্ঞান অতি অল্প তবু লিখিতে সঙ্কল্প
কৃষ্ণকথা তাই আমি প্রকাশিত করি ॥

যশোদা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের কটিবন্ধন

বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ যিনি ব্রজে নন্দ হন তিনি
ধরাদেবী নন্দরাণী হ'লেন সেথায় ।
কৃষ্ণপ্রতি রহে মন কৃষ্ণ চিন্তা অনুক্ষণ
জন্মান্তরের বাসনা সফল হেথায় ॥
ভক্তাধীন ভগবান ভক্তকে করিতে ত্রাণ
ব্রজেতে যশোদাপুত্র হন কৃপা করি ।
বাঞ্ছা পূর্ণ করিবারে সন্তানের রূপে তারে
বিমোহিত করিলেন কল্পতরু হরি ॥
নন্দ যশোদা দু'জনে কামনা করিয়া মনে
পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণকে পেলেন সম্প্রতি ।
কি করেন নারায়ণ শোন সবে দিয়া মন
অপরূপ লীলা তাঁর সুমধুর অতি ॥
পুত্রে রত যশোমতী তিনি অতি পুণ্যবতী
স্বহস্তে সেবেন কৃষ্ণে করিয়া যতন ।
রাজগৃহে আছে কত দাসদাসী শত শত
তবু মাতা পুত্র লাগি সদা ব্যস্ত রন ॥
সন্তানের সেবা ভিন্ন নাহি তার চিন্তা অন্য
যশোমতী সেবিছেন যেবা নারায়ণ ।
বাৎসল্য রসেতে মন উথলিছে অনুক্ষণ
ভগবান পুত্র তার হয় বিস্মরণ ॥

রাখি দুগ্ধ চুল্লী 'পরে যান দধি টানিবারে
দধিভাণ্ড রজ্জুসহ দণ্ডেতে বাঁধিয়া।
মুখে তার কৃষ্ণ গান পুত্রগত রহে প্রাণ
মন্থন করেন দধি শ্রীকৃষ্ণ লাগিয়া॥
সদা কার্য্যে আছে মন অন্তরেতে জনার্দ্দন
ক্রমে ক্রমে স্থির তার হইল পরাণ।
ভাবেতে বিভোর হেরি শিশুরূপে রহি হরি
মাতার নিকটে তবে ত্বরা করি যান॥
হেরিলেন নারায়ণ মাতা ধ্যানে নিমগন
মন্থন করেন হস্তে মুখে হরিগান।
রজ্জু আকর্ষণ ক্লেশে ক্লান্ত তনু অবশেষে
অন্তরে করেন ধ্যান মুদিত নয়ান॥
অতিশয় শ্রমভরে দেহ হ'তে ঘর্ম্ম ঝরে
দুলিছে কুণ্ডল তার কর্ণের মাঝার।
ভুলাইতে হৃদি তারি প্রকাশিয়া মায়া হরি
"দে মা স্তন" বলি যান নিকটে তাহার॥
স্তন পান করিবারে বসে কৃষ্ণ মাতৃক্রোড়ে
নিকটে পাইয়া পুত্রে হরষে মগন।
অতিশয় স্নেহভরে মাতা তারে বক্ষে ধরে
পরাণ শীতল হয় করিয়া চুম্বন॥
কহে রাণী কোন সূত্রে পাইয়াছি হেন পুত্রে
নিশ্চয় ক'রেছি পূর্ব্বে দেবে আরাধন।
কৃষ্ণধনে কোলে করি জুড়ায় পরাণ তারি
অপলকে মাতা তারে করে দরশন॥

অগ্নিতাপে সেসময় পাত্র-দুগ্ধ উথলয়
খাদ্য নষ্ট হয় হেরি জননী তখন—
ছাড়াইয়া দিয়া স্তন দ্রুত করেন গমন
কার্য্যাসক্তি হেতু কৃষ্ণে হয় বিস্মরণ ॥
না রাখিয়া ক্রোড়ে তাঁরে রাখি মাতা ভূমি 'পরে
কৃষ্ণভোগ্য দুগ্ধ যান করিতে রক্ষণ।
হেরি মার কর্ম্মাসক্তি শিখাতে নিষ্কাম ভক্তি
ছলনা করেন হরি কাটাতে বন্ধন ॥
ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া চকিত হইলেন অন্তর্হিত
আসি পরে ননী হরি করেন সেবন।
পূজিবারে দেবগণে রাণী অতি শুদ্ধমনে
করেছেন সযতনে সে দধি মন্থন ॥
করি দুগ্ধ সংরক্ষণ হেরে ভাণ্ডের ভঞ্জন
এক কর্ম্ম সমাপনে অন্য কর্ম্ম নাশ।
অপকর্ম্ম হেরি এত হন মাতা ক্রোধান্বিত
মায়ামুগ্ধ হ'য়ে তবে হারান বিশ্বাস ॥
মাতা পুত্রে অন্বেষণে ভ্রমিছেন স্থানে স্থানে
অবশেষে চোররূপে পাইয়া দেখিতে—
যশোমতী ত্বরাগতি ধাইলেন পুত্র প্রতি
ভগবানে কেহ কভু না পারে ধরিতে ॥
ছোটে রাণী মায়াবশে পুত্রে ধরিবার আশে
আলু থালু বেশ ভূষা হয় তবে তায়।
শ্রীকৃষ্ণে ধরিতে পারে হেন শক্তি কেবা ধরে
নিজে ধরা নাহি দিলে ধরা নাহি যায় ॥

ডাকিছেন কাছে যত পুত্র যায় দূরে তত
ব্যাকুল হলেন মাতা করিতে বন্ধন।
ছুটিতে ছুটিতে শেষে কবরী পড়িল খ'সে
বাহ্য জ্ঞান আর তার না রহে তখন॥
কৃষ্ণময় হেরি মন এইবার ধৃত হন
ছল করি শিশু কৃষ্ণ করেন রোদন।
যশোদার ধৃত যষ্ঠি খসে পড়ে হ'তে মুষ্টি
মায়া জাগে হেরি তবে পুত্রের বদন॥
মাতা না পারি মারিতে ক্রোধ রহিল মনেতে
প্রস্তুত হ'লেন তাই করিতে শাসন।
মায়া হেতু যশোমতী কন তবে পুত্র প্রতি
তোমারে রাখিব আমি করিয়া বন্ধন॥
হইয়াছ দুষ্ট অতি কুকার্য্যেতে সদা মতি
গৃহ হ'তে নাহি দিব যাইতে কখন।
ভোজন করাব যবে করিবে ভোজন তবে
শয়ান করাব যবে করিবে শয়ন॥
বশীভূত দেখি এতে নাহি হও কেমনেতে
আমার অধীন তুমি রহিবে এখন।
এই কথা পুত্রে বলি যশোমতী যান চলি
আনিলেন রজ্জু ত্বরা করিতে বন্ধন॥
পুত্র স্নেহে তবে রাণী ভগবানে পুত্র জানি
মায়ামুগ্ধ হ'য়ে তাহা না রহে স্মরণ।
পুত্রে ত্বরা বাঁধিবারে ব্যাকুলতা ক্রমে বাড়ে
উদুখল সহ যান করিতে বন্ধন॥

নারায়ণ বিশ্ববিভু মায়াবদ্ধ নন কভু
না পারে বাঁধিতে মাতা তাঁরে সে কারণ।
চেষ্টা করি বারবার না হয় বন্ধন তাঁর
তবে রজ্জু আনি তাহে করেন যোজন॥
যত ছিল ব্রজজন রজ্জু করে আনয়ন
একে একে রাণী তাহা করিল যোজন।
রজ্জু যত জোড়া দেয় দু' অঙ্গুলি কম হয়
চেষ্টা করি বারবার মাতা ক্লান্ত হন॥
ব্রজবাসী যতজন সকলেই শ্রান্ত হন
তবু কৃষ্ণে নাহি পারে করিতে বন্ধন।
এ যে অদ্ভুত ব্যাপার হেরে সবে তথাকার
বিস্ময় বিমুগ্ধ হন সকলে তখন॥
মাতৃক্লেশ সেথা হেরি পরম দয়াল হরি
তাঁহার নিকটে ত্বরা করেন গমন।
শ্রদ্ধা ভক্তি হেরি মা'র ধৃত হন এইবার
অবশেষে মাতা পুত্রে করেন বন্ধন॥
ভাবিলেন মনে তবে পুত্র সদা কাছে রবে
বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে রবে সর্ব্বক্ষণ।
জগতের কর্ত্তা যিনি পড়িলেন বাঁধা তিনি
করিছেন কত লীলা মর্ত্ত্যে নারায়ণ॥
মায়ার অতীত রন তবু হরি বদ্ধ হন
মায়াস্রষ্টা রচিলেন নিজে মায়াজাল।
মায়াবদ্ধ জীবগণ কৃষ্ণলীলা জ্ঞাত নন
জীবন কাণ্ডারী প্রভু ধর তুমি হাল॥

অবোধ অজ্ঞান আমি দয়ার সাগর তুমি
তোমার কৃপায় লিখি বন্ধনের কথা।
আশ্বিন প্রথম দিনে রহিয়া পবিত্র মনে
দশমী তিথিতে লিখি তব লীলা গাথা ॥
শ্রদ্ধাতে পড়িলে তার বন্ধন না রবে আর
সহজেই শ্রদ্ধা ভক্তি হৃদে উপজিবে।
ভাগবত গ্রন্থ-সার শান্তি দেয় অনিবার
একমনে পড়িলেই বুঝিতে পারিবে ॥

যমলার্জ্জুন উদ্ধার

শুকদেব মুনি কন রাজা শোন দিয়া মন
বৃক্ষোদ্ধার লীলাকথা করিব বর্ণন ।
যিনি হন জগদীশ বিশ্বব্যাপী অহর্নিশ
সেই নারায়ণে ভক্ত করিছে বন্দন ॥
মুমূর্ষুর মুক্তিদানে জাগাইতে শান্তি প্রাণে
ভক্তগণ মাঝে তিনি রন অবিরত ।
আকুলে ডাকিলে তাঁরে বর্ষে কৃপা অকাতরে
সর্ব্বস্থানে ভগবান সদা বিরাজিত ॥
লীলাকথা তাঁর কত কেহ নাহি জানে অত
বিস্তারিয়া কথা যত করিব বর্ণন ।
রাজা তবে ফুল্ল চিতে কন মুনিরে বর্ণিতে
কি উপায়ে কৃষ্ণ বৃক্ষে করিল মোচন ॥
শুকদেব তবে কন শোন রাজা দিয়া মন
যমল অর্জ্জুন কথা কহিব এখন ।
মণিগ্রীব একজন নলকূবর আরজন
মহেশের অনুচর ছিল দুইজন ॥
অহঙ্কারে রহে মাতি সুরাপানে সদা মতি
সদাই করিত তারা ব্যভিচার অতি ।
মানিত না কোন নীতি অশালীন ছিল রীতি
করিত অপ্সরা ল'য়ে ক্রীড়া দিবারাতি ॥

কুকর্ম্ম তাদের যাহা নারদ দেখিল তাহা
হেরি এত অপকর্ম্ম হ'লেন চিন্তিত।
ঋষিবর কন তবে শোন্ তোরা কহি এবে
কেনরে করিস্ দোঁহে অত্যাচার এত॥
পিতা অতি সদাশয় তোরা তার যে তনয়
সদাই করেন তিনি দেবে আরাধন।
অনিত্য সুখের আশে শুভবুদ্ধি সব নাশে
নাহি বুঝি অহঙ্কারে হলি নিমগন॥
শিবভৃত্য পরিচয় মনে তবু নাহি ভয়
দেবসহচর যোগ্য নহিস্ কখন।
ঐশ্বর্য্যের দম্ভ এত নাশে দোঁহা বুদ্ধি যত
অভিশাপ দিব আমি করিনু মনন॥
শোন মোর বাক্যে এবে বৃক্ষরূপ নিতে হবে
স্মৃতি সদা জাগরূক রহিবে দোঁহার।
আমার যতেক বাণী সফল হইবে জানি
না হবে অন্যথা কভু বচন আমার॥
কাঁটা না ফুটিলে পরে কেহ না বুঝিতে পারে
কি যাতনা হবে তার কাঁটাটি ফোটার।
কুকর্ম্ম করিলে এবে নিশ্চয় সে সাজা পাবে
কর্ম্মভোগ হ'তে কভু নাহি যে নিস্তার॥
অবস্থান ব্রজে হবে সত্যবাদী সেথা সবে
সকলের শুদ্ধ মন হরিপরায়ণ।
তোমাদের পাপ যত হ'য়ে সব দূরীভূত
নির্ম্মল অন্তরে তাঁরে হইবে স্মরণ॥

শতবর্ষ হ'লে শেষ কৃপা মিলিবে অশেষ
ব্রজে তবে শ্রীকৃষ্ণের হ'বে আগমন।
হেরি তাঁরে সেইকালে বৃক্ষরূপ যাবে চ'লে
অবশ্যই হ'বে সিদ্ধ আমার বচন ॥
করি সে বীণার ধ্বনি চলিয়া গেলেন মুনি
হরিগুণ গাহি যান গগন উপরি।
মধুমাখা হরিনাম গাইছেন অবিরাম
ত্রিভুবন স্বর তার রহিল বিস্তারি ॥
বিশাল অর্জ্জুনদ্বয় কুবের তনয় হয়
হইল তাহারা বৃক্ষ নন্দের আলয়।
সেথা ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণ ধ্যানে নিমগন
হরি পদে প্রেম ভক্তি সকলের রয় ॥
তাহাদের সদাচার করে প্রভাব বিস্তার
ক্রমে ক্রমে বৃক্ষদের হয় পাপক্ষয়।
তবে কুবের তনয় কৃষ্ণে অনুরাগী হয়
বৃক্ষরূপ লইয়াও জ্ঞান সদা রয় ॥
এদিকে নন্দের গৃহে বাসুদেব বাঁধা রহে
উদূখলে যশোমতী করেন বন্ধন।
কেহ যেন সেইক্ষণ ডাকে কোথা নারায়ণ
আকুল আহ্বানে হরি বিচলিত হন ॥
যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ভক্তকে করিতে ত্রাণ
দ্রুতগতি সেইস্থানে করেন গমন।
বিশ্বকর্ত্তা ভগবান উদূখল সহ যান
ব্যাকুল হ'লেন বৃক্ষে করিতে মোচন ॥

বৃক্ষমাঝে গিয়া হরি আকর্ষণ নিজে করি
ত্বরিত বৃক্ষদ্বয়ের ঘটান পতন।
যত বালকের দল হেরি করে কোলাহল
ব্রজবাসী সেথা আসি বিস্মিত তখন॥
মনুষ্য শরীরে তারা বাহিরিল করি ত্বরা
অপরূপ রূপে সবে বিমোহিত হন।
হরি-কৃপায় যখন মুক্ত হয় বৃক্ষগণ
দিব্যরূপ লভি তবে আরম্ভে স্তবন॥
বহু পুণ্যে তোমা পাই তাই কৃপা ভিক্ষা চাই
তুমিই সবার প্রভু, তুমি আত্মা প্রাণ।
পরম পুরুষ তুমি তোমার চরণে নমি
আর্ত্ত ও মুমুক্ষু জনে কর তুমি ত্রাণ॥
তুমি কর্ম্মফলদাতা সকলের তুমি ত্রাতা
বিশ্বের মঙ্গল কর ওহে যদুপতি।
তুমি ঈশ্বর অব্যয় নাহি কভু তব ক্ষয়
রজঃ সত্ত্ব তমোময়ী তুমিই প্রকৃতি॥
বৃক্ষ সেথা উৎপাটিত শুনি সকলে বিস্মিত
ভাবিল কিভাবে হয় বৃক্ষের পতন।
নন্দরাজ চিন্তে শেষে যেমনে পূতনা নাশে
তেমনি করিল শিশু অসাধ্য সাধন॥
বন্ধন দেখিয়া নন্দ যশোদাকে কহে মন্দ
শীঘ্র তাহা মুক্ত করি পুত্রে ক্রোড়ে লন।
ক্ষীর, ছানা, ননী আনি কৃষ্ণে দিলেন জননী
স্নেহভরে মাতা তাঁরে করান ভোজন॥

হে প্রভু জগত-স্বামী বিশ্বের মঙ্গল তুমি
চিরদিন মতি যেন রহে তব পদে।
মায়ার ছলনে প্রভু না ভুলি তোমারে কভু
অপার করুণা তব সদা স্মরি হৃদে॥
আজ তিথি একাদশী নিশি রাতে লিখি বসি
এ শকতি আমি যে গো তোমা হ'তে পাই।
এই কর বিশ্বপতি স্মরি তোমা নিতি নিতি
মনোবল আমি যেন কভু না হারাই॥

ফল বিক্রয়িণী কথা

মস্তকেতে ফল ল'য়ে   পথেতে শবরী মেয়ে
কে ফল কিনিবে বলি ডাকে নানাস্থানে ।
এই কথা শুনি কানে   কৃষ্ণ ধায় তার পানে
ফলার্থী হইয়া তবে যান সেইখানে ॥
অঞ্জলিতে ধান্য পূরি   চলিলেন তাড়াতাড়ি
অঙ্গুলি ছিদ্রেতে ধান্য সব পড়ে যায় ।
ধান্য মূল্যে দাও ফল   খাব আমি সে সকল
চাহি দেখে শূন্যহস্ত কিছু নাহি তায় ॥
হাত পাতি নারায়ণ   নিকটেতে গিয়া কন
ফল বিক্রয়িণী তুমি দাও মোরে ফল ।
ধান্য নাই শূন্য হস্ত   ধান পড়েছে সমস্ত
কমল সদৃশ কর অতি সুকোমল ॥
ফল বিক্রয়িণী মনে   চিন্তা করে সেইস্থানে
মানবের হস্ত নহে এত সুশোভন ।
ভাগ্যবতী কোনজন   গর্ভে রাখে এ নন্দন
ধন্য তিনি যেবা তাঁরে করেন পালন ॥
কত খেলা শ্রীহরির   লীলা তাঁর কী গভীর
মোক্ষফল যাঁর কাছে তিনি ফল চান ।
তাঁহাকে চিনিতে পারে   হেন শক্তি কেবা ধরে
সাধ্য কি বুঝিবে তাঁকে যদি না বোঝান ॥

ভাসি তবে আঁখিনীরে কোলে নিয়া কহে তারে
যত ইচ্ছা ফল তুমি তুলি নিয়া খাও।
মূল্য আমি নাহি চাই কহিতেছি তোমা ঠাঁই
আমার সম্মুখে তুমি নাচিয়া বেড়াও॥
তবে শ্রীনন্দ নন্দন ফল করেন ভক্ষণ
অবশিষ্ট আর কিছু না রাখি পাত্রেতে।
শূন্য পাত্র এইবারে গেল মেয়ে তুলিবারে
গুরুভারে আর তাহা না পারে তুলিতে॥
মনে করিয়া বিচার দেখে ফলের আধার
ফলহীন পাত্র কেন এত ভারী হয়।
ফল পাত্রে ঢাকা বস্ত্র তবে খুলি দেখে তত্র
নানা ধনরত্নে তাহা পরিপূর্ণ রয়॥
ভক্তিভরে যুক্ত করে ভাসিয়া সে আঁখি নীরে
করুণার কথা স্মরি কহিল তখন।
অবোধ যে আমি অতি ভজনেতে নাই মতি
না জানি করিতে আমি তোমার বন্দন॥
ওহে প্রভু দীনবন্ধু তুমি যে করুণাসিন্ধু
অগতির গতি হও দীনের ঠাকুর।
ভুলাইতে কেন চাও প্রভু মোরে মুক্তি দাও
তোমার যে দীনজনে করুণা প্রচুর॥
আকুলে সে কহে কাঁদি শান্ত কর মোর হৃদি
ধনরত্ন আমি আর নাহি চাই কিছু।
তোমার চরণ দাও ধনজন কেড়ে নাও
আর মোরে ঘুরায়ো না মরীচিকা পিছু॥

হরি তবে তার পাশে কহিলেন মৃদু ভাষে
ফিরে যাও ঘরে ল'য়ে সকল রতন।
রক্ষিব তোমারে আমি করুণা পাইবে তুমি
অন্তিমে মিলিবে তব, আমার চরণ॥
দ্বাদশী দিনেতে আজ সাঙ্গ করি সব কাজ
লিখি ভক্ত হস্তে ফল গ্রহণ কথন।
অপূর্ব্ব মহিমা কথা শুনি যায় মনোব্যথা
লীলা তাঁর একে একে করিব বর্ণন॥

বৎসাসুর বধ

বৃন্দাবনে জনগণ সবে হরষে মগন
হেরে যবে রাম কৃষ্ণের গোকুলে বর্দ্ধন।
মাতা সাজায়ে ভূষণে পাঠালেন গো-চারণে
পরিধান করে তারা বিচিত্র বসন॥
রাম কৃষ্ণ দুইজনে মহাসুখে বনে বনে
বাজাইত শিঙ্গা-বেণু হরষিত মনে।
ধেনুগণ বেণুরবে ছুটিয়া আসিত সবে
ব্রজের বালকগণ মিলিত সেখানে॥
কখনো গোষ্ঠের পানে যাইত ধেনুর সনে
কভু বা গভীর বনে করিত গমন।
এক অসুর তখন করি তথা আগমন
বৎসরূপে গাভী সনে করে বিচরণ॥
নাহি বোঝে শিশুদল কৃষ্ণ বোঝে ইহা ছল
জ্ঞাত হরি হেথা দৈত্য আসে কি কারণ।
তবে নন্দের নন্দন বলরামে ডাকি ক'ন
দৈত্য এক বৎসরূপ ক'রেছে ধারণ॥
মোদের করিবে নাশ এই তার অভিলাষ
এখনি উহারে আমি করিব সংহার।
মায়ারূপ যত ধরে ভুলাবারে নাহি পারে
কদাচ আমার হাতে না পাবে নিস্তার॥

অতঃপর বৎসাসুরে কপিত্থ বৃক্ষের পরে
ছুড়ি হরি করিলেন দেহ তার চুর।
গিরি সম দেহ তারি চক্ষু স্থির হয় হেরি
অবিলম্বে প্রাণ ত্যাগ করিল অসুর॥

বকাসুর বধ

কন নৃপে মুনিবর কি ঘটনা অতঃপর
বিস্তারিয়া কব তাহা শোন দিয়া মন।
সখা গাভী লয়ে সঙ্গে মাতি কৃষ্ণ নানারঙ্গে
মহানন্দে বনমাঝে করে বিচরণ ॥
সেইকালে সখাসনে কত খেলা খেলে বনে
কভু তারা যায় দূরে ল'য়ে ধেনুগণ।
কভু দুর্ব্বাদলে পড়ি মাঠে দেয় গড়াগড়ি
কভু যায় গাভী দুগ্ধ করিতে দোহন ॥
কভু উঠি বৃক্ষ 'পরে লম্ফ দিয়া নীচে পড়ে
কখনো গাছের ফল পাড়ি ল'য়ে খায়।
এইরূপে সবে মিলি এক সাথে কত খেলি
খেলিতে খেলিতে তারা বহু দূরে যায় ॥
কাছে হেরি জলাশয় ল'য়ে তবে গাভীচয়
ত্বরা করি যায় সবে পুকুরের পাড়ে।
তৃষ্ণায় কাতর সবে জলপান করে তবে
ঘটনা কি ঘটে সেথা শোন এইবারে ॥
ভয়ঙ্কর এক প্রাণী রুক্ষ তার দেহখানি
ছদ্মবেশী দৈত্য সে যে পক্ষীর আকার।
বালকেরা সেইক্ষণ করে সেথা দরশন
ভীষণ অসুর এক বকরূপ তার ॥

দ্রুত সেই দৈত্য আসি শ্রীকৃষ্ণেরে লয় গ্রাসি
ভীষণ সে দৃশ্য হেরি ভীত দেবগণ।
সে অসুরে বধিবারে সবে মিলি যুক্তি করে
বজ্র দ্বারা ইন্দ্র তবে করে আক্রমণ॥
হুতাশন প্রহরণ বিষম বাণ পবন
শমনের কালদণ্ড প্রহারে তখন।
বরুণ বরষি শিলা দৈত্যের মস্তকে দিলা
তবু তারে নাহি পারে করিতে নিধন॥
হরি মহা তেজোবান্ দীপ্ত সূর্য্যের সমান
দহিছে দৈত্যের দেহ তেজের কারণ।
উদরেতে জনার্দ্দন নাহি সহে সে দহন
অসহ্য হইলে দেহ উগারে তখন॥
বকাসুর এইবারে ত্বরা তারে বধিবারে
বেগে ধায় কৃষ্ণ প্রতি ক্রোধিত অন্তরে।
হেনকালে জনার্দ্দন চঞ্চু করিয়া ধারণ
চিরিয়া ফেলেন দৈত্যে অবহেলা ভরে॥
অসুর মরিল যবে ব্রজ শিশু ফেরে সবে
গৃহে আসি বলে সবে নিধন কাহিনী।
ব্রজবাসী শোনে যবে বিস্ময় মানিল তবে
স্তম্ভিত হইল শুনি যশোমতী রাণী॥
ফিরেছে অক্ষত দেহে সাঁঝবেলা নিজ গেহে
পুত্রে হেরি জননীর চিন্তা হয় দূর।
পুলকেতে দেবগণ পুষ্প করে বরিষণ
করেন বন্দনা কত গাহি গীত সুর॥

ভাগবত কথা হয় অপরূপ মধুময়
শুনিলে পড়িলে পাবে শান্তি অনুক্ষণ।
দোসরা আশ্বিনে লেখা ভাগবত পড়ি শেখা
লিখি আমি কৃষ্ণলীলা করিয়া স্মরণ॥

অঘাসুর বধ

শুক কহে নৃপপাশে কি করেন কৃষ্ণ শেষে
মন দিয়া শোন এবে তাঁর লীলা কথা।
শ্রবণে বরষে সুধা যায় চ'লে ভব ক্ষুধা
নিমেষে কে যেন লয় হরি সব ব্যথা॥
প্রভাতে উঠিয়া হরি বলরামে সঙ্গে করি
গোচারণ তরে গোঠে করেন গমন।
হরষিত হ'য়ে তারা চলিছেন বনে ত্বরা
তাহাদের সঙ্গে রহে ব্রজ শিশুগণ॥
বিশ্বনিয়ামক হরি সে বনে প্রবেশ করি
খেলিছেন কত মত ব্রজশিশু সাথে।
কেহ বা সাজিছে ফুলে দেয় কেহ মালা গলে
কাহারও ফুলের চূড়া রহিয়াছে মাথে॥
কোনজন গাছে উঠি হাসিতেছে মিটিমিটি
কেহ বা সুমিষ্ট ফল বৃক্ষে উঠি পাড়ে।
চড়ি কেহ বৃক্ষডালে বসি রহে কুতূহলে
সেথায় বাজায় বেণু সুমধুর সুরে॥
কেহ কোকিলের মত রব করে কত মত
ভ্রমরের গুঞ্জরণ ঝঙ্কার তুলিয়া।
কেহ ময়ুরের সনে চলি যায় আনমনে
পক্ষী সনে করে খেলা নাচিয়া নাচিয়া॥

সরোবরে সখা সনে মত্ত কভু সন্তরণে
রহি সেথা হংসমাঝে করে বিচরণ।
বানরের লেজ ধরি তুলিতেছে বৃক্ষোপরি
কহ বা বৃক্ষের ডালে করিছে শয়ন ॥
শিশুগণ ফুল্লমনে খেলিতেছে কৃষ্ণ সনে
তাদের ভাগ্যের কথা না যায় বর্ণন।
কত যুগ যুগ ধরি আরাধনা কত করি
যোগী, মুনি নাহি পান তাঁহার দর্শন ॥
হেনকালে অঘাসুর ভ্রাতা তার বকাসুর
শত্রুভাবে আসে সেই ব্রজের ভিতরে।
পাঠায়েছে কংস তারে কৃষ্ণধনে বধিবারে
নিধন ক'রেছে কৃষ্ণ ভগ্নী পূতনারে ॥
সেই দৈত্য তারপরে আসি ত্বরা ব্রজপুরে
অজগর সর্প দেহ লইল তখন।
তাহা যে বিশাল অতি হেরি মনে জাগে ভীতি
ব্যাপ্ত যেন চরাচর সে দেহ ভীষণ ॥
বদন বিবর যাহা গিরি গুহা সম তাহা
রহে যাহা উড়ে সব নিঃশ্বাসে তাহার।
কৃষ্ণের গমন যবে বিকাশি বদন তবে
তুরন্ত বসিয়া রহে পথের মাঝার ॥
কৃষ্ণ সহ ব্রজশিশু বধিবার তরে আশু
অপেক্ষা করিছে সেথা দানব তখন।
রহি গোপ শিশুগণ করে ইহা দরশন
ভীত হ'য়ে পরস্পর কহিল বচন ॥

হেরি একি বিপরীত সর্প এক উপস্থিত
ভয়ঙ্কর রূপে আসে সবে গ্রাসিবারে।
ওরে জীবন কানাই কেমনেতে রক্ষা পাই
পথ রোধি আছে সর্প হের এইবারে॥
সর্পমুখে শিশু সবে প্রবেশ করিল যবে
হেরে কৃষ্ণ এই দৃশ্য রহিয়া পশ্চাতে।
ধেনু বৎস শিশুগণ মুখে করে বিচরণ
বিস্তারি রাখে সে মুখ শ্রীকৃষ্ণে গ্রাসিতে॥
মুখ খোলা যতক্ষণ প্রাণ রবে ততক্ষণ
বদন করিলে বন্ধ বাঁচিবে না কেহ।
কৃষ্ণে সেথা বধিবারে সর্প সদা চিন্তা করে
অপেক্ষা করিছে তাই বিস্তারিয়া দেহ॥
ভাবিলেন কৃষ্ণ মনে সবে রক্ষিব কেমনে
কিরূপে বধিব আমি এ দৈত্যে এখন।
ক্ষণকাল চিন্তি হরি তবে তিনি ত্বরা করি
বদন বিবরে যান সর্পের ভীষণ॥
প্রবেশেন হরি যবে মুখ বন্ধ করে তবে
সন্তুষ্ট হইল হেরি কংসচরগণ।
করি ইহা দরশন স্বর্গ হ'তে দেবগণ
হাহাকার রবে সবে করিল রোদন॥
দৈত্যে তবে বিনাশিতে কৃষ্ণ স্থির করি চিতে
করিলেন নিজ দেহ স্বেচ্ছায় বর্দ্ধন।
সর্পদেহ বাড়ে যত বাড়িছেন হরি তত
ক্রমেতে বিরাট মূর্ত্তি করেন ধারণ॥

কণ্ঠরোধ যাতনায় দৈত্য যবে মৃতপ্রায়
নাসাপথ বন্ধ হয় তাহার তখন।
উগারিব মনে করে উগারিতে নাহি পারে
শ্বাস বন্ধ হ'য়ে দৈত্য ত্যজিল জীবন॥
দৈত্যে করি বিনাশন করে কৃষ্ণ দরশন
গাভী বৎস শিশুগণ আছে অচেতন।
পদ্ম হস্ত বুলাইয়া প্রাণ দেন সঞ্চারিয়া
সকলে কৃপায় তাঁর পাইল জীবন॥
প্রাণ পাইয়া সকলে বসিল বৃক্ষের তলে
সবার অন্তরে শান্তি পুনঃ উপজয়।
দূরে গেল যত ভয় তারা পাইল অভয়
ভীতির ভঞ্জনকারী নাশি দেন ভয়॥
দৈত্যের নিধন জানি স্বর্গেতে দেবতা মুনি
মহানন্দে করিলেন পুষ্প বরিষণ।
ভক্তিভরে যুক্ত করে সবে মিলি স্তুতি করে
বিশ্বরূপ, পীতাম্বর, গোপিকামোহন॥
অঘাসুরে কৃপা করি করিলেন মুক্ত হরি
উদ্ধারের পথ সে যে পাইল হেলায়।
স্মরিলেও শত্রুভাবে মুক্তি-পথ তুমি পাবে
ডাকিলে আসেন তিনি যেভাবে যে চায়॥
চতুর্দ্দিকে পাপ কত রহিয়াছে বিস্তারিত
সদাই বদন তার করিয়া ব্যাদন।
এ বিশ্বের জীব যত হও ত্বরা অবহিত
বুদ্ধি নাশে মনে পাপ প্রবেশে যখন॥

আশ্বিনে চতুর্থ দিনে লিখি আমি একমনে
বকভ্রাতা অঘাসুর নিধন কাহিনী।
কৃষ্ণ হাতে মৃত্যু তার শক্র চিন্তি পায় পার
অপূর্ব্ব কথন হয় ভাগবত বাণী ॥

ব্রজ বালকসহ শ্রীকৃষ্ণের ভোজন ও গাভী বৎসসহ ব্রজশিশুদের হরণ

শুকদেব মহামতি কহিলেন নৃপ প্রতি
কৃষ্ণ কথা সুমধুর ভক্তির কারণ।
শ্রদ্ধাবান্ যেইজন শুদ্ধ রহে তার মন
ভক্তিভরে কৃষ্ণ কথা করেন শ্রবণ॥
একদিন সখাসনে শ্রীহরি চলেন বনে
সঙ্গে তাঁর চলে তবে ধেনুবৎসগণ॥
যমুনাপুলিনে হরি ব্রজশিশু সঙ্গে করি
নানারূপ লীলারঙ্গে মত্ত হ'য়ে রন॥
হ'য়ে হরি প্রীত মন তাহাদের তবে কন
এইবার শোন সবে আমার বচন।
মনোরম এইস্থানে এসো খেলি হৃষ্টমনে
অন্য বনে আর মোরা না যাব এখন॥
চারিদিকে কত শোভা পদ্ম ফোটে মনোলোভা
চৌদিকে সুগন্ধ তার ছড়ায় পবন।
বিকশিত নানাফুল গুঞ্জরিছে অলিকুল
দরশনে বিমোহিত মন ও নয়ন॥
কুজিছে পাখিরা সব চারিদিকে কত রব
ফুলে ফুলে ঘুরি অলি তুলিছে ঝঙ্কার।
প্রকৃতির নবসাজ মনোহর কত আজ
প্রফুল্ল অন্তর হেথা রবে সবাকার॥

শিশুসহ বৃক্ষতলে খেলে হরি নানা ছলে
সবে মিলি মহানন্দে কত গীত গায়।
কেহ ত্বরা বৃক্ষে ওঠে কেহ বা ছুটিছে মাঠে
পত্রছত্র রহিয়াছে কাহারো মাথায়॥
কেহ ফুল ল'য়ে হাতে মালা গাঁথে নানামতে
বৃক্ষমূলে বসি কেহ পরাণ জুড়ায়।
পরিশ্রান্ত হয় যারা ছায়াতলে বসে তারা
অবসাদে কোন শিশু সুখে নিদ্রা যায়॥
ক্রীড়াশেষে মন্দগতি সূর্য্যরশ্মি তীব্র অতি
খেলাতে বিরত তারা হইল তখন।
ক্ষুধায় আকুল যবে একস্থানে রহি তবে
সবে মিলি ভোজনের করে আয়োজন॥
একত্রে মিলিয়া বসি সকলে হইয়া খুশী
সেসময় ভূমে বসি আরম্ভে ভোজন।
সখাগণে সঙ্গে করি মাঝখানে বসে হরি
সকলের রহে আজ প্রফুল্ল বদন॥
চিন্তিলেন ব্রহ্মা তবে শ্রীকৃষ্ণ কেমন ভাবে
গোলোক হইতে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হন।
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ মর্ত্ত্যে আসা কি কারণ
একমনে ব্রহ্মা তবে করেন চিন্তন॥
ব্রজে তার আগমন লীলা খেলা অনুক্ষণ
পরীক্ষা করিব এবে মহিমা কেমন।
আজি উপযুক্ত ক্ষণে যত শিশু বৎসগণে
বনের মাঝারে আমি করিব গোপন॥

ব্রহ্মা তবে ধেনুগণে ল'য়ে যান দূর বনে
ব্রজ শিশু সবে ইহা করে দরশন।
সকাতরে বালকেরা কৃষ্ণের নিকটে ত্বরা
কেমনে হরিল ব্রহ্মা করিল বর্ণন॥
যত ব্রজ বালকেরে হরি ল'য়ে ব্রহ্মা পরে
তাদেরে নির্জ্জন স্থানে করেন গোপন।
ব্রহ্মার চাতুরী যত হরি সব হ'য়ে জ্ঞাত
অপরূপ লীলা তাঁর করান দর্শন॥
যিনি সর্ব্ব গুণাধার কি কার্য্য অসাধ্য তাঁর
অনুরূপ গাভী শিশু করেন সৃজন।
শিশু বৎস গাভীগণ পুনঃ করে বিচরণ
খেলে তারা বনমাঝে নির্ভয় তখন॥
সৃষ্টির কারণ যিনি পরীক্ষা দিলেন তিনি
মায়াতে ভুলায় তারে হেন সাধ্য কার।
যোগী ঋষি মুনিগণ করি ধ্যান অনুক্ষণ
জানিতে না পারে তবু স্বরূপ তাঁহার॥
ধেনু বৎস শিশুগণ ব্রহ্মা নিত্য হরি লন
হরি পুনঃ সৃজিছেন তাদের তথায়।
একবর্ষ এইমত ছলিলেন অবিরত
শেষে ব্রহ্মা হতবুদ্ধি হ'লেন সেথায়॥
ব্রহ্মা করে দরশন সেই ধেনু শিশুগণ
রহিয়াছে সকলেই কৃষ্ণচন্দ্র পাশে।
তবে ব্রহ্মা প্রজাপতি লজ্জিত হইয়া অতি
উপনীত হইলেন শ্রীকৃষ্ণ সকাশে॥

নারায়ণে যোগাসনে　　　　করি ব্রহ্মা ধ্যান মনে
স্বরূপ জানিয়া তাঁর চমকিত হন।
যেন পূর্ণিমার শশী　　　　আঁধারে দিতেছে নাশি
অপরূপ রূপশোভা হেরেন তখন॥
পরিধানে পীতবাস　　　　সুরভিত অঙ্গবাস
সুদর্শন কান্তি তার অতীব উজ্জ্বল।
মনোহর কেশগুচ্ছ　　　　শোভে তাহে শিখিপুচ্ছ
রতনে ভূষিত অঙ্গ করে ঝল্‌মল্‌॥
নবীন নীরদ কান্তি　　　　হেরি মনে জাগে শান্তি
অপরূপ দৃশ্য ব্রহ্মা করে দরশন।
গোলোকেতে যেইরূপ　　　　অবিকল সেই রূপ
হেরি তবে পুলকিত হয় তার মন॥
যেদিকে ফিরান দৃষ্টি　　　　কৃষ্ণময় সব সৃষ্টি
চতুর্দ্দিকে শোভা ব্রহ্মা করি দরশন—
ভক্তিভরে যুক্তকরে　　　　করিলেন স্তুতি তাঁরে
সর্ব্বগুণাশ্রয় তুমি শোন নারায়ণ॥
না যায় বর্ণন রূপ　　　　তুমি আত্মার স্বরূপ
নবঘনশ্যাম তব অঙ্গের বরণ।
পরম পুরুষ তুমি　　　　অধম অজ্ঞান আমি
কৃপা কর কৃপাময় অধম তারণ॥
কন ব্রহ্মা করযোড়ে　　　　ক্ষমা চাহি রক্ষ মোরে
শরণ লইলে কৃপা কর নারায়ণ।
প্রীত হ'য়ে কন হরি　　　　দোষ তব ক্ষমা করি
কর গিয়া তুমি এবে সৃষ্টির রক্ষণ॥

হ'য়ে ব্রহ্মা হরষিত স্বধামে চলেন দ্রুত
পাইয়া করুণা তাঁর তুষ্ট অতিশয়।
শক্তিমান্ ভগবান বিপদে করেন ত্রাণ
হন তিনি সর্ব্বদর্শী সর্ব্বগুণময়॥
হরিকথা সুধাময় করে সব পাপক্ষয়
শ্রবণে পবিত্র মন, পুলকে মগন।
ভাগবত পুণ্যকথা জুড়ায় সকল ব্যথা
অচিরেই কাটে তার সংসার বন্ধন॥
শুভ মহালয়া দিনে দেবীপক্ষ উদ্বোধনে
রচি এই কৃষ্ণলীলা আকুল পরাণে।
আমি যে অবোধ অতি কৃপা কর মোর প্রতি
ভিক্ষা মাগে বিভাবতী তব শ্রীচরণে॥

কালীয় দমন

একদিন ভগবান ব্রজশিশু সহ যান
সঙ্গে তার চলে তবে যত ধেনুপাল।
বলদেবে পরিহরি চলিলেন গোষ্ঠে হরি
বনপথ ধরি যায় নন্দের দুলাল॥
যমুনা পুলিনে তারা উপনীত হয় ত্বরা
কালীয় নামেতে হ্রদ নিকটেতে রয়।
সর্পের কালীয় নাম হ্রদ মাঝে তার ধাম
হেলাইলে বপু তার তরঙ্গ সৃজয়॥
বিশাল সে হ্রদ অতি সর্প এক ক্রূরমতি
নিরন্তর করে বাস সেই জলাশয়।
কালীয়ের যত বিষ ঝরে তাহে অহর্নিশ
তীব্র হলাহলে জল হয় বিষময়॥
রহে সেথা জীব যত সবে বিষে জর্জ্জরিত
জলচর প্রাণিগণ প্রাণহীন হয়।
উড়িছে বিহঙ্গ যত বিষানলে হয় হত
বায়ুর সহিত বিষ মিশ্রিত যে রয়॥
সখাগণ সঙ্গে করি উপনীত হন হরি
ভীষণ সে হ্রদতীর সর্পের আলয়।
রৌদ্রতাপে ক্লান্ত অতি চলি তবে দ্রুতগতি
অবশেষে হ্রদতীরে আসে গাভীচয়॥

বিষময় রহে বারি তবে তাহা পান করি
অচিরেতে প্রাণ নাশ হইল সবার।
শ্রীদামাদি শিশুচয় তৃষ্ণায় কাতর রয়
করে তারা জল পান না করি বিচার॥
বিষ জল করি পান হয় সবে হতজ্ঞান
সকলের শ্বাসরোধ হইল তখন।
সখাগণে মৃত হেরি ব্যাকুল অন্তরে হরি
কেমনে বাঁচিবে সবে করেন চিন্তন॥
পদ্মহস্ত পরশিয়া দেন সবে বাঁচাইয়া
জীবিত হইল পুনঃ সখা ধেনুগণ।
গাভী বৎস উঠি সবে একত্রেতে হাম্বা রবে
মুগ্ধদৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণেরে করে নিরীক্ষণ॥
প্রাণ পেয়ে সখাগণ করে কৃষ্ণে আলিঙ্গন
গাভী বৎস অন্য বনে যায় চরিবারে।
চিন্তিলেন হরি মনে সর্পে বধিব কেমনে
অথবা এখন আমি সাজা দিব তারে॥
দহেতে সর্পের বাস সবংশে গোকুল নাশ
কালীয়ে দমন করা শীঘ্র প্রয়োজন।
বধিতে সঙ্কল্প করি ঝাঁপ দেন যবে হরি
বিপুল তরঙ্গ জলে হইল সৃজন॥
জলোচ্ছ্বাস ধ্বনি শুনি ছুটে আসে নাগমণি
আঘাত করে সে কৃষ্ণে অতীব আক্রোশে।
সঙ্গে ল'য়ে নাগগণে শতফণা প্রসারণে
ভীষণ দংশন করে কৃষ্ণে অতি রোষে॥

কালীয় ভীষণাকার কত শত মুণ্ড তার
রহিয়াছে বিষদন্ত তাহে অগণন।
কালীয় সে নাগপতি ক্রোধান্বিত হ'য়ে অতি
শ্রীকৃষ্ণেরে দৃঢ়ভাবে করিল বেষ্টন ॥
কুলে রহি সখা যত হ'য়ে সবে আতঙ্কিত
ব্যাকুল অন্তরে তবে করিল রোদন।
আসি তারা হ্রদতীরে ফুকারিছে বারে বারে
হতাশায় তৃণ ধেনু না করে চর্ব্বণ ॥
কাঁদি সবে উচ্চৈঃস্বরে খুজিতেছে বংশীধরে
নীলমণি-অদর্শনে ভাসে অশ্রুজলে।
হেরে তবে শিশুগণ রহিয়াছে কৃষ্ণধন
সর্পের বেষ্টনে সেই বিষ হ্রদ জলে ॥
গৃহে রহি যশোমতী বিচলিত হন অতি
অন্তর চঞ্চল তার চিন্তি অমঙ্গল।
রাম তার সঙ্গে নাই মনে শঙ্কা জাগে তাই
আসিল পুত্রের বুঝি বিপদ সকল ॥
ব্রজবাসী জনগণ দ্রুত চলি সেইক্ষণ
কৃষ্ণপদ চিহ্ন হেরি করে অন্বেষণ।
একে একে যত বন করি তারা বিচরণ
অবশেষে উপনীত যেথা শিশুগণ ॥
আসি তবে হ্রদ তীরে দেখে সবে আছে প'ড়ে
ভূমিতে লুটায়ে তারা করিছে রোদন।
অশ্রুনীরে সবে ভাসি কহিল নিকটে আসি
দহে কৃষ্ণ দেয় ঝাঁপ শোন বিবরণ ॥

সেই জল পান করি সবে মৃত হেরি হরি
তাদের বাঁচায়ে যান জলে অতঃপর।
কৃষ্ণের প্রভাব যত বলদেব রন জ্ঞাত
মুচকি হাসেন হেরি সবারে কাতর॥
হ্রদতীরে সেইক্ষণ সবে শোকে নিমগন
স্থিরনেত্রে হেরে কৃষ্ণে কালীদহ জলে।
দেহ তবে স্ফীত করি বর্দ্ধিত হইয়া হরি
বেষ্টন হইতে মুক্ত হন অবহেলে॥
দুষ্ট নাগ সেইকালে ক্রোধভরে ফণা তোলে
ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ে রোষে কাঁপে হিয়া।
শিশু কৃষ্ণ ঘিরি তারে খেলিছেন চারিধারে
তীব্র বিষ ঝরে তার নাসারন্ধ্র দিয়া॥
শত ফণা প্রসারণ করে নাগ সেইক্ষণ
দাঁড়ালেন ফণা 'পরে দেব নারায়ণ।
ত্রিভঙ্গ মুরারি শ্যাম ভুবন মোহন নাম
সর্পের মস্তকে রহি করেন নর্ত্তন॥
শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান জগতের যিনি প্রাণ
অপরূপ শোভা সেথা রহে রাজমান।
তীব্রালোকে জ্যোতিষ্মান উদ্ভাসিত সেইস্থান
ব্রজবাসী সকলের হয় দৃশ্যমান॥
শ্রীকৃষ্ণের দেহভার অসহ্য হইল তার
অসমর্থ হয় সর্প করিতে বহন।
ভগবান শিরোপরে কিবা শক্তি সর্প ধরে
পর্ব্বত সমান ভারী শরীর তখন॥

বদন বিবর হ'তে অবিরত রক্তপাতে
ক্ষণকালে নাগপতি হইল মূর্চ্ছিত ।
দরশনে নাগগণ ভীত হ'য়ে সেইক্ষণ
পলায়ন করে কেহ অতিশয় দ্রুত ॥
নাগ পত্নী সেথা যত হ'য়ে তবে চিন্তান্বিত
কৃষ্ণের নিকটে আসি করিল রোদন ।
মনোব্যথা ছিল যত কহে কৃষ্ণে হ'য়ে নত
ধরি তাঁর শ্রীচরণ করে নিবেদন ॥
দয়াময় ভগবান দাও এবে পতি-প্রাণ
আর্ত্তজনে রক্ষিবারে তব আগমন ।
নির্ব্বোধ যে সর্পজাতি তাই দংশে তোমা প্রতি
সমুচিত শাস্তি তারা পাইল এখন ॥
গোপীকান্ত গোপীনাথ জগতের তুমি নাথ
রাধিকারঞ্জন হরি দেব দেবপতি ।
তুমি ভুবন মোহন বক্ষ কৌস্তুভ শোভন
শরণ লইনু এবে অগতির গতি ॥
তুমি যে গো অন্তর্য্যামী সবে মোরা তোমা নমি
কালের স্বরূপ তুমি কালের আশ্রয় ।
সকলের অধিষ্ঠাতা এ বিশ্বের তুমি ত্রাতা
শুদ্ধসত্ত্ব প্রকাশিত তুমি কৃপাময় ॥
যত জ্যোতিষ্কমণ্ডল কর তুমি সমুজ্জ্বল
মেঘবারি বরিষণ তোমা হ'তে হয় ।
সকলের মূলে তুমি জগতের হও স্বামী
বুঝিবার শক্তি এবে দাও দয়াময় ॥

এইরূপে স্তুতি করি কৃষ্ণের চরণে পড়ি
তাঁহারে জানায় তারা যত আবেদন।
তুষ্ট হ'য়ে ভগবান যিনি সর্ব্বশক্তিমান
সর্পের মস্তক হ'তে নামেন তখন॥
পদ্মহস্ত পরশিয়া দেন জ্ঞান ফিরাইয়া
তবে সর্প কৃষ্ণরূপ করে দরশন।
পুলকেতে মত্ত কালী বেদনা সকল ভুলি
ভক্তিভরে পূজে তাঁর কমল চরণ॥
কহে মোরা সর্পজাতি প্রকৃতি যে খল অতি
এ স্বভাব কভু নাহি ত্যাগ করা যায়।
তুমি যদি ইচ্ছা কর সুবুদ্ধি জাগাতে পার
তোমার কৃপাতে যত পাপী পার পায়॥
দয়া দণ্ড ইচ্ছা যাহা দিতে পার তুমি তাহা
তোমার ইঙ্গিতে চলে জগত সংসার।
তুমি যে গো দর্পহারী দর্প যত চূর্ণ করি
জাগাইলে শুভবুদ্ধি অন্তরে আমার॥
শুনি সে সর্পের কথা কহিলেন হরি সেথা
দ্রুতগতি যাও সবে ত্যজি এইস্থান।
গো ব্রাহ্মণ আর যত ব্রজবাসী আছে শত
সকলেই করে সদা এই জল পান॥
কহি পুনঃ সর্পরাজ হ্রদ ছাড়ি যাও আজ
হেথা কেহ বাস কভু না করিও আর।
পরিজন জ্ঞাতি যত সবারে লইয়া দ্রুত
এই সরোবর তুমি কর পরিহার॥

রমণকে কর বাস যেথা তোমার আবাস
সেই দ্বীপে তোমাদের ভীতি নাহি রবে।
মোর পদচিহ্ন এবে তব মস্তকে শোভিবে
গরুড় হইতে ভয় কভু নাহি হবে॥
যত নাগপত্নীগণ আর যত নাগগণ
ভক্তিভরে পূজি তাঁর কমল চরণ—
হরষিত হ'য়ে তবে গমন করিল সবে
রমণক দ্বীপ যথা তাদের ভবন॥
কালীয় দমন কথা অপূর্ব্ব এ লীলা গাথা
মনে প্রাণে যেইজন করিবে শ্রবণ।
উর্দ্ধগতি হবে তার নাহি রবে ক্লেশ আর
যোগিগণ এইরূপ করেন চিন্তন॥
আজ যে তিথি দ্বিতীয়া লিখি হৃদি সমর্পিয়া
অপার মহিমা তব কে পারে বর্ণিতে।
তব রূপ করি ধ্যান পাই যেন পরিত্রাণ
শক্তি মোরে দাও প্রভু তোমারে চিনিতে॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রপূজা নিবারণ

ইন্দ্র-পূজা করি মন নন্দ করে আয়োজন
গোপগোপীগণে সঙ্গে নিলেন তখন।
ছিল যারা ব্রজবাসী একত্রে তাহারা আসি
নানাবিধ পুষ্প সেথা করে আনয়ন ॥
পবিত্র গোময় দ্বারা স্থান শুদ্ধ করি তারা
পূজাকার্য্য সুনিপুণে করে সম্পাদন।
স্নান করি সমাপন হ'য়ে শুদ্ধ দেহ মন
বসিলেন নন্দরাজা পূজায় তখন ॥
যথা পূজা আয়োজন আসে তথা মুনিগণ
মহাজন কত সেথা হয় সমাগত।
ভিখারী দরিদ্র যত আসিতেছে শত শত
হেরি সবে ব্রজবাসী কহিল স্বাগত ॥
ধূপ করি প্রজ্জ্বালন নন্দ আরম্ভে পূজন
চতুর্দ্দিক সুগন্ধিতে রহে আমোদিত।
ফল ফুল নানাবিধ হয় সেথা সংগৃহীত
মাঙ্গলিক কার্য্য যত তবে সম্পাদিত ॥
যুবা বৃদ্ধ নরনারী আসিতেছে সারি সারি
দূরস্থান হ'তে সেথা আসে কতজন।
বলরাম সহ হরি উপনীত ত্বরা করি
তবে তাঁর সঙ্গে ছিল ব্রজসখাগণ ॥

রাম সাথে জনার্দ্দন বৃন্দাবনে যবে রন
যজ্ঞের উদ্যোগ তবে করেন দর্শন।
সর্ব্বদর্শী নারায়ণ সব তিনি জ্ঞাত হন
বিষয় জানিতে তবু ছলনা তখন ॥
অহঙ্কারে হ'য়ে মত্ত ইন্দ্র ভোলে যে সমস্ত
সে দর্প নাশিতে ত্বরা করিয়া মনন—
পিতার নিকটে হরি নানারূপে প্রশ্ন করি
জিজ্ঞাসেন কেন এই কার্য্য সম্পাদন ॥
সবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্যস্ত আজি কি কারণে
কি উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ কিবা এর ফল?
আজি পূজিবে কাহারে সত্য করি কহ মোরে
জ্ঞাত হ'তে মনে এবে জাগে কৌতূহল ॥
কর্ম্ম অজ্ঞানে করিলে ফল তার নাহি মিলে
জ্ঞানেতে করিলে কর্ম্ম হয় ফলোদয়।
নন্দরাজা তবে কন শোন তুমি জনার্দ্দন
ইন্দ্রপূজা করিবার ইচ্ছা এসময় ॥
যত আছে জলধর সবে তাহার কিঙ্কর
দেবগণ স্বর্গে অতি শক্তিমান্ হন।
মেঘমালা আছে যত সবে তাঁর অনুগত
ইন্দ্রের আজ্ঞায় বারি করে বরিষণ ॥
উর্ব্বরা এ বসুমতী বারি পেলে তুষ্ট অতি
তাহাতে প্রচুর হয় শস্যের ফলন।
সে কারণে সর্ব্বজন করে ইন্দ্রের পূজন
অতএব মোরা করি পূজা আয়োজন ॥

শোন পিতা বিবরণ কেন বারি বরিষণ
বিধাতা ইহার মূল জানিও নিশ্চয়।
যত জীবের সৃজন আর জনম মরণ
সুখ দুঃখ যাহা কিছু কর্ম্ম হ'তে হয়॥
জীবগণ কর্ম্মবশে সংসারের মাঝে আসে
কর্ম্মফলদাতা শুধু হন ভগবান।
সুকর্ম্ম করিলে এবে সুফল তাহার হবে
সংসার যাতনা হ'তে পাবে পরিত্রাণ॥
পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুসারে জীবগণ ভোগ করে
ইহার যে ব্যতিক্রম নাহি হয় কভু।
জানিও মানবচয় স্বভাবের দাস হয়
কর্ম্মবশে উচ্চ নীচ দেহ দেন বিভু॥
কর্ম্মফল এড়াবারে কেহ কভু নাহি পারে
কর্ম্মই ঈশ্বর, গুরু, কর অবধান।
দেবতা মানব যত স্বভাবের অনুগত
ইন্দ্র পূজা নাহি কর বৃথা অনুষ্ঠান॥
বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে ব্রাহ্মণগণ
ক্ষত্রিয়ের কার্য্য হয় পৃথিবী পালন।
বৈশ্যধর্ম্ম কৃষিকার্য্য আর হয় যে বাণিজ্য
শূদ্রদের কার্য্য যাহা বিপ্রের সেবন॥
কৃষ্ণ কহে নন্দ প্রতি আমরা যে গোপজাতি
গো-রক্ষা মোদের কার্য্য হয় সুশোভন।
স্বধর্ম্ম ত্যজিয়া যেবা পরধর্ম্ম করে সেবা
মঙ্গল তাহার নাহি হয় কদাচন॥

মহাসাগরাদি যত জলাশয় আছে শত
সূর্য্যরশ্মি বারি তার অবিরত শোষে।
মেঘরূপে সেই বারি ওঠে ত্বরা শূন্যোপরি
সেই মেঘ হ'তে বারি বর্ষে অবশেষে ॥
জানিও নির্দ্দেশে তাঁরি বরিষণ করে বারি
ঈশ্বর নিয়ম কভু না হয় অন্যথা।
ইন্দ্র যজ্ঞ এবে ত্যজি গাভী বিপ্র সবে পূজি
পর্ব্বতের যজ্ঞ আজ কর তুমি হেথা ॥
যজ্ঞ লাগি দ্রব্য যত হইয়াছে সংগৃহীত
তাহাদ্বারা এ যজ্ঞের কর আয়োজন।
পায়স মিষ্টান্ন সূপ পিষ্টকাদি নানারূপ
আনয়ন করি যজ্ঞ কর সমাপন ॥
ব্রজবাসী আছে যারা গাভী আনি দোহি ত্বরা
সেই দুগ্ধ যজ্ঞস্থানে করুক প্রেরণ।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে হোম পূজা সমাপনে
ধন, রত্ন, ধেনু, অন্ন কর বিতরণ ॥
যত কক্কুর চণ্ডাল আর যতেক কাঙ্গাল
তাহাদের অন্নদান করিও এবার।
গাভীগণে তৃণ দিবে তাহে ভাল ফল পাবে
পর্ব্বতকে দিও তুমি পূজা উপচার ॥
নববস্ত্র অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া পরে
গো-ব্রাহ্মণ পর্ব্বতেরে কর প্রদক্ষিণ।
নন্দ আদি গোপগণ মানি তাঁর সে বচন
কৃষ্ণের ইচ্ছায় কার্য্য আরম্ভে সেদিন ॥

যজ্ঞ অন্তে গোপগণ উচ্চারে স্বস্তি বচন
নানাদ্রব্য আনি দিল গিরি ও ব্রাহ্মণে।
রহে যত গাভীচয় তৃণ দেয় সেসময়
সমাপ্ত হইল কার্য্য গিরি প্রদক্ষিণে॥
শঙ্খধ্বনি হয় সেথা গীত হয় মধুগাথা
বেদপাঠ কতমত করে মুনিগণ।
তুষ্ট হন জনগণ দুঃখ হয় বিমোচন
ধ্বনিত বিজয়ঘণ্টা সেথায় তখন॥
শোন অপূর্ব্ব কথন মায়া করি বিস্তারণ
প্রদক্ষিণকালে হরি অন্য মূর্ত্তি লন।
বিশাল পর্ব্বতরূপে প্রকাশিয়া নিজরূপে
পূজাদ্রব্য তবে তিনি করেন ভক্ষণ॥
মিষ্টি মণ্ডা ছিল যাহা ভোজন করেন তাহা
অবশেষে হয় তাঁর তিরপিত মন।
প্রসন্ন হইয়া অতি কন তবে যদুপতি
বর মাগ তুমি রাজা গিরির সদন॥
সেই মূর্ত্তি হেনকালে সকলেরে ডাকি বলে
ইচ্ছামত বর সবে চাহ এসময়।
নন্দ কহে গিরি ঠাঁই অন্য কিছু নাহি চাই
ভগবানে সদা মোর মতি যেন রয়॥
প্রসন্ন হইয়া হরি বর দিতে স্থির করি
তথাস্তু বলিয়া ত্বরা হন অন্তর্দ্ধান।
নন্দরাজা ব্রজপতি হরষিত হন অতি
পুলকে নাচিল যত ব্রজবাসী প্রাণ॥

অনাথ আতুর সবে নন্দ হ'তে পায় যবে
তুষ্ট মনে গৃহে তারা চলিল তখন।
দ্বিজ আদি মুনিগণ করে স্বস্থানে গমন
ব্রজবাসী সবে ফিরে আপন ভবন॥
অন্তর্য্যামী ভগবান সবার মঙ্গল চান
পিতা-লাগি ইন্দ্র যজ্ঞ করেন বারণ।
পর্ব্বতে পূজিতে কহি তার মাঝে নিজে রহি
নন্দের অভীষ্ট যাহা করেন পূরণ॥

শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ

যবে শোনে দেবরাজ   পূজা তার বন্ধ আজ
ক্রোধে হয় সর্ব্বদেহ কম্পিত তাহার।
কহিলেন শচীপতি   গোপজাতি পাপমতি
তাহাদের ধনগর্ব্ব অসহ্য এবার॥
হ'য়ে মত্ত অহঙ্কারে   মোর পূজা বন্ধ করে
অপমান করিবারে করিয়া মনন।
বংশানুক্রমেতে মোরে   সবে তারা পূজা করে
কৃষ্ণের কথায় হেলা করিছে এখন॥
মানুষের বাক্যে আজ   ত্যজি মম পূজাকাজ
পর্ব্বতে পূজিতে চায় আমারে নিন্দিয়া
পূজিবারে গো ব্রাহ্মণ   করে তারা আয়োজন
তাদের এ আচরণে জ্বলে মোর হিয়া॥
অল্পবুদ্ধি গোপজাতি   তাই স্থির নহে মতি
নন্দের নন্দন দিল বুদ্ধি চমৎকার।
বন্ধ করি এ পূজন   পূজে যদি গো ব্রাহ্মণ
অক্লেশে সকলে যাবে ভবসিন্ধু পার॥
মোর কত যে মহত্ত্ব   কিবা তার বোঝে তত্ত্ব
শিশুর বচনে করে অবজ্ঞা আমারে।
ব্রজবাসী আছে যত   আমাদ্বারা হবে হত
বৃন্দাবন ছারখার করিব এবারে॥

ইন্দ্র ঘূর্ণিত নয়নে ডাকিলেন মেঘগণে
আহ্বান শুনিয়া তারা করে আগমন।
ল'য়ে সাথে মেঘ সবে চলে ত্বরা ইন্দ্র তবে
অবশেষে ব্রজে তিনি উপনীত হন॥
মেঘগণে শীঘ্রগতি করিলেন অনুমতি
ব্রজমাঝে করিবারে বারি বরিষণ।
সেথা যেন কোন প্রাণ নাহি পায় পরিত্রাণ
ইহার অন্যথা যেন না হয় কখন॥
সবাকার অহঙ্কার হ'বে খর্ব্ব এইবার
শক্তির পরীক্ষা দিবে নন্দের নন্দন।
গাভীগণ আছে যত বারি বর্ষি করি হত
ব্রজবাসী সকলের করিও নিধন॥
আজ্ঞা দেন ইন্দ্র যবে মেঘগণ ধায় সবে
আঁধারে ঘিরিল ত্বরা তবে ব্রজপুর।
করি ভীষণ গর্জ্জন বহে তুরন্ত পবন
অতি বরষণে ব্রজ হয় ভরপুর॥
বহিল বিষম বায়ু নাশিতে সবার আয়ু
তাহে গৃহ বৃক্ষ আদি হইল পতন।
গরজিছে মেঘ কত শিলাবৃষ্টি অবিরত
ঝলসিছে ঘন ঘন বিজলী তখন॥
পর্ব্বত শিখর যত খসিয়া পড়িছে কত
কত না মরিল পক্ষী মেঘের তরাসে।
বৃন্দাবন ভাসে জলে খাদ্যবস্তু নাহি মেলে
ব্রজবাসী সবে কাঁপে প্রবল বাতাসে॥

মেঘ-শব্দ অবিরত শুনি নন্দ হন ভীত
গোকুলে চিন্তিত তবে রহে সবজন।
ভাবে একি অঘটন কেন দৈব বিড়ম্বন
নাহি জানি কোন পাপে ইহা সংঘটন॥
ভঙ্গ করি ইন্দ্র পূজা পাইতেছি মোরা সাজা
শুনিয়া শিশুর বাক্য পড়েছি বিপাকে।
উপায় না দেখি মোরা চিন্তি সবে হই সারা
সকাতরে কহে নন্দ পত্নী যশোদাকে॥
বিষম বিপদে এবে পড়িয়াছি মোরা সবে
না বুঝি কারণ কিবা এত বরষার।
একি ঘটে অনাসৃষ্টি বজ্রপাত শিলাবৃষ্টি
এখন যে অমঙ্গল হেরি চারিধার॥
আপন আপন শিশু বক্ষেতে লইয়া আশু
ধায় বেগে করি সবে গাত্র আচ্ছাদন।
যথা নন্দের ভবন তথা করিয়া গমন
কহে নন্দে একি মন্দ যায় যে জীবন॥
এ বিপদে কর ত্রাণ রক্ষিয়া মোদের প্রাণ
ইন্দ্র যজ্ঞ নষ্ট করে তোমার নন্দন।
হেরি সবে ব্যাকুলিত হ'য়ে নন্দ চিন্তান্বিত
তবে তিনি করিলেন ইন্দ্রের বন্দন॥
আসি সেথা জনার্দ্দন পিতৃদেবে ডাকি কন
কার স্তুতি কর পিতা অজ্ঞান সমান।
কিবা শক্তি ইন্দ্র ধরে গোপকুলে বধিবারে
কেন বৃথা শোকাকুল, ভীত কেন প্রাণ॥

হেরি পূজা নষ্ট হয় ক্রোধ তাঁর উপজয়
তাই ইন্দ্র ঝড়বৃষ্টি করে অসময়।
কিবা তার গূঢ়তত্ত্ব তার কত যে মহত্ত্ব
পরীক্ষা করিব এবে শক্তি কত রয় ॥
ব্রজবাসী রহে যত হ'য়ে সবে ব্যাকুলিত
কাতরে শ্রীকৃষ্ণে স্মরি কহে সেসময়।
ওহে প্রভু ভগবান আর্ত্তজনা কর ত্রাণ
ইন্দ্ররোষ হ'তে রক্ষা কর দয়াময় ॥
দেবরাজ দম্ভভরে ভগবান ভাবে তারে
অবশ্য করিব চূর্ণ তার অভিমান।
এই ব্রজের রক্ষণ আমি করিব এখন
ব্রজবাসী সবাকারে করিবারে ত্রাণ ॥
ল'য়ে সঙ্গে ধেনু শিশু তোমরা সকলে আশু
পর্ব্বত গহ্বরে এবে করিও প্রবেশ।
জনার্দ্দন এই কথা সকলেরে কহি সেথা
পর্ব্বতে ধরিয়া টান দেন অবশেষ ॥
অবহেলে শৈলবরে উপড়িয়া এইবারে
আপনার বামহস্তে করেন ধারণ।
যেমন মাথার 'পরে বালক ছত্রক ধরে
তথা গিরি ধরে হরি মস্তকে আপন ॥
কন তবে নারায়ণ শোন ব্রজবাসিগণ
যথাসুখে গিরিগর্ত্তে রহিও এবার।
রহিবে নির্ভয়চিতে পড়িবে না গিরি হ'তে
ঝড় বৃষ্টি হ'তে ভীতি নাহি রবে আর ॥

ক্রোধান্বিত হ'য়ে অতি দেবরাজ শীঘ্রগতি
মেঘগণে আজ্ঞা দেন ঘোর বর্ষিবারে।
পর্ব্বত গহ্বরে যারা জনগণ ছিল তারা
সকলে সেথায় রহে নির্ভয় অন্তরে॥
তীব্র বেগে বায়ু বহে মেঘাবৃত রবি রহে
বজ্রপাত ঘন ঘন দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
করি ভীম গরজন মেঘ করে বরিষণ
সাতদিন ব্যাপী বারি বর্ষে নিরন্তর॥
গিরি হস্তে জনার্দ্দন নির্ভয় যে সর্ব্বজন
তাহাদের ক্লেশ হরি করেন হরণ।
বাম করে করি ধৃত রাখি গিরি অবিরত
অবিচ্ছিন্ন সাতদিন দাঁড়ায়ে তখন॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা সেইক্ষণ দেন হরি বিসর্জ্জন
স্বস্থানে রহেন তিনি কোথাও না যান।
শ্রীকৃষ্ণের শক্তি আজ জ্ঞাত হন দেবরাজ
বিস্ময় মোহিত তার হইল পরাণ॥
ব্রজমাঝে এতক্ষণ অবিরত বরিষণ
কৃষ্ণের প্রভাবে বারি হয় নিষ্কাসন।
কত যে মহিমা তাঁর জ্ঞাত হ'য়ে এইবার
ভক্তিভরে দেবরাজ আরম্ভে স্তবন॥
বিমোহিত হ'য়ে মন কৃষ্ণে করে দরশন
যেদিকে ফিরায় আঁখি রূপ মনোহর।
নত হ'য়ে এইবারে দেবরাজ কহে তাঁরে
ক্ষম মোর অপরাধ জগত ঈশ্বর॥

নবীন নীরদ রূপ পীতাম্বর অপরূপ
ধৃত রহে করে বংশী মোহন মূরতি।
ইন্দ্র তবে মুগ্ধ মনে হেরিতেছে নারায়ণে
সুবিমল রূপরাশি মনোহর অতি॥
গলে শোভে বনমালা চতুর্দ্দিক তাহে আলা
বক্ষেতে কৌস্তুভমণি প্রভা সমুজ্জ্বল।
মালতীর মালা গলে পবনেতে হেলে দোলে
হেরে সেথা ব্রজবাসী সে রূপ সকল॥
অধরেতে মৃদু হাসি মুগ্ধ করে হৃদে পশি
সুগঠিত অঙ্গ তাঁর শ্যামল বরণ।
শিখিপুচ্ছ রহে মাথে পুষ্প মালা আছে সাথে
রহিয়াছে তাহা চূড়া করিয়া বেষ্টন॥
চরণে নূপুর ধ্বনি পদক্ষেপে রিনি ঝিনি
রতন ভূষিত অঙ্গ শোভিছে কেমন।
মোহন মুরলীধারী অন্তর পবিত্রকারী
অপলকে ইন্দ্র তাঁরে করে দরশন॥
সৃষ্টি স্থিতি সংরক্ষণ কর তুমি জনার্দ্দন
সৃজন পালন যাহা আজ্ঞায় তোমার
যুগে যুগে অবতার আর্ত্তজনা কর পার
অনাদি অনন্ত তুমি আশ্রয় সবার॥
কর দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন
কত রূপে কতবার তব আগমন।
নরসিংহ রূপে হরি দৈত্যপ্রাণ নিলে হরি
বলিরে ছলিতে তুমি হইলে বামন॥

কৃষ্ণরূপে এইবার হও তুমি অবতার
কত মত লীলা তব বিশ্বের মাঝার।
তুমি নন্দের নন্দন যশোদার প্রাণধন
ভক্ত-হৃদে অনুক্ষণ বাস যে তোমার॥
মুনি ঋষি সাধু যত তব শক্তি নহে জ্ঞাত
পঞ্চানন পঞ্চাননে অশক্ত বর্ণিতে।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ যত সিদ্ধ যোগীজন
যোগে রহি তবু তোমা না পারে চিনিতে॥
দেবরাজ ইন্দ্র তবে কাছে ডাকি মেঘ সবে
কহিলেন নিবারিতে বারি বরিষণ।
নির্ম্মল আকাশে ভানু প্রকাশিল নিজ তনু
ব্রজপুরে অন্ধকার হয় বিনাশন॥
তবে দেব জনার্দ্দন সর্ব্বজনে ডাকি কন
ভীত আর নাহি হও ব্রজবাসিগণ।
পর্ব্বত গহ্বর হ'তে আসি সবে বাহিরেতে
পুত্রকন্যাসহ কর স্বগৃহে গমন॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা কেহ না রহিল সেথা
বাহিরিল করি ত্বরা ল'য়ে শিশুগণ।
রবিকর সমুজ্জ্বল চতুর্দ্দিক ঝল্‌মল্
বিন্দু মাত্র নাই জল শুষ্ক বৃন্দাবন॥
সবার সমক্ষে হরি স্বস্থানে রাখেন গিরি
পুনঃ গিরি গোবর্দ্ধন রহে পূর্ব্বমত।
শ্রীকৃষ্ণের শক্তি হেরি পুলকিত নরনারী
ব্রজবাসী সকলেই হইল বিস্মিত॥

কৃষ্ণরূপে এইবার হও তুমি অবতার
কত মত লীলা তব বিশ্বের মাঝার।
তুমি নন্দের নন্দন যশোদার প্রাণধন
ভক্ত-হৃদে অনুক্ষণ বাস যে তোমার॥
মুনি ঋষি সাধু যত তব শক্তি নহে জ্ঞাত
পঞ্চানন পঞ্চাননে অশক্ত বর্ণিতে।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ যত সিদ্ধ যোগীজন
যোগে রহি তবু তোমা না পারে চিনিতে॥
দেবরাজ ইন্দ্র তবে কাছে ডাকি মেঘ সবে
কহিলেন নিবারিতে বারি বরিষণ।
নির্ম্মল আকাশে ভানু প্রকাশিল নিজ তনু
ব্রজপুরে অন্ধকার হয় বিনাশন॥
তবে দেব জনার্দ্দন সর্ব্বজনে ডাকি কন
ভীত আর নাহি হও ব্রজবাসিগণ।
পর্ব্বত গহ্বর হ'তে আসি সবে বাহিরেতে
পুত্রকন্যাসহ কর স্বগৃহে গমন॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা কেহ না রহিল সেথা
বাহিরিল করি ত্বরা ল'য়ে শিশুগণ।
রবিকর সমুজ্জ্বল চতুর্দ্দিক ঝলমল্
বিন্দু মাত্র নাই জল শুষ্ক বৃন্দাবন॥
সবার সমক্ষে হরি স্বস্থানে রাখেন গিরি
পুনঃ গিরি গোবর্দ্ধন রহে পূর্ব্বমত।
শ্রীকৃষ্ণের শক্তি হেরি পুলকিত নরনারী
ব্রজবাসী সকলেই হইল বিস্মিত॥

মাতা আসি ত্বরা করি পুত্রে লন ক্রোড়ে তারি
রাম তাঁরে প্রীতিভরে করে আলিঙ্গন।
সবে করে আলাপন রক্ষে সবে জনার্দ্দন
তাঁর তরে কর সবে পূজা আয়োজন॥
কোন গোপী ব্রজে তাঁরে পূজে অতি ভক্তিভরে
আশীর্ব্বাদ কহে আসি আর কতজন।
স্বর্গ হ'তে দেবগণ পুষ্প করে বরিষণ
কত মত বাদ্য সেথা বাজিল তখন॥
বলদেব সহ হরি গোপগণে সঙ্গে করি
চলিলেন ফুল্ল মনে আপন ভবন।
গোবর্দ্ধন গীত গান তুলিয়া মধুর তান
ব্রজবাসী গাহি গাহি করিছে গমন॥
এই নন্দের নন্দন সামান্য মানব নন
অদ্ভুত তাহার কার্য্য হয় দরশন।
মাত্র সপ্তম বৎসরে অবহেলে করে ধরে
বিশাল পর্ব্বত সেই গিরি গোবর্দ্ধন॥
আশ্চর্য্য এ শিশু ছেলে পান করিবার ছলে
করে তীব্র আকর্ষণ পূতনার স্তন।
বিষমাখা রহে স্তন তবু না হয় মরণ
কৌশলে সে রাক্ষসীরে করিল নিধন॥
এই শিশু অবহেলে ছোট দু'টী পায়ে ঠেলে
ভাঙ্গিল শকট যবে ছিল তিন মাস।
দৈত্য যবে বধিবারে শূন্যে তুলি লয় তারে
তবে তার কণ্ঠরোধে বন্ধ করে শ্বাস॥

বকরূপী দানবেরে এই শিশু বধ করে
ধেনুকাদি দৈত্য সবে করিল সংহার।
যখন দাবাগ্নি জ্বলে বনে রহি সেই কালে
এই শিশু রক্ষা করে পরাণ সবার॥
সর, ননী করি চুরি ধৃত হন যবে হরি
উদুখলে মাতা তবে করেন বন্ধন।
যমল অর্জ্জুন যথা উদুখল সহ তথা
প্রবেশি সে বৃক্ষমাঝে ঘটান পতন॥
সর্পের কালীয় নাম কালিন্দীতে রহে ধাম
সমুচিত শিক্ষা দেন সে সর্পে ভীষণ।
নন্দরাজ তবে কন শোন ব্রজবাসিগণ
সবার সন্দেহ এবে করিব ভঞ্জন॥
গর্গমুনি কন যাহা মন দিয়া শোন তাহা
যুগে যুগে ভগবান অবতীর্ণ হন।
তিনি দুষ্টের দমনে আর শিষ্টের পালনে
নানামত অবতার করেন ধারণ॥
কতরূপে কতবার আবির্ভাব হয় তাঁর
কভু শ্বেত, কভু রক্ত, কভু বর্ণ পীত।
আসি মর্ত্ত্যে এই বেলা করিলেন কত লীলা
এইবার কৃষ্ণরূপে হন আবির্ভূত॥
শুনি নন্দের বচন সেথা ব্রজবাসিগণ
আনন্দে অধীন হয়, তিরপিত মন।
ভক্তিভরে যুক্তকরে স্তুতি করি কহে তাঁরে
হে কৃষ্ণ, হে নারায়ণ, পতিত পাবন॥

ওহে গোবর্দ্ধনধারী এস হে কৃষ্ণমুরারী
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ইন্দ্রদর্পহারী।
কত মত করি স্তুতি বার বার করে নতি
কহে শেষে কৃপা করি পার কর হরি ॥
আনি পূজা দ্রব্য যত জনগণ পূজে কত
স্বর্গ হ'তে ইন্দ্র করে পুষ্প বরিষণ।
স্তুতি করে দেবগণ গাহিছে গন্ধর্ব্বগণ
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সবজন পুলকে মগন ॥
শ্রীকৃষ্ণের নাম যত পুস্তকেতে লেখা শত
গর্গদত্ত কৃষ্ণ নামে খ্যাত ভগবান।
ভাগবত কথা যত মধুময় সুললিত
কহিলে শুনিলে হয় শীতল পরাণ ॥

বরুণ কর্ত্তৃক নন্দহরণ ও ব্রজবাসীর বৈকুণ্ঠ দর্শন

নন্দরাজ একদিন উপবাসী সারাদিন
একাদশী ব্রত তিনি করেন পালন।
আসুরী বেলাতে স্নান নদীতে করিতে যান
কালিন্দীর জলে তাই নামেন তখন॥
দ্বাদশীর দিনে স্নান শীতল করিল প্রাণ
সমাপ্ত করেন শেষে সন্ধ্যাদি বন্দন।
বরুণ সে অধিপতি কহে চরগণ প্রতি
জল হ'তে শীঘ্র নন্দে কর আনয়ন॥
অশুভ সময় স্নান সেথায় করিতে যান
সেই জলে রহিয়াছে মোর অধিকার।
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ব্রজপতি গৃহে রন
গোকুলে গোপের কুলে পূর্ণ অবতার॥
নন্দ যদি আসে অত্র বিচলিত হবে পুত্র
পিতার সন্ধানে তাঁর হ'বে আগমন।
পাব কৃষ্ণ দরশন তিরপিত দু'নয়ন
অধমের বাসে তবে হ'লে পদার্পণ॥
গৃহ মোর শুদ্ধ হবে অমঙ্গল নাহি রবে
ঘরে বসি মনোবাঞ্ছা হইবে পূরণ।
জলেশ্বর-আজ্ঞা পায় চরগণ তবে ধায়
উপনীত হ'য়ে নন্দে করিল হরণ॥

বরুণের গৃহে ত্বরা নন্দরাজে রাখে তারা
বরুণ তাহারে হেরি করিল প্রণতি।
বসাইয়া সিংহাসনে রাখে তারে সযতনে
সমাদর পায় কত সেথা ব্রজপতি ॥
নন্দরাজে নাহি দেখি সবার সজল আঁখি
গোপগণ সকলের ব্যাকুল পরাণ।
হইয়া চিন্তিত অতি চাহে তারা ইতি উতি
যমুনার তীরে যায় করিতে সন্ধান ॥
মনে শঙ্কা উপজয় প্রাণ বুঝি নাহি রয়
ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যু করেছে বরণ।
কাঁদে মাতা যশোমতী পতিপ্রাণা সেই সতী
ব্যথিত অন্তর তার হইল যখন ॥
গোপগোপী যতজন রহি শোকে নিমগন
আকুল পরাণে তবে করিছে রোদন।
রাম হরি যবে দ্রুত হন সেথা উপনীত
অত্যন্ত ব্যথিত মাতা দেখেন তখন ॥
ভগবান নারায়ণ মায়ার অতীত হন
মাতার ক্রন্দনে তবু জাগিল বেদন।
যিনি বিশ্ব বিমোহন মায়াতে মোহিত হন
পিতৃ অদর্শন হেতু করেন রোদন ॥
তবে দেব জনার্দ্দন নিজ মনে জ্ঞাত হন
জলেশ্বর পিতৃদেবে ক'রেছে হরণ।
আশ্বাস প্রদান করি কহেন সবারে হরি
এখানে আসিবে পিতা শোন সর্বজন ॥

যমুনার জলে হরি প্রবেশিয়া ত্বরা করি
নিমেষেতে উপনীত বরুণের দেশ।
জলপতি হ'য়ে খুসী সম্বর্দ্ধনা করে আসি
সাজায় অঙ্গেতে দিয়া অপরূপ বেশ॥
সম্মুখে হরিরে দেখি সজল যুগল আঁখি
শীঘ্র আনি দিল তাঁরে রতন ভূষণ।
কহে ওহে মহামতি আমার যে ভাগ্য অতি
সফল জনম মোর সার্থক জীবন॥
জপ তপ যত কর্ম্ম তুমি তার সারমর্ম্ম
যেবা কাছে পায় তোমা কৃতার্থ সেজন।
পদে যে আশ্রয় লয় পাপ তার হয় ক্ষয়
এ সংসারে সার শুধু তোমার চরণ॥
নমস্তে অখিলপতি অগতির তুমি গতি
সবাকার হও প্রভু অসুর ঘাতক।
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রক্ষ তুমি বিশ্বজন
আর্ত্তজনা কর ত্রাণ জগত পালক॥
মিলি মম চরগণ নন্দে করে আনয়ন
রাখিয়াছি তারে মোরা অতীব যতনে।
করিয়াছি কত পাপ নাহি দিও অভিশাপ
দোষ যত ক্ষমা করি রাখ শ্রীচরণে॥
পিতারে লইয়া যাও পদ মোর শিরে দাও
তোমার আজ্ঞায় আমি হই জলেশ্বর।
আর্ত্তজনে অনুক্ষণ কর কৃপা বরিষণ
ভকতবৎসল তুমি জগত ঈশ্বর॥

তাহার প্রার্থনা শুনি তুষ্ট দেব চক্রপাণি
কন তারে নাহি ভয় না হও চঞ্চল।
ক্ষমা করি তব দোষ তোমা প্রতি নাহি রোষ
মনোবাঞ্ছা যত রয় পূরিবে সকল॥
যবে বিরস বদনে সবে সজল নয়নে
আসিলেন জনার্দ্দন গোকুলে তখন।
গোপগোপী জনগণ করে তাঁরে দরশন
তাঁর সঙ্গে হেরি নন্দে পুলকে মগন॥
সবে নন্দে কহে সেথা গিয়াছিলে তুমি কোথা
স্নান হেতু কেন হয় বিলম্ব এমন।
নন্দরাজ কন তবে কহি যাহা শোন সবে
বরুণ-চরেরা মোরে করিল হরণ॥
বসাইয়া সিংহাসনে রাখে মোরে সযতনে
কৃষ্ণ শেষে পায় মোরে করি অন্বেষণ।
নব রতন ভূষণ করি ত্বরা আনয়ন
বরুণ ভক্তিতে কৃষ্ণে করিল পূজন॥
নন্দের বচনে তবে ব্রজবাসী আর সবে
ভগবান জ্ঞানে পূজে কৃষ্ণের চরণ।
অন্তর্য্যামী ভগবান গোপীদের যিনি প্রাণ
কি ভাবে পূরিবে আশা করেন চিন্তন॥
সংসারের জীব যত সদা কর্ম্মে রহে রত
অর্থ চিন্তি ভগবানে না করে স্মরণ।
আপনারে ল'য়ে মাতি রহে সবে দিবারাতি
অনিত্য দেহকে নিয়া ব্যস্ত অনুক্ষণ॥

গোলোক বিহারী হরি গোলোকের বেশ ধরি
ব্রজজনে সেই-রূপ করান দর্শন।
সমুজ্জ্বল তার জ্যোতি হেরি সবে মুগ্ধ অতি
মুনি ঋষি এই-রূপ করেন চিন্তন॥
দেখালেন ব্রহ্মরূপ হেরি সবে সেই রূপ
অতীব পুলকে তবে হইল মগন।
অভিলাষ পূর্ণ হয় মনস্তাপ নাহি রয়
তাদের ভাগ্যের কভু না হয় তুলন॥
ব্রহ্মহ্রদ রহে যথা গোপগণে ল'য়ে তথা
উপনীত হইলেন নন্দের নন্দন।
হ'য়ে তাহে নিমগন ব্রজবাসী গোপগণ
অপরূপ ব্রহ্মলোক করে দরশন॥
সঞ্চিত পুণ্যের ফলে অক্রূরও কোনকালে
এই ব্রহ্মলোক নিজে করেছে দর্শন।
মনোহর দৃশ্য দেখি বিমোহিত সবা আঁখি
তাহারা শ্রীকৃষ্ণে তবে করিল স্তবন॥
কৃষ্ণরূপ হৃদিহরা লীলাকথা মধুক্ষরা
ভবনদী হয় পার করিলে শ্রবণ।
মন প্রাণ তাঁরে দিয়া কর্ম্মফল সমর্পিয়া
সবে মিলি লও এবে তাঁহার শরণ॥

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা

শুকদেব মুনি প্রতি কহিলেন নরপতি
কি লীলা করেন হরি রহি বৃন্দাবন।
জনগণ সেথা কয় রাসলীলা শ্রেষ্ঠ হয়
কহ তুমি সেই কথা বিস্তারি এখন॥
শুনি তবে মুনি কন শোন রাজা দিয়া মন
কৃষ্ণলীলা কথা হয় অপূর্ব্ব কথন।
কৃষ্ণ নামে পাপ হরে দুঃখ কষ্ট যায় দূরে
শুদ্ধ মনে তবে তিনি অন্তে হৃদে রন॥
রাসলীলা ইচ্ছি মনে ডাকি হরি গোপীগণে
একত্রে আসিয়া তবে সমবেত হন।
গোপীদের নারায়ণ কণ্ঠে হস্ত দিয়া রন
সবে ভাবে মোর কাছে আছে জনার্দ্দন॥
যেথায় রাসমণ্ডল যান হরি সেইস্থল
সকল বনের মধ্যে হয় শ্রেষ্ঠ স্থান।
অপরূপ তার শোভা কিবা সে যে মনোলোভা
সবার সে দৃশ্য হেরি বিমোহিত প্রাণ॥
বৃক্ষ রহে নানাজাতি চন্দন সুগন্ধ অতি
চারিদিকে সুশোভিত কুসুম কানন।
নানা পুষ্প বিকশিত শোভা কত বিরাজিত
সুগন্ধেতে আমোদিত হইল পবন॥

কৃষ্ণচূড়া শেফালিকা যূথী বকুল মল্লিকা
চন্দ্রমুখী, গন্ধরাজ রহে বিকশিত।
ফোটে জবা ও চামেলী মালতী চম্পককলি
মাধবী, কদম্ব, কুন্দ পুষ্প আরো কত॥
শ্বেত পদ্ম অগণিত সরোবরে বিকশিত
তার মাঝে শোভিতেছে রক্ত শতদল।
বনমাঝে বৃক্ষ কত ফলভারে রহে নত
স্থানে স্থানে কুঞ্জবন সেথায় সকল॥
করিলেন ইচ্ছা হরি গোপীগণে সঙ্গে করি
করিবেন রাস লীলা রহি বৃন্দাবন।
কেলির মানস করি পূর্ণিমা রাতেতে হরি
সুমধুরে বংশী তবে করেন বাদন॥
সে সুর শ্রবণ করি গৃহে যারা গোপনারী
ব্যাকুল হইল সেথা করিতে গমন।
বংশী-ধ্বনি করি হরি ডাকিছেন নাম ধরি
ধ্বনি শুনি পরস্পরে করে আলাপন॥
কি মধু বাঁশীর সুর প্রেমে হৃদি ভরপুর
হরি নিল প্রাণ হরি কি করি উপায়।
সে যে করে আকর্ষণ বিমোহিত করি মন
গৃহে বাস করা এবে হইল যে দায়॥
স্বামী পুত্র পরিজন হয় সব বিস্মরণ
হইল চঞ্চল মন বাঁশীর কারণ।
গৃহ মান ধন জন নাহি আর প্রয়োজন
হেরিতে বাসনা এবে সে চাঁদ বদন॥

গোপীগণ একসাথে ভ্রমিতেছে পথে পথে
ভাবিছে কেমনে হবে কৃষ্ণ-দরশন।
গৃহকর্ম্ম পরিহরি চলে তারা ত্বরা করি
লক্ষ্য নাই কোনদিকে একনিষ্ঠ মন॥
প্রেমে মত্ত গোপীগণ উপনীত যবে হন
তাহাদের হেরি হেরি পুলকে মগন।
অপলকে তারা সবে কৃষ্ণধনে হেরে তবে
বিমোহিত করিল যে সে রূপ মোহন॥
রাস মঞ্চে ফুল্ল মনে ল'য়ে হরি গোপীগণে
মধ্যস্থলে উপবিষ্ট আলো করি বন।
মৃদু হাসি সবে কন কেন হেথা আগমন
কি উদ্দেশ্যে সবে মিলি আসিলে এখন॥
গোপীগণ শোন বলি গৃহে এবে যাও চলি
সতীর পরম ধর্ম্ম পতির সেবন।
শিশুগণ গৃহে যত মাকে ছাড়ি কাঁদে কত
গৃহে গিয়া কর সবে কর্ত্তব্য পালন॥
যদি সবে ভক্তিভরে গৃহে রহি স্মর মোরে
পাইবে পরমানন্দ হইবে নির্ব্বাণ।
হেথা এবে রহিবার প্রয়োজন নাহি আর
গৃহে রহি পতিদের আকুল পরাণ॥
কৃষ্ণের বচনে তবে বেদনা পাইল সবে
শোক সিন্ধু-নীরে তারা হইল মগন।
ব্যথিত হইয়া অতি ভাবে এ কেমন রীতি
দুঃখ জাগি সবাকার মলিন বদন॥

ছাড়ি মোরা গৃহজন সমর্পিয়া দেহ মন
ব্যাকুল হইয়া আসি যাঁহার কারণ—
কহিতেছে সেইজন মর্ম্মভেদী কুবচন
যাঁর লাগি লজ্জা মান দিনু বিসর্জ্জন ॥
শোকাকুল হ'য়ে তবে গোপীগণ কহে সবে
গুণময় শোন তুমি করি নিবেদন।
ব্রজনারী প্রাণধন হও ব্রজের জীবন
করুণা সাগর তুমি জ্ঞাত সর্ব্বজন ॥
আমাদেব দশা হেরি দয়া এবে কর হরি
তুমি বিনা মোদের যে নাই অন্য গতি।
রহি যেন তোমা সনে দিও ঠাই শ্রীচরণে
কৃপা দৃষ্টি রেখো প্রভু আমাদের প্রতি ॥
রহিয়া মোদেব সাথ পূরাও বাসনা নাথ
ছুটিয়া এসেছি হেথা তোমার কারণ।
বনে রহি যবে তুমি বাজাইলে বাঁশী স্বামী
ধ্বনি দ্বারা আমাদের হরি নিলে মন ॥
হৃদি মজে বাঁশী স্বরে গৃহে নারি রহিবারে
অবশ হইয়া মোরা চলিনু তখন।
তোমা ত্যাজি গৃহপানে যাব মোরা কোন প্রাণে
বাসস্থান হবে যে গো শ্মশান মতন ॥
মোরা যত গোপনারী চরণ ছাড়িতে নারি
কমলা সেবিত পদ জানে সর্ব্বজন।
আমরা যে ও চরণ ধ্যানে রাখি অনুক্ষণ
ভক্তের সম্পদ ইহা জেনো নারায়ণ ॥

নিজ বাসে ফিরিবারে মন নাই একেবারে
গৃহ, ধন, জন আর নাহি প্রয়োজন।
কুলধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিনু মোরা গোপীগণ
আশ্রয় ক'রেছি প্রভু তোমার চরণ॥
ওহে অধম তারণ মোরা ল'য়েছি শরণ
তবে কেন কহ হেন নিঠুর বচন।
ধন জন পতি পুত্র সব ছাড়ি আসি অত্র
তুমি ছাড়া আর কেহ নহে যে আপন॥
এত শুনি হরি তবে ডাকি লয়ে গোপী সবে
কহিলেন ইচ্ছা পূর্ণ করিব সবার।
দয়াময় বনমালী গোপী সাথে করি কেলি
পরিতৃপ্ত করিলেন ইচ্ছা যা যাহার॥
গোপনারী যেথা যত সংখ্যা তার ষোলশত
প্রত্যেকে হেরিল সাথে আছে কৃষ্ণধন।
বাঞ্ছাকল্পতরু যিনি বহু দেহ লন তিনি
গোপীদের মনোবাঞ্ছা করিতে পূরণ॥
রাসমঞ্চে বসি কানু বাজালেন যবে বেণু
বাঁশী সুরে মুগ্ধ হয় বিশ্ববাসিজন।
বংশী ধ্বনি যেবা শোনে সংসার অসার মানে
নাহি জানি কিবা শক্তি ধরে সে তখন॥
ভালে কেহ বা চন্দন কেহ করিছে বন্দন
কেহ দিল পুষ্পমাল্য গলেতে তাঁহার।
অন্তে মুক্তি পাইবারে কেহ তাঁরে পূজা করে
দরশনে কেহ পায় আনন্দ অপার॥

জ্যোৎস্নাস্নাত ধরাতল স্নিগ্ধ শান্ত জলস্থল
অপরূপ শোভা রাজে কালিন্দীর তীরে।
মনোহর সে পুলিনে হরি আজ ফুল্ল মনে
গোপবালাগণসনে রাসলীলা করে॥
গোপীদের সঙ্গে করি রাস যবে করে হরি
বনশোভা হয় তবে অধিক বর্দ্ধন।
ব্রহ্মা রুদ্র দেবগণ পত্নীসহ সেইক্ষণ
সে দৃশ্য বিমানে রহি করে দরশন॥
বাদ্যযন্ত্র কত মত বাজে সেথা অবিরত
স্বর্গ মর্ত্ত্যে সেই ধ্বনি শোনে সর্ব্বজন।
স্ত্রীসহ গন্ধর্ব্বগণ করে শ্রীকৃষ্ণে পূজন
নানাবিধ পুষ্প সেথা হয় বরিষণ॥
গোপীদের জনার্দ্দন দিয়া প্রেম আলিঙ্গন
সবার বাসনা তবে করেন পূরণ।
একে একে গোপী আসে মদনমোহন পাশে
কহে তারা দাসী মোরা দাওগো চরণ॥
কেহ শীতল চন্দন করে শ্রীঅঙ্গে লেপন
অন্য গোপী শিরে চূড়া করিল বন্ধন।
কোন গোপী কুতূহলে মালা গাঁথি দেয় গলে
কেহ পূজে ভক্তিভরে ও রাঙ্গা চরণ॥
কাননের মাঝে হরি গোপীদের সঙ্গে করি
ভ্রমিছেন বনভূমি করি আলোকিত।
গন্ধযুত পুষ্প কত তবে সেথা বিকশিত
সুগন্ধিতে চতুর্দ্দিক রহে আমোদিত॥

ভগবান বনে আজি অপরূপ সাজে সাজি
গোপবালাগণ মাঝে রন বিরাজিত।
মনে ইচ্ছা যার যাহা পরিপূর্ণ আজি তাহা
সবার অন্তর তাই হয় তিরপিত॥
ইচ্ছা যদি তীব্র রয় ধন জন তুচ্ছ হয়
তাহারে শ্রীহরি কৃপা করেন সত্বর॥
তাই বলি ওরে মন কৃষ্ণে স্মর অনুক্ষণ
শোক দুঃখ হ'তে মুক্ত রহিবে অন্তর॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী নন্দের নন্দন হরি
স্মরিলে বাসনা তিনি করেন পূরণ।
কায়মনোবাক্যে যদি সমর্পণ কর হৃদি
অনায়াসে পাবে তুমি রাতুল চরণ॥
রাসলীলা অপরূপ ভকতির ইহা রূপ
ভাগবতে বিস্তারিত ইহার বর্ণন।
আজি পঞ্চমী তিথিতে বসি নীরব নিশীথে
কৃষ্ণলীলা কথা আমি করি সমাপন॥
সুধাবাণী আস্বাদন যদি করে ভক্তজন
আমার এ পরিশ্রম হইবে সার্থক।
যাবে দূরে মলিনতা বিরাজিবে পবিত্রতা
ধর্মগ্রন্থ সঙ্গ কর রহিয়া একক।

কানন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান ও গোপীগণের অন্বেষণ

শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন পায় যবে গোপীগণ
কৃষ্ণ সোহাগিনী ভাবি মনে দর্প হয়।
কৃষ্ণ প্রেমে অভিমানী হ'য়ে যতেক গোপিনী
মনে ভাবে নারী মাঝে শ্রেষ্ঠ তারা রয়॥
গর্ব্ব নাশিতে সকল ভগবান করি ছল
সহসা সেস্থান হ'তে হন অন্তর্দ্ধান।
চারিদিকে গোপীগণ করিতেছে নিরীক্ষণ
কোথাও তবু না মেলে কৃষ্ণের সন্ধান॥
যূথপতি অদর্শনে ক্ষোভ যথা হস্তিমনে
সেইরূপ মনস্তাপ পায় গোপীগণ
কৃষ্ণগত প্রাণ তারা হইয়াছে প্রিয় হারা
কৃষ্ণধন বিনা বৃথা তাদের জীবন॥
সে রূপ না দরশনে ব্যাকুলিত সবে মনে
না শুনি কালার বাণী অন্তর বিকল।
ছিল যতেক ললনা মনে সবার বেদনা
বিরহে উন্মাদ যেন গোপীরা সকল॥
কাননের মাঝখানে খুঁজিতেছে কৃষ্ণধনে
কোনস্থানে নন্দসুতে দেখিতে না পায়।
অশ্বত্থ বৃক্ষেরে তবে জিজ্ঞাসে গোপীরা সবে
কৃষ্ণধন কোথা রন কহ শীঘ্র তায়॥

যিনি অন্তরে বাহিরে র'য়েছেন সর্ব্ববস্তুরে
তিনি আজ কোথা রন কহ বৃক্ষগণ।
শোকাতুরা গোপবালা প্রাণপ্রিয় সেই কালা
তার লাগি অতিশয় ব্যাকুল তখন॥
ব্রজবালা যত রহে ক্রন্দনের সুরে কহে
আর না সহিতে পারি প্রিয় অদর্শন।
মধুর বাঁশীর সুরে মোদের পরাণ হ'রে
এখন না জানি কোথা করে পলায়ন॥
কহে তুলসী নিকটে কহ দেবী অকপটে
বিষ্ণুপ্রিয়া রও তুমি বিষ্ণুর চরণে।
গোপবালা ছিল যত কাঁদি কাঁদি কহে কত
বলে তারা দেখেছ কি নন্দের নন্দনে?
মল্লিকা মালতী বেলা কহ সবে এই বেলা
কোন পথে কোথা গেল সেই নীলমণি।
কোথা রহে সেইজন নাহি পাই দরশন
মোদের নিকটে কহ আজি সত্য বাণী॥
লুকাইল হরি কোথা কহ সবে সেইকথা
দেখেছ কি তোমরা সে নন্দের তনয়।
আনন্দে করেছ সঙ্গ পরশ করেছ অঙ্গ
তাঁর কথা কহ সবে হইয়া সদয়॥
ফলবান বৃক্ষ যথা গোপীগণ গিয়া তথা
বিনয়ে তাদের কাছে কহিল সত্বর।
কহে তারা তরুবরে পর উপকার তরে
ধরিয়াছ বহু ফল শাখার উপর॥

তোমরা মোদের বল প্রাণনাথ কোথা গেল
শ্রীফল পনস কুল সবে আছ যত।
করিনু মিনতি এবে মোদের দেখ গো সবে
বেদনাতে হৃদি কত হইয়াছে ক্ষত ॥
তখন কাতরে অতি গুল্মলতাগণ প্রতি
কহিল তাহারা যত ব্যথার কাহিনী।
আমাদের মন হরি কোন পথে গেল হরি
কোথায় লুকায়ে রয় সেই গুণমণি ॥
বনে হেরিয়া হরিণী কহে তারা দুঃখ বাণী
আকুতি জানায় কত উত্তর না পায়।
শ্রীকৃষ্ণের প্রেম ভিন্ন সংসার যে সারশূন্য
রহিয়াছে দেহ পড়ি জীবন না তায় ॥
মাধবীরে গোপীগণ কহে করি সম্বোধন
কান্ত আলিঙ্গনে তুমি আছ আহ্লাদিনী।
তাই তোমার এখন হেরি প্রফুল্ল বদন
কান্তহারা হ'য়ে মোরা হই বিষাদিনী ॥
এ বিপদে করি ত্রাণ রাখ গো মোদের প্রাণ
কোন পথে গেল কহ নন্দের নন্দন।
অতি শোকে হয় হেন উন্মাদিনী তারা যেন
বনে বনে ভ্রমি করে কৃষ্ণে অন্বেষণ ॥
কাতর হইয়া অতি কহে তারা ক্ষিতি প্রতি
পুলকে পূরিত তুমি কহ অসংশয়।
হরিপদ অনুক্ষণ বক্ষে করেছ ধারণ
ভাগ্যবতী হও অতি কহিনু নিশ্চয় ॥

হ’য়ে মোরা প্রিয়হারা হইনু পাগলপারা
অশ্রুজলে সিক্ত হয় মোদের বসন।
আমাদের প্রাণধন দয়াময় জনার্দ্দন
সত্বর বল গো কোথা করে পলায়ন॥
সেথা যত গোপীগণ হ’য়ে সবে একমন
উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণলীলা করিল কীর্ত্তন।
গোপনারীগণ সবে বিচ্ছেদে কাতর যবে
কৃষ্ণের অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রকাশে তখন॥
বেশ তারা নিল নানা কেহ সাজিল পূতনা
গোপীকে সাজায়ে কৃষ্ণ স্তন্য যে পিয়ায়।
কোন গোপী শিশু মত ক্রন্দনেতে রহে রত
শকট হইয়া গোপী পদাঘাত পায়॥
দৈত্যরূপ কেহ লয় তৃণাবর্ত্ত তবে হয়
কোন গোপী কৃষ্ণরূপে বধিল তাহারে।
অসুরের ল’য়ে দেহ বৎসাসুর সাজে কেহ
কৃষ্ণ হ’য়ে কেহ তারে গেল বধিবারে॥
কেহ সাজিয়া রাখাল চরায় গভীর পাল
বৎসরূপে কেহ মাঠে লাগিল চরিতে।
গিরিরাজ গোবর্দ্ধন আমি করিব ধারণ
ইহা বলি কোন গোপী বস্ত্র তোলে হাতে॥
বস্ত্র মাঝে রবে সবে ঝড় বৃষ্টি নিবারিবে
এখন রক্ষিব আমি পরাণ সবার।
কেহ কালী নাগবর সাজে সেথা অতঃপর
আর গোপী মাথে রাখে চরণ তাহার॥

কৃষ্ণ সাজি বলে নাগে স্থান ত্যাগ কর আগে
খলদের দণ্ড দিতে জনম আমার।
দেখ গোপী দাবানল ধ্বংস করিল সকল
নয়ন মুদিলে হ'বে কল্যাণ সবার॥
আর গোপী কৃষ্ণ হ'য়ে ননী সর খায় ল'য়ে
কোন গোপী যশোমতী সাজিল তখন।
ননীচোর কৃষ্ণে ত্বরা বাঁধি রাখে মাল্যদ্বারা
বন্ধনে রাখিয়া তারে করিল শাসন॥
ধরি বাঁশী ওষ্ঠ 'পরে বাজাইল সুমধুরে
সে সুরে আহ্বান করে গাভীগণে তবে
বাঁশীর মধুর তান আকুল করিল প্রাণ
প্রশংসা করিল তারে অন্য গোপী সবে।
পুনরায় বনে তাঁরে অন্বেষণ করি পরে
পদচিহ্ন সেথা তারা করে দরশন।
বজ্রাঙ্কুশ ধ্বজচিহ্ন কৃষ্ণ ভিন্ন নহে অন্য
ক্ষণকাল পূর্ব্বে যেন করেছে গমন॥
অবশেষে গোপীগণ করে তবে নিরীক্ষণ
নারী-পদচিহ্ন সেথা আছে পার্শ্বে তার।
ইহা হেরি গোপী যত ক্ষোভে হয় মর্ম্মাহত
ভাবে কেবা সেইজন পদচিহ্ন যার॥
এক গোপী অন্যজনে কহে মৃদু গুঞ্জরণে
হেথা কৃষ্ণ গোপীসাথে করেছে ভ্রমণ।
এই রমণী নিশ্চয় সাধনাতে রত রয়
যার লাগি প্রভু হেথা করে আগমন॥

একা সেই গোপনারী সর্ব্বস্ব লইল হরি
কৃষ্ণের অধর সুধা করিয়াছে পান।
আমরা যে অতি দীন হইয়াছি ভাগ্যহীন
গোপবালা-ভাগ্য স্মরি দহিছে পরাণ॥
তখন একত্রে মিলি দ্রুতপদে সবে চলি
নারী পদচিহ্ন আর দেখিতে না পায়।
গমন পথেতে তবে দেখিতে পাইল সবে
পদচিহ্ন ধূলিময় র'য়েছে তথায়॥
অনুমানে সবে বলে গোপীরে সে লয় কোলে
তাই পদচিহ্ন মগ্ন হেরিনু হেথায়।
যদি লাগে কুশাঘাত হবে পদে রক্তপাত
তাই প্রিয় স্কন্ধে লয় তাহারে সেথায়॥
পথে আর একস্থানে কৃষ্ণ যাকে রাখে ধ্যানে
সাজান সে প্রেয়সীরে অতীব যতনে।
নানাবিধ ফুল তুলি কবরীতে দেন তুলি
সাজাইযা করিলেন কেলি তার সনে॥
ফুল তুলিবার কালে পদাগ্রে দাঁড়ান হেলে
তাই হেথা পদচিহ্ন অসম্পূর্ণ রয়।
চিহ্ন হেরি গোপী সবে ব্যথিত হইল তবে
ভাবে মনে ভাগ্য হেন মোদের না হয়॥
একা এক গোপীসনে করিলেন কেলি বনে
পরিহার করি হরি অন্য গোপীগণে।
ভাবে নারী সেইজন তুল্য মোর কেহ নন
তাই প্রিয় একা মোরে ল'য়ে আসে বনে॥

সকলের চেয়ে অতি হই আমি ভাগ্যবতী
তাই কৃষ্ণে বাঁধিয়াছি দৃঢ় প্রেমডোরে।
আকর্ষণ মোর প্রতি রহিয়াছে তাঁর অতি
বিরহে ব্যাকুল হন ছাড়িয়া আমারে॥
চলিতে চলিতে সতী হইলেন শ্রান্ত অতি
কহে আর পারিনা যে চলিতে এখন।
তবে দেব জনার্দ্দন গোপীকথা শুনি কন
মোর স্কন্ধে প্রিয়ে তুমি কর আরোহণ॥
যবে গোপী তার ঘাড়ে যায় ত্বরা চড়িবারে
অন্তর্দ্ধান হন হরি বনের মাঝার।
হেরি এই ব্যবহার শোকে মগ্ন হৃদি তার
কাঁদি বলে কোথা গেলে করি পরিহার॥
কেন তুমি দিয়া ব্যথা ছাড়ি দিলে একা হেথা
কেন মোরে নাহি নিলে তোমারই সনে।
করি তবে হাহাকার কহিল সে বার বার
পাশরিলে কোন দোষে একাকিনী বনে॥
বেদনায় হৃদি ক্ষত বিলাপ করিছে কত
হেনকালে তার কাছে আসে গোপীগণ।
তবে তারে হেরি সেথা পায় সবে মনে ব্যথা
কহে গোপী ক্ষোভ তার করিয়া বর্ণন॥
অতীব ব্যাকুল মনে খুঁজিতেছে কৃষ্ণধনে
তখন ভ্রমণ করি সারা বনে বনে।
অন্বেষণ করি কত অবশেষে উপনীত
চির পরিচিত সেই যমুনা পুলিনে॥

রহে নির্ম্মল আকাশ পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ
জোছনায় করে সবে কত অন্বেষণ।
তাঁরে নাহি মিলে যবে সন্ধানে বিরত সবে
স্বস্থানে ফিরিল তবে ত্বরা গোপীগণ॥
গোপী চিত্ত কৃষ্ণগত কৃষ্ণ আলাপনে রত
শ্রীকৃষ্ণে খুঁজিছে তারা হ'য়ে কৃষ্ণময়।
কৃষ্ণ গোপী ধ্যান জ্ঞান মুখে কৃষ্ণ গুণ গান
বিস্মৃত আপন বাস হয় সেসময়॥
হ'লে মনে অহঙ্কার নাহি মিলে দেখা তাঁর
তাই হরি গোপী হ'তে দূরে চলে যান।
মনে যবে ব্যথা পায় অহমিকা দূরে যায়
কাঁদি কহে প্রভু মোর বাঁচাও পরাণ॥
কৃষ্ণপদে প্রাণ মন যদি কর সমর্পণ
জাগতিক সব কিছু হবে বিস্মরণ।
তাঁহার করুণা পাবে জীবন সফল হবে
অবারিত শান্তি তুমি পাবে অনুক্ষণ॥
কৃষ্ণ-অন্বেষণ কথা অপরূপ মধু গাথা
শুনিলে পড়িলে মনে ক্লেশ নাহি রয়।
স্মর তাঁরে অনুক্ষণ ঘুচিবে ভব বন্ধন
ভাগবতে কৃষ্ণকথা সব কিছু কয়॥
আজি তিথি ত্রয়োদশী নিশিরাতে লিখি বসি
ব্যথাহরা কৃষ্ণ কথা পড়ি মোর লেখা।
সমর্পণ করি হৃদি ভক্তজন পড়ে যদি
সার্থক হইবে মোর ভাগবত লেখা॥

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপীগণের বিলাপ

নাহি হেরে কৃষ্ণে যবে বিরহে ব্যাকুল সবে
গোপীগণ কাঁদিতেছে যমুনার ধারে।
বলে কোথা গোপীনাথ এসো সখা প্রাণনাথ
শ্মশান হ'য়েছে হৃদি না হেরি তোমারে॥
একবার চন্দ্রানন দেখিতে ব্যাকুল মন
নতুবা মোদের প্রাণ বাঁচে কিপ্রকারে।
কৃপা করি গোপীগণে মধুময় পরশনে
বেদনা হরণ করি বাঁচাও এবারে॥
নাহি হেরি ও বদন দিনু সুখ বিসর্জ্জন
অন্ধকারময় সব হয় দরশন।
তব পদ ভক্তজন হৃদে রাখে অনুক্ষণ
কমলা সেবিত তাহা অতি সুশোভন॥
ও চরণে হৃদি সঁপি অন্য নাহি জানে গোপী
তোমা বিনা কি প্রকারে রহিবে জীবন।
বিনা মূল্যে ক্রীতদাসী করিয়াছ বনবাসী
বিরহ যাতনা কেন দিতেছ এখন॥
যদি না মেলে চরণ শ্রেয়ঃ মোদের মরণ
আর যে গো এ যাতনা না সহে এখন।
কালীয়ে দমন করি গোপগণে রক্ষি হরি
সকলের সর্পভয় করিলে মোচন॥

দুরাত্মা রাক্ষস যত সবারে করেছ হত
অঘাসুর বৃষাসুরে বধিলে হেলায়।
ময়পুত্র ব্যোমাসুর বৎসাসুর, বকাসুর
ভয়ানক দৈত্য যারা নাশিলে সবায়॥
এইরূপে ব্রজে সবে সুরক্ষণ করি তবে
কতবার কতরূপে বাঁচালে পরাণ।
বধিতে উদ্যত কেন দেখিনি নিঠুর হেন
সবারে অকূলে ফেলি হ'লে অন্তর্দ্ধান॥
মৃত্যু আগে হোত যদি দহিত না গোপী হৃদি
শুনিত না কেহ আর এই হাহাকার।
প্রিয় তব অদর্শনে সদাই বেদনা মনে
মরণ তবু না হয় যাতনাই সার।
হরিবারে ধরাভার যুগে যুগে অবতার
যদুকুলে এইবার হয় আগমন।
তব চরণ কমলে শ্রদ্ধাতে শরণ নিলে
খণ্ডন হইয়া যায় সংসার বন্ধন॥
দেব মুনি যোগিগণ স্মরে তব শ্রীচরণ
ত্রিভুবন মাঝে তুমি শ্রেষ্ঠ জনার্দ্দন।
নিলে চরণে শরণ কর বেদনা হরণ
লক্ষ্মী সদা বক্ষে রাখে তব শ্রীচরণ॥
ফণীরাজ শিরোপরি রাখিয়াছ পদ হরি
ও চরণ করে যে গো বিপদ খণ্ডন।
আমাদের হৃদি জ্বালা নিবারিতে এইবেলা
ত্বরা আসি শিরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥

কহি শোন বংশীধারী মোরা যত ব্রজনারী
হইয়াছি তব দাসী পরিজন ছাড়ি।
রাখিবারে এ জীবন যদি বাঞ্ছা প্রাণধন
সম্মুখে দাঁড়াও হরি আসি দয়া করি ॥
দরশন দাও ত্বরা অপেক্ষায় আছি মোরা
এখনও প্রাণেশ্বর আছে দেহে প্রাণ।
তব কমল নয়ন দুঃখ করে বিনাশন
হেরিতে সৌভাগ্য যার সেই পুণ্যবান ॥
তুমি যে অমৃত খনি আমরা সকলে জানি
লইয়াছি মোরা সবে তোমার শরণ।
কপটতা কেন অতি নাহি লক্ষ্য কারো প্রতি
দেখ শোকে মুহ্যমান আমরা এখন ॥
ব্রজ হ'তে বৃন্দাবনে যেতে যবে গোচারণে
প্রফুল্ল অন্তরে সাথে ল'য়ে সখাগণ— .
তোমার সে অদর্শনে জাগিত বেদনা প্রাণে
ক্ষণে শত যুগ মনে হইত তখন ॥
যবে তুমি দূর বনে যাত্রা কর গোপসনে
ক্লেশ স্মরি মোরা রহি চিন্তায় মগন।
বেদনা জাগিত হৃদে কমল কোমল পদে
কুশাঘাতে যদি হয় রক্তের ক্ষরণ ॥
বন মাঝে ক্রীড়া করি যবে গৃহে ফেরে হরি
ধূলি ধূসরিত রহে দেহ যে তখন।
কুণ্ডলে আবৃত মুখ অন্তরে জাগাত সুখ
ছুটে যাই হেরিবারে ও রাঙ্গা বদন ॥

যেইজন পুণ্যবান বক্ষে তব পান স্থান
তুমি যে তাদের ধ্যানে রহ অবিরত।
মোহন মূরতি ধরি সম্মুখে দাঁড়াও হরি
গোপীদের দুঃখ যত হবে দূরীভূত॥
পতিপুত্র ধন জন ছাড়ি মোরা আসি বন
আমাদের রাখি কেন হ'লে অন্তর্দ্ধান।
লাজ মান ছিল যাহা পরিহার করি তাহা
তব তরে আসি হ'য়ে ব্যাকুল পরাণ॥
মৃদু হাসি তুমি হরি নিলে সবা হৃদি হরি
এবে কেন করিতেছ ধূর্ত্ত আচরণ।
একি নিঠুর হৃদয় নাহি দয়া উপজয়
আমাদের সনে কেন শঠতা এখন।
কহি যতেক ললনা ছাড় সকল ছলনা
তুমি যে মোদের প্রাণ ওগো নারায়ণ
পরীক্ষা করেছ কত দিয়াছ যে শিক্ষা শত
আর নাহি চাতুরীর কোন প্রয়োজন॥
যত তার ভক্তজন দুঃখ দেন নারায়ণ
মনের দৃঢ়তা কত পরীক্ষার তরে।
বেদনা পাইয়া তবু তাকে যে না ছাড়ে কভু
তিনি সদা বাঁধা রন সেই ভক্ত ঘরে॥

কালিন্দীর উপকূলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের পুনর্মিলন

কৃষ্ণ বিনা গোপীগণ শোকে দুঃখে নিমগন
আঁখি নীরে সিক্ত হয় তাদের বসন।
দয়াময় ভগবান গোপীদের যিনি প্রাণ
সবারে আকুল হেরি ব্যাকুলিত হন ॥
গলদেশে বনমালা পীতাম্বর নন্দলালা
পুনরায় উপনীত সেই কুঞ্জবনে।
গোপীগণ প্রাণধন পুনঃ আসি জনার্দ্দন
মিলিলেন গোপীসাথে যমুনা পুলিনে ॥
সম্মুখেতে হেরি তাঁরে পুলকেতে অশ্রু ঝরে
প্রশান্তিতে হৃদি ভরে প্রিয় দরশনে।
মৃত দেহে তারা সবে প্রাণ যেন পায় তবে
পুঞ্জীভূত দুঃখ আর না রহিল মনে ॥
ব্রজবালা রহে যত হ'য়ে সবে হরষিত
ত্বরা আসি প্রাণকৃষ্ণে করিল বেষ্টন।
আসি কেহ তার পাশে রাখে বাহু স্কন্ধদেশে
কেহ তার গলা ধরি পুলকে মগন ॥
অপরূপ হৃদিহরা কৃষ্ণরূপ হেরি তারা
আত্মহারা হয় সবে, বিমোহিত মন।
অন্তরের জ্বালা যত নিমেষেতে অপগত
পায় যবে প্রিয়জন প্রীতি পরশন ॥

অনিমেষে রূপরাশি গোপীগণ হেরে আসি
তবু নাহি তিরপিত তাহাদের মন।
যথা কৃষ্ণে ভক্তজন সেবা করি তৃপ্ত নন
সেবা ইচ্ছা আরো মনে রহে জাগরণ॥
যমুনার তীরে হরি পুলকিত হৃদি তাঁরি
গোপীগণ সাথে যবে হইল মিলন।
পদ্মপুষ্প সরোবরে বিকশিত থরে থরে
সুবাসেতে আমোদিত রহিয়াছে বন॥
নানা ফুল আরো কত কাননেতে প্রস্ফুটিত
সৌরভেতে ভরপুর তখন পবন।
মৃদু বায়ু সঞ্চালন স্নিগ্ধ করে দেহ মন
প্রকৃতির দৃশ্য সেথা অপূর্ব্ব শোভন॥
মধুলোভে অলিগণ তোলে নানা গুঞ্জরণ
দোয়েল কোয়েল তোলে মধুর কূজন।
জোছনায় ঝল্‌মল রহিয়াছে ধরাতল
অপরূপ শোভা বনে বিরাজে তখন॥
শরতের স্নিগ্ধ কর সে যে অতি মনোহর
মধুময় হইয়াছে আকাশ বাতাস।
স্বর্গে রহি দেবগণ দৃশ্য করে দরশন
মুগ্ধ হেরি গোপীগণে কৃষ্ণের সকাশ॥
চাঁদের শীতল আলো সবার লাগিছে ভালো
চন্দ্রালোক শুভ্রবেশ মুগ্ধ করে মন।
কৃষ্ণ সহ গোপিকারা পুলকেতে আত্মহারা
বহুদিনে প্রিয়সাথে হইয়া মিলন॥

হরি যমুনা পুলিনে সেই নিভৃত কাননে
বসিলেন মধ্যস্থলে ঘিরি গোপীগণে।
মনোকথা কৃষ্ণসনে কহে তারা হাস্যাননে
পুঞ্জীভূত অভিমান না রহিল মনে ॥
রহে যত গোপী সেথা সুমধুরে কহে কথা
কোমল কমল কর করিয়া ধারণ।
কহে ওহে জনার্দ্দন গোপীদের প্রাণধন
সবারে এবার দাও তোমার চরণ ॥
গুণ তব বর্ণিবারে কেহ কভু নাহি পারে
তুমি যে গো দেবশ্রেষ্ঠ স্বরগ মাঝার।
অধীন যে সবে মোরা তুমি বিনে দিশাহারা
তোমার মহিমা প্রভু অনন্ত অপার ॥
সত্যকথা গুণমণি আমাদের কহ শুনি
ভজিলে ভজয়ে নাথ কহ কোনজনা।
সেইজন বল কেবা না ভজিলে ভজে যেবা
সত্য করি কহ প্রভু না করি ছলনা ॥
নারায়ণ তবে কন শোন কহি গোপীগণ
পরস্পর পরস্পরে করে যে ভজন—
কার্য্য উদ্ধারের তরে স্বার্থ লাগি ভজে তারে
যাহা কহি সার কথা শোন সর্ব্বজন ॥
না ভজিলে যেবা ভজে স্নেহে তার মন মজে
জনক জননী যথা ভজে শিশু সবে।
স্নেহ-সুধা হৃদে ভরা সন্তানেরে পালে তারা
শিশুরা না পারে কভু সেবিতে সেভাবে ॥

ভজিলে না ভজে হেথা কহিনু যে সার কথা
অপর প্রকার শোন কহি তা এখন।
সমর্পিয়া নিজ হৃদি না ভজিলে ভজে যদি
আত্মারামে করে সদা সেজন ভজন॥
নাহি জাগে ভোগ ইচ্ছা পূর্ণ যার সব বাঞ্ছা
অকৃতজ্ঞ মানি তারে যেন মূঢ়মতি।
আমি যে গো ভক্তিডোরে রহি বাঁধা চিরতরে
নাহি হই বীতরাগ কভু ভক্ত প্রতি॥
একনিষ্ঠ হ'য়ে মন ভজে মোরে যেইজন
তার প্রতি রহে মোর করুণ হৃদয়।
কৃপা সুধা বরিষণ করি তারে অনুক্ষণ
সাধনায় সিদ্ধি তার জানিও নিশ্চয়॥
ভক্ত-প্রেম হেরিবারে রহি আমি দূরে সরে
অনুরাগ বৃদ্ধি তরে হেন আচরণ।
আমার এ অদর্শনে না রাখিও দুঃখ মনে
তোমাদের প্রতি লক্ষ্য রবে অনুক্ষণ॥
কুলধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া যত গোপীজন
আসিলে আমার কাছে ছাড়ি পরিজন।
হৃদে নাহি জাগে ভয় এক চিন্তা মনে রয়
মোর লাগি লাজ মান দিলে বিসর্জ্জন॥
বিষয় বাসনা যাহা ত্যজিয়া সকলে তাহা
আসিয়াছ করিবারে আমার ভজন।
বিশ্বমাঝে রহে খ্যাতি গোপীগণ ভক্তিমতী
তোমাদের মত আর নাই কোনজন॥

কলিযুগ যদি গত রহি আমি আবির্ভূত
তথাপি গোপিকা ঋণ নারিব শুধিতে।
মহাঋণে মোরে এবে আবদ্ধ করিলে সবে
ইহার মোচন কভু না হবে ধরাতে॥
প্রাণকৃষ্ণ দরশনে প্রেমানন্দ গোপী মনে
মিলনের এই বাণী অপূর্ব্ব কথন।
ভুলি গিয়া ধন জনে ডাক তাঁরে এক মনে
নিশ্চয় মিলিবে তব কৃষ্ণ-দরশন॥
আজি তৃতীয়া দিবস রহে অন্তর সরস
ভাগবত পড়ি লিখি মিলনের কথা।
ক্লেশ বোধ নাহি রয় মনে শান্তি উপজয়
সদয় হইয়া হরি হরি লন ব্যথা॥

সর্পের মোচন ও নন্দরাজের রক্ষণ

শকটেতে আরোহণ করি যত গোপগণ
অম্বিকা কানন পথে করিল গমন।
শিবরাত্রি দিনে ত্বরা উপনীত হ'য়ে তারা
সরস্বতী নদী তীরে করিল গমন ॥
করি স্নান সমাপন হ'য়ে স্নিগ্ধ শুদ্ধ মন
নানা উপচারে করে শম্ভুর পূজন,
ভগবতী অম্বিকারে শেষে তারা পূজিবারে
নৈবেদ্য বস্ত্রাদি সেথা করে আনয়ন ॥
ভগবান পশুপতি যাতে তুষ্ট হন অতি
নানা রত্ন বিপ্রগণে করিলেন দান।
ভোজনাদি সমাপন করি সেথা দ্বিজগণ
পরিতৃপ্ত মনে তারা যায় নিজ স্থান ॥
বারি করি আনয়ন পান করে গোপগণ
উপবাসী ব্রতচারী ছিল যতজন।
নন্দ আদি গোপ যত হ'য়ে অতি হরষিত
নদী তীরে সেই রাত্রি করিল যাপন ॥
শয়নে শয়ান যবে বিস্ময়ে দেখিল সবে
ভয়ঙ্কর সর্প নন্দে গ্রাসিছে তখন।
ভীত হ'য়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকি নন্দ শ্রীহরিরে
কহে ত্বরা এ বিপদে রক্ষ জনার্দ্দন।

ছাড়ি দিয়া শয্যাস্থান করে সবে গাত্রোত্থান
আৰ্ত্তনাদ যবে তারা করিল শ্রবণ।
দ্রুত আসি কৃষ্ণ পাশ কহে তারা দুঃখভাষ
সর্পভীতি জাগিয়াছে তাদের ভীষণ॥
গোপগণ সেথা যত করিবারে সর্পে হত
কাষ্ঠ খণ্ড আনি সেথা করে প্রজ্বালন।
নন্দকে রক্ষিতে ত্বরা জ্বলন্ত সে কাষ্ঠদ্বারা
সর্প পুচ্ছে করে তারা প্রহার তখন॥
সে যে হইয়া প্রহৃত তবু নাহি হয় নত
নন্দরাজে নাহি ত্যজে সে সর্প তখন।
সর্পজাতি মূঢ়মতি স্বভাব যে খল অতি
তাদের সুবুদ্ধি নাহি হয় জাগরণ॥
ভক্তপ্রাণ ভগবান সেইস্থানে যবে যান
স্বচক্ষে পিতার কষ্ট হেরিয়া তখন—
সর্পশিরে ত্বরা হরি বাম পদ স্পর্শ করি
নিমেষে তাহারে তিনি করেন দমন॥
কৃষ্ণপদ স্পর্শ যবে পায় সেই সর্প তবে
জন্মার্জ্জিত পাপ তার হইল মোচন।
অপরাধ ছিল যত হ'য়ে সব অপগত
পবিত্র হইল ত্বরা দেহ আর মন॥
ভীষণ যে সর্প রয় তাঁর স্পর্শে সেসময়
দিব্যমূর্ত্তি লভে ঠিক পূর্ব্বের মতন।
ভগবান তারে কন কহ তুমি কোন্‌জন
কি কারণে সর্পরূপ করিলে ধারণ॥

কিবা হেতু মন্দ কর্ম্ম কহ তার সার মর্ম্ম
সত্য তুমি বল মোরে নিজ পরিচয়।
কৃষ্ণ যবে কন তারে তখন সে যুক্ত করে
বিস্তারিত ভাবে কহে ঘটনা যা হয়॥
আসিয়া সে কৃষ্ণপাশে কহে অতি মৃদুভাষে
জাতিতে গন্ধর্ব্ব আমি নাম সুদর্শন।
ছিনু আমি রূপবান আর অতি ধনবান
তবে আমি করিতাম বিমানে ভ্রমণ॥
যথা ইচ্ছা তথা যাই বাধা কভু নাহি পাই
দম্ভভরে অনুক্ষণ করি বিচরণ।
আঙ্গিরস ঋষিগণ মহাতেজা মুনি রন
কিন্তু তারা অতিশয় বিরূপ দর্শন॥
যাইয়া তাদের পাশ করি আমি পরিহাস
তাহে তারা এই শাপ দিলেন আমারে—
সর্পরূপে এই কালে বাস কর ধরাতলে
স্বীয় কর্ম্মে দণ্ড তব মিলিল এবারে॥
শুনি সেই অভিশাপ জাগে মনে অনুতাপ
আপন অন্যায় তবে করিয়া চিন্তন—
তাদের চরণ ধরি ভূমিতে লুটায়ে পড়ি
করযোড়ে সবিনয়ে কহিনু তখন॥
ক্ষম দোষ দয়াময় সাধু রোষ নাহি রয়
মহান তোমরা হও জ্ঞাত সর্ব্বজন।
মুনিগণ কন সেথা বৃথা নাহি হবে কথা
জেনো কভু এই শাপ না হবে খণ্ডন॥

সদয় হইয়া তবে মুনিগণ কন সবে
সর্পদেহ হবে তব ত্বরিত এখন।
কৃষ্ণপদ স্পর্শ যবে পাবে তুমি মুক্তি তবে
পুনরায় পূর্ব্বদেহ করিবে গ্রহণ ॥
আজি মুনির কৃপায় অধম চরণ পায়
তব পদস্পর্শে মোর সফল জীবন।
কত পুণ্যে ও চরণ করি আমি দরশন
নাহি পান ধ্যানে যাহা মুনিঋষিগণ ॥
কিবা ভাগ্যের উদয় পাই তোমার আশ্রয়
লভিনু পরমপদ মুনির কৃপায়।
পাইয়া তোমারে পাশে যতেক অশুভ নাশে
উদ্ধারিতে পাপী তাপী এসেছ ধরায় ॥
তব অভয় চরণ যেবা করিবে স্মরণ
তার নাহি হবে বাস শমন ভবন।
অনুনয় করি কহি সদা যেন কাছে রহি
তব লাগি হয় যেন স্বলোকে গমন ॥
ওহে সর্ব্বলোকেশ্বর কৃপা করেছ বিস্তর
তোমার মহিমা প্রভু অনন্ত অপার।
তুমি যে দয়ালু অতি কৃপা করি মোর প্রতি
ব্রহ্মশাপ হ'তে মোরে করিলে উদ্ধার ॥
অনুমতি দাও হরি স্বর্গে যেন যেতে পারি
আমি যে শরণাগত তোমার কিঙ্কর।
তব নামে পাপ যত নিমেষেতে অপগত
ও চরণ স্পর্শে হয় নির্ম্মল অন্তর ॥

সুদর্শন অবহেলে স্বর্গে তবে যান চ'লে
কৃষ্ণের কৃপায় তার স্বলোকে গমন।
জনগণ দরশনে চমকিত হয় মনে
সর্পের কবল হ'তে নন্দ মুক্ত হন ॥
কৃষ্ণের প্রভাব যত গোপগণ অবগত
তবু সেথা সবজন বিস্ময়ে মগন।
রহি ত্রিরাত্র সেথায় পুনঃ সবে ব্রজে যায়
কৃষ্ণগুণ গাহি ত্বরা করিছে গমন ॥

শঙ্খচূড় বধকথা

রাম কানু দুই ভাই রহি তারা এক ঠাঁই
বিহার করিছে দোঁহে বৃন্দাবনবনে।
সেই বনে রাত্রি বেলা ছিল যত গোপবালা
কানাই বলাই ভ্রমে তাহাদের সনে॥
সাজি তারা নব সাজে অপরূপ রূপে রাজে
চন্দনচর্চ্চিত দেহ তাহে অলঙ্কার।
পরিধানে পীতবাস রহে কৃষ্ণ গোপী পাশ
গলদেশে পুষ্পমালা অতি চমৎকার॥
রাম কানু গোপীগণ সকলের ফুল্ল মন
সেসময় মন্দ মন্দ বহিছে পবন।
মল্লিকা করবী বনে প্রস্ফুটিত নানাস্থানে
সুগন্ধে মাতিয়া অলি তুলিছে গুঞ্জন॥
নীলাকাশ নভস্তল জোছনায় ঝলমল
উন্মুক্ত আকাশে চন্দ্র অপূর্ব্ব শোভন।
প্রকৃতির কিবা শোভা সে যে অতি মনোলোভা
রহিয়াছে রাম কানু পুলকে মগন॥
দুই ভাই বনমাঝে বংশীধ্বনি করে সাঁঝে
সুমধুর সুরে মুগ্ধ সেথা গোপীগণ।
সে ধ্বনি শ্রবণে তবে হারায় সম্বিত সবে
জাগতিক সব কিছু হয় বিস্মরণ॥

কুবেরের অনুচর শঙ্খচূড় অতঃপর
রাম-কৃষ্ণ ক্রীড়াকালে উপনীত হয়।
তুজনারে হেলা করি সে দানব ত্বরা করি
গোপীগণে নিয়া চলে আপন আলয়॥
বেদনা পাইয়া হৃদে ব্যাকুলে গোপীরা কাঁদে
কোথা রাম কৃষ্ণ কহি করিছে রোদন।
আসি সেথা জনার্দ্দন যবে সব জ্ঞাত হন
তাদের রক্ষিতে ত্বরা করেন গমন॥
মহাবলী ভ্রাতৃদ্বয় দ্রুত ছুটি সেসময়
শঙ্খচূড়ে নিকটেতে করেন দর্শন।
যবে কৃষ্ণ উপনীত দৈত্য তবে হ'য়ে ভীত
গোপীগণে ছাড়ি ত্বরা করে পলায়ন॥
ডাকি রামে কৃষ্ণ কন অতি ভীতা গোপীগণ
রহি হেথা কর তুমি তাদের রক্ষণ।
কহি কৃষ্ণ দ্রুতগতি ধাইলেন দৈত্য প্রতি
বহুদূর ছুটি তারে ধরেন তখন॥
কেশ ধরি হরি তারে মুষ্ট্যাঘাত যবে করে
ছিন্নমুণ্ড পড়ে সেথা সহ চূড়ামণি।
দৈত্য শিরে যেই মণি রামে কৃষ্ণ দেন আনি
গোপ গোপী সেথা রহি হেরিল সে মণি॥
ব্রজবাসী সবাকার ভীতি নাহি রহে আর
সকলে নিশ্চিন্ত মন হইল তখন।
যদি কৃষ্ণে মতি হয় অমঙ্গল নাহি রয়
নিয়ত ভক্তেরে হরি করেন রক্ষণ॥

কৃষ্ণের অমোঘ বল তুচ্ছ যে আর সকল
অজ্ঞানী মানবগণ কভু জ্ঞাত নন।
এই ধর্ম্মের বচন আছে পুস্তকে বর্ণন
ভাগবত পাঠে জ্ঞাত হবে সবজন॥
ভগবানে দেহ মন কর যদি সমর্পণ
অশুভ তোমার যাহা হবে বিনাশন।
তাঁর কৃপা বর্ষে যদি শান্ত তবে হ'বে হৃদি
দুঃখ কাটি মনে শক্তি মিলিবে তখন॥

কৃষ্ণ বিরহে গোপীদের বিরহ ও কৃষ্ণগুণগান

গোপগণ ল'য়ে সাথ গোচারণে গোপীনাথ
গাভী বৎস সহ যবে যাইতেন বন—
কৃষ্ণপ্রাণ গোপীগণ কৃষ্ণ ধ্যানে নিমগন
বিরহে দিবস তারা করিত যাপন ॥
প্রাণের আবেগভরে তখন মধুর স্বরে
কোন গোপী কৃষ্ণলীলা করিত কীর্ত্তন।
অন্য গোপী রহি সেথা কহে কৃষ্ণগুণগাথা
তবে তারা পরস্পর করে আলাপন ॥
সখী সবে দেখ দেখি গণ্ডস্থল হস্তে রাখি
কেমনে নাচায় হরি নয়নযুগল।
অধরে মধুর হাসি বাজায় মোহন বাঁশী
সুমধুর ধ্বনি শুনি অন্তর বিকল ॥
হরষ অন্তরে কানু বনেতে বাজায় বেণু
মোহন সে বাঁশী-স্বরে মুগ্ধ প্রাণিগণ।
শূন্যে রহি দেবগণ বাঁশী শুনি সেইক্ষণ
নিজ নিজ পত্নীগণে করে আনয়ন ॥
আসি সেথা দেবীগণ কৃষ্ণে করি দরশন
পতি ত্যজি চিত্ত তাঁরে করে সমর্পণ।
মনোহর রূপ হেরে জ্যোতি যাঁর হৃদি হরে
কৌস্তুভ শোভিত বক্ষ সুনীল বরণ ॥

কমনীয় রূপে শোভা সমুজ্জল তার আভা
মেঘলোকে সৌদামিনী যথা ঝলমল।
মন ভরে অতি সুখে বাক্য নাহি সরে মুখে
অপলকে হেরে কৃষ্ণে দেবীরা সকল ॥
মৃগ ধেনু বনে সবে মুগ্ধ হয় বেণু রবে
ধাইল তাহারা সবে সেই শব্দ ধরি।
কৃষ্ণের দর্শন আশে উর্দ্ধমুখে উর্দ্ধশ্বাসে
ভক্ষ্য তৃণ ছাড়ি ছোটে উর্দ্ধপুচ্ছ করি ॥
বন্য পশু ত্বরা করি আসে যথা রন হরি
অপলকে তবে তাঁরে করে দরশন।
নবদুর্ব্বা মুখে যাহা চর্ব্বণ না করে তাহা
কাষ্ঠের পুত্তলিসম দাঁড়ায়ে তখন ॥
শিখিগণ শাখা'পরে পুলকেতে নৃত্য করে
শুনিতেছে বংশীধ্বনি হ'য়ে মুগ্ধ মন।
সরোবরে হংস যত সারসাদি পক্ষী কত
স্তব্ধ হ'য়ে বেণুরব করিছে শ্রবণ ॥
বনে যত পক্ষিগণ গীত শুনি মুগ্ধ মন
কৃষ্ণের সমীপে সবে হয় উপনীত।
বনমাঝে বনলতা প্রকাশিছে প্রফুল্লতা
ফলপূর্ণ বৃক্ষ আর পুষ্পে সুশোভিত ॥
হ'য়ে সবে একমন কৃষ্ণে করে দরশন
বেণুরব শুনি তারা পুলকে মগন।
করিবারে মধুপান তুলিতেছে অলি তান
গান তারা করে কত তুলি গুঞ্জরণ ॥

গোবর্দ্ধন গিরি যথা রাম কানু রহি সেথা
গিরি পাদদেশে বসি বাজালেন বেণু।
বংশীধ্বনি তবে শুনি বিমোহিত বিশ্বপ্রাণী
অপলক দৃষ্টি রয় যথা রহে কানু ॥
সশঙ্কিত মেঘগণ কৃষ্ণে করি দরশন
ভীষণ গর্জ্জন হ'তে হইল বিরত।
সবে তারা তাপরাশি ছায়াদানে দিল নাশি
রবি করে আর কেহ না হয় তাপিত ॥
বিজলী চমক ঘটা তাহার উজ্জ্বল ছটা
এবে হেথা আর নাহি হয় দরশন।
সুশীতল বনস্থল শান্ত স্নিগ্ধ ধরাতল
কৃষ্ণপ্রীতি পরশন পায় প্রাণিগণ ॥
গোপীগণ ফুল্ল অতি কহে শোন যশোমতী
মাতা তব ভাগ্যের যে না হয় তুলন।
এই নন্দের নন্দন গোপী আনন্দ বর্দ্ধন
নারায়ণ নামে তিনি বিশ্বপূজ্য হন ॥
বাজাইতে বেণু সুরে কেবা শিক্ষা দিল তারে
অন্যের শেখান ইহা মনে নাহি হয়।
বাঁশীর মধুরধ্বনি সে যে শিখেছে আপনি
শুনি সুর বিশ্ববাসী সবে মুগ্ধ রয় ॥
ব্রজে হরি যবে আসি করে ল'য়ে সেই বাঁশী
বাজায় আকুল প্রাণে সুমধুর সুরে।
জগতের প্রাণী যত সুরে সবে বিমোহিত
সে সুর ধ্বনিত হয় সবার অন্তরে ॥

তাহে মোহ লোপ পায় দেবগণ মুগ্ধ তায়
ধ্বনি শুনি মুনিগণ পায় তত্ত্ব জ্ঞান।
বংশীধারী জনার্দ্দন শোভে তাঁর হাস্যানন
যোগী মুক্তি লভিবারে করে তাঁরে ধ্যান ॥
কহি মোরা গোপীগণ শোন এবে সর্ব্বজন
কিবা লীলা করে হেথা নন্দের নন্দন।
ল'য়ে সখা গাভীগণে প্রবেশিলে কানু বনে
সেথা তবে হয় কত শোভার বর্দ্ধন ॥
বনমাঝে গোপ যত সাজাইয়া কৃষ্ণে কত
রচিল মোহন বেশ কুন্দের মালায়।
শিরে বাঁধে শিখিচূড়া তাহে রূপ হৃদিহরা
সাজি হরি নব সাজে মাতেন খেলায় ॥
মোরা যত গোপনারী গৃহে যে রহিতে নারি
কৃষ্ণ ছাড়া এ পরাণ উন্মাদ মতন।
বংশীধ্বনি কানে শুনি হই মোরা পাগলিনী
বনে রহি কানু সবে করে আকর্ষণ ॥
নানা পুষ্প সুবাসিত কাননেতে বিকশিত
রহিয়াছে সেথা কত সুগন্ধি চন্দন।
গন্ধবহ প্রবাহিত চতুর্দ্দিক আমোদিত
ভক্তজন আসি করে শ্রীকৃষ্ণে বন্দন ॥
ব্রজজনে রক্ষিবারে যেবা গিরি করে ধরে
সাঁঝে যবে সেই কৃষ্ণ ফিরে বৃন্দাবন—
ধূলিমাখা সে আনন হয় চারু দরশন
তবে তাঁর সঙ্গে রয় সখা ধেনুগণ ॥

সবে পুলকে মগন হেরি বাঞ্ছিত সে ধন
নির্ব্বাপিত হয় তবে বিরহ অনল।
রবিকর প্রশমিত সন্ধ্যাকাল সমাগত
প্রসন্ন অন্তরে রহে গোপীরা সকল॥
কৃষ্ণগত প্রাণ গোপী কৃষ্ণে তারা হৃদি সঁপি
কৃষ্ণগুণ গান সবে গাহে এক মনে।
যবে কৃষ্ণ বনে যান দিনে তারা করে গান
কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ সবে রহি একসনে॥
শ্রীকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদ দূর করে পরমাদ
অন্তরের মলিনতা হয় বিনাশন।
কৃপা তাঁর যদি চাও তাঁরে হৃদি সঁপি দাও
মনের বেদনা যত হবে নিবারণ॥

কৃষ্ণকে লইবার জন্য অক্রূরের গোকুলে গমন

অক্রূরেরে ডাকি আজ কহিলেন কংসরাজ
মথুরানগরে কৃষ্ণে কর আনয়ন।
কংসরাজ আজ্ঞা দিলে অক্রূর প্রভাতকালে
শ্রীকৃষ্ণে আনিতে রথে করে আরোহণ॥
হৃদে রহে ভগবান ভাবে আমি ভাগ্যবান
তাই কংস বংশীধরে আনিতে পাঠায়।
এইবার কৃষ্ণসনে দেখা হবে বৃন্দাবনে
ভাগ্য না উদিলে তাঁরে দেখা নাহি যায়॥
শুভকর্ম্ম আচরণ কিবা ক'রেছি এমন
যেই পুণ্যফলে হবে কৃষ্ণ-দরশন।
পূর্ব্বজন্মে আমি কত সাধনায় ছিনু রত
কংস তাই কৃষ্ণে নিতে করিল প্রেরণ॥
বিষয় বিষেতে মন সদা রহে নিমগন
নাহি পারি করিবারে সাধন ভজন।
শূদ্রমুখে বেদবাণী কভু মোরা নাহি শুনি
তেমনি দুর্ল্লভ অতি কৃষ্ণ-দরশন॥
অধম যে আমি অতি তবু দয়া মোর প্রতি
তাঁহার করুণা স্মরি বিগলিত মন।
যে চরণ মুনিগণ সদা করে আরাধন
সে চরণ লক্ষ্মী বক্ষে করেন ধারণ॥

ব্রজনারী ধরে হৃদে ভক্তিভরে যেই পদে
ব্রজের কাননে সদা ভ্রমে যে চরণ—
সে চরণ দরশন করিতে ব্যাকুল মন
হেরিব এবার আমি সে চন্দ্রবদন ॥
ব্রহ্মা শম্ভু করে ধ্যান সদা মুখে হরি গান
এ চরণ যোগী-হৃদে রহে অনুক্ষণ।
যিনি হন বিশ্বভূপ ব্রজধামে মায়ারূপ
বহুভাগ্যে আমি তার পাব দরশন ॥
হরিতে অবনী ভার যুগে যুগে অবতার
অবহেলে পাপী তাপী করেন উদ্ধার।
পূজে যেবা সে চরণ অনায়াসে মুক্ত হন
ভক্তের উপর তাঁর করুণা অপার ॥
কংসের কৃপায় আজি হেরিব সে রূপরাজি
তার অনুগ্রহ মোর ভাগ্যের কারণ।
চলিতেছি আমি যত শুভ চিহ্ন হেরি কত
দরশন মিলিবার ইহাই লক্ষণ ॥
ব্রজ মাঝে ভগবান গোপীদের যিনি প্রাণ
ভক্তজন মনোবাঞ্ছা করেন পূরণ।
দেবপদে যার মতি পূজে যেবা নিতিনিতি
শ্রীহরির কৃপাবারি পায় সেইজন ॥
মনোহর লক্ষ্মীকান্ত মহিমার নাই অন্ত
তাঁহার কমলপদ করিব দর্শন।
রাম কৃষ্ণ দোঁহা সনে দেখা হবে বৃন্দাবনে
ভক্তিভরে তাঁহাদের পূজিব চরণ ॥

দূরে যাবে অমঙ্গল ফিরে পাব মনোবল
তখন আমার হবে সফল জীবন।
গোলোক বিহারী হরি লবেন বেদনা হরি
কবেন আমারে কত সান্ত্বনা বচন॥
হ'য়ে পাপ বিমোচন শুদ্ধ তবে হবে মন
শিথিল হইয়া যাবে কর্ম্মের বন্ধন।
দেখা পাব যেইদিন হরি পদে হব লীন
তৃপ্ত হ'বে আঁখি দু'টী সফল জীবন॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী অসুর দমনকারী
সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাধার সর্ব্বজনগতি।
পাপ নাশিয়া সমস্ত ধরিবেন মোর হস্ত
আদরে কবেন কথা অখিলের পতি॥
জগত জীবন তিনি ভকত নয়নমণি
তাঁহার মোহনরূপ হৃদে বিরাজিবে।
ব্রজভূমি পুণ্যভূমি রজ তার লব চুমি
ব্রজমণি ব্রজরাজ সদা ধ্যানে রবে॥
যশোদা জীবন ধন বাস তার বৃন্দাবন
সমুজ্জ্বল প্রভা খেলে নন্দের ভবনে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বময় যিনি প্রভু দয়াময়
পরমাত্মা সৃষ্টিকর্ত্তা রন ভক্তসনে॥
স্বর্গে যত দেবগণ সদা পূজে ও চরণ
মহাশক্তিধর হরি সর্ব্বতাপহরা।
শুভদিনে শুভক্ষণে সেই দেব নারায়ণে
ভক্তিতে পূজিয়া পাব কৃপাবারিধারা॥

নানা কথা চিন্তা করি চলিছেন রথে চড়ি
অবশেষে বৃন্দাবনে উপনীত হন।
ধীরে ধীরে সেইকালে যায় রবি অস্তাচলে
দিগন্তে রক্তিম আভা অপূর্ব্ব শোভন॥
সখাগণে সঙ্গে করি পদব্রজে ফেরে হরি
অক্রূর সে পদচিহ্ন স্থানে স্থানে হেরে।
বজ্রাঙ্কুশ ধ্বজ চিহ্ন কৃষ্ণ ভিন্ন নহে অন্য
রথে রহি তখন সে চিহ্ন লক্ষ্য করে॥
পুলকে অবশ অঙ্গ ব্যাকুল পাইতে সঙ্গ
আঁখিজলে বক্ষ ভাসি ভিজিল বসন।
হেরিতে চঞ্চল অতি নামি তাই দ্রুতগতি
প্রণমিল ভূমি'পরে অক্রূর তখন॥
পদচিহ্ন ধূলি'পরে নমি ত্বরা ভক্তিভরে
অঞ্জলি পূরিয়া ধূলি রাখিল মস্তকে।
রাম কৃষ্ণ দোঁহা সনে দেখা হ'লে সেইক্ষণে
অক্রূর সে দিব্যরূপ হেরে অপলকে॥
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই রন তাঁরা এক ঠাঁই
ধবল শ্যামল রূপে বিমোহিত সবে।
সেথা যত ভক্তজন দোঁহা করি দরশন
কোমল কমলপদ হৃদে রাখে তবে॥
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে শোভিতেছে কিবা রঙ্গে
বনফুলে বনমালা কণ্ঠের উপর।
শিরেতে মোহন চূড়া অধরে বাঁশীটি ধরা
কটিদেশে পীতাম্বর রূপ মনোহর॥

অক্রূর সে রূপ হেরি পুলকেতে ওঠে ভরি
আনন্দাশ্রুধারা তবে বহিল নয়নে।
আপন ভাগ্যের কথা স্মরণ করিছে সেথা
ভাবে হেন ভাগ্য কারো না হয় ভুবনে॥
রাম কৃষ্ণ মূর্ত্তি ভেদে রহে দোঁহে ভক্তহৃদে
অন্ধকার নাশি দেন আপন প্রভাবে।
বৃন্দাবনে দুই ভাই শোভা বৃদ্ধি ব্রজে তাই
ধবল শ্যামল রূপ হেরে ভক্ত সবে॥
হেরি দোঁহার মূরতি অক্রূর বিহ্বল অতি
চিত্রের পুত্তলিসম দাঁড়ায়ে তখন।
পুলকে অন্তর হেন সম্বিত হারায় যেন
দোঁহে তার এই ভাব করে নিরীক্ষণ॥
বাহু করি প্রসারণ দিয়া তারা আলিঙ্গন
সমাদরে ল'য়ে তবে আপন ভবন—
তারে বসায়ে যতনে নব রতন আসনে
ব্যজন করিতে থাকে ভাই দুইজন॥
যশোমতী কাছে আসি ভোজন করান বসি
অক্রূরে করেন তুষ্ট বিবিধ ব্যঞ্জনে।
রাম, আহারের পরে মুখশুদ্ধি দেন তারে
কন কথা তার সনে মধুর ভাষণে॥
করি তবে সম্বোধন অক্রূররে নন্দ কন
জিজ্ঞাসিব কিবা তোমা কংসের কুশল।
হীন তার ব্যবহার ইষ্ট চিন্তা নাই তার
সাধুদ্বেষী অত্যাচারী অতিশয় খল॥

সে যে অতি দুরাচার তার নাই যে বিচার
মনে তাই দয়া কভু নাহি উপজয়।
যেরূপ ব্যাধের কাছে মেষপাল রহিয়াছে
সেরূপ কংসের কাছে প্রজা সমুদয়॥
সেজন নিষ্ঠুর অতি দয়া নাই কারো প্রতি
ভগিনী তনয়গণে করেছে সংহার।
দুরাচারী যেই রাজা বিনা দোষে দেয় সাজা
কভু না মঙ্গল হয় সে রাজ্যে রাজার॥
আচরণ ভাল হ'লে শুভ তার ফল মেলে
আপনার কর্ম্মভোগ করে জীবগণ।
ধর্ম্মপথে চলে যেবা সাধুজনে করে সেবা
অমঙ্গল তার হরি করেন হরণ॥
এইরূপ কথা নানা করি নন্দ আলোচনা
শয়নে পাঠান তারে বিশ্রামের তরে।
আছে শয্যাতে অক্রূর হৃদি তার ভরপুর
সকল বাসনা তার সফল এবারে॥
লোভ মোহ অহঙ্কার উপজয় নাহি যার
শুদ্ধ মনে পায় সেই কৃষ্ণের চরণ।
সদা হরি নাম গায় ধন মান নাহি চায়
শ্রীহরি করেন তারে কৃপা বরিষণ॥
একাদশী দিনে আজি স্মরি কৃষ্ণরূপ রাজি
লিখি আমি ব্রজযাত্রা অক্রূর কাহিনী।
শুকদেব মহামতি কন ইহা নৃপ প্রতি
হয় ইহা ভকতির সুমধুর বাণী॥

একাগ্রতা নাহি অত সাধনায় নাহি রত
অক্রূরের ভক্তি হেরি জাগিল চেতনা।
প্রভু সেই সম্পদের দিও কিছু আমাদের
দূরীভূত হবে তবে সঞ্চিত বেদনা॥
ভাগবত মাঝে তুমি শিক্ষা কত দিলে স্বামী
এই গ্রন্থ ভারতের অমূল্য সম্পদ।
অজ্ঞানীরা জ্ঞান পায় অহমিকা দূরে যায়
অচিরেতে কাটে তার যতেক বিপদ॥

শ্রীকৃষ্ণের অক্রুরের নিকট আগমন কারণ জিজ্ঞাসা

রাম কৃষ্ণ হ'তে মান পেয়ে তৃপ্ত হয় প্রাণ
অক্রুর পালঙ্ক হ'তে করে গাত্রোত্থান।
উঠি বসি সেইক্ষণ ভাবিল সে নিজমন
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ এবে, তিরপিত প্রাণ॥
বৃন্দাবন যাত্রাপথে বাঞ্ছা যাহা করি রথে
সেসকল বাসনা যে সফল এখন।
অন্তর্য্যামী নারায়ণ দিয়া মোরে দরশন
অভিলাষ যাহা ছিল করেন পূরণ॥
কংস মন্ত্রণা যা করে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসি অক্রূরে
কন খুড়া শোন এবে মোর নিবেদন।
বৃন্দাবনে আগমন হয় তব কি কারণ
বিস্তারিয়া কহ মোরে তার বিবরণ॥
পিতামাতা পরিজন আছে তারা কে কেমন
সব কথা মোর কাছে কহ নিঃসংশয়।
তখন অক্রূর কয় কিবা কব দয়াময়
ভীষণ যন্ত্রণা দেয় কংস দুরাশয়॥
যতদিন এইজনা রাজ্য করিবে চালনা
নিবারণ নাহি হবে এই অত্যাচার।
নিষ্ঠুর সে অতিশয় যদুবংশ করে ক্ষয়
আর না সহিতে পারি উপদ্রব তার॥

শুনি ইহা জনার্দ্দন অক্রূরেরে তবে কন
শীঘ্র আমি কংসরাজে করিব নিধন।
মোর যত ভ্রাতৃগণে বধিয়াছে দুষ্ট, প্রাণে
পিতামাতা দুজনারে করিয়া বন্ধন ॥
তাহাদের কারাগারে রাখে কংস অন্ধকারে
সমুদয় সমাচার করেছি শ্রবণ।
তার যত জ্ঞাতিগণ করে মন্দ আচরণ
যায় দুষ্ট, ভগিনীরে করিতে নিধন ॥
বসুদেব কহে যবে মনে কংস চিন্তি তবে
ভগ্নী হত্যাকার্য্য হ'তে হইল বিরত।
বিষম বন্ধনে শেষে বাঁধে দোঁহে লৌহপাশে
প্রাণে শুধু রহিয়াছে তাহারা জীবিত ॥
অক্রূর তখন কহে আছ হেথা ভ্রাতা দোঁহে
তাই মহাচিন্তান্বিত কংস এইক্ষণ।
দোঁহারে করিতে ধ্বংস উপায় চিন্তিয়া কংস
ছল করি করিয়াছে যজ্ঞ আয়োজন ॥
রচে যাহা রণস্থল ভয়ঙ্কর সেইস্থল
রাখিয়াছে সেথা দুষ্ট মহামল্লগণ।
তোমাদের আনিবারে প্রেরণ করিল মোরে
সেকারণ হেথা মোর হয় আগমন ॥
অক্রূর কহিল যাহা শ্রবণ করিয়া তাহা
মুচকি হাসিয়া কন নন্দের নন্দন।
দুষ্টের দমন লাগি মোরা দোঁহে রহি জাগি
অবশ্য স্বজন ক্লেশ করিব মোচন ॥

দুই ভাই তারে বলি ত্বরা করি গেল চলি
নন্দের নিকটে শেষে উপনীত হন।
কহে পিতারে তখন কর বক্তব্য শ্রবণ
মথুরা হইতে খুড়া আসে বৃন্দাবন॥
মথুরায় এইক্ষণ হয় যজ্ঞ আয়োজন
সেথায় যাইতে কংস করে নিমন্ত্রণ।
রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য হেরিবারে যজ্ঞ কার্য্য
যাইব আমরা সবে পে'য়ে আবাহন॥
যত ব্রজগোপগণে আজ্ঞা কর এইক্ষণে
প্রস্তুত হইয়া যজ্ঞে যাইবারে দ্রুত।
খাদ্য বস্তু ভারে ভারে নিতে বল সবাকারে
দুগ্ধ, ক্ষীর, ননী ছানা দ্রব্য আছে যত॥
ব্রজবাসিগণে সবে নন্দরাজা কন তবে
কংসরাজ নিমন্ত্রণ করেছে প্রেরণ।
ব্রজবাসী সকলেরে আসে দূত লইবারে
প্রভাতে করিও সবে মথুরা গমন॥
উৎসাহিত মনে অতি কহে নন্দ সবা প্রতি
তোমাদের ল'য়ে যাবে রাম জনার্দ্দিন।
যত ব্রজগোপগণ হইয়া প্রফুল্ল মন
মথুরা যাবার তরে করে আয়োজন॥

কৃষ্ণের মথুরা গমনে গোপীদের বিলাপ ও অক্রূরের বিশ্বরূপ দর্শন

শোনে ব্রজে গোপীগণ অক্রূরের আগমন
রাম কৃষ্ণে লইবারে মথুরা নগরে।
এসেছে সে বৃন্দাবনে গোপীগণ যবে শোনে
অত্যন্ত ব্যথিত তারা হইল অন্তরে॥
মনে পাইয়া আঘাত শিরে হানে করাঘাত
নয়নের বারি ঝরি ভিজিল বসন।
কাঁদিতে কাঁদিতে তারা হইল পাগলপারা
হয় তাহে বিগলিত আঁখির অঞ্জন॥
ওহে বিধি একি বিধি লবে কাড়ি প্রাণনিধি
করুণা তোমার কিগো নাই এক রতি।
প্রেমে সবে মত্ত করি হরি লবে প্রাণ হরি
নাহি দয়া উপজয় আমাদের প্রতি॥
সেথা যত গোপীগণ অতি শোকে নিমগন
স্মরিয়া বিরহ ব্যথা বিচ্ছেদ যখন।
ঘন ঘন ছাড়ে শ্বাস করে শুধু হাহুতাশ
জাগি হৃদে অতিশয় বেদনা তখন॥
সেই সুচারু বদন নাহি পাব দরশন
আর না শুনিতে পাব কালার বচন।
তাঁর মধুর পরশ হৃদি করিত সরস
মনোব্যথা দূরীভূত হইত তখন॥

বিচ্ছেদ স্মরিয়া তবে ব্যথিত হইল সবে
খুলিয়া ফেলিল তারা অঙ্গের ভূষণ।
আলু থালু হয় বেশ খসি পড়ে বাঁধা কেশ
ধূলায় লোটায় তবে তাদের বসন॥
অক্রূর সে ক্রূরমতি আসি অতি শীঘ্রগতি
অন্তরের মণি চায় করিতে হরণ।
সে যে বড়ই কঠিন নির্দ্দয় অতীব হীন
বিচার না হয় কভু মনে জাগরণ॥
এজগতে তার হেন নাহি হেরি ব্যক্তি কোন
না জানি কি-দিয়া গড়া অন্তর তাহার।
হেরি মোদের অবলা করিল সে এত হেলা
আর নাহি সহা যায় তার ব্যবহার॥
ক্ষণমাত্র অদর্শনে সব শূন্য হেরি মনে
অক্রূর লইতে চায় সেই প্রাণধনে।
যাঁর লাগি পতি ধন আর ছাড়ি পরিজন
কেমনে বাঁচিব মোরা সে প্রিয় বিহনে॥
না রহিলে কৃষ্ণধন নাহি রবে এ জীবন
অক্রূর করিবে আজি মোদের নিধন।
বধিলে নারীর প্রাণ গৌরব হইবে ম্লান
কলঙ্কের কথা তবে কবে বিশ্বজন॥
নিশা অবসান হ'লে কুতূহলে হেলেদুলে
রাম কানু যবে গোঠে করিত গমন—
হেরি তবে দোঁহা মুখ অন্তরে জাগিত সুখ
পুলকে হইত তবে প্রসন্ন বদন॥

অনিমেষে হেরি তাঁরে বাক্য মুখে নাহি সরে
কটাক্ষে মধুর দৃষ্টি হানে সেইজন।
অপরূপ রূপরাশি অধরে মধুর হাসি
সকলে সে সুধারসে রহি নিমগন॥
ল'য়ে যবে সখাগণে রাম কানু যায় বনে
বিষাদে মগন রয় সবার অন্তর।
হইয়া ব্যাকুল তবে ইতি উতি চাহি সবে
তাঁরে মোরা নাহি হেরি বিরহে কাতর॥
গোচারণ শেষে যবে নিজ বাসে ফেরে সবে
দূর হ'তে তাহাদের হেরে গোপীগণ।
গোষ্পদের ধূলা অঙ্গে সখাগণ রহে সঙ্গে
বদনে মধুর হাসি অতীব শোভন॥
ধূলিধূসরিত বেশে আসে কৃষ্ণ অবশেষে
রবি করে রহে তার আরক্ত আনন।
হেরি সেই চাঁদমুখ মনে জাগে কত সুখ
বিদূরিত হয় তবে সঞ্চিত বেদন॥
রাম কানু দুইজন রথে করে আরোহণ
যাত্রা হেরি গোপীদের অন্তর বিকল।
করাঘাত করে বক্ষে অশ্রুধারা বহে চক্ষে
সবার কম্পিত দেহ, হইয়া চঞ্চল॥
কাঁদি কহে বারে বারে যেতে নাহি দিব তারে
দেখি সে কেমনে যায় মথুরা এখন।
রথচক্রে দিয়া মাথা বসি রব মোরা সেথা
দেখিতে পাইবে কানু মোদের মরণ॥

প্রাণনাথে নাহি দেখি না রবে পরাণ সখি
নিমেষার্দ্ধ অদর্শনে না বাঁচি পরাণে।
চলেছেন হরি যেথা গোপী সবে যাব সেথা
কৃষ্ণ বিনা হেথা মোরা রহিব কেমনে॥
সুমধুর তাঁর হাসি মুগ্ধ করে মনে পশি
রাসস্থলে কত লীলা করিলেন হরি।
সবে করিয়া রোদন কত জানায় বেদন
কহে কে বাজাবে বাঁশী মন মুগ্ধ করি॥
প্রাণকৃষ্ণে ল'য়ে যবে যাত্রা করে গোপ সবে
রথের পশ্চাতে ত্বরা ধায় গোপীগণ।
রথচক্র তারা তবে ধরি রাখে দৃঢ়ভাবে
গোপগণ রথে রহি করে দরশন॥
কৃষ্ণগত রহে প্রাণ কৃষ্ণ গোপী ধ্যানজ্ঞান
বিচ্ছেদ স্মরিয়া হয় সজল নয়ন।
লাজ মান পরিহরি উচ্চরব তবে করি
কাতর অন্তরে তারা করিল রোদন॥
কহে বিপদ ভঞ্জন কৃপা কর নারায়ণ
রাখ প্রভু এইবার মোদের জীবন।
তারা জানায় বেদনা কহি সেথা কথা নানা
রথোপরি ছিল তবে রাম জনার্দ্দন॥
গোপগণ সঙ্গে যত রহে সবে হরষিত
রাম কৃষ্ণ সাথে তারা করিয়া গমন।
দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর ছানা লয় আরো দ্রব্য নানা
সংখ্যা তার ছিল কত না যায় গণন॥

রথগতি বন্ধ করি কহিলেন সবে হরি
কেন বৃথা শোকে সবে করিছ রোদন।
না করিও দুঃখ আর আমি আসিব আবার
সকলের সাথে পুনঃ হইবে মিলন॥
কৃষ্ণের বচনে তবে শান্ত হয় গোপী সবে
প্রতীক্ষায় রবে তারা করিল মনন।
দূরপথে যায় রথ বিফল যে মনোরথ
স্থির নেত্রে হেরে তারা কৃষ্ণের গমন॥
সবার বিশ্রাম তরে কালিন্দী নদীর তীরে
অক্রূর থামায় রথ ত্বরিত তখন।
বৃক্ষমূলে কৃষ্ণ রাম দোঁহে করিল আরাম
তারপরে নীচে সেথা বসে গোপগণ॥
হইয়া প্রসন্ন মন ত্বরা অক্রূর তখন
জলের ভিতরে নামে স্নানের কারণ।
সমাপন করি স্নান কৃষ্ণমন্ত্র করে ধ্যান
তাহাতে সুস্থির হয় অন্তর তখন॥
রাম কৃষ্ণ দুজনারে হেরে জলের ভিতরে
যমুনার জলে হয় অপূর্ব্ব দর্শন।
ত্রস্ত হ'য়ে পুনঃ চাহে হেরে রাম কৃষ্ণ রহে
রথোপরি দোঁহা মূর্ত্তি করে দরশন॥
বারি মাঝে পুনঃ যবে অক্রূর মগন তবে
রাম কৃষ্ণে পুনঃ হেরে জলের ভিতরে।
এইরূপে কতবার হেরে দোঁহে বার বার
অক্রূর বিস্ময়ে তবে ভাবিছে অন্তরে॥

অন্তর বাহিরে হরি রূপে হৃদি নিল হরি
একাগ্রে অক্রূর ইহা করিল চিন্তন।
কেবা সত্য মিথ্যা কেবা বুঝাইবে মোরে কেবা
এত চিন্তি পুনঃ জলে হইল মগন॥
রহি জলের ভিতরে অদ্ভুত মূরতি হেরে
সহস্র মস্তকধারী রূপ সুশোভন।
পরিধানে নীলাম্বর শ্বেতবর্ণ শৃঙ্গধর
মুকুন্দ মুরারি অঙ্কে উপবিষ্ট রন॥
পীত বাস কটি 'পরে চতুর্ভুজ রূপ ধরে
কমল নয়ন দু'টী অতি চমৎকার।
বদন শারদ শশী অধরে মধুর হাসি
রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর সুধাবাক্য তাঁর॥
সুমোহন যুগ্ম ভুরু মনোহর কর্ণ উরু
আজানুলম্বিত বাহু অতীব সুন্দর।
বক্ষ অতি পরিসর শোভে নাভি গহবর
অরুণ বরণ নখ পল্লব উদর॥
কণ্ঠে তার মণিহার কর্ণেতে কুণ্ডল আর
সমুজ্জ্বল আভা সেথা বিরাজে তখন।
গলে শোভে বনমালা চতুর্দ্দিক তাহে আলা
ঋষিগণ সেথা কত করিছে স্তবন॥
দেবগণ ভক্তিভরে করিছেন স্তুতি তাঁরে
আর শম্ভু ব্রহ্মা আদি সুরাসুরগণ।
সরস্বতী লক্ষ্মী মত দেবীগণ সেথা যত
চতুর্দ্দিকে ঘিরি তারে সেবিছে চরণ॥

অপরূপ রূপ তাঁর স্মরি তবে বার বার
ভক্তিতে অক্রূর তাঁর করিল পূজন।
যুক্তকরে তারপরে স্তুতি কত করি তাঁরে
অবশেষে হয় তার পরিতৃপ্ত মন॥
একনিষ্ঠ রহে যবে বিশ্বরূপ হেরে তবে
নারায়ণ অক্রূরেরে দেন দরশন।
দয়াময় ভগবানে স্মর যদি একমনে
নিশ্চয় করুণা তাঁর পাবে অনুক্ষণ॥
গোপীদের ভক্তি দেখি সজল আমার আঁখি
তারা সবে কৃষ্ণে করে হৃদি সমর্পণ।
লজ্জা, মান, ঘৃণা, ভয় কিছু তবে নাহি রয়
শ্রীহরি করেন তাই কৃপা বরিষণ॥
ভাগবতে কৃষ্ণকথা হরি লয় মনোব্যথা
পঠনে শ্রবণে হয় বৈকুণ্ঠে গমন।
তাই বলি ওরে মন ডাক তারে অনুক্ষণ
অচিরে লভিবে তুমি রাতুল চরণ॥

বিশ্বরূপ দর্শনে অক্রূরের স্তব

জলমধ্যে বিশ্বরূপ নিরখিয়া অপরূপ
ভক্তিতে অক্রূর কৃষ্ণে করিল স্তবন।
তুমি দেব নিরাকার সবাকার মূলাধার
মায়াময় সর্ব্বাশ্রয় জগত কারণ॥
ওগো দুঃখ বিমোচন নমি তোমা নারায়ণ
অপার মহিমা তব না হয় গোচর।
নমঃ অখিলের পতি তুমি সর্ব্বজনগতি
প্রণমি তোমারে প্রভু দেব গদাধর॥
নাভিপদ্ম হ'তে পূত ব্রহ্মা হন আবির্ভূত
তাহার শক্তিতে হয় জগত সৃজন।
সূর্য্য চন্দ্র যাহা রয় তোমা হ'তে সৃষ্টি হয়
জগত ঈশ্বর তুমি বরুণ পবন॥
জ্যোতির্ম্ময় তব রূপ হও তুমি বিশ্বভূপ
গোপীরা তোমায় হৃদে করেছে ধারণ।
দুরাচার যারা অতি ভক্তিহীন মূঢ়মতি
না জানে স্বরূপ তব অজ্ঞান কারণ॥
তব মহিমা অনন্ত কেহ নাহি পায় অন্ত
অসীম যে হও তুমি বেদ অগোচর।
করে তব আরাধনা নানামতে নানাজনা
কেহ বা তোমায় পূজে করি আড়ম্বর॥

যোগমার্গে যোগিগণ স্মরে তোমা অনুক্ষণ
ভগবান জ্ঞানে কেহ করিছে পূজন।
এক মূর্ত্তি চিন্তি মনে কেহ তোমা রাখে ধ্যানে
বহু মূর্ত্তি ভাবি কেহ করিছে অর্চ্চন॥
তুমি জান বিশ্বজনে তোমা কেহ নাহি জানে
যেমন আসিয়া নদী মিশে পারাবারে।
তব মায়া যে অব্যক্ত সবে জানিতে অশক্ত
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিরাজ অন্তরে॥
তোমা হ'তে সৃষ্টি হয় তোমাতেই পায় লয়
প্রলয়ের কালে যত জীব সমুদয়।
ধরাধামে আবির্ভূত লীলা তব কত মত
প্রলয় কারণ তব মৎস্যরূপ হয়॥
পরমপুরুষ তুমি তোমার চরণে নমি
নারায়ণ তুমি হও সর্ব্বমূলাধার।
ব্রহ্মা মনে ভাবি কেহ পূজে তোমা ভক্তিসহ
শিবজ্ঞানে কোন জন করিছে পূজন॥
সমুদ্রমন্থন কালে কূর্ম্মরূপ নিজে নিলে
মন্দার পর্ব্বত পৃষ্ঠে করিলে স্থাপন।
ধরিলে বরাহরূপ সে অতি অদ্ভুত রূপ
উদ্ধারিতে ক্ষিতি দন্তে করিলে ধারণ॥
অবতার হ'য়ে হরি নরসিংহ রূপ ধরি
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে নখেতে চিড়িলে।
ভৃগুরাম রূপে ত্বরা নিঃক্ষত্রা করিলে ধরা
বামন হইয়া তুমি বলিরে ছলিলে॥

পুনঃ তুমি শ্যামরায় রামরূপে অযোধ্যায়
দুরাচার রাবণেরে করিলে সংহার।
গোকুলেতে গোপকুলে গোপবেশ অঙ্গে নিলে
রাম কৃষ্ণ দুইরূপে করিছ বিহার ॥
মায়া মোহে বিমোহিত নাহি জানি তত্ত্ব অত
অহমিকা আমাদের বুদ্ধি করে হীন।
কর্ম্মভোগ ভোগে শেষে মন্দগতি অবশেষে
বৃদ্ধকালে হয় সবে পুত্রের অধীন ॥
এই সংসার অনিত্য মায়া খেলা হেথা নিত্য
তাই নাহি চায় তোমা নিজকর্ম্মদোষে।
ঘুরে মরে বৃথা তারা হয় শেষে পথহারা
শান্তিপথ নাহি পায় অবসাদ আসে ॥
আমি যে অজ্ঞান অতি কৃপা কর মোর প্রতি
তব পদে ভক্তিভরে নমি বার বার।
যত দৈত্য দুরাচার সমূলেতে নাশিবার
কল্কিরূপে ধরাধামে আসিবে আবার ॥
ওহে বিপদবারণ এবে লইনু শরণ
অন্তকালে একবার দিও দরশন।
বিশ্বম্ভর দামোদর রূপ তব মনোহর
বংশীধারী হৃষীকেশ দেব জনার্দ্দন ॥
অক্রূর করিলে স্তুতি প্রসন্ন হইয়া অতি
হরি লন ব্রহ্মমূর্ত্তি তবে নারায়ণ।
ভাগবত কথা সার শোনে যেবা শান্তি তার
অক্লেশে পরমপদ লভে সেইজন ॥

রাখ ভক্তি তাঁর প্রতি পাবে তাঁরে কাছে অতি
অচিরে কাটিবে তব সংসার বন্ধন।
হরি যে ভক্তের প্রাণ ভক্তকে করেন ত্রাণ
প্রেমের বন্ধনে তিনি বাঁধা অনুক্ষণ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন ও নগর দর্শন

জলমধ্যে স্তবকারী অক্রূরেরে বংশীধারী
স্বরূপ দেখায়ে পরে করেন হরণ।
মূর্ত্তি যবে অন্তর্দ্ধান ত্যজি তবে নিজস্থান
কার্য্যশেষে করিল সে রথে আরোহণ॥
নিকটে আসিয়া তারি জিজ্ঞাসা করেন হরি
চকিত তোমার নেত্র হেরি কি কারণ।
কহ মোর নিকটেতে জল স্থল আকাশেতে
কিছু কি অদ্ভুত তুমি ক'রেছ দর্শন?
যাহা কিছু বর্ত্তমান তোমাতেই দৃশ্যমান
তুমি ছাড়া মর্ত্ত্যে প্রভু নাহি কোনজন।
হেরি যাহা তব লীলা বুঝিলাম এইবেলা
তব তত্ত্ব সব কেহ জ্ঞাত নাহি হন॥
সমাপন করি স্তুতি চলি রথে দ্রুতগতি
অক্রুর শ্রীকৃষ্ণে ল'য়ে পৌঁছে মথুরায়।
নিকটেতে মধুপুরী রাম সহ রন হরি
জনগণ রথে দোঁহা দেখিবারে পায়॥
গ্রামবাসী সেথা আসি হেরে দোঁহা রূপরাশি
রাম কৃষ্ণে মিলি কাছে পুলকে মগন।
সম্মুখে দোঁহাকে দেখি অপলক রহে আঁখি
কাষ্ঠের পুত্তলিসম রহে সর্ব্বজন॥

অক্রূরেরে অবশেষে কন হরি মৃদুভাষে
সন্ধ্যাকালে না করিব নগরে গমন।
অদ্য মোরা উপবনে গোপগণ রামসনে
যাপন করিব রাত্রি করিনু মনন॥
ফুল্লমনে এইবারে যাও তুমি ঘরে ফিরে
প্রভাতে করিব মোরা নগর ভ্রমণ।
অক্রূর এ কথা শুনি অন্তরে বেদনা মানি
কহিল কেমনে ছাড়ি যাইব এখন॥
হবে অন্তর শ্মশান তুমি যে ভক্তের প্রাণ
ক্ষণতরে নাহি সহে তব অদর্শন।
সঙ্গে তুমি ল'য়ে সবে মোর গৃহে চল এবে
ধন্য হয়ে যাব আমি হ'লে পদার্পণ॥
পূত হবে বাসভূমি পদধূলি লব নমি
ধোয়াইব ভক্তিভরে ও রাঙ্গা চরণ।
পদধৌত বারি পড়ি শুদ্ধ হ'য়ে যাবে বাড়ী
পিতৃলোক তৃপ্ত হবে আর সুরগণ॥
পবিত্র সে বারি পান শীতল করিবে প্রাণ
খণ্ডন হইবে তবে সংসার বন্ধন।
পূত তব শ্রীচরণ বলি করি প্রক্ষালন
পুণ্য কীর্ত্তি বিশ্বমাঝে করেছে অর্জ্জন॥
জলের মহিমা যত শঙ্কর রহেন জ্ঞাত
আপন মস্তকে তাই রাখেন যতনে।
ইহা ত্রিলোক সর্ব্বত্র সদা করিছে পবিত্র
সগর সন্ততি মুক্ত হয় পরশনে॥

তুমি দেব জগন্নাথ নমি তব পদে নাথ
পরব্রহ্ম সূক্ষ্মরূপ তুমি নারায়ণ।
তুমি জগত জীবন স্মরি তোমা জনার্দ্দন
যদু মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি হে পুণ্যকীর্ত্তন॥
তবে নন্দের নন্দন অক্রূর সমীপে কন
রাম সহ যাব আমি তোমার ভবন।
কংসরাজে শিক্ষা দিতে যাব অগ্রে মথুরাতে
যদুকুল অরি দৈত্যে করিতে নিধন॥
সুহৃদের হিত যাহা সাধন করিব তাহা
অমঙ্গল যাহা কিছু হবে বিনাশন।
ফুল্লচিতে নিজ ঘরে যাও তুমি আজ ফিরে
পুনরায় আমাদের হইবে মিলন॥
কৃষ্ণের বচন শুনি অন্তরে সান্ত্বনা মানি
অক্রূর প্রণমি তাঁরে চলিল তখন।
শ্রীকৃষ্ণে করিছে ধ্যান নাহি তার অন্য জ্ঞান
আনমনা হ'য়ে সে যে করিছে গমন॥
চলি অক্রূর ত্বরিত মথুরায় উপনীত
হেরে সেথা কংস বসি রাজ সিংহাসনে।
কৃষ্ণ আগমন কথা অক্রূর জানায়ে সেথা
কংসে কহি চলিল সে আপন ভবনে॥
উপবনে রাম হরি সখাগণে সঙ্গে করি
হরষিত মনে রাত্রি করেন যাপন।
উৎসাহিত হ'য়ে অতি ফুল্লমনে ত্বরাগতি
সবে মিলি করে তবে যাত্রা আয়োজন॥

চলিতেছে গোপগণ রাম কৃষ্ণ সঙ্গে রন
হেরিতে বাসনা মনে মথুরা নগর।
মধুপুরী হেরে তারা শোভা হেরি আত্মহারা
ভ্রমণ করিছে সবে নগর ভিতর॥
নানাবৃক্ষ সেথা আছে পথপার্শ্বে শোভিতেছে
মনোহর অট্টালিকা রাজপথ কত।
লতা গুল্ম নানা জাতি বিরাজিত শোভা অতি
সারি সারি পুষ্পবৃক্ষ কাননে সজ্জিত॥
সরোবরে সেথা কত শ্বেত পদ্ম বিকশিত
তার মাঝে শোভিতেছে রক্ত শতদল।
অরুণ কিরণ লাগি উঠিছে তাহারা জাগি
যেন মেঘে খেলিতেছে তড়িৎ সকল॥
স্বচ্ছ সে সরসী জলে ধবল মরাল খেলে
সূর্য্য রশ্মি ঝলসিছে বক্ষেতে তাহার।
কাননের মাঝে কত গন্ধ পুষ্প বিকশিত
মধুমত্ত মধুকর তুলিছে ঝঙ্কার॥
ল'য়ে সাথে সখাগণ চলিছেন জনার্দ্দন
অপরূপ শোভা হেরি বিস্মিত নয়ন।
সেথা স্ফটিক নির্ম্মিত নগর তোরণ যত
তাহা যে বিশাল কত না যায় বর্ণন॥
ধান্যগোলা আছে যত তাম্র পিত্তল মিশ্রিত
বেদীতে খচিত রহে নানারত্ন কত।
দ্রব্য সেথা আছে যাহা সুরক্ষিত রহে তাহা
উদ্যান সেথায় কত পরিখা বেষ্টিত॥

চতুষ্পথ স্বর্ণে মোড়া চমকিত হেরে যারা
ধনীর আবাস যত সুবর্ণ নির্ম্মিত।
আসবাব সেথা যত হয় সব গৃহোচিত
অতীব শোভন তাহা রতন মণ্ডিত॥
গবাক্ষের ছিদ্র যত নানারত্ন সমন্বিত
নীলকান্তমণি কত আছে তার গায়।
হীরক, মুক্তা বৈদুর্য্য প্রভা যেন দীপ্ত সূর্য্য
মরকতমণি কত সাজান সেথায়॥
ইহা যেন স্বর্গপুরী হেরে সবে আঁখি ভরি
অতীব সুন্দর সেথা গৃহের গঠন।
স্বর্ণময় রাজপুরী নানা রত্ন তাহে হেরি
বিমোহিত চিতে সবে করিছে দর্শন॥
রাজমার্গে হেরে আজ বিকীর্ণ তণ্ডুল লাজ
যবাদি অঙ্কুর পথে আরো রহে কত।
দধি ও চন্দন সিক্ত পুষ্প কত গন্ধযুক্ত
তোরণ দ্বারের কুম্ভে রয়েছে সজ্জিত॥
প্রতিগৃহে দ্বারদেশে শোভিছে উভয় পাশে
পূর্ণকুম্ভ তদুপরি কদলী সবৃন্ত।
কত সাজে পরিপূর্ণ রহে তাহে নানাবর্ণ
চতুর্দ্দিকে কত শোভা নাহি তার অন্ত॥
পুরনারী দীপ কত করিয়াছে প্রজ্জ্বালিত
সূর্য্য প্রভা সম তাহা রহে সমুজ্জ্বল।
জনগণ সেথা যত রূপ হেরি বিমোহিত
পরস্পরে কহে তারা সৌন্দর্য্য সকল॥

গোপগণে পরিবৃত রাম কৃষ্ণ উপনীত
দোঁহারে হেরিতে আসে কত ভক্তজন।
পুরনারী রহে যত চলিতেছে অতি দ্রুত
একসাথে দোঁহা রূপ করিতে দর্শন॥
একহস্তে কোন নারী সোণার কঙ্কন পরি
ছুটিছে হেরিতে সেই রূপ বিমোহন।
রতন কুণ্ডল যাহা এককর্ণে দিয়া তাহা
ঊর্দ্ধশ্বাসে অতি দ্রুত করিছে গমন॥
কেহ বা একটি পায় নূপুর পরিয়া যায়
কেহ করে এক হস্তে বলয় ধারণ।
দিয়া আঁখিতে অঞ্জন কেহ করি প্রসাধন
এক আঁখি শূন্য রাখি ছোটে সেইক্ষণ॥
নিদ্রা মগ্ন ছিল যারা শুনি ধ্বনি জাগি ত্বরা
শয্যা ত্যজি চলি যায় যেথা প্রাণধন।
তৈল শরীরে মর্দ্দন আরম্ভিয়া কোনজন
অসমাপ্ত রাখি তাহা করিল গমন॥
ক্রন্দন রত যে শিশু ভূমে মাতা রাখি আশু
দোঁহা রূপ হেরিবারে অতি বেগে ধায়।
সন্তানেরে স্তন পান করাবারে যবে যান
কৃষ্ণ কথা শুনি শিশু ভূমে রাখি যায়॥
প্রাসাদের ছাদে চড়ি হেরে যথা বংশীধারী
অপলকে রহে চাহি সেথা নারীগণ।
মনে সাধ ছিল যাহা পরিপূর্ণ আজি তাহা
সবার সার্থক আঁখি সফল জীবন॥

যবে তারা কাছে আসি হেরে কৃষ্ণ রূপরাজি
পুলকে সজল হয় যুগল নয়ন।
স্থির তবে হয় প্রাণ নাহি রহে বাহ্য জ্ঞান
মুগ্ধ চিত্তে সবে তাঁরে করে দরশন॥
ধনী মানী যাঁরা রন সে সব রমণীগণ
রাম কৃষ্ণে হেরিবারে আসে রাজপুরে।
পুরবাসী আছে যত কৃষ্ণরূপে বিমোহিত
সবে মিলি কহে তবে ভাসি সুখ নীরে॥
কত পুণ্যে মোরা আজি হেরি তব রূপরাজি
অপার করুণা স্মরি হৃদি বিমোহিত।
যত রহে গোপসতী তারা অতি ভাগ্যবতী
তোমার মোহন রূপ হেরে অবিরত॥
মিষ্ট হাসি চন্দ্রানন যেন সুধা বরিষণ
রূপে মুগ্ধ হইয়াছি মোরা নারীগণ।
আমাদের কভু ছাড়ি যেয়ো না গো তুমি হরি
তুমি বিনা হবে বাস শ্মশান মতন॥
উঠি প্রাসাদ শিখরে পুষ্পপাত্র ল'য়ে করে
দোঁহা 'পরে করে তারা পুষ্প বরিষণ।
অপরূপ দৃশ্যে তবে বাহ্য জ্ঞান হারা সবে
ধন জন প্রতি আর নাহি রহে মন॥
চিন্তি মনে কৃষ্ণ মূর্ত্তি সকলের জাগি স্ফূর্ত্তি
কল্পনায় প্রাণধনে করে আলিঙ্গন।
মনে পাইয়া পরশ হৃদি হইল সরস
স্মরি প্রীতি পরশন পুলকিত মন॥

মুনি ঋষি দেবগণ ধ্যানে রাখি অনুক্ষণ
তবু তারা নাহি পান যাঁর দরশন—
কত ভাগ্যে পুরাঙ্গনা হইয়াছে সবে ধন্যা
তাদের নিকটে সদা রন জনার্দ্দন ॥
গোপীদের ভাগ্য স্মরি আঁখি যায় জলে ভরি
ভাবি তারা কত পুণ্য করেছে অর্জ্জন।
ভাগবতে লেখা কথা অপরূপ এই গাথা
দুঃখ হরে কাটে যত মায়ার বন্ধন ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রজক উদ্ধার

পথে চলিতে চলিতে কৃষ্ণ পেলেন দেখিতে
রজক চলিছে স্কন্ধে লইয়া বসন।
করি তারে আবাহন মিষ্ট বাক্যে তবে কন
বস্ত্র ল'য়ে কোথা তুমি করিছ গমন॥
ধৌত বস্ত্র কর দান করিবারে পরিধান
পরম মঙ্গল তব হইবে নিশ্চয়।
কৃষ্ণের বচনে তার হয় ক্রোধের সঞ্চার
হিতাহিত জ্ঞান তবে হইল বিলয়॥
রূঢ় বাক্যে কৃষ্ণে বলে কহি তোরে এইকালে
তোদের যে যোগ্য নহে এহেন বসন।
নিত্য তোরা গিরি বনে ভ্রমিস্ রাখাল সনে
এ হেন শোভন বস্ত্র না হয় দর্শন॥
ওরে গোপের নন্দন স্পর্দ্ধা কেনরে এমন
সামান্য রাখাল হ'য়ে এত অহঙ্কার।
ব্রজগোপগণ সনে গো-পাল চরাস্ বনে
তবু কেন ধৌত বস্ত্র সাধ পরিবার॥
রক্ষা পেতে যদি মন শীঘ্র কর পলায়ন
কি সাহসে রাজবস্ত্র করিস্ প্রার্থনা।
রাজার অমাত্যগণ করে বিষম বন্ধন
অহঙ্কারী ব্যক্তিদের ক্লেশ দেয় নানা॥

কটূ কথা দম্ভভরে কহিল রজক তাঁরে
জানে না সে দর্পহারী দেব জনার্দ্দন।
রূঢ় বাক্য শুনি হরি ক্রুদ্ধ হ'য়ে ত্বরা করি
কারাগ্রেতে মুণ্ড তার করেন ছেদন॥
রজকের চরগণ করি ইহা দরশন
অতিশয় ভীত তারা হয় সেইক্ষণ।
অবশেষে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছোটে তারা মহাত্রাসে
চতুর্দ্দিকে কলরব শোনে জনগণ॥
বস্ত্রের পুটুলি যাহা সেথায় ত্যজিয়া তাহা
মহাভয়ে সবে শীঘ্র করিছে গমন।
তাহাদের পলায়ন লক্ষ্য করি সেইক্ষণ
দর্পহারী করিলেন দর্পবিনাশন॥
হরি তবে রহি তত্র লইয়া শোভন বস্ত্র
রামসহ করিলেন ত্বরা পরিধান।
আর আর বস্ত্র যাহা গোপগণে দিয়া তাহা
অবশিষ্ট যাহা সব সেথা ত্যজি যান॥
যদিও সে পাপমতি তবু হয় উচ্চগতি
রজক বৈকুণ্ঠে তাই করিল গমন।
পরম দয়াল হরি তাহাকে উদ্ধার করি
বিশ্বমাঝে কীর্ত্তি তাঁর করেন স্থাপন॥

তন্তুবায় উদ্ধার ও মালাকার মোচনকথা

রজকে নিধন করি চলিছেন যবে হরি
হেরিলেন চলে পথে এক তন্তুবায় ।
রাম কৃষ্ণ দুজনারে পায় যবে দেখিবারে
দোঁহারে ভক্তিতে তবে প্রণতি জানায় ॥
আসিয়া সে কৃষ্ণপাশে কহে অতি মৃদুভাষে
কি ভাগ্য উদিত আজি ওহে জনার্দ্দন ।
নয়ন যুগলে হরি অপরূপ রূপ হেরি
জ্যোতি তার করে মোর পবিত্র জীবন ॥
আজ্ঞা এবে কর মোরে তব কার্য্য সাধিবারে
সানন্দে তোমার বাক্য করিব পালন ।
কহিলেন কৃষ্ণ তবে কহি যাহা শোন এবে
রাজবস্ত্র পরিধান করিবার মন ॥
তন্তুবায় নিজ মনে আপনার ভাগ্য মানে
বসন পরায় দোঁহে বিবিধ বিধানে ।
অপরূপ বেশ করি সজ্জিত রাম ও হরি
যথা যাহা শোভে তাহা রহে পরিধানে ॥
ভুবনমোহন রূপ হেরে সে যে অপরূপ
শ্বেত, কৃষ্ণ ভিন্ন বর্ণ করে দরশন ।
পায় তবে দিব্য জ্ঞান নাহি আর বাহ্যজ্ঞান
জাগতিক যাহা কিছু হয় বিস্মরণ ॥

যুক্ত-করে তন্তুবায় কহে প্রভু শ্যামরায়
দয়া কর দয়াময় আমি অভাজন।
এ দাসেরে কৃপা কর পাপ তাপ যাহা হর
ছিন্ন কর তুমি এবে সংসার বন্ধন॥
শুনি তার সে বচন কন দেব নারায়ণ
বর চাও যেইরূপ হয় তব মন।
প্রেমে ভাসি অশ্রুজলে তন্তুবায় তবে বলে
নাহি চাহি তোমা কাছে তুচ্ছ মান ধন॥
তব পদে রহে মতি এই কর মহামতি
অন্য বর নাহি মাগি কমললোচন।
তার অতি ভক্তি হেরি প্রীত হ'য়ে কন হরি
তব প্রতি কৃপা মোর রবে অনুক্ষণ॥
বরদানে শ্যামরায় করিলেন তৃপ্ত তায়
সুদামার গৃহে পরে করেন গমন।
জাতিতে সে মালাকার ফুলের ব্যবসা তার
গাঁথে কত পুষ্পমালা করিয়া চয়ন॥
রাম কৃষ্ণ দুজনারে মালাকার যবে হেরে
পুলকে অধীর হয় বিমোহিত মন।
অপরূপ রূপ দেখি সজল হইল আঁখি
ভূমে লুটি প্রণমিল দোঁহারে তখন॥
উত্তম আসন পরে বসাইয়া দুজনারে
সযতনে ধৌত করি দোঁহার চরণ—
কহিল তাঁদের পাশ পবিত্র আমার বাস
জন্মার্জ্জিত বহুপুণ্যে এই সংঘটন॥

পিতৃলোক দেবগণ আর মুনি ঋষিগণ
অতিতুষ্ট মোর প্রতি তব আগমনে।
বিষ্ণু অংশে সমুদ্ভূত ধরাধামে আবির্ভূত
দুই দেহে বিরাজিছ জগত কল্যাণে॥
দুষ্টের দমন তরে আর শিষ্টে রক্ষিবারে
আবির্ভূত তুমি দেব এ মর ধরায়।
যেবা তোমা ভক্তি করে রক্ষা কর তুমি তারে
সর্ব্বজীব তবু তব কৃপাবারি পায়॥
তোমা হ'তে সৃষ্টি হয় তোমাতেই পায় লয়
জগতের আত্মা তুমি ওহে সর্ব্বাশ্রয়।
তোমার মহিমা যত নাহি কেহ অবগত
দয়া করি দয়াময় দাও গো আশ্রয়॥
বিতরিয়া কৃপাকণা দূর কর এ যন্ত্রণা
তোমার চরণে এবে লইনু শরণ।
আমি তব ভৃত্য নাথ রাখি মোরে নিজ সাথ
আজ্ঞা কর করিবারে কার্য্য সম্পাদন॥
বিশ্বের আশ্রয় হরি তব পদ সেবা করি
অন্তরের জ্বালা যত হবে নিবারণ।
তব পদ দুইখানি অমৃতের সে যে খনি
অতি ভাগ্যে পাই আমি তব দরশন॥
সুদামার কথা শুনি কহিলেন নীলমণি
সুগন্ধি ফুলের মালা কর আনয়ন।
সুনিপুণে সে তখন মাল্য করি বিরচন
দোঁহারে সাজায় ত্বরা করিয়া যতন॥

মাল্যে হইয়া সজ্জিত রাম কৃষ্ণ হন প্রীত
কহিলেন বর চাহ যাহা তব মন।
সুদামা কহিল তবে দাও মোরে বর এবে
দোঁহাপদে ভক্তি যেন রহে অনুক্ষণ॥
পুনঃ কহি এইবার বর এক চাই আর
পরহিতে সদা যেন রহে মোর মতি।
ওহে কমললোচন এই মোর নিবেদন
ভক্ত যেন পায় মোর অবারিত প্রীতি॥
হ'য়ে হরি আনন্দিত বর দেন ইচ্ছামত
কন তারে দেবে ভক্তি রহিবে সতত।
অতুল ঐশ্বর্য্য হবে দিব্যকান্তি তুমি পাবে
ক্রমে ক্রমে বংশ তব হইবে বর্দ্ধিত॥
বর দিয়া তবে হরি সুদামারে তুষ্ট করি
রামসহ রাজপথে করেন গমন।
মথুরায় সেসময় কৃষ্ণলীলা কত হয়
ভাগ্য যার সেইজন করেছে দর্শন॥
ভাগবত কথা যত অতিশয় সুললিত
যেবা শোনে রোগ শোক দূরে যায় তার।
অপরূপ এই বাণী শান্তি মনে দেয় আনি
বেদনা অন্তরে কভু নাহি জাগে আর।

শ্রীকৃষ্ণ-কুব্জামিলন

রাম কৃষ্ণ একসাথে চলিছেন রাজপথে
হেনকালে দেখিলেন নারী একজন।
সুন্দরী যুবতী সে যে সাজিয়াছে নবসাজে
হস্তে তার ছিল তবে সুগন্ধি চন্দন॥
বয়সে নবীনা নারী যুবা মন লয় হরি
যদিও কুব্জ তার পৃষ্ঠেতে বিরাজে।
চোখভাসা দীর্ঘনাসা মুখে তার মিষ্ট ভাষা
পরমা সুন্দরী সে যে নারী মাঝে রাজে॥
তাহারে সম্মুখে হেরি কহিলেন বংশীধারী
কহগো সুন্দরী তুমি কাহার ললনা।
কোথায় তোমার গতি জানিতে বাসনা অতি
কার তরে গন্ধ-পাত্র লয়েছ বলনা॥
এই সুগন্ধি চন্দন হেরি মোর মুগ্ধ মন
ত্বরা ইহা অঙ্গে দিতে বাসনা এখন।
দেহে যদি এইক্ষণ গন্ধ কর প্রলেপন
অতিশয় তুষ্ট হব ভাই দুইজন॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কুব্জা কহিল তখনি
নিশ্চয় তোমার ইচ্ছা করিব পূরণ।
এবারে তোমারে কই কংসদাসী আমি হই
একাগ্র অন্তরে করি তাহার সেবন॥

কুব্জা হয় মোর নাম কংসগৃহে রহে ধাম
অনুলেপ কর্ম্মে রাজা করে নিয়োজন।
এই অঙ্গ বিলেপন তার প্রিয় সর্ব্বক্ষণ
দেহে তাই দেন তিনি সুগন্ধি চন্দন॥
তোমাদের অঙ্গে দিতে কুণ্ঠা নাহি জাগে চিতে
যোগ্য পাত্র হও দোঁহে জ্ঞাত যে এখন।
দোঁহা রূপ দরশনে প্রেম জাগে কুব্জা মনে
তাই গন্ধ দুজনারে করিল লেপন॥
কুস্কুমে চিত্রিত করে অঙ্গ শোভা তাহে বাড়ে
ভূষণে ভূষিত অঙ্গ অতীব সুন্দর।
রাম কৃষ্ণ দুজনারে অনিমেষ নেত্রে হেরে
রূপজ্যোতি করে তার মোহিত অন্তর॥
কংস-সেবা বিস্মরণ মনে তার জনার্দ্দন
অপলকে কুব্জা তাঁরে করে দরশন।
এই ভাব দরশনে দয়া জাগে তাঁর মনে
সদয় হ'লেন তবে দেব নারায়ণ॥
দরশন ফল কিবা জানাইতে হরি সবা
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি করান দর্শন।
কুব্জারে তখন হরি তোলেন চিবুক ধরি
তাহার পদাগ্রে রাখি আপন চরণ॥
দেহ তবে ঋজু হয় কুঁজ আর নাহি রয়
কুঁজী নাম চিরতরে হয় অপস্থত।
সুপ্রকাশ রূপরাশি সবে হেথা দেখে আসি
কৃষ্ণের মহিমা হেরি সবে চমকিত॥

কুব্জা ছিল যে নিন্দিত আজি সবার বন্দিত
শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী করুণার বশে।
ভকতের প্রতি তাঁর কৃপা বর্ষে অনিবার
তাঁর দয়া মানবের দুঃখ যত নাশে ॥
আকর্ষিয়া বস্ত্র তাঁর কহে কুব্জা এইবার
পরশি তোমারে নাথ অন্তর চঞ্চল।
কহি শোন জনার্দ্দন তব রূপে মুগ্ধ মন
তোমারে ছাড়িলে হ'বে অন্তর বিকল ॥
কৃপা করি রাখ হরি তব পদে দাসী করি
এবে প্রভু কর মোর বাসনা পূরণ।
সত্য কহি তোমা বিনা এ জীবন রহিবেনা
তোমার সাক্ষাতে প্রাণ দিব বিসর্জ্জন ॥
কুব্জার বাসনা হরি অন্তরে বুঝিতে পারি
তার প্রতি তবে তিনি কৃপান্বিত হন।
রাম আর সখা সবে উপনীত রহে যবে
কুব্জারে তখন কন করি সম্বোধন ॥
এইবার কহি যাহা ধীর চিত্তে শোন তাহা
তোমার নিকটে আমি না যাব এখন।
দুঃখ না রাখি অন্তরে যাও তুমি ঘরে ফিরে
পশ্চাতে তোমার গৃহে করিব গমন ॥
অগ্রে কংসে বধি প্রাণে রক্ষা করি মিত্রগণে
অবশ্য বাসনা তব করিব পূরণ।
জেনো আমার বচন নহে অলীক কখন
হৃষ্ট মনে কর তুমি স্বগৃহে গমন ॥

মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট যবে কুজা গৃহে ফিরে তবে
পরে হরি রামসহ করেন গমন ।
রাজপথে দোঁহা হেরি বণিকেরা ত্বরা করি
দরশন আশে সবে সমবেত হন ॥
তারা তবে দু'জনারে ভক্তিভরে পূজিবারে
গন্ধপুষ্প নানা দ্রব্য করে আনয়ন ।
রাম কৃষ্ণে হেরি তারা পুলকেতে আত্মহারা
কেহ আসি বক্ষে করে চরণ ধারণ ॥
বণিকের পত্নীগণ দোঁহে করে দরশন
হেরি রূপ বিমোহিত হৃদি সবাকার ।
হ'য়ে ব্যাকুল অন্তরে ইচ্ছে কৃষ্ণে লভিবারে
বেশভূষা প্রতি দৃষ্টি না রহে কাহার ॥
আলু থালু কেশ পাশ পড়ে খসি কটি বাস
পটচিত্র সম সবে দাঁড়ায়ে তখন ।
পুরনারী রহে যারা রূপে সবে জ্ঞানহারা
বিহ্বল হইল সবে, প্রেমেতে মগন ॥
সদা দেব নারায়ণ ভক্তি ডোরে বাঁধা রন
যাহার যেমন ইচ্ছা পূরাণ তখন ।
পরম দয়াল হরি ভক্তজনে কৃপা করি
পাপ তাপ যত তার করেন হরণ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যজ্ঞধনুর্ভঙ্গ

জনার্দ্দন রাম সাথে চলিতে চলিতে পথে
জিজ্ঞাসেন ধনুর্যজ্ঞ কোথা আয়োজিত।
যজ্ঞস্থান পুরবাসী দেখাইল কাছে আসি
অতঃপর সেথা দোঁহে হন উপনীত॥
হেরে তারা সেসময় ধনু এক সেথা রয়
সে যে অতি ভয়ানক ইন্দ্রধনু প্রায়।
রক্ষিগণ অনুক্ষণ করে তাহা সুরক্ষণ
চতুর্দ্দিকে কত বীর ঘিরিয়াছে তায়॥
দীর্ঘকাল পূর্ব্বে নীত রহিয়াছে সুরক্ষিত
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে হয় ইহার পূজন।
ধনু যে তুলিতে যান রক্ষী হতে বাধা পান
সেকারণে সেথা নাহি যায় কোনজন॥
সেথা ভ্রাতা দুইজন উপনীত যবে হন
প্রবেশ নিষেধ তারা করিল তখন।
সে বাধা না শুনি হরি লইলেন ধনু কাড়ি
জনগণ সেই দৃশ্য করে দরশন॥
অতি ক্রোধে সেসময় শরীর কম্পিত হয়
রক্তবর্ণ রহে তাঁর যুগল নয়ন।
বামহস্তে ধনু ধরি অবহেলে তবে হরি
করেন রক্ষী সমক্ষে ত্বরা উত্তোলন॥

ধনুকেতে জ্যারোপণ করিলেন সেইক্ষণ
প্রত্যক্ষ করেন তাহা স্বর্গে দেবগণ।
হস্তী যথা অবহেলে ইক্ষু শুণ্ডে ভাঙ্গি ফেলে
তেমনি নিমেষে ধনু ভাঙ্গে নারায়ণ॥
ধনুর্ভঙ্গ তীব্র ধ্বনি শোনে সেথা যত প্রাণী
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সেই শব্দ জাগায় কম্পন।
হেরি ধনুর ভঞ্জন চমকিত রক্ষিগণ
ক্রোধেতে কম্পিত হয়, আরক্ত লোচন॥
ধর ধর মার মার তারা এরূপ চীৎকার
করিতে করিতে করে দোঁহারে বেষ্টন।
রাম কৃষ্ণ উভয়েরে সেসময় বধিবারে
বেষ্টন করিয়া রহে যত রক্ষিগণ॥
মন্দ অভিপ্রায় যত হ'য়ে কৃষ্ণ অবগত
ব্যবস্থা করেন তবে হইয়া ক্রোধিত।
ভগ্ন ধনু দ্বিখণ্ডিত দোঁহে করে করি ধৃত
তাহা দ্বারা রক্ষিগণে করেন নিহত॥
উপনীত জনগণ করে তবে দরশন
রাম কৃষ্ণ দুজনার কত শক্তি রয়।
অকুণ্ঠ ভাব সৌন্দর্য্য হেরি সকলে আশ্চর্য্য
অঙ্গ তেজ তাহাদের অতি জ্যোতির্ম্ময়॥
নিঃসন্দেহে ভ্রাতাগণ দেবমধ্যে শ্রেষ্ঠ হন
শক্তি হেরি পুরজন ইহা অবগত।
সেথা ভ্রাতা দুইজন করিছেন বিচরণ
ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেব হন অস্তমিত॥

হেনকালে গোপ যত সেইস্থানে উপনীত
আসিলেন নন্দরাজ ল'য়ে শিশুগণ।
রাম কৃষ্ণে হেরি তবে পুলকে মগন সবে
শ্রান্তি দূর করিবারে সবে সেথা রন॥
ভ্রাতৃদ্বয় সেইক্ষণ পদ করি প্রক্ষালন
মিষ্টান্নাদি ননী ছানা করেন ভোজন।
কংস-ভীতি নাহি মানি সবে মিলি সে রজনী
স্বচ্ছন্দ অন্তরে সেথা করিল যাপন॥
অনুচর বধ কথা কংস যবে শোনে হেথা
ধনুর্ভঙ্গ বিবরণ শোনে সেথা আর—
হয় তবে অতি ভীত জাগে চিন্তা অবিরত
অত্যন্ত অশান্তি সদা রহে প্রাণে তার॥
জাগরণে কী স্বপনে দুর্লক্ষণ সেইক্ষণে
প্রকাশিছে যাহা হয় মৃত্যুর সমান।
প্রতিবিম্ব জলে পড়ে মস্তক তাহে না হেরে
আকাশে দেখিতে পান চন্দ্র দুই খান॥
নগ্নবেশে নৃপপাশে ভীষণ মূরতি আসে
দাঁড়ায় সে যমদণ্ড করি উত্তোলন।
শিরে তার পুনঃ পুনঃ তীব্র বেগে হানে যেন
যন্ত্রণায় অস্থির সে হইল ভীষণ॥
কংসরাজ সেইক্ষণ স্বপ্নে করে নিরীক্ষণ
আপনার প্রতিবিম্বে ছিদ্র যে সকল।
পদাঙ্গুলি অদর্শনে জাগে অতি ভীতি প্রাণে
হেরিল বিকৃতবর্ণ যত বৃক্ষদল॥

হেরে আরও স্বপন মৃতসনে আলিঙ্গন
গর্দ্দভ পৃষ্ঠেতে চড়ি করিছে ভ্রমণ।
মৃণাল সে রাশি রাশি ভক্ষণ করিছে আসি
কত শত মন্দ স্বপ্ন করিছে দর্শন॥
দিগম্বর মূর্ত্তি ধরি জবা পুষ্প মাল্য পরি
যেন সে তৈলাক্ত দেহে করিছে ভ্রমণ।
অশুভ স্বপন এত হেরি কংস চিন্তান্বিত
নিদ্রাভঙ্গে মনে তার ভীতি জাগরণ॥
বিনিদ্র রজনী কাটে সুখ স্বপ্ন যায় টুটে
বেদনা অন্তরে পীড়া দেয় অনুক্ষণ।
অধৈর্য্য হইয়া মনে পরিষদ মিত্রগণে
কহিল সে যত তার স্বপ্ন বিবরণ॥
করি উপায় চিন্তন মিলি সব মন্ত্রিগণ
সুনিপুণে রণস্থল করিল নির্ম্মাণ।
শ্রেষ্ঠ যত বীরগণে রাখে কংস সেইখানে
বহু উচ্চ মঞ্চ কত সেথা বর্ত্তমান॥
মঙ্গল কলস দিয়া পুষ্পমাল্য সাজাইয়া
মঞ্চোপরি তোলে তারা বিচিত্র নিশান।
নানাবর্ণ সমন্বিত সেথা তোরণ নির্ম্মিত
অপরূপ শোভা তবে হয় দৃশ্যমান॥
কত গীত নানা বাদ্য শোনে সেথা সবে অদ্য
বহুদূর হ'তে ধ্বনি শ্রুত সেইক্ষণ।
কংসের এ আয়োজন শোনে যবে জনগণ
নানা আলোচনা তারা করিল তখন॥

নৃপগণ রহে যত হয় সেথা উপনীত
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কত আসে দলে দলে।
নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সবে নিজস্থানে বসে তবে
উচ্চ মঞ্চে বসে কংস বসিলে সকলে ॥
ভেরী বাজে উচ্চ রবে জনগণ শোনে সবে
মল্লগণ রঙ্গস্থলে করিলে প্রবেশ।
চানূর মুষ্টিক শল আর কুট ও তোশল
অসীম সাহসী তারা শকতি অশেষ ॥
সেথা যত মল্লগণ করি সব আয়োজন
একে একে মল্লরঙ্গে হইল প্রবিষ্ট।
নন্দ আদি গোপ যত হ'য়ে সবে নিমন্ত্রিত
রণস্থলে আসি দেখে যত বীর শ্রেষ্ঠ ॥

শ্রীকৃষ্ণের কুবলয় হস্তী নিধন ও মল্লভূমি প্রবেশ

রণবাদ্য শোনে যবে রাম কৃষ্ণ দোঁহে তবে
চলিলেন রঙ্গস্থল যেথায় নির্ম্মিত।
হেরে তারা অতঃপর হস্তী এক ভয়ঙ্কর
কুবলয় নাম তার র'য়েছে শায়িত॥
বলরাম সহ হরি যুদ্ধের উদ্যোগ করি
আঁটসাট বস্ত্রে হন সজ্জিত তখন।
রহি তারা সেইস্থানে তবে আরক্ত লোচনে
কহিলেন হস্তিপকে করি সম্বোধন॥
রণস্থলে যাব মোরা পথ ছাড়ি দাও ত্বরা
ল'য়ে যাও দ্বার হ'তে হস্তী দ্রুতগতি।
নতুবা এ কুবলয় যাবে শীঘ্র যমালয়
তোমাকেও পাঠাইব শমন বসতি॥
শুনি এতেক বচন হস্তিপতি সেইক্ষণ
করীপৃষ্ঠে রহি হয় অতি ক্রোধান্বিত।
তবে ত্বরা হস্তী শিরে হানে অঙ্কুশ সজোরে
তাহে সে উন্মত্ত হয় হইয়া পীড়িত॥
প্রজ্জ্বলিত হুতাশন যেন যুগল নয়ন
কালান্তক যম সম হয় কলেবর।
হ'য়ে অতি ক্রোধান্বিত তখন ধাইয়া দ্রুত
শুণ্ডে করী ধরি ফেলে কৃষ্ণে অতঃপর॥

পাইয়া সম্মুখে তায় আছাড়ি মারিতে চায়
পদে তারে দলিবারে ভাবে করিবর।
তবে শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে শুণ্ড ছাড়াইয়া ফেলে
আস্ফালন করে তাহে গর্জ্জে ভয়ঙ্কর ॥
শ্রীহরিরে ধরিবারে চতুর্দ্দিকে দ্রুত ঘোরে
তবু করী নাহি পারে শ্রীকৃষ্ণে ধরিতে।
কুবলয়ে তবে হরি ত্বরা করি পুচ্ছ ধরি
বামহস্তে ল'য়ে তারে ফেলেন ভূমিতে ॥
সর্পে গরুড় যেমন ধরে চঞ্চুতে আপন
ধরিলেন জনার্দ্দন হস্তীরে তেমন।
ল'য়ে গাভী বৎসগণ ক্রীড়া করে শিশুগণ
করী সহ সেইমত খেলে জনার্দ্দন ॥
হেরে সবে শক্তি তাঁর যবে নন্দের কুমার
ঘুরালেন হস্তী পুচ্ছ করি চক্রাকার।
এরূপ বিক্রম হরি দেখাইয়া ত্বরা করি
করীর সম্মুখে আসি দাঁড়ান এবার ॥
তাঁরে ধরিতে যখন শুণ্ড করে প্রসারণ
মুষ্ট্যাঘাত করে হরি করীরে তখন।
বিষম মুষ্টির ঘায় দ্রুত সে পলায়ে যায়
ওষ্ঠাগত হয় প্রাণ পাইয়া বেদন ॥
ঊর্দ্ধপুচ্ছে ধায় করী নাহি চায় পাছু ফিরি
তখন পশ্চাতে তার ছুটি দ্রুত হরি—
পুচ্ছ পরে ধরি জোরে আকর্ষি ফেলেন তারে
ভূমেতে পড়িয়া করী যায় গড়াগড়ি ॥

সকল বিক্রম তার বিফল যে এইবার
তবু করী ধায় ক্রোধে কৃষ্ণে ধরিবারে।
তখন সজোরে হরি করীর শুণ্ডটী ধরি
অবহেলে চক্রাকারে ঘুরালেন তারে ॥
পদাঘাতে এইবারে ফেলিলেন ভূমি'পরে
সে আঘাতে হইয়া সে অস্থির তখন—
ভীষণ গর্জ্জন করি ত্বরা প্রাণ ত্যজে করী
কংসরাজ সেই শব্দ করিল শ্রবণ ॥
করী পৃষ্ঠে সেইক্ষণ করি হরি আরোহণ
অক্লেশে করেন তার দন্ত উৎপাটন।
দন্তাঘাতে অবশেষে জনার্দ্দন অনায়াসে
হস্তিপকে সেসময় করেন নিধন ॥
শুভ্র করী-দন্ত হরি আপনার করে ধরি
সেথা তার দেহ ত্যজি করেন গমন।
রামে ল'য়ে সেইক্ষণ ফুল্লচিত্তে জনার্দ্দন
রণক্ষেত্রে চলিলেন করিবারে রণ ॥
অঙ্গ রক্তিম বরণ সমুজ্জ্বল সে বদন
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মের ক্ষরণ।
অপরূপ রূপ তবে নিরখিছে সেথা সবে
মোহন মূরতি হেরে সভাসদগণ ॥
বিপদে স্মরিলে তাঁকে সাড়া দেন ভক্ত ডাকে
অলক্ষ্যে সান্ত্বনা তিনি করেন প্রদান।
যেভাবে যেজন ভাবে দেখা দেন সেইভাবে
বাসনা সবার হরি তখন পূরাণ ॥

ভকতরঞ্জনরূপে হেরে ভক্ত বিশ্বভূপে
ভক্তাধীন ভগবান পরম কারণ।
মল্লগণ সবে তাঁরে কালান্তক রূপে হেরে
মহাবলবন্ত যেন বজ্রের মতন॥
শান্ত মূর্ত্তি জনার্দ্দন করিছেন সুরক্ষণ
শত্রুগণ হেরে তাঁরে যেন হুতাশন।
মথুরানগরবাসী কৃষ্ণ রূপ হেরে আসি
বসি যবে আলো করি রাজসিংহাসন॥
দরশনে রূপ তাঁরি হরষিত গোপনারী
প্রিয়রূপে সবে তাঁরে চিন্তে মনে মনে।
নন্দ আদি গোপ যত হেরে তাঁকে শিশু মত
ব্রজের গোপাল জানি খেলে একসনে॥
জনক জননী পাশে সাজিলেন শিশু বেশে
বসুদেব পুত্র তিনি জ্ঞাত সর্ব্বজন।
কংসরাজ ভোজপতি সদা রন ভীত অতি
মৃত্যুরূপে তবে তাঁরে করি দরশন॥
যোগে রহি যোগিগণ জ্ঞাত তাঁরে নারায়ণ
পরমকারণ প্রভু শ্রীমধুসূদন।
কৃষ্ণ ধ্যানে নিমগন সদা রন মুনিগণ
কৃষ্ণের স্বরূপ তারা করেন মনন॥
বলরামে সঙ্গে করি রঙ্গালয়ে যান হরি
কুবলয়ে হেলাভরে করিয়া নিধন।
সম্মুখে দোঁহারে যবে কংসরাজ হেরে তবে
অতীব উদ্বিগ্ন হন, বিষাদে মগন॥

দুইভ্রাতা এককালে উপনীত রণস্থলে
অপূর্ব্ব তাঁদের বেশ আকর্ণ নয়ন।
বাহু আজানুলম্বিত তাহে রতনে শোভিত
গলে মালা, অঙ্গে রহে বিচিত্র বসন॥
সুপীত বসনধারী দাঁড়াইয়া বংশীধারী
বক্ষে শোভে মনোহর কৌস্তুভ ভূষণ।
অপরূপ রূপ শোভা যোগিজন মনোলোভা
সবে সেথা রূপসুধা করিছে গ্রহণ॥
রাম কৃষ্ণ দুইজন নররূপী নারায়ণ
পাপী তাপী উদ্ধারিতে মর্ত্ত্যে আগমন।
জনগণ সেথা যত রূপে সবে বিমোহিত
অপলকে হেরে তারা সে চন্দ্রবদন॥
হেরি কাছে দু'জনারে ভাসে সবে সুখনীরে
বিস্ময় মানিল সেথা সভাজনগণ।
এঁরা জগতকারণ পরমপুরুষ হন
প্রদীপ্ত তাঁদের আঁখি অপূর্ব্ব শোভন॥
দেবকীর গর্ভে যবে জন্ম লন কৃষ্ণ তবে
বসুদেব নন্দালয়ে রাখিলেন তাঁরে!
রহি সেথা বারবার কত মত লীলা তাঁর
কংসভগ্নী পূতনারে শিশুকালে মারে॥
তৃণাবর্ত্ত আদি যত বধে হরি দৈত্য কত
মায়ারূপী বৃক্ষে বাল্যে করে উৎপাটন।
ব্যোমনামা দৈত্যবরে নিধন করিয়া পরে
অক্লেশে করিল শিশু দাবাগ্নি ভক্ষণ॥

বিষম কালীয় নাগে দমন করিয়া আগে
দেবেন্দ্রের দর্প যত করেন হরণ।
গোবর্দ্ধন গিরি হরি বামকরে রাখে ধরি
গোকুলেরে বারি হ'তে করিতে রক্ষণ॥
তাঁহার অগ্রজ রাম সকল গুণের ধাম
প্রলম্ব অসুরে তিনি করেন সংহার।
বৎস বক আদি যত নাশিলেন হরি কত
তাঁহার পরশে হয় দৈত্যের উদ্ধার॥
সবে মিলি রণস্থলে নানা কথা যবে বলে
তুরী, ভেরী, কাসি, ঢোল বাজিল বাজন।
চানূরাদি মল্লগণ শ্রীহরিরে তবে কন
শোন ওগো নন্দসুত মোদের বচন॥
কহি এবে তব ঠাঁই তোমরা যে দুইভাই
হও মহাবলশালী জ্ঞাত সর্ব্বজন।
জানি এবে দোঁহাগুণ মল্লযুদ্ধে সুনিপুণ
কংসরাজ তোমাদের করে নিমন্ত্রণ॥
রণসাজে এসময় সাজ ত্বরা ভ্রাতৃদ্বয়
করিবেন রাজা এই রণ দরশন।
নৃপ-মান এই ঠাঁই রেখো যেন দুই ভাই
হইলে প্রসন্ন রাজা তুষ্ট সবজন॥
শুনি তাদের বচন তবে যশোদা নন্দন
ফুল্লচিত্তে মৃদুভাষে মল্ল প্রতি কন।
কহিতেছি এসময় এই সমরে নিশ্চয়
রাখিব রাজার মান ভাই দুইজন॥

মল্লযুদ্ধ করিবারে উপনীত এইবারে
প্রচুর উৎসাহ রহে মোদের এখন।
যদিও বালক হই তোমাদের কাছে কই
সমবলী সহ রণ করিবার মন॥
তুল্য বলী মল্ল সবে আনয়ন কর এবে
মোরা এই মল্লরণে নামিব নিশ্চয়।
সভাসদগণ যত হও সবে অবগত
এ কার্য্যে ধরম নাশ কভু নাহি হয়॥
শুনি কৃষ্ণের বচন কহে কংসচরগণ
মহাশক্তিশালী হন রাম জনার্দ্দন।
বয়সে বালক বটে বলে এঁরা নাহি হটে
জ্ঞাত এবে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ভাই দুইজন॥
এঁদের শক্তি যে কত না যায় বর্ণন অত
বলবান কুবলয়ে করেছে নিধন।
চানূরের সাথে রণ করিবেন জনার্দ্দন
মুষ্টিকের সাথে রাম যুঝিবে এখন॥

কৃষ্ণ ও রাম কর্ত্তৃক চানুর ও মুষ্টিক বধ

কহে চানুর তখন ওহে নন্দের নন্দন
না করি বিলম্ব যুঝ আমাদের সনে।
স্থির করি নিজ মন কর রণ সঙ্কর্ষণ
মুষ্টিক তোমার সঙ্গে যোগ দিবে রণে॥
শুনি গোলোকের পতি হরষিত হ'য়ে অতি
পরস্পর পরস্পরে আরম্ভিল রণ।
ঠেলাঠেলি প্রথমেতে করে সবে হাতে হাতে
বুকে বুকে জোরে ধাক্কা দেয় সেইক্ষণ॥
পরস্পরে একসাথ পদে হানিল আঘাত
জানুতে জানুতে করে যুদ্ধ অতঃপর।
মাঝে মাঝে চারিজনে হুঙ্কারিছে একসনে
বজ্রপাত হয় যেন মেদিনী উপর॥
মাথে মাথে পরস্পরে ঠুকিতেছে বারে বারে
সবে মিলি এইমত যুঝিছে ভীষণ।
ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ে আস্ফালন কত করে
ক্রোধেতে কম্পিত দেহ আরক্ত লোচন॥
এইরূপে মহারণ হয় সেথা সংঘটন
প্রত্যক্ষ করিল সবে সে রণ তখন।
দর্শকেরা সবে মিলি দেয় যবে করতালি
চট্ চট্ শব্দে হয় বধির শ্রবণ॥

হেরি ইহা নারীগণ অত্যন্ত ব্যথিত হন
পরস্পর পরস্পরে কহিল তখন।
কেন আজ কংসরাজ করিছে অধর্ম্ম কাজ
শিশুদের বধিবারে এই আয়োজন ॥
নন্দের নন্দনদ্বয় নিতান্ত বালক হয়
শিশু সাথে রণ হয় ধ্বংসের কারণ।
নিন্দনীয় কার্য্য হেন করিছেন রাজা কেন
না হয় উচিত তার এ সভা সৃজন ॥
রণস্থলে কংস আসি হেরিছে আপনি বসি
যুগল শিশুর আজি একত্রে মরণ।
চানূর মুষ্টিকদ্বয় মল্লনামে খ্যাত রয়
বজ্রসম কলেবর জ্ঞাত বিশ্বজন ॥
তাদের আকৃতি হেন বিশাল পর্ব্বত যেন
সুকোমল হয় অতি যুগল কুমার।
ইহাদের সাথে রণ নহে উচিত এখন
অধর্ম্মে হ'য়েছে পূর্ণ এ বিশ্বসংসার ॥
অনুচিত বিজ্ঞজনে অবস্থান এইস্থানে
হেরিলে এ রণ হয় অধর্ম্ম অর্জ্জন।
এ কর্ম্ম উচিত নয় কহি একথা নিশ্চয়
অতীব অন্যায় হয় হেন আচরণ ॥
অধর্ম্মের আচরণ যদি করে কোনজন
ধার্ম্মিক যে জন যদি উচিত না কন—
পাপ তার হয় অতি নাহি কভু অব্যাহতি
অন্তিমে নরকে বাস নিশ্চয় তখন ॥

রাম কৃষ্ণ যুদ্ধে রত ঝরে ঘর্ম্ম অবিরত
অতি শ্রমে হয় ম্লান দোঁহার বদন।
যথা পদ্ম পত্রোপরি সমুজ্জ্বল রহে বারি
ঘর্ম্ম তথা দোঁহারূপ করিছে বর্দ্ধন॥
হ'য়ে আরক্ত বদন কাঁপে ক্রোধে বীরগণ
সবাকার আঁখি তবে রহে বিস্ফারিত।
দুই ভাই কৃষ্ণ রাম যুদ্ধ করে অবিরাম
তখন যে মহারণ হয় সংঘটিত॥
সেথা যত নারীগণ করি ইহা দরশন
সপ্রেম অন্তরে তবে কহিল বচন।
দোঁহা কিবা রূপরাশি শোক তাপ দেয় নাশি
কত ভাগ্য করিয়াছে বন বৃন্দাবন॥
রাম-হরি পদদ্বয় সদা যার বক্ষে রয়
তাহার ভাগ্যের কথা না যায় বর্ণন।
রহে তার কত পুণ্য হইয়াছে সে যে ধন্য
অপরূপ রূপরাশি হেরি অনুক্ষণ॥
যুগ যুগ ঘোর বনে রহি যোগী অনশনে
একমনে চিন্তি সদা কৃষ্ণের চরণ—
না পারে জানিতে কভু দুর্ব্বোধ্য যে বিশ্ববিভু
সব তত্ত্ব জ্ঞাত তাঁর নহে কোনজন॥
পুণ্যভূমি বৃন্দাবনে ক্রীড়া সদা সখাসনে
কৃষ্ণপদ হেরি তবে মুগ্ধ হয় মন।
যোগী সদা করি ধ্যান দেখা তাঁর নাহি পান
শম্ভু চান কৃষ্ণপদ করিতে বন্দন॥

ব্রজবাসী নারীগণ কত পুণ্যে সর্ব্বক্ষণ
চরণ কমল তাঁর করে দরশন।
হ'য়ে তবে আত্মহারা . কৃষ্ণলীলা গাহে তারা
কৃষ্ণধ্যানে সদা সবে রহে নিমগন॥
কত পুণ্যে ধন্য হন সেই বন বৃন্দাবন
নিরন্তর হৃদে তার কৃষ্ণের চরণ।
তথায় গোপিকানাথ গোপীদের ল'য়ে সাথ
ফুল্লচিতে বনমাঝে করেন ভ্রমণ॥
ধন্য তবে গোপীকুল হৃদি আনন্দে আকুল
তারা সবে বিশ্বমাঝে অতি ভাগ্যবতী।
কৃষ্ণসঙ্গ লভে যবে আত্মহারা হয় সবে
কৃষ্ণ ভিন্ন নাহি জানে ব্রজের যুবতী॥
গোপী ভীতি নিবারিতে নারায়ণ চিন্তি চিতে
করিলেন স্থির তবে শত্রুর নিধন।
চানূর শ্রীহরি সঙ্গে যুঝিতেছে নানা রঙ্গে
মুষ্টিকের সাথে করে সঙ্কর্ষণ রণ॥
শ্রীকৃষ্ণের তীব্র চড়ে মনে ভীতি জাগি পরে
চানূরের মনে হয় ক্রোধের সঞ্চার।
কৃষ্ণে হত করিবারে মুষ্ট্যাঘাত তবে করে
করিল সে কৃষ্ণ-অঙ্গে, কতই প্রহার॥
ব্যথিতের ব্যথা হরে ব্যথা কেবা দিবে তাঁরে
স্মরিলে বেদনা ত্বরা করে পলায়ন।
তাঁহারে বধিতে পারে হেন শক্তি কেবা ধরে
দৈত্যের আঘাতে তাই ভীত হরি নন॥

এইবার হৃষীকেশ চানূরের ধরি কেশ
ঊর্দ্ধে তুলি জোরে তারে ঘুরান ভীষণ।
কুম্ভকার চক্র যথা অবিরত ঘোরে তথা
কিছুক্ষণ ঘুরি দৈত্য ছাড়িল জীবন॥
যবে তার মৃত্যু হয় হেরে সবে সেসময়
ভূমি'পরে আছে দেহ পর্ব্বত প্রমাণ।
হ'য়ে রাম ক্রোধান্বিত তবে তিনি অতি দ্রুত
মুষ্ট্যাঘাতে মুষ্টিকের হরিলেন প্রাণ॥
চানূর, মুষ্টিক, শল কুট দানব তোষল
সকলের প্রাণ লন ভাই দুইজন।
অন্য মল্ল রহে যারা রক্ষিতে জীবন তারা
ঊর্দ্ধশ্বাসে ত্বরা সবে করে পলায়ন॥
সভাসদ ছিল যত প্রশংসিল দোঁহে কত
তাহাদের বীর্য্য হেরি সবে চমকিত।
স্বর্গে রহি দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ
কংস ভিন্ন সকলেই হন পুলকিত॥
রণস্থলে ছিল যারা দরশন করে তারা
অদ্ভুত বিক্রম এই শিশু দু'জনার।
শুনি ইহা বিশ্বজন অতীব বিস্মিত হন
ভ্রাতা দোঁহে ভগবান জ্ঞাত এইবার॥

কংস বধ

রণক্ষেত্রে হত যবে যত বীর মল্ল সবে
কংসরাজ হন তবে অতীব চঞ্চল।
চতুর্দ্দিকে অমঙ্গল হেরি তিনি সেসকল
আতঙ্ক জাগিল মনে, অন্তর বিকল॥
ভীতি যবে উপজয় অমাত্যেরে ডাকি কয়
বাদ্যভাণ্ড মহারোল কর নিবারণ।
কংস তবে চরগণে কহিলেন সম্বোধনে
দূতগণ শোন এবে আমার বচন॥
বসুদেব-পুত্রদ্বয় অতিশয় দুষ্ট হয়
দোঁহারে মথুরা হ'তে কর বহিষ্কার।
ব্রজবাসী গোপগণ যারা করে আগমন
সবা হ'তে বলে কাড় ধন এইবার॥
নন্দ যে দুর্জ্জয় অতি বাঁধ তারে শীঘ্রগতি
বসুদেব প্রাণ কর এখনি হরণ।
উগ্রসেন দেবকীরে বাঁধি রাখি দুইকরে
তীব্র অস্ত্রে কর ত্বরা তাদের নিধন॥
মোর এ বাক্য পালন না করিবে যেইজন
পাঠাইব শীঘ্র তারে শমন ভবন।
কংসের এহেন বাণী শ্রীকৃষ্ণ তখন শুনি
সমুচিত শিক্ষা দিতে করিলেন মন॥

হ'য়ে হরি ক্রোধান্বিত একলম্ফে উপনীত
মঞ্চোপরি যথা রহে কংসের আসন।
মৃত্যুরূপী ভগবানে হেরি সে সম্মুখ পানে
পাংশুবর্ণ হ'য়ে যায় ত্বরিত বদন॥
তবে রাখিতে জীবন করি উপায় চিন্তন
খড়্গ বর্ম্ম করে কংস করিল ধারণ।
নাশিবারে কৃষ্ণে আগে ধাইল সে অতি বেগে
উত্তোলন করি অসি বধের কারণ॥
সেসময় জনার্দ্দন কংসে করিতে নিধন
করি তার কেশগুচ্ছ তীব্র আকর্ষণ—
মহাসর্পে খগপতি যথা ধরে ক্রোধে অতি
ধরিলেন কংসরাজে শ্রীহরি তেমন॥
যবে অতি রোষভরে জনার্দ্দন কংসে ধরে
মাথার মুকুট তার হইল পতন।
এইবার ক্রোধে হরি দুই হাত জোরে ধরি
কংসরাজে ভূমি'পরে করেন ক্ষেপণ॥
যবে হইল পতন কংস হারায় চেতন
তবে তার বক্ষোপরি রন নারায়ণ।
রাজা ত্বরা ত্যজে প্রাণ কাছে তার ভগবান
সঞ্চিত পাপের তাহে হইল খণ্ডন॥
মৃত করীরে যেমন সিংহ করে আকর্ষণ
তেমনি আকর্ষে কংসে দেব জনার্দ্দন।
হেরি সবে দৃশ্য তার করে উচ্চে হাহাকার
মহাকোলাহল তাহে হইল সৃজন॥

কায়া যবে ছাড়ে প্রাণ সম্মুখেতে ভগবান
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি কংস করে দরশন।
কৃষ্ণ তার ধ্যানে জ্ঞানে কৃষ্ণ সদা রহে মনে
শ্রীকৃষ্ণে সে অনুক্ষণ করিত চিন্তন॥
যদিও সে ছিল অরি করেন উদ্ধার হরি
কৃষ্ণে চিন্তি হয় তার নির্ম্মল অন্তর।
দুষ্ট দৈত্য কংসরাজ মুক্তি তাই পায় আজ
পুষ্পক রথে সে স্বর্গে যায় অতঃপর॥
হেরি জ্যেষ্ঠের নিধন কংসরাজ ভ্রাতৃগণ
মহাকোপে উত্তেজিত, কম্পিত বদন।
রাম কৃষ্ণ দুজনারে একসনে বধিবারে
তবে তারা অসিবর্ম্ম করে আনয়ন॥
রক্তবর্ণ আঁখি রাগে আসে সবে ছুটি বেগে
মহাতেজে কলেবর করিয়া কম্পিত।
রাম তাহা দরশনে ক্রোধান্বিত হ'য়ে মনে
অসির প্রহারে সবে করিলেন হত॥
তরুসম সেইকালে লুটে সবে ভূমিতলে
ঝড়ে যথা ধরণীতে বৃক্ষের পতন।
ভয়ঙ্কর দৈত্য যত সবে সেথা হয় হত
সেই দৃশ্য জনগণ করে দরশন॥
শূন্যপথে দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ
রামের বিক্রম হেরি সবে বিমোহিত।
আকাশ মণ্ডলে অদ্য বাজিল সকল বাদ্য
মুনিগণ করিলেন স্তব স্তুতি কত॥

সেথা যতেক অপ্সরা নানা নৃত্য করে তারা
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সকলেই পুলকে মগন।
রাম কৃষ্ণ রহে যেথা গীত সেথা মধুগাথা
তাঁদের গুণের কথা কহে ভক্তজন॥
রহে দোঁহা দৈববল তুচ্ছ যে আর সকল
দেবশক্তি বলে তাঁরা সদা বলীয়ান।
করি কংসের নিধন কীর্ত্তি করেন স্থাপন
অন্তে তারে বধি কৃপা করিলেন ত্রাণ॥
কংস অতি পুণ্যবান সদা করি কৃষ্ণে ধ্যান
ভগবানে করেছিল অন্তরে বন্ধন।
সেইরূপ তুমি তাঁরে চাও যদি লভিবারে
নিরন্তর তাঁর ধ্যানে রহিও মগন॥

কংস-বনিতাদের খেদ

কংসের নিধন জানি শোকান্বিত দুই রাণী
ভূমেতে লুটায় পড়ি হয় অচেতন।
জ্ঞান যবে ফিরে পায় করে শুধু হায় হায়
নাহি জানি কোন পাপে হইল এমন॥
করাঘাত করে বক্ষে অশ্রু ধারা বহে চক্ষে
পুনঃ পুনঃ শিরে তারা করিছে আঘাত।
তুমি যে গো ছিলে রাজা তবে কেন পেলে সাজা
কি হেতু মোদের আজ এমন বরাত॥
ওহে অবলার গতি একি করিলে দুর্গতি
শোকসিন্ধু মাঝে মোরা হইনু মগন।
শূন্য হেরি চারিধার গৃহে মন নাহি আর
কেন বিধি নাহি দিলে মোদের মরণ॥
কেন যজ্ঞ আরম্ভিলে নিমন্ত্রণ কৃষ্ণে দিলে
সেকারণে হয় আজ হেন অমঙ্গল।
অকালে শমন আসি লইল তোমারে গ্রাসি
মোদের বাসনা যত না হয় সফল॥
ত্যজি পুত্র বন্ধুগণ ছাড়ি আত্মীয় স্বজন
কোথায় তুমি গো নাথ করিলে গমন।
নিজ বলে শত্রুগণ সদা করিতে দমন
কালের কবলে কেন, অকালে পতন॥

তোমার এ রাজ্য ধন কারে করি সমর্পণ
গেলে চলি সুদূরেতে ওহে প্রাণেশ্বর।
শূন্য তব সিংহাসন শূন্য এ রাজ ভবন
শূন্যপুরী দেখিতে যে অতি ভয়ঙ্কর॥
অন্তর বেদনা যত কাঁদিয়া কহিছে কত
কহে শোকে জীবনের নাহি প্রয়োজন।
হেনকালে যদুপতি আসি তথা দ্রুতগতি
কংস-জায়া প্রতি কন সান্ত্বনা বচন॥
দুঃখ কেন অকারণ কেন কাঁদ অনুক্ষণ
শান্ত হও, যাও চলি আপন ভবন।
কেন এই হাহাকার নাহি কর শোক আর
পতি তব করিয়াছে স্বরগে গমন॥
এ ভব যন্ত্রণা যত হইয়াছে অপগত
তবে কেন তার লাগি করিছ রোদন।
ইহাতে নাহিক ফল হবে তাহে অমঙ্গল
হিতবাণী দোঁহে কর শ্রবণ এখন॥
ধৈর্য্য ধর সতীগণ কার্য্য করে যে যেমন
তেমনই কর্ম্মফল ভোগ তার হয়।
আপনার কর্ম্মমত ফল পায় জীব যত
কহিতেছি সারকথা করিয়া নিশ্চয়॥
কর্ম্মফলে কংসরাজ ত্যজিয়াছে প্রাণ আজ
কেন দোঁহে হইতেছ এত শোকান্বিত।
তাহাদের জনার্দ্দন বুঝাইয়া যবে ক'ন
বাক্য মানি দুঃখ তবে হয় প্রশমিত॥

মিষ্টবাক্যে প্রবোধিয়া হরি গেলেন চলিয়া
কংসের সে মৃতদেহ করিতে সৎকার।
করণীয় কার্য্য যত হয় সেথা সম্পাদিত
বিধিমত শ্রাদ্ধকার্য্য হইল তাহার॥
কর্ম্মফল জীবগণ ভোগ করে অনুক্ষণ
ইহা হ'তে অব্যাহতি না পায় কখন।
শুভকর্ম্ম কর যদি পাপমুক্ত হ'বে হৃদি
সুনিশ্চিত শুভফল মিলিবে তখন॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মাতা-পিতা উদ্ধার ও নন্দ বিদায়

কংসরাজ মৃতদেহ সমাপ্ত হইল দাহ
করি হরি পিতৃমাতৃ বন্ধন মোচন—
তাদের চরণে পরে নমিলেন ভক্তিভরে
প্রভুজ্ঞানে তারা নাহি দিল আলিঙ্গন ॥
জনার্দ্দন সেইক্ষণ মায়া করি বিস্তারণ
তাহাদের দেবজ্ঞান করেন হরণ।
মাতা দেবকী তখন পুত্রে ত্বরা ক্রোড়ে লন
স্নেহের পরশ দেন করিয়া চুম্বন ॥
মাতা তবে পুত্রে বলে বাপ কত ব্যথা দিলে
সহিয়াছি কত ক্লেশ তোমার কারণ।
বড় কঠিন জীবন আছে তাই এতক্ষণ
ডেকেছি তোমায় কত ক'রেছি রোদন ॥
তুমি হেথা ছাড়ি মোরে কভু নাহি যেয়ো দূরে
ও বদন না হেরিলে না রবে পরাণ।
ব্যাকুল রহিত হৃদি ভাবি মনে আস যদি
স্মরিয়া তোমার রূপ ভাসিত বয়ান ॥
উভে করি সম্বোধন তবে কন জনার্দ্দন
মিলিয়াছে এই দেহ তোমাদের তরে।
জনক ও জননীরে যেবা না পালন করে
তার সম পাপী নাই এ বিশ্ব মাঝারে ॥

তাঁরা দোঁহে শ্রেষ্ঠ হন কহে বিশ্বে সর্ব্বজন
পিতা হতে মাতা শ্রেষ্ঠ জানিও নিশ্চয় ।
শিশু যবে গর্ভে রহে মাতা কত ব্যথা সহে
তাই সদা পূজনীয় মাতৃপদদ্বয় ॥
জননীর স্নেহ যত বর্ণিতে অশক্ত অত
এ স্নেহ সঞ্চিত শুধু সন্তান কারণে ।
মাতা সম গুরুজন নাহি বিশ্বে কোনজন
তাঁর সম বন্ধু নাই এ তিন ভুবনে ॥
শতবর্ষ পুত্র যদি সমর্পিয়া নিজ হৃদি
সেবা করে নিরবধি পিতা ও মাতারে ।
তবুও সে নাহি পারে পূর্ণ সেবা করিবারে
পিতৃ-মাতৃ ঋণ কেহ শোধিতে না পারে ॥
সমর্থ হইয়া যেবা নাহি করে মাতৃসেবা
চরম দুর্গতি হয় নিশ্চয় তাহার ।
দোঁহে আমার কারণ পেলে দুঃখ অনুক্ষণ
হইনু অধম পুত্র গর্ভেতে তোমার ॥
কংস অতি দুরাচার করিয়াছে অত্যাচার
তোমাদের পারি নাই করিতে সেবন ।
ভ্রাতৃদ্বয় ছিনু মোরা পরবাসে তোমা ছাড়া
তাই মা অশক্ত দুঃখ করিতে মোচন ॥
জননী গো ক্ষম দোষ নাহি কর কোন রোষ
পিতৃমাতৃ পদসেবা করিব এখন ।
শুনি তাঁহার বচন পিতা-মাতা মুগ্ধ হন
কৃষ্ণের মায়ায় তবে হইল বন্ধন ॥

আসি দেবকী তখন বক্ষে তাঁরে তুলি লন
চাঁদমুখ হেরি মাতা পুলকে মগন।
প্রেমানন্দে সেইক্ষণ হয় অশ্রু বরিষণ
পিতামাতা উভয়ের তিরপিত মন ॥
দুজনারে তুষি হরি যান চলি ত্বরা করি
মাতামহ উগ্রসেন নিকটে তখন।
কহিলেন তার প্রতি শোন ওগো মহামতি
মথুরার সিংহাসনে বসিও এখন ॥
রাজ্যোপরি অধিকার হবে তব এইবার
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিব নিশ্চয়।
দেশবাসী ছিল যত কংস-ভয়ে অতি ভীত
তাহার মৃত্যুতে আর নাহি রয় ভয় ॥
কংসের বিনাশকারী সর্ব্বজনত্রাতা হরি
উগ্রসেনে রাজ্য দেন হ'য়ে ফুল্লমন।
পিতৃপদে নারায়ণ করিলেন নিবেদন
শোন পিতা আমরা যে দেবকী নন্দন ॥
সযতনে যশোমতী আর তুমি মহামতি
পালন করেছ মোরে স্নেহে অতুলন।
হৃষ্টচিত্তে এইবারে যাও ফিরে নিজ ঘরে
না হইও পিতা তুমি শোকে নিমগন ॥
এইস্থানে জ্ঞাতিগণ বিষাদে মগন রন
অতএব হেথা আমি রহিব এখন।
বাঁধা যে আমার মন যেথা বন বৃন্দাবন
সেথাকার কথা মনে জাগে অনুক্ষণ ॥

ব্রজবাসী সকলেরে দিও সান্ত্বনা এবারে
ম্লান যেন নাহি রহে কাহারো বদন।
যত রহে গোপগণ সবার ব্যথিত মন
চঞ্চল হইল তবে যেতে বৃন্দাবন॥
নন্দরাজ অবশেষে কহিলেন মৃদুভাষে
ফিরিয়া যাইব আমি আপন ভবন।
গোপগণ নন্দ সনে চলে বিষণ্ণ বদনে
রহে তবে সবাকার সজল নয়ন।
পুত্রমুখ দরশনে বসুদেব তৃপ্ত মনে
শোক তাপ সমুদয় হয় বিদূরিত।
পাইয়া হারানো নিধি দেবকী স্মরিছে বিধি
প্রশান্তি জাগিয়া তার হৃদি বিগলিত॥
ভাগবতে লেখা কথা হরে যত মনোব্যথা
অপরূপ লীলা কত তাহে ব্যক্ত রয়।
তাই বলি ভক্তজন স্মর তারে অনুক্ষণ
শেষ দিনে হরি কৃপা মিলিবে নিশ্চয়॥

রাম কৃষ্ণের গুরুগৃহে বাস ও গুরুদক্ষিণা

নন্দ নিরানন্দ মনে চলিছেন বৃন্দাবনে
কৃষ্ণে মিলি বসুদেব হরষে মগন।
পুত্রদের এইবার উপনয়ন সংস্কার
আড়ম্বরে করিবারে করেন মনন॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ গৃহে করি আনয়ন
বিধিমত করিলেন কার্য্য সম্পাদন।
ধেনু রত্ন আদি যত দ্বিজগণ পায় কত
স্বর্ণ, রৌপ্য কত দেন না যায় গণন॥
রাম কৃষ্ণ জন্মদিনে বসুদেব মনে মনে
কংসদ্বারা হৃত ধন করেছেন দান।
সেই কথা স্মরি তবে বসুদেব বিপ্র সবে
গাভী অর্থ আদি বহু করেন প্রদান॥
দোঁহার উপনয়ন হয় যবে সমাপন
দ্বিজত্ব লভিল তবে ভাই দুইজন।
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত তারা পালন করিল ত্বরা
ঈশ্বর হইয়া তবু জীব আচরণ॥
রাম কৃষ্ণ ভ্রাতা দোঁহে যান তবে গুরুগৃহে
অবন্তী নগরে ধাম, সান্দীপনি নাম।
উপনীত হ'য়ে সেথা ভক্তিতে কহিয়া কথা
শ্রদ্ধাভরে দুই ভাই করিলা প্রণাম॥

মুনির নিকটে সেথা নিবেদিল সব কথা
শ্রবণে হ'লেন মুনি পুলকে মগন।
বহু বিদ্যা গুরুপাশে শিক্ষা করি অবশেষে
দোঁহে গৃহে ফিরিবারে করে আবেদন॥
বাস ছাড়া বহু দিন সকলে বিরহে ক্ষীণ
যাত্রাকালে কর মুনি দক্ষিণা গ্রহণ।
তাঁহাদের শক্তি জানি তবে মুনি সান্দীপনি
ভার্য্যার নিকটে ত্বরা করেন গমন॥
পরামর্শ দোঁহে করি আসে ত্বরা যেথা হরি
আবেদন করিবারে ব্যাকুল তখন।
কৃষ্ণে পরম কারণ জানিয়া আপন মন
কন মুনি শোন এবে আমার বচন॥
আমাদের সবে মাত্র ছিল অত্র এক পুত্র
প্রভাসে সাগরে তার হ'য়েছে মরণ।
যদি কিছু দিতে চাও মৃত পুত্র আনি দাও
তবে সে দক্ষিণা মোরা করিব গ্রহণ॥
মহা বীর বলরাম নন্দের নন্দন শ্যাম
করেন তথাস্তু বলি রথে আরোহণ।
উপনীত তারা ধীরে প্রভাস সাগর তীরে
তবে সেথা রন বসি দোঁহে কিছুক্ষণ॥
সাগর তাদের হেরি আসি সেথা ত্বরা করি
করে নানা উপচারে দোঁহারে পূজন।
ভগবান নারায়ণ সাগরেরে তবে কন
শীঘ্র মোর গুরুপুত্রে কর আনয়ন॥

তারে ক'রেছ হরণ তুলি তরঙ্গ আপন
এবার ফিরায়ে দাও গুরুর নন্দন।
কৃষ্ণের বচন শুনি কহে সাগর তখনি
সত্য কহি আমি তারে করিনি হরণ॥
শোন কহি জনার্দ্দন নাম তার পঞ্চজন
শঙ্খরূপে রহিয়াছে জলের মাঝার।
হয় মোর অনুমান সেই দুষ্ট হরে প্রাণ
অতএব নাই দোষ ইহাতে আমার॥
সাগরের বাক্য হরি তখন শ্রবণ করি
ক্রোধে তিনি জলমধ্যে ত্বরা করি যান।
সেথা সেই দৈত্যে হেরি লন তার প্রাণ হরি
উদরেতে গুরুপুত্রে দেখিতে না পান॥
শঙ্খাসুর দেহ হ'তে উৎপন্ন সে শঙ্খ হাতে
করিলেন আরোহণ রথে ভগবান।
বলরাম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষায় রন সেথা
তাঁরে ল'য়ে সংযমনী পুরী পানে যান॥
পৌঁছি সেই যমপুরী বাজালেন শঙ্খ হরি
শুনি যম আসি করে দোঁহারে পূজন।
সকল জীবের তুমি আশ্রয় কারণ স্বামী
অবনীর ভার যত ক'রেছ হরণ॥
তোমরা যে ভগবান ভক্তকে করিতে ত্রাণ
মায়াতে মানবরূপ করিলে ধারণ।
মম বাসে আগমন কহ প্রভু কি কারণ
বল তুমি কিবা কার্য্য সাধিব এখন॥

জেনো স্বীয় কর্ম্মদোষে গুরুপুত্র হেথা আসে
কালপ্রান্তে আসিয়াছে তোমার সদন।
মোর আদেশে এখন কর তারে আনয়ন
তাহার কারণে মোর হেথা আগমন॥
কন যবে নারায়ণ যমরাজ সেইক্ষণ
গুরুপুত্রে তাঁর কাছে করে আনয়ন।
রাম হরি অতঃপর চলে অবন্তী নগর
অবশেষে গুরুগৃহে উপনীত হন॥
পুত্রে তাঁর করে দিয়া তিরপিত দোঁহা হিয়া
পুনঃ তারে লভি মুনি আনন্দে আকুল।
দক্ষিণা বাঞ্ছিত যাহা দিয়াছ গুরুকে তাহা
আমার ভাগ্যের যে গো নাহি হয় তুল॥
যিনি হেন শিষ্য পান তিনি বহু ভাগ্যবান
তোমাদের কীর্ত্তি কভু ম্লান নাহি হবে।
মিলি শিষ্য দোঁহা সম মনোরথ সিদ্ধ মম
স্বীয় ধামে ভ্রাতৃদ্বয় ফিরে যাও এবে॥
গুরু আজ্ঞা শিরে ধরি ওঠে দোঁহে রথোপরি
মথুরার পথে তারা করিছে গমন।
তবে পবন গতিতে রথ লাগিল চলিতে
উপনীত অবশেষে মথুরা ভবন॥
পুলকিত প্রজাগণ পায় যেন হৃত ধন
বহুদিনে মিলিয়াছে অমূল্য রতন।
পিতা মাতা দরশনে উৎফুল্লিত হন মনে
তাহাদের নমে তবে ভাই দুই জন॥

শ্রীকৃষ্ণের কথা যত   সুমিষ্ট মধুর মত
        শুনিলে কহিলে হয় তৃষ্ণা অপগত।
হইয়া নিবিষ্ট মন   শোন যত ভক্তজন
        অন্তরে প্রশান্তি তবে মিলিবে নিয়ত॥

উদ্ধবের বৃন্দাবন গমন ও গোপীগণকে সান্ত্বনা দান

শুকদেব মুনি কন শোন তুমি হে রাজন
কৃষ্ণকথা কব এবে সুমধুরে অতি।
বেদনা পাইয়া হৃদে গোপগোপী যত কাঁদে
মথুরায় সেই কৃষ্ণ রন হৃষ্টমতি॥
বৃহস্পতির শিষ্য সে জন্ম শ্রেষ্ঠ যদুবংশে
বৃষ্ণিকুল শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী নামেতে উদ্ধব।
সকলের মধ্যে হয় বুদ্ধি তার অতিশয়
জনগণ প্রিয় তিনি কৃষ্ণের বান্ধব॥
মিষ্টবাক্যে জনার্দ্দন কাছে তারে ডাকি কন
ব্রজবাসী তরে এবে যাও বৃন্দাবন।
যেথা মাতা নন্দরাণী কহিবে কুশল বাণী
মিষ্টভাষে তুষ্ট সবে করিবে তখন।
বিরহে কাতর যারা গোপগোপীগণে ত্বরা
আমার বারতা তুমি করিও জ্ঞাপন।
রহে যত ব্রজজন স্মরে মোরে অনুক্ষণ
ব্যাকুল অন্তরে তারা জানায় বেদন॥
পরিহরি গৃহ ধন কুলধর্ম্ম নিজ জন
আসিয়াছে গোপনারী আমার কারণ।
হ'য়ে সবে একচিত্ত আমারে ভজিছে নিত্য
কোনরূপে করিতেছে জীবন ধারণ॥

বৃন্দাবন পুরী যথা ত্বরা তুমি গিয়া তথা
কুশল বারতা মোর কহিও সবারে।
মথুরায় আসি যবে কহিয়াছি সেথা সবে
দ্রুত আমি ফিরে যাব তোমাদের তরে॥
মনে রয় সেই আশা আমি তাদের ভরসা
প্রতীক্ষায় দিন তারা করিছে যাপন।
গোপগোপী ব্রজে যত সবে এবে শোকান্বিত
মৃতপ্রায় হইয়াছে আমার কারণ॥
কৃষ্ণের আদেশ যবে উদ্ধব ত্বরিত তবে
আরোহণ করে রথে প্রফুল্ল অন্তরে।
দ্রুতগতি চলে রথ অতিক্রম করি পথ
নব নব কত দৃশ্য রহে চারিধারে॥
বৃন্দাবনে শোভা কত হেরে যবে উপনীত
সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটা মনোরম অতি।
হাম্বারবে ধেনুগণ ডাকিতেছে সেইক্ষণ
বৎস যত ছুটিতেছে গাভীগণ প্রতি॥
লম্ফ দিয়া বেগে ধায় শুভ্রবর্ণ শোভে তায়
স্তনভারে ক্লিষ্ট গাভী বৎসে দুগ্ধ দেয়।
সেথা রহি গোপগণ দুগ্ধ তবে দোহি লন
কৃষ্ণগুণ গান তারা করে সেসময়॥
অপরূপ বনশোভা দরশনে মনোলোভা
প্রস্ফুটিত নানা পুষ্প রহে থরে থরে।
বসি পাখী শাখা'পরে ডাকিতেছে নানাস্বরে
বনপাখী কৃষ্ণ বলে প্রফুল্ল অন্তরে॥

মধু পানের কারণ অলি তোলে গুঞ্জরণ
গুণ গুণ করি তারা কৃষ্ণ কথা বলে।
কারণ্ডব, হংস জলে খেলে অতি কুতূহলে
সরোবর বারি শোভে শ্বেতপদ্মদলে ॥
উদ্ধবেরে সমাগত হেরি নন্দ হ'য়ে প্রীত
ত্বরা আসি করিলেন তারে আলিঙ্গন।
দিয়া আসন তখনি পাদ্য অর্ঘ্য দেন আনি
পথশ্রান্তি হ'লে দূর, করান ভোজন ॥
অতি যত্ন সহকারে মিষ্টান্নাদি দিয়া পরে
চামর লইয়া তবে করেন ব্যজন।
সুকোমল শয্যা'পরে শয়ন করান তারে
বিশ্রামান্তে শ্রান্তি তার হইল মোচন ॥
ডাকি নন্দ তারপরে কহিলেন উদ্ধবেরে
কহ তুমি মথুরার কুশল এখন।
দেবকী কেমন তথা বল বসুদেব কথা
রাম কৃষ্ণ বার্ত্তা আর জানিবার মন ॥
মোরে রাখে কি স্মরণে আর গোপগোপীগণে
যশোমতী মাতারে কি মনে আছে তার।
রহে যত ব্রজজন সবার যে কৃষ্ণে মন
তাহাদের স্মরণ কি করে একবার ॥
যেথা বন বৃন্দাবন আর গিরি গোবর্দ্ধন
গাভী বৎসসহ রয় ব্রজশিশু যত—
সত্য তুমি কহ মোরে নিত্য কি তাদের স্মরে
সব ছিল অনুগত, কৃষ্ণ সেবা রত ॥

কহ আমারে এখন কবে পুনঃ জনার্দ্দন
ক্রীড়াতে মাতিবে ল'য়ে ব্রজশিশুগণ।
সত্য কহ গুণমণি কবে সেই নীলমণি
সবারে করিবে তৃপ্ত দিয়া দরশন॥
সেই হাসিমাখা মুখ হেরিলে জাগিত সুখ
দেখিতে পাব কি আর সে বাঁকা নয়ন।
দাবানল হ'তে প্রাণে বাঁচায় সে গোপগণে
ইন্দ্রভয় হ'তে করে সবারে রক্ষণ॥
মৃত্যু হ'তে কতবার রাখে প্রাণ সবাকার
ভীষণ কালীয় হ'তে রক্ষে ব্রজজন।
ছিনু মোরা কৃষ্ণসনে তাই লীলা জাগে মনে
মোহন মূরতি স্মরি হৃদে অনুক্ষণ॥
কব কি আর উদ্ধব কৃষ্ণময় হেরি সব
বুঝি বা ধরায় জন্ম লন নারায়ণ।
রাম আর জনার্দ্দন অবনীতে দুইজন
করিছেন পাপভার একত্রে মোচন॥
গর্গমুনি মুখে যাহা শ্রবণ করেছি তাহা
একে একে ঘটিতেছে শোন বিবরণ।
কুবলয় মহাকরী নাশে তারে প্রাণে হরি
মহা মহা মল্লগণে করেন নিধন॥
বলশালী কংসাসুরে অনায়াসে প্রাণে মারে
বিনা শ্রমে সিংহ যথা গজে করে হত।
ধেনুক দানবে হরি সহজে বিনাশ করি
বিশাল সে ধনু ভাঙ্গে ইক্ষুদণ্ড মত॥

বক, অরিষ্ট দৈত্যাদি তৃণাবর্ত্ত প্রলম্বাদি
সবারে অক্লেশে নাশে ভাই দুইজন।
গোবর্দ্ধন গিরি হরি এক হস্তে রাখি ধরি
অবিচ্ছিন্ন সাতদিন দাঁড়াইয়া রন॥
কৃষ্ণ কথা কহি আজ কাঁদিছেন নন্দরাজ
পুত্র অদর্শনে জাগে অন্তরে বেদন।
কৃষ্ণের মহিমা কথা শ্রবণে জননী সেথা
স্মরি সেই চাঁদমুখ সজল নয়ন॥
অতিশয় স্নেহভরে স্তন হ'তে দুগ্ধ ঝরে
পুত্রে কাছে নাহি হেরি ব্যাকুলিত মন।
এ প্রাণ যে কৃষ্ণ বিনা আর জীবিত রবে না
কোথা কৃষ্ণ বলি মাতা করিছে রোদন॥
হেরি এ স্নেহ উদ্ধব জাগতিক ভোলে সব
অন্তর বাহিরে সে যে বিমুগ্ধ তখন।
নন্দে করি সম্বোধন উদ্ধব তখন কন
কেন তুমি করিতেছ শোক অকারণ॥
ভগবান নারায়ণ শুধু তব পুত্র নন
সবার যে পিতা, পুত্র, করেন পালন।
প্রভু দেব দামোদর হন জগত ঈশ্বর
বিশ্বময় বিরাজিত পরম কারণ॥
বিশ্বের সৃজনকারী দুই ভাই রাম হরি
পরম পুরুষ তাঁরা সবার উপর।
কালরূপে নারায়ণ প্রাণীদের প্রাণ লন
জগত প্রধান তিনি বিশ্বের ঈশ্বর॥

পাঠালেন কেন হেথা কব আমি সেই কথা
এক চিত্তে নন্দরাজ করিও শ্রবণ।
পুত্র তব কিছুদিনে আসিবেন বৃন্দাবনে
ত্যজ ক্ষোভ, বৃথা শোক নাহি প্রয়োজন॥
সর্ব্বজীবে ভগবান নিয়ত বিরাজমান
যথা বহ্নি কাষ্ঠমধ্যে রহে বিদ্যমান।
নাহি মন্থন করিলে অগ্নি তাহে নাহি জ্বলে
ভক্তি বিনা তথা কৃষ্ণে কেহ নাহি পান॥
মাতা পিতা কন্যাপুত্র বন্ধু, আত্মীয় কলত্র
উত্তম অধম তিনি না করেন জ্ঞান।
সদাই সবার প্রতি দেখান সমান প্রীতি
অহঙ্কার নাই তাঁর, নাই অভিমান॥
অবতীর্ণ লীলা হেতু সৃজিলেন মায়া সেতু
ধরা মাঝে ভক্তগণে করিতে পালন।
রমাপতি নারায়ণ জন্মকর্ম্ম হীন হন
ধরম রক্ষিতে দুষ্টে করেন দমন॥
মায়ার অতীত যিনি সর্ব্ব গুণময় তিনি
তবু তাঁর লীলাখেলা চলিছে নিয়ত।
অজ্ঞানতা রহি মনে ভগবানে নাহি চিনে
তাই বিশ্বে কষ্ট ভোগে জীব অবিরত॥
আত্মারূপে নারায়ণ জীবে রন অনুক্ষণ
অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি সর্ব্ব মায়াময়।
ভবিষ্যত্ বর্ত্তমান সবা মাঝে ভগবান
স্থাবর, জঙ্গম যাহা তিনি সমুদয়॥

ভাগবত কথা যত সুস্বাদু অমৃত মত
শ্রবণে একাগ্র চিত্তে উপলব্ধি হয়।
আছ যত ভক্তজন নিত্য কর আস্বাদন
অন্তরে প্রশান্তি তবে লভিবে নিশ্চয়॥

উদ্ধবের সহিত গোপীগণের কথোপকথন ও বিলাপ

শুকদেব পুনঃ কন পরীক্ষিত হে রাজন
বৃন্দাবন কথা কব শোন গো এখনি।
কৃষ্ণ-সখা উদ্ধবের আর নৃপতি নন্দের
কথোপকথনে হয় প্রভাত রজনী॥
যবে শশী অস্তমিত ভানু হয় প্রকাশিত
তবে সবে ওঠে ত্বরা ত্যজিয়া শয়ন।
ব্রজপুরে গোপীগণ স্নান করি সমাপন
আরম্ভিল দধি দুগ্ধ করিতে মন্থন॥
রজ্জু আকর্ষণে রত গোপী-দেহ যে কম্পিত
রিনি রিনি বাজিতেছে বাহুর কঙ্কন।
দুলিছে কণ্ঠের হার কর্ণের কুণ্ডল আর
আরক্ত আনন করে সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন॥
গোপীগণ সেইক্ষণে নন্দরাজ নিকেতনে
দেখে এক স্বর্ণরথ সেথা উপনীত।
পুনঃ হেথা রথ কেন কাহার বা রথ হেন
মনে মনে চিন্তে তবে ব্রজনারী যত॥
কেহ বলে ক্রোধবশে বুঝি বা অক্রূর আসে
এসেছিল পূর্ব্বে সে যে কংস প্রয়োজনে।
হরেছিল প্রাণধন পুনঃ কেন আগমন
না জানি কেন সে আসে কি কার্য্য সাধনে॥

ব্রজে আসে কৃষ্ণধন বলে সেথা গোপীগণ
কোন গোপী বলে তবে কেন সে আসিবে।
কহিতেছে গোপী আর বলি শোন এইবার
বৃন্দাবনে নাই কৃষ্ণ কারে বা লইবে॥
আমাদের লইবারে আসে রথ এইবারে
মনোরথ পূর্ণ সখী বুঝি এতদিনে।
কৃষ্ণ লাগি মনে ব্যথা কহে তাই নানাকথা
ঝরে কত অশ্রু তবে সবার নয়নে॥
উদ্ধবের সেইক্ষণ হয় সেথা আগমন
আজানুলম্বিত বাহু কমল নয়ন।
গলদেশে শোভে তার বনফুলে গাঁথা হার
পরিধানে পীত বাস অতি সুদর্শন॥
ব্রজবাসী সেথা যত বিস্ময়েতে বিমোহিত
তখন উদ্ধবে সবে করিল বেষ্টন।
রূপ তাঁর অপরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ
বেশভূষা সব কিছু কৃষ্ণের মতন॥
জিজ্ঞাসিল গোপীগণ হও তুমি কোনজন
বুঝি তুমি কৃষ্ণ সখা হেন লয় মন।
রাম কৃষ্ণ দুইজনা কুশলে আছেন কিনা
কহ তুমি আমাদের সে কথা এখন॥
জনক জননী কথা জেগেছে কি মনে সেথা
তাই বুঝি তোমার এ ব্রজে আগমন।
এইস্থানে কেবা আর প্রিয়জন আছে তার
যার কথা কৃষ্ণধন করিবে স্মরণ॥

তাঁর যে মমতা কত এবার হইনু জ্ঞাত
কমলের সাথে যথা অলির মিলন।
তারা স্বকার্য্য সাধিয়া যায় দ্রুত পলাইয়া
তেমনি মোদের ছাড়ি যায় কৃষ্ণধন॥
নরপতি দুরাচারী প্রজাগণে যায় ছাড়ি
বিদ্যা শিখি ছাড়ে যথা শিষ্য গুরুজনে—
দক্ষিণা পাইয়া পরে দাতাগণে দ্বিজ ছাড়ে
সেইমত যায় শ্যাম ছাড়ি গোপীগণে॥
পুরাতন পত্র যথা বৃক্ষগণে ত্যজে তথা
ভোজনান্তে যায় চলি যেমন ব্রাহ্মণ—
তৃণহীন ক্ষেত্র যবে ত্যজে তাহা পশু তবে
গোপীগণে ছাড়ি যান শ্রীহরি তেমন॥
আমাদের বধি প্রাণে চলি গেল সে কেমনে
হৃদয়ে করুণা তাঁর নাহি উপজয়।
এ হেন কঠিন প্রাণ নাহি হেরি কোনস্থান
না জানি মোদের ছাড়ি কিভাবে সে রয়॥
উদ্ধবেরে সবে সেথা জানাইয়া মনোব্যথা
কৃষ্ণলীলা একত্রেতে গাহে সেসময়।
স্মৃতি তাঁর অবিরত হৃদিমাঝে জাগে কত
চতুর্দ্দিকে গোপীগণ হেরে কৃষ্ণময়॥
কেহ বা উদ্ধব প্রতি কহে হ'য়ে ম্লান অতি
কি কারণে মথুরায় আছেন শ্রীহরি।
পিতামাতা গোপীগণে তাঁর আছে কি স্মরণে
কন কি ব্রজের কথা কহ সত্য করি॥

গোপীগণ প্রাণ ধন কোথা প্রভু জনার্দ্দন
আবার হেরিব কবে সে চারু বদন।
যমুনা পুলিনে বসি বাজাত মোহন বাঁশী
হরি নিত সেই সুরে আমাদের মন॥
কহে উদ্ধব তখন ধন্য সব গোপীগণ
বাসুদেব ভিন্ন কিছু নাহি অন্য জ্ঞান।
যেবা তাঁর ধ্যানে রত হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ ব্রত
অতি শীঘ্র সেইজন হরি কৃপা পান॥
ভক্তিদ্বারা সবে তাঁরে বাঁধিয়াছ প্রেমডোরে
তাঁর লাগি পতিপুত্রে দিলে বিসর্জ্জন।
কৃষ্ণপ'রে রাখি মন ধন্য সব গোপীগণ
তোমাদের শুদ্ধা প্রেমে বিমোহিত মন॥
পুনঃ উদ্ধব তখন গোপীগণ পাশে কন
শোন সবে মথুরার যত বিবরণ।
সেইস্থানে আমি রই কৃষ্ণের কিঙ্কর হই
তিনি মোরে করেছেন হেথায় প্রেরণ॥
কহিতেছি সত্য করি সবারে লইয়া হরি
কুশলে আছেন তথা সহ সঙ্কর্ষণ।
পাঠালেন কৃষ্ণ মোরে তোমাদের দেখিবারে
তাই মোর এসময় হেথা আগমন॥
উদ্ধব নিকটে তব কুশল কি আর কব
মোদের অন্তরে যে গো প্রদাহ নিয়ত।
কর তুমি নিরীক্ষণ যত কুসুম কানন
পুষ্পহীন, কলি তার না হয় স্ফুটিত॥

মধুলোভে অলিগণ নাহি তোলে গুঞ্জরণ
আর তারা নাহি করে সুখে মধুপান।
দেখ মাধব বিহনে মাধবিকা শুষ্ক মনে
কোকিল ললিত স্বরে নাহি করে গান॥
শ্রীকৃষ্ণ বিহনে সবে বিষাদে মগন এবে
বিরহে করিছে তারা কতই রোদন।
কোথা আছ কৃষ্ণধন দাও সবে দরশন
তোমা বিনা বৃন্দাবন শ্মশান এখন॥
গোপীদের ব্যথা শুনি কহে উদ্ধব তখনি
ধৈর্য্য ধরি শোন সবে আমার বচন।
নারায়ণে তনু মন করিয়াছ সমর্পণ
তাঁর ধ্যানে অনুক্ষণ র'য়েছ মগন॥
দুর্ল্লভ ভকতি যাহা লভিয়াছ সবে তাহা
তপস্যায় নাহি ইহা পান মুনিগণ।
পতি পুত্র মিত্রে আর করি সবে পরিহার
পরমপুরুষে হৃদি ক'রেছ অর্পণ॥
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা মত কার্য্য করি সম্পাদিত
তাঁহার বারতা যাহা করেছি বহন।
কহিবারে যেই কথা উপনীত আমি হেথা
এসময় কব তাহা শোন গোপীগণ॥
যাহা কন ভগবান কর সবে অবধান
তিনি সবা আত্মারূপে অধিষ্ঠিত রন।
প্রভু দেব জনার্দ্দন আপন মায়াতে রন
সর্ব্বমূলাধার তিনি পরম কারণ॥

বিশ্বে স্বজন পালন চলে তাঁর অনুক্ষণ
কভু তিনি ধ্বংসরূপ করেন প্রয়োগ।
ধ্যানে রাখে যেইজন হরি তার কাছে রন
গোপীগণ সাথে কভু না হবে বিয়োগ॥
শুনি উদ্ধবের কথা জুড়ায় তাদের ব্যথা
কোন গোপী সেথা তারে কহিল তখনি।
অত্যাচারে সদা রত কৃষ্ণদ্বারা কংস হত
নিশ্চিন্তে কাটায় সবে দিবস যামিনী॥
অতি সুখের বিষয় বাসুদেব দয়াময়
আনন্দে আছেন রহি মথুরা নগরী।
রসশাস্ত্রে গুণমণি সুনিপুণ মোরা জানি
হইয়াছে প্রিয় তার মথুরার নারী॥
আমরা যে গ্রাম্য নারী না জানি ছল চাতুরী
আর তার নাহি প্রীতি আমাদের প্রতি।
ব্রজবাসী সবাকারে এবে কি স্মরণ করে
ফিরিবে কি সেই কালা ব্রজেতে সম্প্রতি॥
পূর্ণিমার দিনে হরি রাসমঞ্চে কেলি করি
সেসময় হরি ল'ন আমাদের মন।
কভু কি সে কথা কন তোমা জিজ্ঞাসি এখন
সে রাত্রি কি কালাচাঁদ করেন স্মরণ॥
পুনঃ কি আসিবে কানু ল'য়ে সাথে সখা ধেনু
হেরিব কি আর তাঁকে ব্রজের মাঝার।
সবে করি সম্বোধন কহে গোপী আরজন
বৃন্দাবনে কানু কভু না আসিবে আর॥

লন সেথা রাজ্যভার দুঃখ আর নাই তাঁর
করেছেন শত্রুগণ সবারে নিধন।
বহু রাজার নন্দিনী গ্রহণ করিয়া তিনি
সেথায় পরম সুখে আছেন এখন॥
এহেন ঐশ্বর্য্য ছাড়ি · না আসিবে হেথা হরি
আমাদের অভিলাষ না হবে পূরণ।
মধুময় প্রীতি তাঁর জাগে হৃদে বার বার
স্মৃতি যত কভু নাহি হয় বিস্মরণ॥
স্মরি সে ললিত গতি মধুময় হাস্য অতি
যত চাই ভুলিবারে তত পড়ে মনে।
কোথা ব্রজের কানাই মোরা দরশন চাই
আঁধার যে বৃন্দাবন তোমার বিহনে॥
আবার ব্রজেতে আসি সকলের সাথে মিশি
পুলকিত কর সবে ওগো নারায়ণ।
বেদনা পাইয়া হৃদে উচ্চরবে সবে কাঁদে
তাঁদের যে কৃষ্ণগত প্রাণ সর্ব্বক্ষণ॥
কৃষ্ণের বান্ধব জানি যতেক ব্রজরমণী
উদ্ধবেরে সেসময় করিল পূজন।
তখন নন্দ ভবনে গোপগোপী সবা সনে
কিছুকাল আনন্দে সে করিল যাপন॥
কৃষ্ণ লীলা সংকীর্ত্তন করে উদ্ধব তখন
শুনি গান গোপীগণ ধ্যানে নিমগন।
যত ব্রজের যুবতী সবে কৃষ্ণে প্রেমবতী
তাঁরে তারা করিয়াছে অন্তরে বন্ধন॥

ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মুনিগণ বাঞ্ছে যাঁর শ্রীচরণ
উর্দ্ধমুখে যোগমার্গে করিয়া সাধন—
তবু তারা নাহি পায় সেই পরম আশ্রয়
সে চরণ সদা হৃদে রাখে গোপীগণ ॥
যদি ভক্তি সহকারে অজ্ঞজন পূজে তাঁরে
ঈশ্বর করেন তার পরম কল্যাণ।
নাহি জানি যদি খায় অমৃতের ফল তায়
অবশ্যই শান্ত তার হইবে পরাণ ॥
ব্রজগোপী বিনা আর হেন ভাগ্য হয় কার
যাদের কৃষ্ণের বাহু কণ্ঠেতে শোভিত।
নাহি পান লক্ষ্মী যাহা গোপীগণ লভে তাহা
না যায় বর্ণন তারা ভাগ্যবতী কত ॥
ব্রজমাঝে বিরাজিত বৃক্ষলতা আছে যত
কতপুণ্য তারা সবে করেছে অর্জ্জন।
যদি কৃপা মোর প্রতি এই কর বিশ্বপতি
বৃন্দাবনে করি যেন জনম গ্রহণ ॥
ব্রজনারীগণ যবে পথ ধরি চলি যাবে
পদধূলি অঙ্গে আমি করিব লেপন।
যাঁর চিন্তা অনুক্ষণ করে যোগী ঋষিগণ
গোপী তাঁরে প্রেমডোরে করেছে বন্ধন ॥
কহি উদ্ধব সবারে ল'য়ে বিদায় এবারে
করিলেন তবে তিনি রথে আরোহণ।
নন্দ আদি গোপগণ আনি নানা উপায়ন
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তারে করিল অর্পণ ॥

উদ্ধবে বিদায় দিয়া তাদের ব্যথিত হিয়া
ব্রজবাসী সবাকার সজল নয়ন।
কন নন্দ সেসময় যদি জন্ম নিতে হয়
তবে যেন মোর গৃহে আসে কৃষ্ণধন॥
গোপীদ্বারা সম্মানিত মথুরায় উপনীত
উদ্ধব আবার পুরে করি পদার্পণ—
শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে সেথা কহি গোপী প্রীতিকথা
যার যাহা উপায়ন করিল অর্পণ॥
ভবসাগর কাণ্ডারী সবার মঙ্গলকারী
শ্রীহরির শ্রীচরণ কর সবে সার।
ভাগবতে রাখি মতি পাঠ কর নিতি নিতি
অন্তরে আনন্দ তবে মিলিবে অপার॥

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদ ও কুব্জা মিলন

উদ্ধব ফিরিলে পরে জিজ্ঞাসেন হরি তারে
জানিবারে ব্রজবাসী সবার কুশল।
গোপগোপী সবাকার বল বারতা এবার
কিভাবে কাটায় সবে দিবস সকল॥
শ্রীদামাদি সখাগণ আছে সবে কে কেমন
যশোদা মাতার কথা কহগো এখন।
সেথা রোহিণী জননী কেমন আছেন শুনি
গোষ্ঠপানে যায় কিনা ধেনু বৎসগণ॥
সদাই জাগিছে মনে সেই বন বৃন্দাবনে
যশোমাতা স্নেহ যত র'য়েছে স্মরণে।
আজি হে সখা উদ্ধব কি আর কহিব সব
ব্রজভূমি অনুক্ষণ জাগে মোর মনে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা কহিল উদ্ধব সেথা
করযোড়ে পদে তাঁর করিয়া প্রণতি।
তব লাগি যশোমতী শোকান্বিত রহে অতি
সান্ত্বনার বাক্যে তারে কহিনু সম্প্রতি॥
ব্রজবাসী গোপীগণ কাঁদিতেছে অনুক্ষণ
তোমার বিচ্ছেদে তারা যেন উন্মাদিনী।
হেরি ভূতল-উপরি রোহিণী র'য়েছে পড়ি
কত আর কব হরি দুঃখের কাহিনী॥

ধেনু বৎস আদি যত তব তরে ব্যাকুলিত
নিবদ্ধ তাদের দৃষ্টি মথুরার পানে।
উদ্যানে নাহি সে শোভা পুষ্পরাজি হীনপ্রভা
পাখীরা সেথায় রহে বিরত কূজনে॥
ব্রজের রাখাল যারা বিরহে কাতর তারা
মাঠে আর নাহি যায় গোচারণ তরে।
ব্রজবাসীগণ যত রহে সবে শোকান্বিত
জাগিছে বেদনা সদা তাদের অন্তরে॥
উদ্ধবেরে সেইক্ষণ কহিলেন জনার্দ্দন
কুব্জার নিকটে মোর রহিয়াছে পণ।
মনোবাঞ্ছা পুরাইতে যাব তার নিকটেতে
করিব তাহারে তৃপ্ত করি আলিঙ্গন॥
উদ্ধবেরে সঙ্গে করি কুব্জা গৃহে যান হরি
মুক্তাদামে আচ্ছাদিত তাহার ভবন।
বিচিত্র পতাকা কত চতুর্দ্দিকে সুসজ্জিত
মনোহর চন্দ্রাতপ শয্যা ও আসন॥
দীপমালা প্রজ্জ্বলিত ধূপবাসে আমোদিত
আসবাব রহে যাহা সব গৃহোচিত।
চতুর্দ্দিকে শোভা কত না যায় বর্ণন অত
হেরি ইহা শ্রীকৃষ্ণের হৃদি পুলকিত॥
শ্রীহরির আগমন যবে করে দরশন
ত্বরিত দাঁড়ায় কুব্জা ত্যজিয়া আসন।
সখীগণে ল'য়ে সবে আসিয়া সম্মুখে তবে
আসনে বসায়ে তাঁরে করিল পূজন॥

কুব্জা পরে উদ্ধবেরে পূজে অতি ভক্তিভরে
করেছিল শ্রীহরিরে যেভাবে পূজন।
এত তার শ্রদ্ধা হেরি তুষ্ট হয় হৃদি তারি
তখন সে বসে ভূমে স্পর্শিয়া আসন॥
আহ্বান করিয়া হরি কুব্জার করেতে ধরি
আপনার শয্যাপার্শ্বে বসান যতনে।
শুনি তাঁর প্রেম কথা জুড়ায় কুব্জার ব্যথা
তবে তারে আলিঙ্গন দেন প্রীতমনে॥
প্রেমভরে ত্বরা করি কুব্জার শয্যাতে হরি
পুলকিত মনে তবে করেন শয়ন।
পাইয়া নিকটে তাঁরে হরষে অন্তর ভরে
ভাবে সে কি ভাগ্য তার উদিত এখন।
কুব্জা সপ্রেম বচনে কহে কথা হরি সনে
বলে নাথ কিছুদিন হেথা কর বাস।
এবে তোমা ছাড়ি দিতে ইচ্ছা নাহি হয় চিতে
মোর সাথে ফুল্ল মনে রহ পীতবাস॥
কামরূপে ভগবানে করেছিল বাঞ্ছা মনে
শ্রীহরি কুব্জারে তাই দেন কাম বর।
তাহারে আদর করি সম্মান বাড়ান হরি
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া অতঃপর॥
মুক্তিদাতা পায় কাছে তবু মুক্তি নাহি যাচে
কৃষ্ণের নিকটে সে যে কাম শুধু চায়।
গোপীদের কৃষ্ণে নিষ্ঠা তাই তাদের প্রতিষ্ঠা
শুদ্ধ প্রেমে ধ্যান করি তাঁরে কাছে পায়॥

কুব্জার বাসনা হরি সকল পূরণ করি
করেন উদ্ধবে ল'য়ে রথে আরোহণ।
নগরের পথে ত্বরা চলিলেন তবে তারা
অবশেষে উপনীত আপন ভবন।
কুব্জার মিলন কথা জুড়ায় সঞ্চিত ব্যথা
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী দেব নারায়ণ।
ভাগবতে রাখি মতি পড় ভক্ত নিতি নিতি
জীবের যে নাই গতি বিনা জনার্দ্দন॥

শ্রীকৃষ্ণের অক্রূরগৃহে গমন ও তাহাকে হস্তিনায় প্রেরণ

ভগবান জনার্দ্দন করি প্রতিজ্ঞা স্মরণ
যাইতে অক্রুর গৃহে করেন মনন।
গমনের আয়োজন করিলেন সেইক্ষণ
মথুরা পুরীতে রথ করি আনয়ন ॥
হেরে অক্রুর তখন আছে রথে তিনজন
দূর হ'তে প্রত্যক্ষ সে করে আগমন।
রাম ও উদ্ধবে হরি আপনার সঙ্গে করি
সহসা অক্রূর-গৃহে উপনীত হন ॥
করি সবে দরশন হৃদি পুলকে মগন
আনন্দাশ্রু পূর্ণ হয় যুগল নয়ন।
রাম কৃষ্ণে তারপরে নমে যবে ভক্তিভরে
প্রীতিভরে দোঁহে তারে দেন আলিঙ্গন ॥
ত্বরা অক্রূর তখন দিয়া বসিতে আসন
সযতনে দোঁহা পদ করে প্রক্ষালন।
ভক্তিভরে তারপরে ধৌত বারি ধরি শিরে
ভার্য্যাসহ ত্বরা তাহা করিল গ্রহণ ॥
তাঁহাদের শ্রীচরণ করি সেথা সম্মার্জ্জন
স্বীয়ক্রোড়ে অক্রুর তা করিয়া স্থাপন—
দিব্য বসন ভূষণ ত্বরা করি আনয়ন
ভক্তি ভরে দুজনারে করিল পূজন ॥

সুগন্ধি চন্দন আনি অঙ্গে মাখায়ে তখনি
দিল সে দোঁহার গলে গন্ধ পুষ্প হার।
সাজাইয়া দুজনারে পুলকে অন্তর ভরে
কহে তবে মম বাস পবিত্র এবার॥
বিশ্বে পরম কারণ হও তোমরা দু'জন
প্রধান পুরুষ তুমি দেব জনার্দ্দন।
ব্রহ্মারূপে তুমি হরি জগত সৃজন করি
বিষ্ণুরূপে জীবগণে করিছ পালন॥
ওহে দেব নারায়ণ তুমি জীবের কারণ
মহাকাল রূপে কর প্রাণীর নিধন।
আপন প্রভাবে হরি কংসের পরাণ হরি
কুলের উদ্ধার তুমি করিলে সাধন॥
তব মায়াতে নিয়ত বদ্ধ বিশ্বে জীব যত
আসিলে মানব রূপে উদ্ধার কারণ।
ধরণীর ভার হরি রক্ষিলে জীবেরে হরি
ভক্তের বাসনা যত করিছ পূরণ॥
অসুর দানব কুলে বিনাশিলে অবহেলে
তোমায় চিনিতে নারে যারা মূঢ়জন।
এই ভাগ্যের কারণ তুমি দেব জনার্দ্দন
বহু পুণ্যে মম গৃহে তব আগমন॥
যোগী ঋষি মুনিগণ নাহি পায় এ চরণ
নিরন্তর শুদ্ধ চিত্তে করি তব ধ্যান।
তোমারে জগতস্বামী প্রত্যক্ষ করিনু আমি
আমার মতন কেহ নহে ভাগ্যবান॥

জায়া, পুত্র, মিত্র ধন দেহ গৃহাদি স্বজন
মায়ার শৃঙ্খল কর সকল মোচন।
সদা মতি রহে হেন তব কৃপা স্মরি যেন
পাদপদ্মে আজি মোর এই নিবেদন॥
অক্রূর কর্ত্তৃক স্তুত আর হইয়া অর্চ্চিত
হাস্যাননে তবে তারে কন ভগবান।
করি তোমায় মিনতি নাহি কর এত স্তুতি
তুমি যে পিতৃব্য মোর পিতার সমান॥
মোরা তব আজ্ঞাধীন সদা তোমার অধীন
তোমা হেন জ্ঞানবান কেবা আছে আর।
সকলে তোমায় জানে সর্ব্বজনে সদা মানে
তুমি সাধু মহাজন বিদিত সংসার॥
ভাগ্যবান যিনি হন পান তব দরশন
সিদ্ধ হয় কার্য্য তার কাটে অমঙ্গল।
মিত্র মোর আছে যত শ্রেষ্ঠ তুমি হও তাত
তব অদর্শনে হবে অন্তর বিকল॥
জলময় পথ কত বিশ্বমাঝে বিরাজিত
শিলাময় মূর্ত্তি যত রহে প্রতিষ্ঠিত।
তাদের দর্শনে হয় অন্তিমেতে পাপক্ষয়
সাধুরে হেরিলে পাপ ত্বরা দূরীভূত॥
কহি তাত এবে যাহা অবধান কর তাহা
হস্তিনা নগরে তুমি যাও একবার।
সেখানে পাণ্ডবগণ রহিয়াছে কে কেমন
সকল সংবাদ তুমি লবে সবাকার॥

রাখি শিশু পুত্রগণ স্বর্গগামী পাণ্ডু হন
অকাল মৃত্যুতে কুন্তী শোকে নিমগন।
জনগণ মোরে বলে ধৃতরাষ্ট্র সবে পালে
মহাদুষ্ট হয় তার শতেক নন্দন ॥
বৃদ্ধ রাজা পুত্র-বশে কোন্ কার্য্যে রত শেষে
সে সব বারতা মোরে করিবে জ্ঞাপন।
পাণ্ডুরাজ পুত্র সবে কিভাবে পালিত এবে
তোমার নিকটে তাহা জ্ঞাত হতে মন ॥
প্রয়োজন হয় যাহা পশ্চাতে হইবে তাহা
মিত্রের কল্যাণ যাহা করিব সাধন।
অক্রূরে আদেশ করি উদ্ধবে লইয়া হরি
রামসহ করিলেন মথুরা গমন ॥
পরম দয়াল হরি অক্রূরে করুণা করি
দিলেন প্রমাণ তিনি ভকত বৎসল।
ইচ্ছা যদি তীব্র হয় অপূর্ণ কিছু না রয়
ভক্তবাঞ্ছা ভগবান করেন সফল ॥

অক্রূরের হস্তিনাপুরে গমন ও পাণ্ডবগণের সংবাদ লইয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন

শুকদেব মহামতি কহে শোন নরপতি
অক্রূর হস্তিনাপুরে করিল গমন।
সুদীর্ঘ সে পথশেষে উপনীত অবশেষে
নগরের শোভা হেরি মুগ্ধ তার মন॥
পুরীতে প্রবেশি তবে হেরিল সে সেথা সবে
ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, কুন্তী, বাহ্লিক বিদুর।
অশ্বত্থামা দুর্যোধন আর পাণ্ডুপুত্রগণ
সকলের সাথে দেখা করিল অক্রূর॥
সবে তারা এইবার জ্ঞাত হ'তে সমাচার
প্রিয়জন বার্ত্তা যত জিজ্ঞাসে তখন।
অক্রূর জিজ্ঞাসে পরে সংবাদ যা জানিবারে
সবার কুশল তারা করিল জ্ঞাপন॥
তথায় বৃদ্ধ রাজার জানিবারে ব্যবহার
অক্রূর কয়েক মাস করিল বসতি।
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি পুত্রবশ হন অতি
শতপুত্র হয় তার দুরাচার অতি॥
মান্য রাজা তিনি রন মন্দ বুদ্ধি তবু হন
পুত্র মতে করিতেন কার্য্য সম্পাদন॥
পাণ্ডুপুত্র রহে যত স্বধর্ম্মেতে সদা রত
তাহাদের অনুগত তাই প্রজাগণ॥

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ ঈর্ষান্বিত সদা রন
প্রভাবসম্পন্ন হেরি কুন্তীর তনয়।
বল, বীর্য্য, বিনয়াদি সত্য, নিষ্ঠা রহে অতি
পাণ্ডবেরা তাই প্রজা অনুরক্ত রয়॥
ভ্রাতাসহ দুর্য্যোধন কহে সদা কুবচন
কুন্তী পুত্রগণে হিংসা করে সর্ব্বক্ষণ।
দিতে সবারে যাতনা চেষ্টা তারা করে নানা
তাদের নিধন চিন্তা হৃদে অনুক্ষণ॥
কুন্তী বিদুর দুজন মিলি অক্রূরে তখন
একে একে জানালেন যত বিবরণ।
সেকালে অক্রূরে হেরি জন্মস্থান কথা স্মরি
জিজ্ঞাসেন তারে কুন্তী করিয়া রোদন॥
সবার কুশল বাণী অগ্রে ভ্রাতা কহ শুনি
ভগ্নী, ভ্রাতৃপুত্রগণ, স্মরে কি কখন?
পিতা মাতা ভ্রাতাগণ কভু করে কি স্মরণ
কুলস্ত্রীরা সখীগণ কি কহে এখন॥
রাম কৃষ্ণ ভ্রাতা দোঁহে আমার কথা কি কহে
জানিতে বাসনা এবে তাদের কুশল।
পিতৃহীন পুত্রগণ কবে পাবে দরশন
শ্রীহরি নাশিবে কবে বেদনা সকল॥
হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধু, তুমি যে সবার বন্ধু
এখন বিপন্ন জনে করগো উদ্ধার।
বিপদ ভঞ্জন হরি দুঃখ নাশ ত্বরা করি
কত কষ্ট পাইতেছি হের এইবার॥

কোথা তুমি হে গোবিন্দ অদৃষ্ট আমার মন্দ
সন্তানের ক্লেশ যে গো সহ্য নাহি হয়।
নিলে তোমার শরণ কর যাতনা হরণ
তব কৃপা বিনা মোর নাই যে আশ্রয়॥
কুন্তী ব্যথিত অন্তরে কৃষ্ণে কত স্তুতি করে
অশ্রুপূর্ণ রহে তাঁর যুগল নয়ন।
বিদুর অক্রূর মিলি সান্ত্বনার বাক্য বলি
দূর করে তবে তার কতক বেদন॥
বিদুরে লইয়া সাথে অক্রূর চলিয়া পথে
ধৃতরাষ্ট্র নিকটেতে উপনীত হন।
তবে প্রণমি রাজারে পরিচয় কহি তারে
রাম কৃষ্ণ বার্ত্তা পরে করিল জ্ঞাপন॥
তুমি রাজা বীর্য্যবান খ্যাতি তব সর্ব্বস্থান
বিচিত্রবীর্য্যের হও প্রথম সন্তান।
সহোদর অনুজাত হন যবে স্বর্গগত
হস্তিনাপুরেতে রাজা হ'লে বর্তমান॥
পিতাসম প্রজাগণ নৃপে করে সম্ভাষণ
পুত্রসম স্নেহে রাজা পালেন সবারে।
অনুগত প্রজা সবে স্বধর্ম্মেতে পাল এবে
তাহে তব কীর্ত্তি রবে এ বিশ্ব মাঝারে॥
অধর্ম্মের আচরণ কর যদি অনুক্ষণ
অপযশ গাথা তবে গাবে সর্ব্বজন।
পাণ্ডুপুত্র নিজপুত্র সমজ্ঞান কর অত্র
পরম কল্যাণ তব হইবে সাধন॥

কহি আমি হে রাজন শোন এবে দিয়া মন
সংসার অনিত্য হয় সব মায়াময়।
এ পৃথিবী মাঝে যাহা ধন জন রহে তাহা
সব মিথ্যা এই বাক্য জানিও নিশ্চয়॥
কভু নিত্য নাহি হয় ক্ষণেকে যে পায় লয়
ঈশ্বরের চক্র ইহা চলে সর্ব্বক্ষণ।
রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য যত সব মরীচিকা মত
পুত্র, মিত্র ভার্য্যা আর আত্মীয় স্বজন॥
নিজ দেহ প্রিয় যাহা ভস্মীভূত হয় তাহা
তবে কেন মিছে মায়া রাজ্যের কারণ।
সুখ দুঃখ ভোগ যত কর্ম্মফলে সংঘটিত
মায়াময় সংসারে তা ঘটায় বন্ধন॥
অধর্ম্ম করিয়া রাজা যদি নাহি পালে প্রজা
অন্তিমে নিশ্চয় তার নরকে গমন।
বুদ্ধিহীন যেইজন হেন কর্ম্মে রত রন
স্বজন পীড়নে হয় অধর্ম্ম অর্জ্জন॥
অতএব নরপতি স্বধর্ম্মেতে রাখি মতি
কর্ত্তব্য পালন কর স্থির করি মন।
কুরু আর পাণ্ডবেরে সম দেখ এইবারে
ইহার অন্যথা যেন না হয় কখন॥
অক্রূরের শুনি কথা কহিলেন রাজা সেথা
শোনালে আমায় তুমি মঙ্গল বচন।
তোমার যতেক বাণী অমৃত সমান মানি
তবু তৃপ্ত নাহি হয় মন যে এখন॥

হৃদি মোর অবিরত পুত্র বশে বশীভূত
হিতাহিত বুদ্ধি তবে আর নাহি রয়।
যেমন বিদ্যুৎ গতি তেমনি আমার মতি
ক্ষণেক জাগিয়া জ্ঞান দ্রুত পায় লয়॥
শুভ কার্য্য আমা হ'তে নাহি হবে ধরণীতে
ঈশ্বর বিধান ইহা জানিবে নিশ্চয়।
ভূভার হরণকারী ভগবান চক্রধারী
লঙ্ঘন তাঁহার কার্য্য সম্ভব না হয়॥
এই জগত সংসার তিন গুণের আধার
শান্ত, ঘোর মূঢ় এই তিন রূপ তাঁর।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা যত কেহ না বুদ্ধিতে জ্ঞাত
অবোধ মানব মুগ্ধ মায়ার মাঝার॥
যাঁর সিদ্ধান্ত দুর্ব্বোধ্য তিনি সবার আরাধ্য
সংসার চক্রের মাঝে গতি তাঁর রয়।
বিশ্বপতি সেজনারে নমি আমি বারে বারে
যাঁহার ইচ্ছায় চলে জগত নিচয়॥
ধৃতরাষ্ট্র-অভিপ্রায় অক্রূর জানিয়া তায়
ত্বরা সে বিদুর সহ করিল গমন।
মথুরা পুরীতে যবে উপনীত হন তবে
ধৃতরাষ্ট্র বার্ত্তা কৃষ্ণে করে নিবেদন॥
কুন্তীর যতেক কথা শ্রীকৃষ্ণে জানায় সেথা
হস্তিনা-সংবাদ যত করিল জ্ঞাপন।
বার্ত্তা যত জানিবারে শ্রীহরি পাঠান তারে
কার্য্যশেষে নিজগৃহে করে সে গমন॥

কৃষ্ণের মহিমা কথা কবিতায় আছে গাঁথা
ভাগবত পড়ি আমি লিখি লীলা তাঁর
অনন্য ভকতি যার সেই পারে বুঝিবার
নতুবা তাঁহার লীলা বোঝা অতি ভার ॥

কৃষ্ণের জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ ; দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ ও কালযবন নিধন

অস্তি, প্রাপ্তি নামে রয় কংসরাজ পত্নীদ্বয়
পতির মৃত্যুতে যায় পিতার ভবন।
যত বৈধব্য কারণ করে তারা নিবেদন
জনক মগধ-রাজ নিকটে তখন ॥
শুনি রাজা জরাসন্ধ ক্রোধবশে হন অন্ধ
বিষাদে মগন হয় অন্তর তাহার।
সমূলে যাদবগণে বধিবারে সেইক্ষণে
চলেন মথুরা পানে করিয়া হুঙ্কার ॥
ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিলেন তখনি
কোলাহল করি সবে চলে অতঃপর।
উপনীত যবে তারা বেষ্টন করিয়া ত্বরা
অবরোধ করে পরে মথুরা নগর ॥
জরাসন্ধ-সৈন্য যত উদ্বেল সমুদ্র মত
করিয়াছে রুদ্ধ, কৃষ্ণ করে দরশন।
অবরুদ্ধ সেই পুরী আত্মীয়-স্বজন হেরি
ভীতিবশে সকলেই আতঙ্কিত হন ॥
ভূভার হরণকারী অবতার কথা স্মরি
দেশ রক্ষা তরে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
পৃথিবীর ভার যারা মগধের সৈন্যে ত্বরা
প্রথমে ভাবেন হরি করিতে নিধন ॥

জরাসন্ধে এইক্ষণে না বধিব আমি প্রাণে
তবে সে করিবে পুনঃ সৈন্য আনয়ন।
একত্রে মিলিলে সবে নিধন সহজে হবে
ধরণীর ভার যত হবে বিমোচন॥
পাপীর বিনাশ তরে সাধুজনে রক্ষিবারে
পৃথিবীর মাঝে মোর হয় আগমন।
বিশ্বে ধর্ম্ম সংরক্ষিতে আর অধর্ম্ম নাশিতে
আমি যে মানব দেহ করেছি গ্রহণ॥
যবে এভাবে চিন্তন করিছেন নারায়ণ
তেজঃপুঞ্জ দু'টি রথ নামিল সেথায়।
র'য়েছে সারথি সাথে পতাকাদি ছিল মাথে
অলৌকিক অস্ত্র-শস্ত্র বিদ্যমান তায়॥
হেরি রথ জনার্দ্দন বলরামে ডাকি কন
যদুদের বিপদ যে সম্মুখে এখন।
রক্ষাকর্ত্তা তুমি হও এবে সবারে বাঁচাও
রণযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র করিয়া গ্রহণ॥
আত্মীয় বান্ধব সবে রক্ষ তুমি এইভাবে
শত্রুগণে ত্বরা করি, করিয়া সংহার।
দুষ্টের দমন তরে শিষ্টজনে পালিবারে
তুমি আর আমি দোঁহে হই অবতার॥
বহু অক্ষৌহিণী সেনা যাহা গণনা যায় না
সঙ্গে ল'য়ে জরাসন্ধ ঘিরেছে এখন।
অস্ত্র শস্ত্র নিয়া সাথে আরোহণ কর রথে
দারুক সারথি রথ করিবে চালন॥

শ্রীহরি সারথি মিলি শঙ্খ ফুকে ধ্বনি তুলি
নগর বাহিরে রথ দাঁড়ায় তখন।
পাঞ্চজন্য অবিরত সেসময় হয় শ্রুত
উচ্চরব রণবাদ্য শ্রবণে ভীষণ॥
সেই শব্দে হ'য়ে ভীত কাঁপে সেথা শত্রু যত
জরাসন্ধ হেরি দোঁহে কহিল তখন।
অগ্রে কহে কৃষ্ণ প্রতি তুমি যে বালক অতি
লজ্জা হয় তোমা সাথে করিবারে রণ॥
যুদ্ধ যদি জাগে মনে এস রাম মোর সনে
ধৈর্য্য ধরি স্থির তুমি রহ কিছুক্ষণ।
যদি মোর বাণদ্বারা মৃত্যু তব হয় ত্বরা
দেহ ত্যজি হবে তব স্বরগে গমন॥
কিম্বা রাম তুমি মোরে বধ কর এইবারে
হৃদি মাঝে দুঃখ আর না রবে তখন।
কৃষ্ণ যে শিশু, দুর্ব্বল না জানে রণ কৌশল
ক্ষণকালে যুদ্ধে তার হইবে মরণ॥
শুনি তাহার বচন কহিলেন নারায়ণ
আতুর মুমূর্ষু বাক্য না করি শ্রবণ।
হেন অলীক ভাষণ নাহি কোন প্রয়োজন
কেন তুমি করিতেছ বৃথা আস্ফালন॥
যদি কর যুদ্ধ আশ এসো তবে মোর পাশ
র'য়েছি প্রস্তুত আমি করিবারে রণ।
শুনি কৃষ্ণের বচন জরাসন্ধ সেইক্ষণ
অতি ক্রোধে ওঠে জ্বলি যেন হুতাশন॥

বায়ু ও মেঘ যেমন সূর্য্যে করে আবরণ
ধূলি যথা ঢাকে অগ্নি যাহা প্রজ্জ্বলিত—
রাম কৃষ্ণে সৈন্যদ্বারা জরাসন্ধ ঘেরে ত্বরা
রথ, ধ্বজ, অশ্বসহ করি আবরিত ॥
শত শত ছাড়ে শর হয় শব্দ কড় কড়
মহাকোপে করে তবে বাণ বরিষণ।
বাণে ঢাকিল গগন নাহি সূর্য্য দরশন
হুঙ্কার ছাড়িছে কত শত্রুসৈন্যগণ ॥
নিজ সেনাগণে হরি বাণেতে পীড়িত হেরি
ক্রোধান্বিত হ'য়ে করে ধনুর্ব্বাণ লন।
তূণ হতে অবিরত বাণ করি বহিস্কৃত
শত্রুসৈন্য 'পরে ত্বরা করেন বর্ষণ ॥
হস্তী, রথ, অশ্ব কত সেসময় হয় হত
ভূমে সেথা মৃত সৈন্য রহে অগণিত।
শোণিতের বহে নদী হেরিলে কম্পিত হৃদি
ছিন্ন হস্ত সর্পসম তাহে বিরাজিত ॥
মুণ্ড সেথা দৃশ্যমান যেন কচ্ছপ সমান
দ্বীপ সম দৃষ্ট হয় হস্তী যত মৃত।
অশ্ব যত প্রতিভাত ঠিক কুম্ভীরের মত
ছিন্ন-উরু মৎস্য সম রহে সেথা কত ॥
তথা নরকেশ যত হয় শৈবালের মত
ধনুক তরঙ্গ সম সেথায় অশেষ।
আয়ুধ সমূহ যত যেন গুল্ম গুচ্ছ কত
আভরণ হয় তালু নাহি তার শেষ ॥

সঙ্কর্ষণ সেইক্ষণ বধে শত্রু সৈন্যগণ
জরাসন্ধ দ্বারা সবে ছিল সুরক্ষিত।
মুষলে আঘাত করি লন রাম প্রাণ হরি
মৃতদেহগুলি তবে ভূতলে লুণ্ঠিত॥
জরাসন্ধ মহারাজ অতি ভীত হন আজ
হেনকালে রামদ্বারা তিনি ধৃত হন।
মহাতেজে গজবরে যেমন কেশরী ধরে
তেমনি আকর্ষে রাম নিধন কারণ॥
হেরি অসি উত্তোলন তবে দেব নারায়ণ
বধিতে নিষেধ করি বলরামে কন।
আমার সঙ্কল্প যাহা তোমায় বলেছি তাহা
তাহাতে অভীষ্ট যাহা হইবে সাধন॥
রাম আর নারায়ণ বিশ্বপতি দুই জন
দোঁহা হতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি হয়।
গুণ তাঁদের অনন্ত কেহ নাহি পায় অন্ত
কটাক্ষে পারেন ধরা করিবারে লয়॥
এসব শত্রু নিধন হয় অতি সাধারণ
ইহা যে রাম কৃষ্ণের ক্রীড়ার মতন।
করে দোঁহে আচরণ ঠিক মানব মতন
উপনীত তাই তারা করিবারে রণ॥
যবে কন নারারণ মুক্তি দেন সঙ্কর্ষণ
মনঃকষ্টে জরাসন্ধ করিল গমন।
তপস্যা করিতে মন চলিছেন তাই বন
পথে তবে নৃপ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন॥

কন রাজা কি কারণে চ'লেছ বিষণ্ণ মনে
কর্ম্মফলে হয় তব এই পরাজয়।
তপস্যা কি প্রয়োজন লজ্জা শোক অকারণ
বিক্রম তোমার কত বিশ্বমাঝে রয়॥
পাইয়া অনেক সাজা মগধে ফিরিল রাজা
হইয়াছে রণে হত সৈন্য তার যত।
কৃষ্ণদ্বারা উপেক্ষিত তাই অন্তর ব্যথিত
পরাজয় করে তার শির অবনত॥
উত্তাল তরঙ্গ মত বধি রণে সৈন্য যত
সাগর উত্তীর্ণ হন রাম নারায়ণ।
রাম কৃষ্ণ ভ্রাতা দোঁহে ফিরিলে অক্ষত দেহে
দেবগণ করিলেন পুষ্প বরিষণ॥
মথুরা নগর বাসী পুলকে বদনে হাসি
রণজয়ী রাম কৃষ্ণে করি দরশন।
তাঁহাদের কীর্ত্তি যত ঘরে ঘরে হয় গীত
চারিদিকে উৎসবের কত আয়োজন॥
পুরীতে প্রবেশক্ষণ শঙ্খ ফুকে নারীগণ
ভেরী, তুরী, নানা বাদ্য বাজিছে তখন।
দুন্দুভি মৃদঙ্গ যত নানা সুরে বাজে কত
বিচিত্র পতাকা কত চৌদিকে শোভন॥
তোরণাদি নিরমিত তাহে পুষ্প সুশোভিত
বারি ধৌত পুরী পথ অতীব নির্ম্মল।
পুরনারী সেথা আসি রাখে মঙ্গল কলসী
রহে তাহা নানা বর্ণে চিত্রিত সকল॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ করে বেদ উচ্চারণ
গাহিল মঙ্গল গীতি সেথা নারীগণ।
রাম কৃষ্ণ প্রবেশিলে তারা সবে সেইকালে
পুষ্প লাজ করে ল'য়ে করে বিকীরণ॥
মাল্য, অঙ্কুর, অক্ষত ছড়াইল তারা কত
পুরবাসী সবে তাহা করে নিরীক্ষণ।
মনোব্যথা রহে যত হেরি দোঁহে বিদূরিত
মথুরা বাসীরা সবে পুলকে মগন॥
জরাসন্ধ বহুবার সঙ্গে ল'য়ে সৈন্য তার
প্রবেশে মথুরা মাঝে করিবারে রণ।
কৃষ্ণের নিকটে তার এইবার হয় হার
দুঃখে তাই করিলেন স্বদেশে গমন॥
রণে সপ্তদশ বার পরাজয় হয় তার
পুনঃ সেথা যুঝিবারে করে আয়োজন।
পাঠায় নারদ পরে বীর কালযবনেরে
সহসা সে রণক্ষেত্রে আসে সেইক্ষণ॥
সবার অপরাজেয় বীর মাঝে সে যে শ্রেয়ঃ
সম তারে করে জ্ঞান বীর বৃষ্ণিগণ।
ম্লেচ্ছ সৈন্য অগণন ল'য়ে সে কালযবন
করিল মথুরা রুদ্ধ করি আক্রমণ॥
নগরবাসীরা যত হেরি সবে আতঙ্কিত
শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে তাহা করিয়া চিন্তন—
ত্বরা তিনি সেইক্ষণ বলরামে ডাকি কন
হিত কথা কব ভ্রাতা শোন দিয়া মন॥

এযে আশ্চর্য্য ব্যাপার আসে শত্রু বার বার
ঘিরেছে যবন সৈন্য মথুরা এখন।
তাহাদের সঙ্গে যবে যুদ্ধে সৈন্য রত রবে
জরাসন্ধ নিজ সৈন্য আনিবে তখন॥
দুইদিক হতে ত্বরা আক্রান্ত যে হব মোরা
বন্ধুগণ অনায়াসে হইবে নিহত।
যারা রহিবে জীবিত কষ্ট দিয়া নানামত
জরাসন্ধ নিজবাসে লইবে ত্বরিত॥
নির্ভয়েতে জ্ঞাতিগণ রহে যাতে সর্ব্বক্ষণ
কৌশলে করিব আমি বিধান তেমন।
পুরী করিয়া নির্ম্মাণ যবনের লব প্রাণ
জ্ঞাতিগণে সেইস্থানে করিয়া প্রেরণ॥
বিশ্বকর্ম্মারে তখন শ্রীহরি ডাকিয়া কন
আমার আদেশে গড় নগর শোভন।
অতি মনোরম করি তার মাঝে গড়ি পুরী
নির্ম্মাণ কৌশল তব করাও দর্শন॥
দুর্গ অতি দৃঢ় করি সাগরের মাঝে গড়ি
তার মাঝে করিলেন নগর নির্ম্মাণ।
নগরের মাঝে পুরী অপরূপ শোভা তারি
দ্বাদশ যোজন রহে বিস্তৃত সেস্থান॥
বিশ্বকর্ম্মা নিজ মনে গড়ে পুরী সুনিপুণে
দ্বারকা তাহার নাম হইল তখন।
অতীব শোভন পুরী সবা হৃদি লয় হরি
সুদৃঢ় প্রাচীর তার দুর্গের বন্ধন॥

কল্পবৃক্ষ চারি ধারে তাহে শোভা আরো বাড়ে
রচিল তাহাতে কত কুসুম কানন।
সেথায় তোরণ যত সব রজত নির্ম্মিত
পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত অপূর্ব্ব শোভন॥
ভবন র'য়েছে কত শুভ্র স্ফটিক নির্ম্মিত
উচ্চ চূড়া রহে তার স্বর্ণেতে মণ্ডিত।
অশ্বশালা সেথা যত তাহা রজত নির্ম্মিত
সুবর্ণ কলস দ্বারা রহে অলঙ্কৃত॥
রন্ধন আগার যাহা পিত্তলে নির্ম্মিত তাহা
স্বর্ণ তার শিখরেতে করে ঝল্‌মল্‌।
গৃহ কত নিরমিত যাহা সুবর্ণ মণ্ডিত
পদ্মরাগ মণি তার শীর্ষে সমুজ্জ্বল॥
গৃহতল তথা রয় মহামরকতময়
তাহে শোভা করিয়াছে অধিক বর্দ্ধন।
ভগবান কৃষ্ণ তরে দেবসভা সেথা গড়ে
পারিজাত বৃক্ষ পার্শ্বে অতীব শোভন॥
মথুরার জনগণে হরি অতি সযতনে
রাখেন নূতন সেই দ্বারকা ভবনে।
সেথা স্বর্গপুরীমত হয় সদা প্রতিভাত
জাগতিক প্রলোভন নাহি আসে মনে॥
রাম কৃষ্ণ দুইজনে আসেন মথুরা পানে
উপনীত হ'য়ে রামে কন জনার্দ্দন।
তুমি হেথা সুনিপুণে পাল এবে প্রজাগণে
যবন নিধনে আমি করিব গমন॥

বলরামে কহি হরি চলিলেন ত্বরা করি
অস্ত্রশস্ত্র কিছু নাহি সঙ্গে রহে তাঁর।
অস্ত্রে কিবা প্রয়োজন রক্ষা কর্ত্তা নিজে হন
শুধু তবে ছিল গলে পদ্মপুষ্পহার॥
চন্দ্রমা উদিত যথা উজ্জ্বল আলোক তথা
শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণরূপে দিক উদ্ভাসিত।
গলেতে শোভিছে তাঁর কৌস্তুভ মণির হার
বক্ষমাঝে চিহ্ন রহে শ্রীবৎস অঙ্কিত॥
কোমল কমল আঁখি বিমোহিত সবে দেখি
আজানুলম্বিত বাহু অতীব শোভন।
শোভিছে কুঞ্চিত কেশ অপরূপ তাহে বেশ
মনোরম অতি তাঁর সহাস্য বদন॥
মহেশ্বর সদা তাঁরে পার্ব্বতী সহিত স্মরে
গোপীরা অন্তরে তাঁরে করেছে বন্ধন।
মুনি, ঋষি, যোগিগণ ধ্যানে সদা নিমগন
সফল জনম যদি পায় দরশন॥
পুরী হ'তে বাহিরিতে পায় যবন দেখিতে
নিরস্ত্র হইয়া হরি করিছে গমন।
পদব্রজে সে গমন হেরে যবে কালযবন
শ্রীকৃষ্ণের পাছু পাছু ধাইল তখন॥
ধরিব ধরিব করে ধরিবারে নাহি পারে
ধরিবার আশা মনে রহে বর্ত্তমান।
হাতের নাগালে পায় তখনি ধরিতে যায়
অমনি শ্রীকৃষ্ণ বহু দূরেতে পালান॥

ধরিবার বাসনায় আবার নিকটে যায়
ধৃত না হইলে তাঁরে ধরা অতি দায়।
যোগিগণ অনুক্ষণ ধ্যানে রহি নিমগন
কদাচিত ঈশ্বরের দরশন পায়॥
এই ভাবে যবনেরে দূরে গিরি গহবরে
লইয়া গেলেন তবে দেব নারায়ণ।
প্রথমে সেথায় হরি প্রবেশেন ত্বরা করি
পশ্চাতে যবন সেথা করিল গমন॥
আসি পর্ব্বত কন্দরে হেরিলেন হরি পরে
সেথায় মানব এক করেছে শয়ন।
বস্ত্রাবৃত ছিল দেহ চিনিল না তাকে কেহ
সহসা সেথায় হরি হন অদর্শন॥
যবন ভাবিল মনে কৃষ্ণ আছেন শয়নে
বস্ত্রাবৃত জনে সেথা করি দরশন।
তখন কালযবন কহে হেন কুবচন
কে রে মূঢ় নিদ্রাছলে ক'রেছ শয়ন॥
নারায়ণ ভাবি তাঁরে পদাঘাত করে জোরে
নিদ্রাভঙ্গে সেইজন মেলিল নয়ন।
যবনে সম্মুখে দেখি রক্তবর্ণ হয় আঁখি
অতি ক্রোধে জাগে তার শরীরে কম্পন॥
সে কালযবন পানে যবে রোষে দৃষ্টি হানে
আঁখি হ'তে হয় তার অগ্নি বরিষণ।
সেই তেজে সে ত্বরিত হয় সেথা ভস্মীভূত
এইভাবে মরণ সে করিল বরণ॥

জনার্দ্দন এইবেলা দেখালেন তার লীলা
কৌশলে কালযবনে করিয়া নিধন।
ভাগবত কথা সার স্মর তাঁরে বার বার
শ্রবণ মনন কর হ'য়ে একমন॥

মুচুকুন্দ উদ্ধার

শুকদেবে রাজা কন　　　　কহ মুনি এইক্ষণ
যবনে করেছে ভস্ম তিনি কোনজন।
কেবা সেই মহাশয়　　　　কিবা তার নাম হয়
কোন বংশে জন্ম তার কার পুত্র হন॥
কোন তেজে যবনেরে　　　　নিমেষে বিনাশ করে
পর্ব্বত-কন্দরে কেন রয় তার বাস।
জানিতে আমার মন　　　　তুমি অতি বিচক্ষণ
বিস্তারিয়া কহ মোরে তার ইতিহাস॥
শুনিয়া রাজার বাণী　　　　কহিলেন মহামুনি
ইক্ষ্বাকু বংশের তিনি মান্ধাতা নন্দন।
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়　　　　মহাজ্ঞানী দ্বিজপ্রিয়
সদাশয়, ধীর অতি তেজে হুতাশন॥
মুচুকুন্দ নাম তার　　　　প্রিয় তিনি সবাকার
শুভচিন্তা অন্তরেতে রহে অনুক্ষণ।
ইন্দ্র আদি দেবগণ　　　　আত্মরক্ষা তরে কন
আমাদের দৈত্যভয় কর নিবারণ॥
বহুদিন সবাকারে　　　　মুচুকুন্দ রক্ষা করে
রহিল না আর ভয় তাদের তখন।
ভীতি যবে নিবারণ　　　　দেবগণ তুষ্ট হন
মুচুকুন্দে তবে তাঁরা কহেন বচন॥

দারা পুত্র পরিবার আত্মীয় বান্ধব আর
কালবশে হইয়াছে সবার নিধন।
বংশে তব কোনজন জীবিত যে নাহি রন
মৃতজন তরে শোক কিবা প্রয়োজন॥
যাঁহার ইচ্ছায় রয় জগতের জীবচয়
হন তিনি সবাকার বিনাশ কারণ।
জ্ঞানিগণ সবে কহে চিরজীবী কেহ নহে
জন্মিলে অবশ্য তার হইবে মরণ॥
শোক তাপ অনুক্ষণ ভোগ করে সেইজন
তত্ত্বজ্ঞান নাহি যার অল্পবুদ্ধি হন।
মনে তব বাঞ্ছা যাহা মোর কাছে মাগ তাহা
দিব বর মনোমত যা ইচ্ছা এখন॥
মুক্তিপদ বর ছাড়া অন্য বর দিব ত্বরা
তাহার অন্যথা কভু না হবে এখন।
রাজা করি নমস্কার কহেন নিকটে তার
আমার অভীষ্ট বর দাও দেবগণ॥
এখন প্রার্থনা এই যেন গো অমর হই
রহি যেন নিদ্রামগ্ন গুহার ভিতরে।
যদি পর্ব্বত কন্দরে কেহ নিদ্রা ভঙ্গ করে
নিমেষে সে হবে ভস্ম তোমাদের বরে॥
দেবগণ সেথা সবে কহেন তথাস্তু তবে
মুচুকুন্দ গুহা মধ্যে করিল শয়ন।
সেথা তার সেসময় সুগভীর নিদ্রা হয়
হেনকালে জাগরিত করিল যবন॥

মুচুকুন্দ-কোপানলে দেহাগ্নিতে সেইকালে
ক্ষণমধ্যে যবনের হইল মরণ।
ভস্মীভূত দেহ যবে নারায়ণ ত্বরা তবে
মুচুকুন্দ সম্মুখেতে উপনীত হন॥
নবঘন রূপ তাঁর গলদেশে পুষ্পহার
সুবিমল কান্তি সেই মদনমোহন।
কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে দর্শকের মন ভোলে
জ্যোতির্ম্ময় রূপে শোভে সুচারু বদন॥
কণ্ঠ কৌস্তুভে শোভিত তাহে সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভুজধারী।
কৃষ্ণ অলকে আবৃত গণ্ড হয় সুশোভিত
পীতবাস কটিদেশে বৈকুণ্ঠবিহারী॥
হাস্যযুত সে আনন যবে করে দরশন
বিমোহিত হইল সে পুলকিত মন।
ত্বরা তবে ভূমে লুটি ধরিয়া চরণ দু'টী
বিনয় বচনে কৃষ্ণে করে সম্ভাষণ॥
হও তুমি কোনজন কহ স্বরূপ এখন
কেন এই ঘোর বনে তব বিচরণ।
সুকোমল পদ যুগে বেদনা কি নাহি লাগে
তুমি কিগো দেবরাজ সহস্রলোচন॥
হবে বুঝি দিবাকর নহে তো বা শশধর
কিম্বা সে চতুরানন দেব সৃষ্টিপতি।
তব রূপের কারণ উজ্জ্বল হইল বন
পরিচয় জানিবারে বাসনা সম্প্রতি॥

অন্ধকারময় গুহা আলোকিত এবে তাহা
অপরূপ রূপে মোর বিমোহিত মন।
মনে জাগিছে এখন তুমি দেব নারায়ণ
আপন প্রভাবে কালো করেছ হরণ॥
শুনি বিনয় বচন ভগবান জনার্দ্দন
মুচুকুন্দ নৃপতিরে হাসি হাসি কন।
আমার জনম কথা কি কব তোমারে হেথা
জন্ম, কর্ম্ম নাম মোর রহে অগণন॥
তত্ত্ব মোর জানিবারে কেহ কভু নাহি পারে
তথাপি তোমারে কিছু কহিব এখন।
হরিতে অবনী ভার আসি মর্ত্ত্যে বার বার
ব্রহ্মার বচনে এবে হেথা আগমন॥
নাশিবারে দৈত্যদলে জন্ম মোর যদু কুলে
বসুদেব পুত্র বলি জানে সর্ব্বজন।
মথুরানগরে জাত বাসুদেব নামে খ্যাত
কংসরাজ দৈত্যে সেথা করেছি নিধন॥
সাধুদ্বেষী যারা রন প্রলম্বাদি দৈত্যগণ
সবারে অক্লেশে আমি ক'রেছি নিধন।
তব নয়নাগ্নি দ্বারা যবন জীবনহারা
আমা হ'তে হইয়াছে তাহার মরণ॥
হেথা মোর আগমন হয় আজি যে কারণ
সেই কথা বিস্তারিয়া কহিব এখন।
তুমি মোরে লভিবারে ভক্তিভরে জন্মান্তরে
নির্জ্জনে একাগ্র মনে করেছ ভজন।

তোমার উদ্ধার তরে আসি গিরি গহ্বরে
স্বরূপে তোমায় এবে দিতে দরশন।
মনোবাঞ্ছা রহে যাহা মাগি লও তুমি তাহা
মনোমত বর দিব তোমারে এখন॥
মোর আশ্রিত যেজন রক্ষি তারে অনুক্ষণ
তাব যত অমঙ্গল হয় বিনাশন।
শুনি সেই কৃষ্ণ-কথা মুচুকুন্দ রাজা সেথা
অতীব পুলকে তিনি হ'লেন মগন॥
লুটি তবে ভূমি'পরে সাষ্টাঙ্গে প্রণমে তাঁরে
গর্গবাক্য স্মরি জ্ঞাত ইনি নারায়ণ।
সংসারের জীব যত মায়ামোহে বিমোহিত
তাই তারা ভগবানে না করে স্মরণ॥
পরমার্থ নাহি জানে অর্থ চিন্তা সদা মনে
সুখ আশে পড়ে তারা দুঃখের মাঝার।
নহে জ্ঞাত তব তত্ত্ব সদা অনর্থে উন্মত্ত
সংসার অনলে তারা জ্বলে অনিবার॥
তব বাতুল চরণ যেবা না করে ভজন
দুর্ল্লভ মানব দেহ করিয়া ধারণ—
তারা অতি মূঢ়জন মোহাচ্ছন্ন রহে মন
তাদের জনম বৃথা, বিফল জীবন॥
মহাকাল অবশেষে সহসা পরাণ গ্রাসে
পশ্চাতে রহিয়া যায় যত ধনজন।
দেহের সৌন্দর্য্য যাহা নাহি হয় স্থায়ী তাহা
তবু বৃথা অহঙ্কারে মত্ত জীবগণ॥

ল’য়ে পুত্র পরিবার আত্মীয় স্বজন আর
সংসারে আসক্ত আমি ছিনু এতক্ষণ।
ওহে প্রভু নারায়ণ তোমা করিনি স্মরণ
বিষয় বাসনা ভোগে রহিয়া মগন ॥
নিবারণ তৃষ্ণা কভু ভোগে নাহি হয় প্রভু
ক্রমশঃ হইতে থাকে বাসনা বর্দ্ধন।
এইভাবে দুঃখ কত পায় জীব অবিরত
ধরা’পরে পুনঃ পুনঃ হয় আগমন ॥
যদি কোন ভাগ্যবান সাধুজন সঙ্গ পান
শুদ্ধ তবে হ’য়ে যায় তাহার অন্তর।
ভক্তি জাগি সেইক্ষণ দেবপদে যায় মন
পরমার্থ লাভ তার হয় অতঃপর ॥
তব চরণে মিনতি দাও হৃদয়ে ভকতি
রাঙ্গা পদে মতি যেন রহে নিরন্তর।
অসার সংসারে মন যেন না রহে কখন
কৃপাময় কৃপা করি দাও এই বর ॥
মুচুকুন্দ-স্তুতি শুনি কন দেব চক্রপাণি
পবিত্র অন্তর তব হ’য়েছে এখন।
করম হইয়া ক্ষয় মোর প্রতি মন রয়
অবশ্য তোমার ইচ্ছা করিব পূরণ ॥
স্থির করি নিজ মন বিশ্ব কর পর্য্যটন
তবে সদা তুমি মোরে করিও স্মরণ
ক্ষাত্রধর্ম্মে নাহি মুক্তি মোর প্রতি রাখি ভক্তি
ভজ মোরে প্রাণিহত্যা পাপের কারণ ॥

ভক্তজন রবে যেথা কবে মোর লীলাকথা
পরজন্মে বিপ্রদেহ করিয়া ধারণ।
ব্রাহ্মণের দেহ ধরি অনুক্ষণ মোরে স্মরি
চরমে পরমপদ লভিবে তখন॥
শুনি কৃষ্ণের বচন মুচুকুন্দ সেইক্ষণ
গুহা ছাড়ি পথে নামি করিল গমন।
নর, বৃক্ষ, পশু যত হেরি রাজা খর্ব্বাকৃত
কলিযুগ সমাগত করিলেন মন॥
এইবার উত্তরেতে রাজা চলিতে চলিতে
গন্ধমাদনেতে শেষে উপনীত হন।
পাইবারে পরিত্রাণ করি চিত্ত সমাধান
সেথা রাজা নারায়ণে করেন অর্চ্চন॥
বদরিকাশ্রম যথা উপনীত হ'য়ে তথা
মুচুকুন্দ কৃষ্ণধ্যানে হন নিমগন।
হেরি তার একমন ভগবান তুষ্ট হন
তখন সম্মুখে আসি দেন দরশন॥
নিকটে শ্রীকৃষ্ণে হেরি কৃতার্থ অন্তর তারি
সাষ্টাঙ্গে তাঁহারে রাজা প্রণমে তখন।
সম্মুখে হরিরে দেখি সজল হইল আঁখি
আবেগে আকুল হৃদি, না সরে বচন॥
কিছুকাল পরে আর নাহি রহে প্রাণ তার
মৃত্যুকালে কৃষ্ণে স্মরি যায় স্বর্গধাম।
যবে পুনঃ জন্ম হয় জয়দেব নাম রয়
তখন সে দ্বিজ দেহে করে হরিনাম॥

ভববানে স্মর যদি শুদ্ধ তবে হ'বে হৃদি
অন্তিমেতে তাঁর কৃপা মিলিবে নিশ্চয়।
পূর্ব্ব সঞ্চিত সকল আছে যার পুণ্যফল
তত্ত্বজ্ঞান ত্বরা তার জাগরিত হয়॥

জরাসন্ধের পুনরাক্রমণ, প্রবর্ষণ পর্ব্বতে অগ্নিপ্রদান ও রামসনে রেবতীর বিবাহ

পুনরায় শ্যামরায় আসিলেন মথুরায়
দুরন্ত কালযবনে করিয়া নিধন।
তবে তার রত্ন ধন পাঠালেন জনার্দ্দন
দ্বারকা-পুরীর মাঝে করিতে রক্ষণ॥
শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত ধন হেরি হ'য়ে রুষ্ট মন
জরাসন্ধ ত্বরা সেথা করে আগমন।
ল'য়ে সাথে সৈন্যগণ করিল সে আক্রমণ
মথুরানগরী পুনঃ করিয়া বেষ্টন॥
সেসময় রাম হরি শত্রুসৈন্যগণে হেরি
ভীত মনে করিলেন দ্রুত পলায়ন।
ভব-ভয় ভঞ্জন করে ভাই দুইজন
এখন করেন তারা নর আচরণ॥
ধন রত্ন সব ফেলি রাম কৃষ্ণ যান চলি
পদব্রজে করেছেন অতিক্রম পথ।
হেরি তাদের গমন জরাসন্ধ সেইক্ষণ
চালালেন সেইপথে বেগবান্ রথ॥
প্রবর্ষণ গিরি 'পরে রাম কৃষ্ণ দোঁহে চড়ে
যবে তারা পথশ্রমে পরিশ্রান্ত হন।
ইন্দ্র করে বরিষণ তাই নাম প্রবর্ষণ
উচ্চ সেই গিরিশৃঙ্গ অতীব শোভন॥

জরাসন্ধ ভাবে মনে আমি কৌশলে কেমনে
দোঁহারে বধিব এই পর্ব্বত মাঝার।
শত্রু নিধন কারণ চিন্তি রাজা সেইক্ষণ
করে অগ্নি প্রজ্জ্বালন গিরি চারিধার॥
আনি কাষ্ঠ রাশি রাশি অগ্নি 'পরে ফেলে আসি
জ্বলিল তখন তাহা তেজেতে ভীষণ।
সেই প্রদীপ্ত অনলে গিরি দগ্ধ সেইকালে
ভাবে তবে রাম কৃষ্ণ হইল নিধন।
লম্ফ দিয়া সেইক্ষণ ত্বরা ভাই দুইজন
সবার অলক্ষ্যে করে দ্বারকা গমন।
অগ্নিতেজে সেসময় শত্রুদের মৃত্যু হয়
ভাবি রাজা ফিরিলেন স্বগৃহে তখন॥
কন মুনি অতঃপর আনর্ত্ত দেশেতে ঘর
রেবত নামেতে রন রাজা একজন।
তার দুহিতা রেবতী সে যে অতিগুণবতী
রাজা তার বিবাহের করেন চিন্তন॥
তনয়া পাত্রস্থ আশে যান তিনি ব্রহ্মা পাশে
প্রণাম করিয়া কন বক্তব্য তখন।
কহ দেব কার করে সমর্পিব এ কন্যারে
তোমার নিকটে তাই মোর আগমন॥
শুনি তবে নৃপ-কথা হাসি ব্রহ্মা কন সেথা
আছে তব কন্যা-পতি দ্বারকাভবন।
কহি তোমা হে রাজন যাও তুমি এইক্ষণ
সেথা এবে কৃষ্ণ-জ্যেষ্ঠ বলরাম রন॥

ত্বরা সেই দ্বারকায় কন্যা সহ রাজা যায়
বসুদেব সেসময় উপনীত রন।
তাঁহার নিকটে সেথা কন যবে সব কথা
বিবাহ বারতা শুনি তুষ্ট তিনি হন॥
শুভদিনে শুভক্ষণে রাজা তবে রামসনে
কন্যার বিবাহ দেন হরষিত মনে।
বিধিমত কার্য্য যত হয় সেথা অনুষ্ঠিত
অর্থ বস্ত্র দেন কত সাধু-দ্বিজগণে॥
নৃত্যগীত কতমত হয় সেথা আয়োজিত
পুরনারী জনগণ পুলকে মগন।
নানাবিধ অলঙ্কার মহামূল্য রত্নহার
রেবতীরে আনি দেয় পুরবাসীগণ॥
সাথে ল'য়ে দুজনারে বসুদেব গৃহে ফেরে
দেবকী পুলকে দোঁহে করিল বরণ।
বয়োজ্যেষ্ঠ যারা সবে আশীর্ব্বাদ করে তবে
পুরনারী সবে করে মঙ্গলাচরণ॥

শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ডিনপুরে গমন ও রুক্মিণী হরণ

রুক্মিণী হরণ কথা শুকদেব মুনি সেথা
রাজার নিকটে তবে বিস্তারিয়া কন।
কৃষ্ণ ভীষ্মক কন্যারে রাক্ষস প্রথানুসারে
বিবাহ করেন হ'য়ে পুলকিত মন॥
স্বয়ম্বর আয়োজন করে রাজা সেইক্ষণ
রুক্মিণী তাহার কন্যা অতি রূপবতী।
শিশুপাল আদি যত রাজা ছিল নিমন্ত্রিত
সকলে জিনিয়া কন্যা আনে যদুপতি॥
কন্যার রূপের কথা শ্রীকৃষ্ণ শুনিয়া সেথা
বিবাহ করিতে তারে করেন মনন।
কৃষ্ণ রূপের বর্ণন করি রুক্মিণী শ্রবণ
পতিরূপে তাঁরে তবে করিল চিন্তন॥
উভয় উভয় তরে হয় ব্যাকুল অন্তরে
দোঁহারূপে অনুরাগী হয় দুইজন।
হ'য়ে তারা একমন ধ্যানে রন নিমগন
দোঁহার অন্তরে দোঁহে আবদ্ধ তখন॥
ভীষ্মক মনস্থ করে কৃষ্ণে কন্যা অর্পিবারে
সম্মতি জানায় তবে তার বন্ধুগণ।
রুক্মী তাহার তনয় কৃষ্ণের বিদ্বেষী রয়
ভগিনী বিবাহ কথা করিল শ্রবণ॥

তবে অতি হিংসাবশে ভগ্নী পাত্র অবশেষে
চেদিপতি শিশুপালে করে নিরূপণ।
বিবাহের শুনি কথা শিশুপাল সাথে সেথা
রুক্মিণীর হৃদি হয় বিষাদে মগন॥
তবে কৃষ্ণে লভিবারে ব্যাকুলতা ক্রমে বাড়ে
হেনকালে বিপ্রে এক করে দরশন।
করযোড়ে সেইক্ষণ করে তারে নিবেদন
পত্র ল'য়ে যাও তুমি দ্বারকা ভবন॥
কৃষ্ণ-করে এই পত্র অর্পণ করিও তত্র
সব বার্ত্তা জ্ঞাত তিনি হ'বেন তখন।
অপেক্ষা না করি কোথা সাবধানে যাবে সেথা
আমার এ উপকার করিও ব্রাহ্মণ॥
রুক্মিণীর অনুরোধে ব্রাহ্মণ কর্ত্তব্য বোধে
প্রস্তুত হইয়া শীঘ্র করিল গমন।
উপনীত পথশেষে দ্বারকায় অবশেষে
অভ্যর্থনা করে তারে প্রতিহারিগণ॥
হেরে সে পুরীতে আসি রত্ন সিংহাসনে বসি
রাজবেশে বিরাজিত দেব নারায়ণ।
সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণে দেখি পুলকে সজল আঁখি
আত্মহারা হইল সে হরষে মগন॥
হেরি বিপ্রে সমাগত হ'য়ে হরি হরষিত
বসালেন শীঘ্র তারে নিজ সিংহাসনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পরে আপনি পূজেন তাঁরে
ভোজনে করান তৃপ্ত বিবিধ ব্যঞ্জনে॥

শ্রান্তি দূর করিবারে শয্যায় বসায়ে তারে
আপনি করেন হরি চরণ সেবন।
যথোচিত সমাদর করি তারে অতঃপর
কন তবে সমাচার করিতে জ্ঞাপন॥
ব্রাহ্মণের অনুক্ষণ রহে যদি তুষ্ট মন
আপনার অবস্থায় করি অবস্থান—
নিজ ধর্ম্ম হতে নন বিচ্যুত যে দ্বিজগণ
জনগণ হ'তে তারা লভেন সম্মান॥
ধরমের সুরক্ষণ হয় যদি সর্ব্বক্ষণ
ধার্ম্মিকের নাহি ঘটে অভাব তখন।
যে ব্রাহ্মণ কদাচন মনে নাহি তুষ্ট রন
উত্তম লোকেতে তার না হয় গমন॥
সদা হৃদি শান্ত যার নাহি মনে অহঙ্কার
সেইরূপ বিপ্র হন সকলের সার।
সবে এ ধরণী 'পরে তাহাদের শ্রদ্ধা করে
সেসকল দ্বিজপদে কোটী নমস্কার॥
রাজার শাসনে এবে আছ তো সুখেতে সবে
রাজ্যের কুশল বিপ্র কহ সমুদয়।
যেই রাজ্যে অনুক্ষণ সুখে রহে প্রজাগণ
সে রাজ্যের রাজা মোর প্রিয় অতিশয়॥
কহ এবে কি কারণ হেথা তব আগমন
কি হেতু সাগর পারে দিলে দরশন।
কোন কার্য্য সাধিবারে আদেশ করিবে মোরে
নিঃসঙ্কোচে তাহা বিপ্র কর নিবেদন॥

কৃষ্ণের বচন শুনি দ্বিজ কহিল তখনি
কহিব তোমারে যাহা শোন জনার্দ্দন।
মোর করে পত্র আনি দেয় ভীষ্মক নন্দিনী
তোমারে দিবার তরে হেথা আগমন॥
বিপ্রের বচনে কন তবে দেবকী নন্দন
রুক্মিণীর পত্র মোরে করাও শ্রবণ।
কৃষ্ণের নির্দ্দেশ মানি দ্বিজ পড়ে পত্রখানি
লেখা যাহা সমুদয় করিল বর্ণন॥
রুক্মিণীর পত্র-কথা বিস্তারিত শোন হেথা
কহে সে চরণে তব অশেষ প্রণতি।
লোক মুখে শুনি আমি রূপের সাগর তুমি
শ্রবণে পরাণ মোর বিমোহিত অতি॥
পাদপদ্মে তাই মন করিয়াছি সমর্পণ
অনুপম রূপ গুণ করিয়া শ্রবণ।
তব সৌন্দর্য্য মাধুরী হেরিয়াছে যেবা হরি
না রহে বাসনা তার কভু অপূরণ॥
তব কথা হৃষীকেশ কর্ণে করিয়া প্রবেশ
তখনি নিলাজ মন ধায় তোমা প্রতি।
যোগ্য তব নহি আমি তথাপি হৃদয় স্বামী
একমাত্র তোমাতেই রহিয়াছে মতি॥
ওগো প্রভু নারায়ণ এবে করিয়া গ্রহণ
নিজগুণে এ দাসীরে বাঁচাও পরাণে।
চরাচর বিশ্বমাঝে হেন নারী কেবা আছে
আশ্রয় না নিতে চায় তোমার চরণে॥

রুক্মী মোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দিল পিতারে বারতা
চেদিরাজে যোগ্য পাত্র করি নিরূপণ।
শিশুপাল আসি যেন মোরে না স্পর্শে কখন
শৃগাল সিংহের খাদ্য না করে হরণ॥
পূর্ব্বজন্মে যদি আমি পূজে থাকি তোমা স্বামী
যদি পূর্ব্ব পুণ্যফল হয় সংঘটন—
তবে তোমা ছাড়া কভু নাহি যেন রহি প্রভু
পারি যেন লভিবারে ও রাঙ্গা চরণ॥
বিপ্র গুরুর অর্চ্চনা আর দান ব্রত নানা
যদি আমি করে থাকি একাগ্র মনেতে।
তবে দেব নারায়ণ মোরে করিও গ্রহণ
না হয় অন্যথা তার যেন কোনমতে॥
বিবাহের দিন যাহা কল্যই সুস্থির তাহা
এখন মিনতি মোর তব রাঙ্গা পায়।
তুমি আপন বলেতে স্বয়ম্বর সভা হ'তে
নিমেষে হরণ করি লইও আমায়॥
যদি বল কি প্রকারে লইয়া আসিবে মোরে
নিহত না করি সেথা তব বন্ধুগণে।
শোন বিধান তাহার কহিতেছি এইবার
অবধান কর তুমি সন্নিবিষ্ট মনে॥
যবে পুরীর বাহিরে যাব অম্বিকা মন্দিরে
অর্চ্চনা করিতে সেথা অধিবাস দিনে।
তুমি আসিয়া তখন মোরে করিও হরণ
সমাধা করিবে কার্য্য অতি সুনিপুণে॥

যোগে রত যোগিগণ মাগে তব শ্রীচরণ
পদরজ বাঞ্ছা তারা করে অনুক্ষণ।
কহি তোমাকে এখন যদি না মেলে চরণ
অনশনে রহি আমি ত্যজিব জীবন॥
বিপ্র কহে এইবার গুপ্ত যত সমাচার
পত্র দ্বারা হরি তোমা করেছি জ্ঞাপন।
সমীচীন হয় যাহা বিবেচনা করি তাহা
তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর সম্পাদন॥
তবে হরি দ্বিজে কন মন মোর উচাটন
রুক্মিণীর চিন্তা জাগে মনে অনিবার।
কন্যা দিতে মোর করে ভীষ্মক আকাঙ্ক্ষা করে
রুক্মীর বিদ্বেষ হেতু অসম্মতি তার॥
নৃপ যত নিমন্ত্রিত সবে করি পরাজিত
অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা ত্বরিত আনিব।
কাষ্ঠে অগ্নি লুক্কায়িত মন্থনেতে প্রজ্জলিত
তেমনি বলেতে আমি তাহারে জিনিব॥
বিবাহ লগন-জানি হরি প্রস্তুত তখনি
দারুকে কহেন রথ করিতে যোজন।
ল'য়ে বিপ্রে সঙ্গে তারি চলি ত্বরা রথে হরি
বিদর্ভ রাজ্যেতে শেষে উপনীত হন॥
শিশুপালে রুক্মিণীরে সম্প্রদান করিবারে
ভীষ্মক কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে সম্পাদন।
পুরী হইল সজ্জিত উড়িল পতাকা কত
রম্ভাতরু দ্বারদেশে বিরাজে তখন॥

পুরবাসী নারী যত দিব্যালঙ্কারে ভূষিত
পরিধান করে তারা বিচিত্র বসন।
করবী বন্ধন করে ভালেতে কুঙ্কুম পরে
লেপন করিল দেহে সুগন্ধি চন্দন ॥
যথাবিধি পিতৃদেবে আর যত দ্বিজ সবে
অর্চ্চনা করিয়া রাজা করান ভোজন।
মাঙ্গলিক কার্য্য যাহা সুসম্পন্ন হয় তাহা
ভীষ্মক আপনি আসি হেরে তা তখন ॥
বিবাহ বিহিত যত সমাপিয়া কুলোচিত
কন্যায় করায় স্নান পুরনারীগণ।
বিধিমত দ্বিজগণ মন্ত্র করে উচ্চারণ
অনুষ্ঠান কত করে পুরোহিতগণ ॥
রাজা তবে ফুল্ল মনে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে
ধেনু, রত্ন, বস্ত্র, ধন করিলেন দান।
পুরবাসী সেথা যত সকলেই পুলকিত
নৃত্য গীত আদি সেথা হয় অনুষ্ঠান ॥
দমঘোষ চেদিরাজ শিশুপালে ল'য়ে আজ
বিবাহে যাত্রার লাগি করে আয়োজন।
চলে তার সঙ্গে তবে রাজবেশে রাজা সবে
চলে সাথে আরো কত নগরের জন ॥
তাহাদের যাত্রাকালে পুরবাসী সবে মিলে
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করে সম্পাদন।
সে পাত্রের ভালে তবে দধিফোঁটা দিল সবে
অঙ্কিত চন্দন ভালে অপূর্ব্ব শোভন ॥

রত্নমালা সুসজ্জিত রথ সাথে চলে কত
অশ্বারোহী সৈন্যগণে রহি পরিবৃত।
শিশুপালে ল'য়ে আগে চলি সবে রথে বেগে
কুণ্ডিননগরে শেষে হন উপনীত॥
ত্বরা ভীষ্মক আপনি সেথা আসিয়া তখনি
দমঘোষে পুরীমাঝে করে আনয়ন।
পাত্র পক্ষ যতজনা করে সবে অভ্যর্থনা
জরাসন্ধ, দন্তবক্র আদি রাজগণ॥
ভীষ্মকের শিশুপালে কন্যা সম্প্রদান কালে
যদি কৃষ্ণ রামে ল'য়ে করে আক্রমণ—
মনে এ শঙ্কা যখন বলবান রাজগণ
প্রস্তুত হ'লেন শীঘ্র করিবারে রণ॥
রুক্মিণীরে হরিবারে নাহি দিব শ্রীকৃষ্ণেরে
বলেতে করিব রোধ কহিনু হেথায়।
তাহার বিপক্ষে মোরা নামিব সমরে ত্বরা
দিতে পাত্রী শিশুপালে হইব সহায়॥
কন্যা হরণ কারণ একা কৃষ্ণের গমন
দ্বারকায় রহি রাম করেন শ্রবণ।
তবে ভ্রাতৃস্নেহবশে প্রস্তুত হইয়া শেষে
সৈন্যসহ শীঘ্র সেথা উপনীত হন॥
রুক্মিণী রহিয়া ঘরে কৃষ্ণের প্রতীক্ষা করে
না মিলি দর্শন তবে ব্যাকুলিত মন।
বিপ্রের প্রত্যাগমন না হেরিয়া এতক্ষণ
তিনি তবে অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হন॥

দিবা অবসান প্রায় এখন কি করি হায়
রাত্রিশেষে আমার যে বিবাহ লগন।
হরি কমললোচন না দিলেন দরশন
নাহি বুঝি কিবা হয় ইহার কারণ॥
সেই পূর্ণ গুণবান নারায়ণ ভগবান
না আসিবে পাণি মোর করিতে গ্রহণ।
আমি অতি অভাগিনী তাই হইল এমনি
না হবে আমার ভাগ্যে কৃষ্ণ-আগমন॥
হয় মোর অনুমান যবে তিনি পত্র পান
করিলেন স্থির তবে হেথা আগমন।
চিন্তি পরে মোর দোষ সেই শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্দোষ
যাত্রার সঙ্কল্প হ'তে বিরত তখন॥
এতক্ষণ দ্বিজ তাই পত্র দিয়া ফেরে নাই
বুঝিলাম বিধি মোর অনুকূল নন।
হর গৌরী মোর প্রতি হলেন নির্দ্দয় অতি
তাই হরি দয়াময় বিমুখ এখন॥
অন্তরে ব্যাকুল বালা কহে তুমি কোথা কালা
তব অদর্শন মনে করিছে পীড়ন।
হ'য়ে যবে একমন করে পথ নিরীক্ষণ
যুগল নয়নে ধারা বহিল তখন॥
কৃষ্ণ-ধ্যানে যবে রত হয় হৃদি সচকিত
চতুর্দ্দিকে শুভ কন্যা করে দরশন।
বাম হস্ত বাম আঁখি স্পন্দিত হইছে দেখি
শুভকাল সমাগত জ্ঞাত তবে মন॥

বার্ত্তাবাহী যে ব্রাহ্মণ উপনীত সেথা হন
প্রসন্ন বদন বালা করে নিরীক্ষণ।
বিপ্রে করি সম্বোধন সমাচার জ্ঞাত হন
অভিলাষ সিদ্ধ তার নিশ্চিত তখন ॥
কহে বিপ্র রুক্মিণীরে শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডিনপুরে
যদুগণ রামসহ হন উপনীত।
কহি এবে সত্য করি হরিবেন তোমা হরি
বলবান নৃপগণে করি পরাজিত ॥
আসিবেন ত্বরা হরি রুক্মিণী শ্রবণ করি
হইলেন অতিশয় পুলকে মগন।
তবে কিছু তার হাতে নাহি রয় দ্বিজে দিতে
শুধুই প্রণাম তাই করে নিবেদন ॥
কন্যার বিবাহ তরে রাম কৃষ্ণ আসে ঘরে
শ্রবণে ভীষ্মকরাজ হন পুলকিত।
রত্ন বস্ত্র দিয়া নানা করি তবে অভ্যর্থনা
দোঁহারে করেন রাজা সমাদর কত ॥
শ্রবণে নগরবাসী রাম কৃষ্ণে হেরে আসি
মনোবাঞ্ছা ছিল যাহা হইল পুরণ।
বৃদ্ধ যুবা যতজন ত্বরা করে আগমন
ও রূপমাধুরী তবে করিতে দর্শন ॥
রূপের সাগরে আঁখি মগন সেরূপ দেখি
পূর্ণ শশধর যেন উদিত গগনে।
হেরি সবে সে মূরতি প্রেমেতে বিহ্বল অতি
শোক তাপ কাহারো না রহিল পরাণে ॥

উপনীত যারা সেথা কহে সবে এই কথা
রুক্মিণীর যোগ্য পাত্র শ্রীকৃষ্ণই হন।
তিনি সর্ব্বগুণময় কোন দোষ নাহি রয়
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর যে গো হরি নারায়ণ॥
শ্রীকৃষ্ণের যোগ্য বধূ রুক্মিণীই হন শুধু
রূপে গুণে অনুপম সে যে অতুলন।
তবে সেথা সবে বলে আমাদের পুণ্যফলে
অদ্য যেন কৃষ্ণ তারে করেন গ্রহণ॥
যবে পুরবাসিগণ করে কথোপকথন
সেসময় যাত্রা করে ভীষ্মক নন্দিনী।
রাজ সৈন্যে পরিবৃত হৃদি তবে পুলকিত
অম্বিকা মন্দির পানে চলেন রুক্মিণী॥
পদব্রজে যান যবে রক্ষীরা রক্ষিতে তবে
অস্ত্র-শস্ত্র ল'য়ে সাথে করিল গমন।
সখীরা মণ্ডলাকারে রহিয়াছে ঘিরি তারে
পরম হরষে সবে চলিছে তখন॥
পূজা দ্রব্য সাথে তবে পুরবাসী লয় সবে
ধূপ, দীপ আদি হস্তে করিল গ্রহণ।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কত আর রহে দ্বিজ যত
চলে সঙ্গে বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ॥
এইরূপে পথশেষে উপনীত সবে শেষে
অম্বিকা মাতার সেই মন্দির প্রাঙ্গণে।
আসি রুক্মিণী তখন পদ করি প্রক্ষালন
প্রবেশে মন্দির মাঝে অতি শুদ্ধ মনে॥

দরশন অভিপ্রায় রুক্মিণী মন্দিরে যায়
কিন্তু সদা ধ্যানে তার গোবিন্দ চরণ।
দেবীর সম্মুখে আসি চিন্তি কৃষ্ণ রূপরাশি
অন্তরে পতিত্বে তাঁরে করিল বরণ॥
ভবানীর পদযুগে ভক্তিতে প্রণমি আগে
বিধিমতে করিলেন দেবীর পূজন।
পূজার পূজারী যারা দ্বিজ নারী সহ তারা
রুক্মিণীবে করালেন মন্ত্র উচ্চারণ॥
ধূপ, গন্ধ, আদি যত ধন, রত্ন, বস্ত্র কত
দেবীরে নিবেদি' বালা করিল প্রণতি।
পূজি ভক্তিতে রুক্মিণী স্তুতি করিল আপনি
জানায় দেবীরে তার মনের আকুতি॥
সাজাইয়া দীপাবলী ল'য়ে হাতে পূজাথালী
ভক্তিতে রুক্মিণী করে দেবীর আরতি।
কহে চরণে মিনতি কৃপা কর মোর প্রতি
ভগবান কৃষ্ণ যেন হয় মোর পতি॥
পুনঃ প্রণমি দেবীরে নমে প্রণম্য জনারে
কহে সবে হবে তব বাসনা পূরণ।
এবার রুক্মিণী ধীরে আসে মন্দির বাহিরে
পূজা শেষে হয় তার প্রশান্ত বদন॥
শশী বিনিন্দিত মুখ দরশনে জাগে সুখ
বিম্বসম ওষ্ঠাধর অতীব শোভন।
ক্ষীণ কটি শ্যামবর্ণ কুন্তলে আবৃত কর্ণ
কুঞ্চিত অলকগুচ্ছে শোভিছে আনন॥

কুন্দ কলিকার মত দন্তরাজি শোভে কত
স্থমধুর হাস্যে তার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন।
অলক্ত রঞ্জিত পায় নূপুর শোভিছে তায়
রিনি ঝিনি বাজে যবে পদ সঞ্চালন॥
বীর যত উপনীত রূপে সবে বিমোহিত
মেদিনী মোহিনী রূপ করিল বরণ।
যবে তার দরশন জ্ঞানহারা নৃপগণ
অপরূপ রূপে আলো হইল ভুবন॥
নৃপগণ সেথা সবে মায়াতে মোহিত যবে
কন্যা তার দৃষ্টি রাখে শূন্যের উপর।
কৃষ্ণের রূপ মাধুরী হেরে বালা আঁখি ভরি
তবে তাঁরে লভিবারে অধৈর্য্য অন্তর॥
হস্ত করি উত্তোলন বালা করে নিবেদন
ওগো প্রভু হরি লও আমারে এখন।
সে বাক্য শ্রবণ করি রুক্মিণীরে তবে হরি
করে ধরি ত্বরা করি শূন্যে তুলি লন॥
রথে তারে সেইক্ষণ করালেন আরোহণ
ব্যূহ ভেদি, রাজগণে জিনি জনার্দ্দন।
রামের চালিত রথে যদুসেনা রহে সাথে
কন্যা ল'য়ে করিছেন নির্ভয়ে গমন॥
কেশরী যেমন ভাবে লয় আপন গরবে
শৃগালের মধ্য হতে যাহা আপনার—
তথা শ্রীকৃষ্ণ ত্বরিত রাজগণে পরিবৃত
রুক্মিণীরে হরিলেন সম্মুখে সবার॥

জরাসন্ধ আদি যত নৃপগণ সমবেত
লজ্জায় সবার হয় মলিন বদন।
অদৃষ্টে নিন্দিয়া তবে কহিতে লাগিল সবে
বীর হ'তে করে কৃষ্ণ কন্যারে হরণ ॥
ধিক্ মোদের জীবন গর্ব্ব না হয় শোভন
অপমান হতে শ্রেয়ঃ বীরের মরণ।
দুঃখে সবে মুহ্যমান সবার বদন ম্লান
ক্রোধের সঞ্চার হয় অন্তরে তখন ॥
ভগবানে জিনিবারে কেহ কভু নাহি পারে
বিক্রম র'য়েছে যাহা সকলি বিফল।
নিজে নাহি ধরা দিলে তারে কভু নাহি মিলে
তাঁর কাছে আস্ফালন বৃথাই সকল ॥

যদুসৈন্যদ্বারা রুক্মীর পরাজয় এবং রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ

মুনি করি সম্বোধন পরীক্ষিত রাজে কন
রুক্মিণীরে ল'য়ে যবে যান জনার্দ্দন—
নিজ প্রতাপে ধিক্কার দেয় সবে বার বার
জরাসন্ধ আদি সেথা ছিল যতজন ॥
হ'য়ে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হন তারা বর্ম্মাবৃত
শ্রীকৃষ্ণের সাথে রণ করিয়া মনন।
ধরিবার অভিপ্রায় সবে তার পাছু ধায়
নিজ নিজ সেনা তারা লইয়া তখন ॥
শত্রুসৈন্য আগমন হেরি যদু সৈন্যগণ
ত্বরিত ধনুতে তারা করে জ্যারোপণ।
শ্রেষ্ঠ যত বীর সব করি সেথা মহারব
শত্রুপানে তীক্ষ্ণবাণ হানে অনুক্ষণ ॥
কেহ গজে কেহ রথে রহি সবে এক সাথে
যদুসৈন্যগণে করে শরে আচ্ছাদন।
অশ্বপৃষ্ঠে নৃপগণ লক্ষ্য করি সেইক্ষণ
শ্রীকৃষ্ণের রথে করে বাণ বরিষণ ॥
অবিশ্রান্ত জলধারা যেমন ভাসায় ধরা
পর্ব্বতের নাহি তাতে অনিষ্ট সাধন—
হানে তারা শর যত কেহ নাহি হয় হত
রহিল অক্ষত সবে সহ জনার্দ্দন ॥

শত্রুসৈন্যগণে সবে শরাচ্ছন্ন হেরে যবে
রুক্মিণী হইল তবে বিষাদে মগন।
কোমল হৃদয়া সতী ভয়েতে বিহ্বল অতি
সলাজ নয়নে হেরে পতিরে তখন ॥
হরি তাহা দরশনে কন সহাস্য বদনে
কহ দেবী কেন তব সজল নয়ন।
সামান্য কারণে এত কেন তুমি হও ভীত
নিমেষেতে শত্রুগণ হইবে নিধন ॥
এত বলি জনার্দ্দন ল'য়ে ধনু সেইক্ষণ
শত্রু 'পরে করিলেন বাণ বরিষণ।
রাজসৈন্য ছিল যত অশ্ব রথ রথী কত
একে একে মৃত্যু সবে করিল বরণ ॥
মিলি বীর যদুগণ আর দেব সঙ্কর্ষণ
করাঘাতে শত্রুসৈন্যে করেন সংহার।
বিপক্ষের সেনা কত হয় তবে সেথা হত
আহত হইল কত সংখ্যা নাহি তার ॥
মহা মহা বীর যত ভূমি 'পরে আছে কত
অস্ত্রসহ বহু বাহু কর্ত্তিত সেথায়।
উষ্ণীষ সহিত শির কাটে কত যদুবীর
সেথায় জীবিত যারা করে হায় হায় ॥
অশ্ব হস্তী মৃত যত রণস্থলে রহে কত
অনেক সজ্জিত রথ বিনষ্ট তখন।
ঘোরতর এ সমরে লণ্ডভণ্ড চারিধারে
রক্তনদী প্রবাহিত সমর অঙ্গন ॥

যদুদের শক্তি দেখি সবার স্তম্ভিত আঁখি
পরাজিত সেনাদের মলিন বদন।
জরাসন্ধ মহারাজ রণে ভঙ্গ দিয়া আজ
রাজগণ সঙ্গে তবে করে পলায়ন॥
সেসময় শিশুপালে জরাসন্ধরাজ বলে
হতাশ কেন গো তুমি এই পরাজয়।
বিধির লিখন যাহা না হয় খণ্ডন তাহা
অদৃষ্টে ঘটেছে ইহা জানিও নিশ্চয়॥
কর্ম্মপাকে জীবগণ ভ্রমিতেছে অনুক্ষণ
সুখ দুঃখ স্থির কারো না রহে কখন।
যত জয় পরাজয় সংঘটিত দৈবে হয়
শুভাশুভ ঘটে যাহা, নিয়তি কারণ॥
যুদ্ধে সপ্তদশ বার হইয়াছে মোর হার
রহি বহু অক্ষৌহিণী সেনা পরিবৃত।
শুধু আমি একবার জয় লভি শেষবার
না হয় বিশেষ তাতে সুখ অনুভূত॥
জেনো তুমি মতিমান দুঃখে নহি মুহ্যমান
অধৈর্য্য আমার মন না হয় কখন।
বিবেচনা কর যদি শান্ত তবে হবে হৃদি
অপমান আর নাহি করিবে পীড়ন॥
আলো আর অন্ধকার চক্রাকার গতি তার
কভু সুখ কভু দুঃখ চলিছে নিয়ত।
পরাজয় শোক অত নাহি করে বিচলিত
জেনো ইহা কর্ম্মফলে হয় সংঘটিত॥

এ বিশ্বের জীব যত সবে ঈশ্বর প্রেরিত
কালবশে দুঃখ তারা ভোগে বার বার।
আমি মহাবলবান তবু নাহি পাই ত্রাণ
অল্প যদু সৈন্যদ্বারা হইয়াছে হার॥
এ অবস্থা দরশনে জাগে ক্ষোভ রুক্মী মনে
ক্রোধে তার সর্ব্বদেহ কম্পিত তখন।
কহে তবে সেনাগণে প্রস্তুত হইতে রণে
শ্রীকৃষ্ণের সাথে রণ করিয়া মনন॥
হ'য়ে রুক্মী ক্রোধান্বিত হন বর্ম্মে সুসজ্জিত
শরাসন ল'য়ে তবে উপনীত হন।
রক্তবর্ণ করি আঁখি যদুগণে কন দেখি
বীরগণ শোন মোর প্রতিজ্ঞা এখন॥
বলে আমি এইবারে উদ্ধারিব রুক্মিণীরে
অতি নীচ সেই কৃষ্ণে করিয়া নিধন।
নতুবা কুণ্ডিনপুরে আর না যাইব ফিরে
অবশ্য করিব মোর প্রতিজ্ঞা পালন॥
রুক্মীরাজ সেইক্ষণ রথে করি আরোহণ
চিন্তিয়া নির্দ্দেশ দেন সারথির প্রতি।
অদ্যই করিব রণ করিয়াছি স্থির মন
যথা কৃষ্ণ যাও তথা অতি দ্রুতগতি॥
বীর বলি অভিমান এখনি হইবে ম্লান
অতীব দুর্জ্জন সেই গোপের নন্দন।
মোর ভগ্নী রুক্মিণীরে হরিয়াছে দর্পভরে
নির্ব্বোধের শক্তি কত হেরিব এখন॥

হ'য়েছে দুর্ম্মতি তার তাই এত অহঙ্কার
বীরমাঝে দুষ্ট মোরে করে অপমান।
প্রতিশোধ লইবারে পণ করি এইবারে
অবশ্য হরিব আমি কৃষ্ণের পরাণ॥
চলিতেছে দ্রুত রথ অতিক্রম করি পথ
হেনকালে রথে কৃষ্ণে করে দরশন।
কহে রুক্মী সেইক্ষণ না করিও পলায়ন
থামাও তোমার রথ কহিনু এখন॥
শুনি রুক্মীর বচন রথ ফিরায়ে তখন
প্রস্তুত হলেন হরি করিবারে রণ।
ধনুকেতে জ্যারোপণ করি রুক্মী সেইক্ষণ
তীক্ষ্ণ বাণে কৃষ্ণে বিদ্ধ করিল তখন॥
আস্ফালন করি পরে রূঢ়বাক্যে কহে তারে
ওরে কৃষ্ণ নরাধম তিষ্ঠ কিছুক্ষণ।
বলে ভগ্নীরে হরণ কেন করিলে দুর্জ্জন
এইবার দর্প যত করিব খণ্ডন॥
কাকে খায় যজ্ঞ ঘৃত কিছু পরে পলায়িত
তথা কৃষ্ণ ভগ্নী ল'য়ে করে পলায়ন।
নাহি দিলে রুক্মিণীরে তীক্ষ্ণ বাণে এইবারে
অতি শীঘ্র কৃষ্ণে আমি করিব নিধন॥
তবে রুক্মীর বচনে চিন্তা করি নিজ মনে
জ্ঞাত কৃষ্ণ রুক্মী হয় অতি সাধারণ।
ধনু ল'য়ে সেইক্ষণ রুক্মীর সে শরাসন
নিমেষেতে নারায়ণ করেন ছেদন॥

ধনু কাটি সেসময় খণ্ড খণ্ড যবে হয়
শ্রীকৃষ্ণের শক্তি তবে হেরে নৃপবর।
ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে করে ছয় বাণে এইবারে
করিলেন বিদ্ধ হরি রুক্মী-কলেবর॥
দুই শর হানি পরে সারথিরে বিদ্ধ করে
তিন শরে রথ-ধ্বজ হয় খান খান।
শক্রদের রথোপরি আট বাণ হানে হরি
সেই বাণে চারি অশ্ব হারাইল প্রাণ॥
রুক্মীরাজ তারপরে ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে করে
পঞ্চবাণে কৃষ্ণে ত্বরা করিল আহত।
পুনরায় জনার্দ্দন কাটে তার শরাসন
এইরূপে হয় রুক্মী বাণে জর্জ্জরিত॥
ক্রমে ক্রমে অস্ত্র তার সব খণ্ডিত এবার
পট্টিশ, পরিখ, অসি, শূল, চর্ম্ম যত।
ধনু অন্য লয় যাহা কৃষ্ণ ভঙ্গ করে তাহা
ইহাতে যে হয় রুক্মী ভীষণ বিব্রত॥
ক্রোধে কাঁপে কলেবর অসি হস্তে অতঃপর
রথ হ'তে নামে ত্বরা ভীষ্মক নন্দন।
ল'য়ে করে তীক্ষ্ম অসি কৃষ্ণের সম্মুখে আসি
উপনীত রুক্মীরাজ করিবারে রণ।
যেমন পতঙ্গগণ অগ্নি করি দরশন
তাহার নিকটে ধায় করি আস্ফালন।
অগ্নি মাঝে পড়ি তারা প্রাণ হারা হয় ত্বরা
কৃষ্ণের নিকটে তথা রুক্মীর গমন॥

হেরি তার আগমন জনার্দ্দন সেইক্ষণ
তীক্ষ্ণধার অস্ত্র করে করেন গ্রহণ।
অসি চর্ম্ম যাহা রয় নিমেষে কর্ত্তিত হয়
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে তাহা বিকীর্ণ তখন॥
রুক্মীর নিধন আশে শ্রীহরি প্রস্তুত শেষে
তীক্ষ্ণ অস্ত্র করে ত্বরা করিয়া গ্রহণ।
অসি হস্তে শ্রীকৃষ্ণেরে রুক্মিণী যখন হেরে
ভীতিবশে অতিশয় বিচলিত হন॥
ভ্রাতার দুর্দ্দশা হেরি ব্যথিত অন্তর তারি
পতির নিকটে তবে করিয়া গমন—
সজল নয়নে কন দয়াময় নারায়ণ
ভ্রাতারে বধিতে কেন উদ্যত এখন॥
এ বিশ্বের জীবগণ সদা করিছ পালন
সবারে করুণা তুমি কর অনুক্ষণ।
তব বিভূতি বিক্রম অসামান্য অনুপম
তোমার সমান বিশ্বে নাহি কোনজন॥
জগতের বল তুমি রক্ষা কর এবে স্বামী
অপার মহিমা তব জানে সর্ব্বজন।
মিনতি করিগো আমি ভ্রাতারে না বধ তুমি
হত্যা করা নাহি হবে উচিত এখন॥
শুষ্ক কণ্ঠ রুদ্ধবাণী ভয়ে কম্পিতা রুক্মিণী
ভ্রাতৃবধ উদ্‌যোগ করি দরশন।
ঝরি আঁখি অনিবার ভাসিতেছে বক্ষ তার
অতি দুঃখে খুলিল সে অঙ্গের ভূষণ॥

পতিদেবে সেসময় কাতরে কতই কয়
ভ্রাতা লাগি অতিশয় ব্যাকুল যখন ।
পত্নীরে আকুল হেরি পরম দয়াল হরি
রুক্মী-হত্যা হ'তে হন বিরত তখন ॥
রুক্মীরাজে পরে হরি বস্ত্রতে বন্ধন করি
তার কিছু কেশ তবে করিয়া ছেদন—
শ্মশ্রু কতক কর্ত্তন করিলেন জনার্দ্দন
এভাবে বিরূপ তারে করেন তখন ॥
যদুগণ-সেথা যত শত্রুসৈন্যে করে হত
করী দ্বারা পদ্মবন যথা বিদলিত ।
রুক্মীরাজে মৃতপ্রায় যদুরা দেখিতে পায়
কৃষ্ণের সমীপে তারা যবে উপনীত ॥
সেথা দেব সঙ্কর্ষণ অত্যন্ত ব্যথিত হন
রুক্মীর বিকৃত রূপ করি দরশন ।
কৃষ্ণে করি সম্বোধন সঙ্কর্ষণ তবে কন
না হয় উচিত তব হেন আচরণ ॥
নিন্দনীয় কার্য্য যাহা অতীব অন্যায় তাহা
রুক্মী প্রতি ব্যবহার অশোভন অতি ।
তার এই অপমান হয় মরণ সমান
করিয়াছ তুমি তার অশেষ দুর্গতি ॥
যদি কভু নিজ জন করে মন্দ আচরণ
অপরাধ হয় তার মৃত্যুর সমান ।
কৃতকর্ম্মে সেইজন মৃতপ্রায় সদা রন
মার্জ্জনা করিবে তারে না হরি পরাণ ॥

কহিলেন পুনঃ রাম এইবারে শোন শ্যাম
করে মন্দ আচরণ যারা হীন প্রাণ।
ধনমদে মত্ত যারা সম্পদের তরে তারা
উন্মত্ত হইয়া করে অন্যে অপমান ॥
রুক্মিণীরে মিষ্টভাষে কন রাম অবশেষে
মোদের না দিও দোষ ভ্রাতার কারণ।
কর্ম্মফল যার যাহা ভোগ করে তারা তাহা
জেনো তুমি দৈব হ'তে ইহা সংঘটন ॥
সুখ দুঃখের কারণ নাহি হয় অন্যজন
নিজ কর্ম্ম অনুসারে ভোগে জীবগণ।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যাহা এবারে কহিব তাহা
মন দিয়া শোন দেবী শাস্ত্রের কথন ॥
যদি করে নিজ জন যাহা অন্যায় ভীষণ
অবশ্য ক্ষত্রিয় তারে করিবে নিধন।
যদি হয় প্রয়োজন কুণ্ঠাশূন্য হ'য়ে মন
সহোদর ভ্রাতৃ প্রাণ করিবে হরণ ॥
ধরম বিহিত যাহা করেছেন ব্রহ্মা তাহা
এইরূপ কার্য্যে কভু দোষ নাহি হয়।
চিরন্তন এই রীতি প্রচলিত রহে সতী
তবে কেন ভ্রাতা লাগি মনে এত ভয় ॥
পাপ করিলে আত্মীয় ন্যায় বিচার বিধেয়
অন্যায় কার্য্যের রয় শাস্তির বিধান।
মনে নাহি কর দেবী অনুচিত কার্য্য সবি
ভ্রাতার এ শাস্তি তুমি কর হিত জ্ঞান ॥

কেহ পিতা কেহ মাতা কেহ বন্ধু কেহ ভ্রাতা
কেবা শত্রু কেবা মিত্র আত্মীয় স্বজন।
বিষ্ণু মায়ার প্রভাবে ভিন্ন ভাব লয় সবে
সব কিছু ঈশ্বরের মায়ার সৃজন॥
পরমাত্মা এক হয় ভিন্ন রূপ নাহি রয়
জন্ম মৃত্যু যাহা কিছু দেহের বিকার।
আত্মার বিনাশ নাই একভাবে রহে তাই
না হয় বিকার জেনো কখনো আত্মার॥
বিভিন্ন বারি আধারে সূর্য্যের যে ছায়া পড়ে
ভিন্ন ভিন্ন রূপ তার হয় দৃশ্যমান।
সূর্য্য কিন্তু এক রয় দুই কভু নাহি হয়
এক আত্মা বহু জীবে রহে বিদ্যমান॥
ভ্রাতৃশোকের কারণ হিত কথা রাম কন
রুক্মিণীর দুঃখ তাহে উপশম হয়।
তবে তারে জনার্দ্দন সান্ত্বনার বাক্য কন
জ্ঞাত বালা এই শোক যুক্তিযুক্ত নয়॥
রুক্মীরাজ-সৈন্য যত যদুগণ করে হত
কেবল রুক্মীর সেথা রহিল জীবন।
অপমান নানামত সহিয়াছে সে যে কত
মরমে মরিয়া তবু জীবিত এখন॥
ভোজকট নামে পুরী নিকটে নির্ম্মাণ করি
সেই গৃহে রুক্মী তবে করিল গমন।
প্রতিজ্ঞা যে ছিল তার করি শ্রীকৃষ্ণে সংহার
রুক্মিণীরে করিবে সে গৃহে আনয়ন॥

নতুবা আপন ঘরে কভু নাহি যাবে ফিরে
আর না কুণ্ডিনপুরে করিবে গমন।
সে বাক্য তখন স্মরি নাহি যায় গৃহে ফিরি
পরাজয়ে জাগে তার অন্তরে বেদন॥
রুক্মিণীরে নারায়ণ করিলেন আনয়ন
দ্বারকাপুরীর মাঝে রাজগণে জিনি।
বিবাহের কার্য্য কত হয় সেথা অনুষ্ঠিত
শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ তারে করেন তখনি॥
বিবাহ উৎসব তরে সকলে দ্বারকাপুরে
নানা বেশে আসিতেছে হ'য়ে হৃষ্ট মন।
প্রবেশের দ্বার যত পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত
নারীরা মঙ্গলঘট করিল স্থাপন॥
কদলীর বৃক্ষ আনি করে রোপণ তখনি
পুষ্পমাল্য তদুপরি অতীব শোভন।
পুরবাসিগণ কত গন্ধ ঢালে সুবাসিত
সুগন্ধিতে আমোদিত হইল পবন॥
নৃত্য গীত আদি সব হয় সেথা মহোৎসব
পুরবাসী সকলেই পুলক মগন।
গ্রাম গ্রামান্তর হ'তে আসে সবে ফুল্লচিতে
মিলন উৎসব সেথা করিতে দর্শন॥
দিব্য বসন ভূষণ পরিধানে নারীগণ
হরষিত মনে সবে আসে দ্বারকায়।
মণিময় দিব্য হার আনি তারা উপহার
রুক্মিণীরে অপরূপে সাজায় সেথায়॥

সিংহদ্বার সুশোভিত রহে পুরী সুসজ্জিত
ধ্বজ পতাকাদি করে সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন।
মাঙ্গলিক কুম্ভ কত চিত্র করি নানামত
নারিকেল সহ দ্বারে করিল স্থাপন ॥
রুক্মিণীরে সঙ্গে করি বিরাজেন সেথা হরি
দ্বারকাবাসীরা হেরি পুলকে মগন।
মনের বেদনা যত হয় ত্বরা অপগত
সবার বাসনা যাহা হইল পূরণ ॥
অপূর্ব্ব এ ধর্ম্মকথা ভক্ত তরে এই গাথা
ত্রিতাপ যে নাশে ইহা অতি সুখময়।
তাই বলি জনগণ কর শ্রবণ পঠন
কর্ম্মফল মন্দ যাহা হবে ত্বরা ক্ষয় ॥

প্রদ্যুম্নের জনমকথা ও শম্বরাসুর বধ

শুকদেব মুনি কন শোন তুমি হে রাজন
প্রদ্যুম্নের জন্মকথা কব এসময়।
ছিল জনম পূর্ব্বেতে বাসুদেব দেব হ'তে
রুদ্রকোপে দেহ তবে ভস্মীভূত হয়॥
কামদেব পূর্ব্বনাম রহে দেহটী সুঠাম
রূপে তার সম্মোহিত হোত নারীগণ।
কৃষ্ণবীর্য্যে সমুদ্ভূত পুনঃ তিনি আবির্ভূত
রুক্মিণীর গর্ভে তার হয় আগমন॥
প্রদ্যুম্ন নামেতে রয় এইবার পরিচয়
আকৃতি হইল ঠিক কৃষ্ণের মতন।
রূপ যে অতুলনীয় পিতৃসম দর্শনীয়
বলবীর্য্য কৃষ্ণসম হেরে সর্ব্বজন॥
পূর্ব্বকালে কামদেবে সেই দুষ্ট শত্রু ভাবে
শম্বর তাহার নাম দৈত্য সে ভীষণ।
বয়ঃপ্রাপ্ত হ'য়ে পরে প্রদ্যুম্ন অনিষ্ট করে
আশঙ্কায় রহে ভীত দৈত্য অনুক্ষণ॥
মায়ামূর্ত্তি তবে ধরি নিল সে শিশুরে হরি
বয়ঃকাল ছিল তার ন্যূন দশদিন।
চুরি করি তারে ফেলে গভীর সাগর জলে
অতঃপর গৃহে ফেরে সেই দৈত্য হীন॥

সাগরে নিক্ষিপ্ত যবে বৃহৎ এক মৎস্য তবে
নিমেষে করিল গ্রাস দেহটী তাহার।
ধীবরেরা সেইকালে বদ্ধ তারে করি জালে
ধৃত মৎস্য শম্বরেরে দিল উপহার॥
পাকশালে পাচকেরা গমন করিল ত্বরা
বিশাল সে মৎস্যটীরে লইয়া তখন—
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে সে মৎস্যেরে যখন কর্ত্তন করে
সুদৃশ্য বালক তাহে হয় দরশন॥
মায়াবতী সেসময় পাকেতে নিযুক্ত রয়
শম্বর দৈত্যের গৃহে করিত রন্ধন।
পাচকেরা শিশুটীরে মায়াকে অর্পণ করে
ফুল্লচিতে বালা তারে করিল গ্রহণ॥
অতি স্নেহ সহকারে শিশুরে যতন করে
কামদেব জ্ঞানে তারে করিছে পালন।
করি তারে দরশন যবে তার মুগ্ধ মন
নারদের সেইক্ষণ হয় আগমন॥
শিশুর জন্মবৃত্তান্ত কন মুনি আদ্যোপান্ত
শুনি মায়া জ্ঞাত ইনি কামদেব হন।
অসুর কেমনে হরে মৎস্য যে ভক্ষণ করে
সকল বৃত্তান্ত বালা করিল শ্রবণ॥
মায়ার নিকটে আসি নারদ কহেন হাসি
তব পতি হয় এই কৃষ্ণের তনয়।
অতি যত্ন সহকারে মায়া তুমি পাল তারে
কভু যেন শুশ্রূষার ত্রুটী নাহি হয়॥

শিশু পড়িল যৌবনে মায়াবতী মুগ্ধ মনে
অপরূপ রূপে তার বিচলিত মন।
করি ইহা দরশন প্রদ্যুম্ন বিস্মিত হন
কহেন মায়ারে তবে করি সম্বোধন ॥
একি কার্য্য বিপরীত না হয় ইহাতে হিত
মোর প্রতি কেন তব হেন আচরণ।
কেন এই ব্যবহার কি হয় কারণ তার
সবিস্তারে বল মোরে যত বিবরণ ॥
করি শম্বর হরণ করে সাগরে ক্ষেপণ
সেসময় তুমি অতি ছোট শিশু ছিলে।
তবে ত্বরা মৎস্য আসি তোমারে লইল গ্রাসি
ধৃত হয় সেই মৎস্য ধীবরের জালে ॥
মৎস্যটি কৰ্ত্তিত যবে বাহিরিলে তুমি তবে
রূপে তব দীপ্ত হয় সেথা চারিধার।
সযতনে পালিবারে দিল তোমা মোর করে
এভাবে তোমারে আমি পাই পুনর্ব্বার ॥
অজেয় শম্বরাসুর হয় অত্যন্ত চতুর
নানাবিধ মায়াজাল করিতে সে জানে।
অতএব শোন নাথ রহি তুমি মোর সাথ
মায়াময় বিদ্যা শিক্ষা কর সুনিপুণে ॥
হারাইয়া পুত্র নব কাঁদিছে জননী তব
অন্তর ব্যাকুল তার, করে হাহাকার।
মায়ার শকতি দ্বারা অসুরে জিনিবে ত্বরা
নিশ্চয় শত্রুরে তুমি করিবে সংহার ॥

মায়াবতী প্রদ্যুম্নেরে অতি যত্ন সহকারে
মায়াবিদ্যা যাহা কিছু করিল প্রদান।
শিক্ষা লভি অবশেষে দৈত্যের নিকটে আসে
কটু বাক্য কন দৈত্যে গিয়া তার স্থান॥
কলহের উৎপাদন করে প্রদ্যুম্ন তখন
করিবারে সেথা রণ করিয়া মনন।
উপহাস করি তারে কন কথা হেলাভরে
কহিলেন দৈত্যে বহু কর্কশ বচন॥
ক্রোধে শত্রুর তখন হয় আরক্ত লোচন
লইল সে করে অস্ত্র করিবারে রণ।
সেই অসুর ভীষণ গদা করিয়া ধারণ
প্রদ্যুম্নের'পরে করে বেগেতে ক্ষেপণ॥
প্রদ্যুম্ন যে মায়াবলে অস্ত্র যত কাটি ফেলে
শত্রু প্রতি নিজ অস্ত্র হানে ক্রোধভরে।
শম্বরেরে দৈত্য ময় অন্তর্দ্ধান বিদ্যা কয়
তাহার প্রভাবে সে যে অদৃশ্য এবারে॥
শম্বর প্রবেশ করে ঘন মেঘের ভিতরে
কেহ আর নাহি পায় তাহার দর্শন।
শূন্যমার্গ হ'তে কত শিলা ফেলে অবিরত
বারিধারা ন্যায় তাহা হইল বর্ষণ॥
তবু রুক্মিণী নন্দন বিচলিত নাহি হন
নিবারণ লাগি তিনি করেন চিন্তন।
সর্ব্বমায়া বিনাশিনী মায়াবিদ্যা যত জানি
করিলেন দৈত্য'পরে প্রয়োগ তখন॥

দৈত্যবর অতঃপর হ'য়ে ক্রোধিত অন্তর
পিশাচী রাক্ষসী আদি মায়া প্রকাশয়।
তবু তারে নাহি পারে পরাজিত করিবারে
তার যত মায়াখেলা সব নষ্ট হয়॥
প্রদ্যুম্ন ক্রোধিত হ'য়ে তীক্ষ্ণ অসি করে ল'য়ে
শম্বর দৈত্যের পরে করিল ক্ষেপণ।
ব্রহ্ম অস্ত্রে সেসময় দৈত্যের নিধন হয়
শির তার ভূমে লোটে হইলে ছেদন॥
করি ইহা দরশন স্বর্গ হ'তে দেবগণ
প্রদ্যুম্নে প্রশংসা করি করেন স্তবন।
পুষ্প কত সেইক্ষণ করিলেন বরিষণ
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাদ্য বাজিল তখন॥
বধ করি শম্বরেরে প্রদ্যুম্ন তাহার পরে
রতি সহ দ্বারকায় উপনীত হন।
সহসা দোঁহারে যবে পুরবাসী হেরে সবে
অত্যন্ত পুলকে তারা হইল মগন।
বিজলী চমক যথা মেঘের ভিতরে তথা
ভার্য্যাসহ প্রদ্যুম্নের হয় আগমন।
বাহু আজানুলম্বিত পীতবাস পরিহিত
সে রূপেতে বিমোহিত হয় সবজন॥
অলকে আবৃত মুখ হেরি মনে জাগে সুখ
তাহে তাহা হাস্যযুক্ত অতীব শোভন।
সেথা পুরনারীগণ করি তাঁরে দরশন
লজ্জিত হইয়া গৃহে করে পলায়ন॥

সুনিপুণে নারীগণ করি তারে নিরীক্ষণ
না হেরি শ্রীবৎসচিহ্ন করিল চিন্তন।
কৃষ্ণ নন তো এজন তবে ইনি কেবা হন
কোথা হ'তে এবে এঁর হয় আগমন॥
নিকটে আসিয়া তারি হেরে তারে যত নারী
বিস্মিত তখন সবে করি দরশন।
এইজন কেবা হন না বুঝিল কোনজন
রুক্মিণী সম্মুখে তায়, করে আগমন॥
হেরে যবে প্রদ্যুম্নেরে বালা ব্যাকুল অন্তরে
মধুমাখা বুলি শুনি মুগ্ধ তার মন।
অতি স্নেহ জাগি পরে স্তন হ'তে দুগ্ধ ঝরে
অপহৃত পুত্র স্মৃতি হইল স্মরণ॥
চিন্তে বালা সেইক্ষণ ভাগ্যবতী কোনজন
হেন পুত্রে গর্ভে তার ক'রেছে ধারণ।
এ যে সুন্দরী অনন্যা কাহার বা এই কন্যা
কোথা হ'তে ইহাদের হয় আগমন॥
হরি লন পুত্রে যিনি নাহি জানি কেবা তিনি
অন্বেষণ করি কত না পাই সন্ধান।
যদি রহে সে জীবিত হবে বয়স এইমত
অনুরূপ রূপ তার হয় অনুমান॥
গর্ভজাত পুত্র-কথা মনে জাগে রহি সেথা
তবে তার হৃদি হয় স্নেহে বিগলিত।
বসুদেব দেবকীরে ল'য়ে কৃষ্ণ কিছু পরে
ফুল্ল চিতে সেইস্থানে হন উপনীত॥

স্বর্গ হ'তে দেবঋষি সহসা সেথায় আসি
প্রদ্যুম্নের জন্মকথা করেন বর্ণন।
করে শম্বর হরণ পরে সাগরে ক্ষেপণ
কহিলেন সমুদয় যত বিবরণ॥
দ্বারকাবাসীরা সবে বিস্মিত হ'লেন তবে
জ্ঞাত যবে সেথাকার ঘটনা সকল।
বহুকাল পরে হেরি অপহৃত পুত্রে তারি
রুক্মিণীর হৃদি হয় আনন্দে বিহ্বল॥
পাইয়া পুত্রের সঙ্গ পুলকে পূরিত অঙ্গ
ভাবে বালা ভাগ্য তার পুনঃ আগমন।
ডাকি নিকটে বধূরে রুক্মিণী আদর করে
অপরূপ রূপ হেরি পুলকিত মন॥
সেথা যত জনগণ সবার প্রফুল্ল মন
পাইয়া প্রদ্যুম্নে কাছে কৃষ্ণের তনয়।
হেরি রূপ বিমোহন বিমোহিত সবে হন
প্রশান্তি জাগিয়া হৃদি হয় মধুময়॥
পুণ্য রহিলে সঞ্চিত ফল মিলিবে নিশ্চিত
দ্রুতগতি বেদনার হবে অবসান।
শ্রীহরির আরাধনা কর হ'য়ে একমনা
সংসারের জ্বালা হ'তে পেতে পরিত্রাণ॥

স্যমন্তক মণি হরণ, জাম্ববতী ও সত্যভামার বিবাহ

সত্রাজিত নরপতি অপরাধ করি অতি
নিজকন্যা কৃষ্ণ করে করেন অর্পণ।
সত্যভামা নামে কন্যা সে যে সুন্দরী অনন্যা
রূপে তার সবাকার বিমোহিত মন॥
কন রাজা শুকদেবে জ্ঞাত হ'তে সাধ এবে
কি প্রকার অপরাধ হয়েছিল তার।
বিস্তারিয়া সেইকথা তুমি মুনি কহি হেথা
যতেক সন্দেহ মোর ঘুচাও এবার॥
শুকদেব তবে কন শোন তুমি হে রাজন
সূর্য্যের একান্ত ভক্ত সত্রাজিত রন।
আপনার সখাজ্ঞানে সূর্য্য তারে স্নেহ দানে
দিবারাতি সূর্য্যধ্যানে রহে সে মগন॥
সত্রাজিত ভক্ত প্রতি হ'য়ে তবে তুষ্ট অতি
স্যমন্তক মণি তারে করিলেন দান।
মণি পাইয়া যখন করে কণ্ঠেতে ধারণ
সূর্য্যসম তখন সে হয় দীপ্তিমান॥
গলদেশে মণি পরি যায় সে দ্বারকাপুরী
তবে সেথা হয় যেন রবির উদয়।
মণি অতি তেজোময় চতুর্দ্দিক দীপ্ত হয়
দ্বারকানগর তাহে সমুজ্জ্বল রয়॥

সেথা পরিচিত জনে সত্রাজিতে নাহি চিনে
কারণ মণির তেজে দীপ্ত তবে রন।
তাহারা সকলে বলে দিবাকর এইকালে
আপনি আসিয়া হেথা দেন দরশন ॥
রুক্মিণীরে সঙ্গে করি অক্ষক্রীড়া করে হরি
হেনকালে উপনীত সেথা পুরজন।
তারা কহিল তখন শোন তুমি নারায়ণ
আসিয়াছে গৃহে তব প্রদীপ্ত তপন ॥
চরণ পূজন আশে তোমার নিকটে আসে
তুমি যে জগত পতি ভকত জীবন।
একথা শ্রবণ করি সবারে কহেন হরি
কহিতেছি আমি যাহা শোন দিয়া মন ॥
দিবাকর নন ইনি করিয়াছে দীপ্ত মণি
সেকারণে সূর্য্য প্রভা ক'রেছে ধারণ।
পরিচিত সত্রাজিত হইয়াছে উপস্থিত
কহিলাম আমি এবে সার বিবরণ ॥
বিপ্রে ডাকি সে মণিরে সত্রাজিত পূজা করে
পবিত্র করিতে গৃহ করে অনুষ্ঠান।
মণি অতি সযতনে রাখে দেবতা ভবনে
ভক্তিভরে সেথা তারে প্রতিষ্ঠা করান ॥
সেথায় উজ্জ্বলবর্ণ নিত্য অষ্টভার স্বর্ণ
প্রসব করিতে থাকে স্যমন্তক মণি।
রহিবে এ-মণি যথা না রবে দুর্ভিক্ষ তথা
গ্রহপীড়া, মারীভয় কাটিবে তখনি ॥

মনঃপীড়া সর্পভয় সেসময় নাহি রয়
দৈত্য আর চৌর্য্যভয় হয় দুরীভূত।
বসুন্ধরা ধান্যে ধনে পরিপূর্ণ মণি-গুণে
অমঙ্গল যাহা রয় বিনাশে ত্বরিত ॥
সত্রাজিত কাছে মণি শোভা নাহি পায় জানি
তাহার নিকটে মণি চান জনার্দ্দন।
প্রসেনের কাছে তারে সেসময় রাখিবারে
মনস্থ করেন তবে নন্দের নন্দন ॥
অর্থ লোভে হতজ্ঞান মণি না করে প্রদান
ভগবদ্ আজ্ঞা সে যে করিল লঙ্ঘন।
মৃদুভাষে নরপতি কহে তবে কৃষ্ণ প্রতি
এ মণি ভ্রাতারে দিব করিনু মনন ॥
মণি করিয়া ধারণ মৃগয়ার্থ সেইক্ষণ
প্রসেন অশ্বের পৃষ্ঠে করিল গমন।
সেথা নিবিড় কাননে সিংহ হেরিয়া প্রসেনে
করে ত্বরা আক্রমণ নিধন কারণ ॥
অশ্ব সহ কিছু পরে হত্যা করি সিংহ তারে
মণি ল'য়ে গুহা মাঝে প্রবেশে তখন।
ইতিমধ্যে জাম্ববান ত্বরা গিয়া সেইস্থান
নিমেষে সিংহের প্রাণ করিল হরণ ॥
হ'লে সিংহের মরণ জাম্ববান সেইক্ষণ
স্যমন্তক মণি নিজে করিয়া গ্রহণ—
পুত্রে ক্রীড়া করিবারে সেই মণি দিল তারে
গিরি গুহা মাঝে যথা আপন ভবন ॥

তদবধি অদর্শনে স্বীয় ভ্রাতা সে প্রসেনে
ভ্রাতৃশোকে সত্রাজিত মুহ্যমান হন।
মনে তার সেসময় সন্দেহ উদয় হয়
তাই সব বিচার সে হারায় তখন॥
ব্যথিত মনে সে বলে শ্রীহরি এখন ছলে
স্যমন্তক মণি নিজে ক'রেছে হরণ।
দিয়া মণি গলদেশে যবে কাননে প্রবেশে
তখন প্রসেনে কৃষ্ণ করে নিরীক্ষণ॥
মণি লোভে প্রসেনেরে বনমাঝে হত্যা করে
আত্মসাৎ করে হরি হইলে মরণ।
আমার নিকটে চায় তবু তাহা নাহি পায়
তাই তারে মণি লাগি ক'রেছে নিধন॥
এ হেন কলঙ্ক আসি শুনিয়া দ্বারকাবাসী
স্তম্ভিত হইল তবে সেথা সবজন।
এই কটূক্তি যখন শুনিলেন জনার্দ্দন
অত্যন্ত লজ্জিত তিনি হন সেইক্ষণ॥
জনগণ ল'য়ে সাথে নামিলেন হরি পথে
প্রসেনেরে সেসময় করিতে সন্ধান।
অপযশ ঘুচাইতে প্রতিষ্ঠিত পুনঃ হ'তে
বনমাঝে দ্রুতগতি তবে তিনি যান॥
প্রবেশেন বনে যবে হেরিলেন হরি তবে
রহিয়াছে প্রসেনের মৃত কলেবর।
সেইস্থানে অশ্বে পরে পাইলেন দেখিবারে
প্রাণ শূন্য আছে তাহা ভূমির উপর॥

তবে দূরে গিরি 'পরে হেরে সিংহ আছে প'ড়ে
ঋক্ষরাজ জাম্ববান ক'রেছে নিধন।
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গীগণ করি ইহা দরশন
ব্যথিত হইল সবে, ভীত হয় মন॥
গিরির বাহিরে তবে সঙ্গীগণে রাখি সবে
গুহামাঝে প্রবেশেন একা জনার্দ্দন।
হেরিলেন সেথা আসি জাম্ববান-পুত্র বসি
মণি ল'য়ে নিজ মনে করিছে ক্রীড়ন॥
মণি নিতে ইচ্ছা করি শিশু-কাছে যান হরি
হেরি তাঁরে মাতা তার করিল চীৎকার।
সে শব্দ শ্রবণ করি জাম্ববান ত্বরা করি
শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে হয় আগুসার॥
ক্রোধে কাঁপে হৃদি তার তাই হারায় বিচার
নিকটে যে নারায়ণ না রহে স্মরণ।
পূর্ব্বে রাম অবতারে শ্রেষ্ঠ ভক্ত কয় তারে
ভুলি তাহা প্রস্তুত সে করিবারে রণ॥
শ্যেনপক্ষী পরস্পরে যেমন বিবাদ করে
একমাত্র কথঞ্চিত মাংসের কারণ—
জাম্ববান, জনার্দ্দন যুদ্ধে প্রবৃত্ত তেমন
স্যমন্তক সেই মণি করিতে গ্রহণ॥
করে তারা দুইজনে মল্লযুদ্ধ সেইস্থানে
সম দোঁহে তাই কারো না হয় পতন।
তবে তারা পরস্পরে পাষাণ নিক্ষেপ করে
গদা, বৃক্ষ ল'য়ে রণ করিছে ভীষণ॥

মুষ্টি প্রহারের দ্বারা আঘাত করিছে তারা
অষ্টাবিংশতি দিবস চলে এই রণ।
কৃষ্ণ যবে মারে বক্ষে আঁধার হেরিয়া চক্ষে
ঋক্ষরাজ করে তবে রুধির বমন॥
হীনবল জাম্ববান এবে কম্পিত পরাণ
বাজিল বিষম ব্যথা অন্তরে তখন।
দেহ হ'তে ঘর্ম্ম ঝরে মুখে নাহি বাক্য সরে
অকুল সাগরে তার হইল পতন॥
চিন্তে তবে নিজ মনে যুঝিতেছি কার সনে
ব্যথিত করিল মোরে তিনি কোনজন।
তাঁহারে জিনিতে পারে হেন শক্তি কেবা ধরে
ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি আছে যত দেবগণ॥
নত হ'য়ে সে তখন কৃষ্ণে করে নিবেদন
জ্ঞাত প্রভু তুমি বিষ্ণু জগতের প্রাণ।
অন্তর্য্যামী হও তুমি তোমার চরণে নমি
বিশ্বের মঙ্গল কর তুমি ভগবান॥
সৃজন পালন করি রক্ষিতেছ জীবে হরি
সংহার মূরতি কভু করিছ ধারণ।
পুরুষ প্রধান তুমি অপরাধ ক্ষম স্বামী
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রভু তুমি একজন॥
কণামাত্র ক্রোধে তব কম্পিত যে মহার্ণব
ছাড়ি দেয় পথ তোমা সাগর আপনি।
রাবণ নিধন হেতু বান্ধিয়া সাগর সেতু
নাশিলে লঙ্কায় তারে সবংশে তখনি॥

বানরে লইয়া পরে উদ্ধারিলে জানকীরে
হও তুমি সেই রাম ওহে মহামতি।
আমি যে অবোধ অতি দাও প্রভু শুভমতি
সদা যেন হৃদে রহে তোমার মূরতি॥
শ্রবণে তাহার স্তুতি হ'য়ে হরি তুষ্ট অতি
পদ্মহস্ত দেহে তার বুলান তখন।
সে স্পর্শে বেদনা যত ত্বরিত হইল গত
অন্তরে প্রশান্তি তাতে হয় জাগরণ॥
সেথা তবে জনার্দ্দন মৃদুভাষে তারে কন
শোন তুমি কেন মোর হেথা আগমন।
সিংহে করিয়া নিধন মণি করেছ হরণ
তোমার নিকটে এবে আসি সে কারণ॥
মণি লাগি মোর হেথা অপবাদ হয় বৃথা
অপযশ যাহা মোর করিব খণ্ডন।
মণি হরণ কারণ জানাইব বিবরণ
সমাজে প্রকৃত যাহা হবে প্রকাশন॥
জাম্ববান সে বচনে হ'য়ে অতি তুষ্ট মনে
কন্যা জাম্ববতী কৃষ্ণে করে সমর্পণ।
যৌতুকেতে দিল আনি স্যমন্তক সেই মণি
পাইয়া সে রত্ন কৃষ্ণ পুলকিত হন॥
এ দিকে দ্বারকাবাসী গুহার সমীপে বসি
দ্বাদশ দিবস-তক রহে প্রতীক্ষায়।
না হেরি শ্রীকৃষ্ণে তবে অন্তরে বিমর্ষ সবে
অগত্যা আপন বাসে তারা ফিরে যায়॥

গিরিগুহা হ'তে যবে না আসেন হরি তবে
দ্বারকাবাসীরা হয় শোকেতে মগন।
বসুদেব দেবকীরে এ বার্ত্তা কহিলে পরে
শোকাকুল হ'য়ে তারা করেন রোদন॥
রুক্মিণী একথা শুনি জ্ঞানহারা হয় ধনী
সম্বিত ফিরিলে শুধু করে হায় হায়।
অতি শোকে সত্রাজিতে দেন গালি কত মতে
মহা দুঃখে হন তিনি উন্মাদের প্রায়॥
বিষাদিত হ'য়ে মন সত্রাজিতে সেইক্ষণ
অভিশাপ দেয় কত দ্বারকার জন।
কেমনে আসিবে হরি অন্তরেতে চিন্তা করি
জ্ঞাতিগণ দুর্গাপূজা আরম্ভে তখন॥
পান যবে ভক্তি-পূজা তুষ্ট হন দশভুজা
সকলের মনোবাঞ্ছা হইল পূরণ।
দুর্গতি নাশিনী মাতা অমঙ্গলে তিনি ত্রাতা
বিপদে স্মরিলে তাঁরে দেন দরশন॥
পরলোকগত যিনি জীবিত হইয়া তিনি
পূর্ব্বদেহ ধরি যদি করে আগমন—
করি তারে দরশন জ্ঞাতিগণ, পরিজন
অতীব পুলকে ত্বরা হন নিমগন॥
সেইরূপ ভগবান মণি করি পরিধান
ভার্য্যাসহ আসিলেন দ্বারকায় যবে—
সেথা বহুদিন পরে হেরি একত্রে দোঁহারে
উল্লসিত হন অতি পুরবাসী সবে॥

সভামাঝে জনার্দ্দন উপনীত যবে হন
সত্রাজিতে করিলেন আহ্বান তখন।
স্যমন্তক সেই মণি যে প্রকারে পান তিনি
তথায় সেকথা হরি করেন বর্ণন।
আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত কহিলেন আদ্যোপান্ত
উগ্রসেন নৃপতির নিকটে তখন।
সত্রাজিত পুনরায় স্যমন্তক মণি পায়
সবার সমক্ষে মণি দেন জনার্দ্দন॥
প্রথমতঃ ভগবান সত্রাজিতে মণি চান
তখন উপেক্ষা করি না করে অর্পণ।
পরে কৃষ্ণে চোর কয় দোষারোপ মিথ্যা রয়
এ সব অন্যায় স্মরি লজ্জিত বদন॥
কৃষ্ণ হ'তে মণি পায় অধোমুখে তবে চায়
অপরাধী মনে গৃহে করে সে গমন।
অনুতাপে তনু দহে সত্রাজিত তবে কহে
অজ্ঞানে করেছি আমি পাপ আচরণ॥
নিতান্ত মূর্খের ন্যায় হয় একার্য্য অন্যায়
হীন হৃদয়ের আমি দিনু পরিচয়।
নিন্দিত করম তার লোভী নামে আখ্যা আর
অপসৃত যাতে হয় সেচিন্তা উদয়॥
যত পাপের ক্ষালন করিতে ব্যাকুল মন
ভাবিছে কেমনে তুষ্ট হবে নারায়ণ।
বিষম বিপদে পড়ি কহে কৃপা কর হরি
ঘুচাও বেদনা প্রভু বিপদ ভঞ্জন॥

সত্রাজিত কৃষ্ণ করে তবে কন্যা দান করে
স্যমন্তক মণি সাথে করিল অর্পণ।
সত্যভামা সেই কন্যা রূপবতী সে অনন্যা
সানন্দে শ্রীকৃষ্ণ তারে করেন গ্রহণ॥
সত্যভামার চরিত্র হয় অতীব পবিত্র
উদারতা হেরি তার সবে মুগ্ধ হন।
শতধন্বাদি অনেকে করে প্রার্থনা কন্যাকে
উপেক্ষি সবে সে করে শ্রীকৃষ্ণে বরণ॥
তবে প্রাপ্ত সেই মণি নাহি লন চক্রপাণি
সত্রাজিতে প্রত্যর্পণ করি তবে কন—
সূর্য্যদত্ত এই মণি সূর্য্যভক্ত তুমি জানি
তোমার নিকটে ইহা থাকুক এখন॥
ভ্রাতৃহীন পত্নী মম আমি তব পুত্রসম
ভবিষ্যতে এ রতন মিলিবে আপনি।
এবে নাহি প্রয়োজন বাঞ্ছা না করি এখন
হৃষ্টচিত্তে ভোগ কর স্যমন্তক মণি॥
ধন রত্ন দিয়া হরি দেখেন পরীক্ষা করি
কতদূর উদারতা তার মাঝে রয়।
সত্রাজিতে চাহি মণি হৃদি দেখে নীলমণি
লোভ জাগি মনে তবে সব ভুল হয়॥
রিপু করি বুদ্ধিনাশ পরে করে সর্ব্বনাশ
বিষম এ অরি হ'তে হও সাবধান।
স্মর যদি ভগবানে সুবুদ্ধি জাগিবে মনে
মহাশত্রু হ'তে তবে পাবে পরিত্রাণ॥

সত্রাজিত বধ, কৃষ্ণদ্বারা শতধন্বার নিধন, অক্রূরের পলায়ন ও পুনঃ দ্বারকায় আগমন।

দুর্য্যোধন যুক্তি করি জতুগৃহ শীঘ্র গড়ি
পঞ্চভ্রাতা পাণ্ডবেরে করান প্রবেশ।
কৌশলেতে তিনি তবে কুন্তী আর ভ্রাতা সবে
অগ্নি জ্বালি নিধনের দিলেন নির্দ্দেশ॥
সবার অজ্ঞাতসারে তাহারা পলায় পরে
ছিল যে সুরঙ্গ এক নির্ম্মিত তথায়।
বিদুর এ বুদ্ধি দেয় পঞ্চভ্রাতা তাই যায়
এ ঘটনা জ্ঞাত কৃষ্ণ রহিয়া সেথায়॥
লোকমুখে জনার্দ্দন যবে করেন শ্রবণ
জতুগৃহে কুন্তীসহ পাণ্ডব নিধন—
তবে লইয়া রামেরে চলেন হস্তিনাপুরে
লৌকিক সকল প্রথা করিতে রক্ষণ॥
শোকে সবে মগ্ন সেথা সবার অন্তরে ব্যথা
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি ছিল যতজন।
কহে বিদুর গান্ধারী এ বিপদ কেন হরি
শুনি ইহা কৃষ্ণ তবে শোকান্বিত হন॥
কৃতবর্ম্মা অক্রূরেতে সত্রাজিতে বিনাশিতে
শতধন্বা নিকটেতে করিয়া গমন—
গোপনে তাহারে কন তুমি ত্বরিত এখন
সত্রাজিত হ'তে মণি করিবে হরণ॥

ল'য়ে তুমি সে রতন হেথা কর আনয়ন
মণি লাগি আমাদের লুব্ধ সদা মন।
হস্তিনানগরে হরি গেলে রামে সঙ্গে করি
এ সুযোগে সত্রাজিতে করিও নিধন॥
তাহার কন্যারে নিতে বাঞ্ছা মোরা করি চিতে
সত্রাজিত নিকটেতে করি আবেদন।
সম্প্রদানে অঙ্গীকার করেছিল সেইবার
কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা তার না করে পালন॥
আপনার দুহিতারে সমর্পিয়া কৃষ্ণ-করে
আমাদের অপমান করে বিলক্ষণ।
যদি মার পাপী সবে পাপে নাহি লিপ্ত হবে
কহিলাম ন্যায় কথা তোমারে এখন॥
যদিও শতধন্বার জন্ম যাদব মাঝার
আসুরিক ভাব তবু রহে বর্ত্তমান।
ছিল সে যে পাপমতি কুকার্য্যেতে সদা মতি
সে কারণে হইয়াছে ক্ষীণ তার প্রাণ॥
অক্রূরের পরামর্শে মতিভ্রম হ'য়ে শেষে
সত্রাজিতে বধিবারে করিয়া চিন্তন—
নিশীথে সে যেসময় নিদ্রামগ্ন গৃহে রয়
শতধন্বা, মণি লোভে করিল নিধন॥
আকস্মিক হত্যাকাণ্ড হয় সেথা লণ্ড ভণ্ড
পত্নীগণ আসি করে ভীষণ চিৎকার।
অনাথা হইয়া সবে হাহাকারে কাঁদে তবে
রহে অতি শোকান্বিত অন্তর সবার॥

যেমন নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করে পশু সবে
সত্রাজিতে করিয়াছে সেভাবে নিধন।
শতধন্বা বধি তারে মণি ল'য়ে তারপরে
কৃতবর্ম্মা নিকটে সে করিল গমন॥
নৃশংস হত্যার কথা সত্যভামা শুনি সেথা
অতি শোকে হয় তার ভূতলে পতন।
কাঁদি কহে, দুঃখে ফেলি কোথা পিতা গেলে চলি
বক্ষে করে করাঘাত পিতার কারণ॥
শেষে বালা ধৈর্য্য ধরি নিজ মনে চিন্তা করি
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি নাহি করে সম্পাদন।
তৈল-কটাহে পিতারে রাখি যত্ন সহকারে
হস্তিনানগরে একা করিল গমন॥
ক্রমে সেথা উপনীত রহি অতি শোকান্বিত
পতিরে পিতার মৃত্যু করিল জ্ঞাপন।
ব্যাকুল অন্তরে অতি কাঁদিয়া কহিল সতী
শতধন্বা করিয়াছে পিতারে নিধন॥
বলরাম জনার্দ্দন দুজনা সর্বজ্ঞ হন
তবু তারা করিলেন লোক আচরণ।
নিষ্ঠুর এ মৃত্যুবাণী রাম কৃষ্ণ দোঁহে শুনি
ব্যথিত হ'লেন অতি, সজল নয়ন॥
পত্নীসহ তবে হরি আর রামে সঙ্গে করি
উপনীত হন ত্বরা দ্বারকা ভবন।
শতধন্বার হরি প্রাণ ল'বে মণি ভগবান
আপন অন্তরে ইহা করেন চিন্তন॥

শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় শতধন্বা জ্ঞাত হয়
মৃত্যুভয়ে তবে তার জাগিল কম্পন।
কৃতবর্ম্মা-নিকটে সে গমন করিল শেষে
সেসময় রক্ষিবারে আপন জীবন॥
করি সাহায্য কেমনে বৈরী হবে কৃষ্ণসনে
রাম কৃষ্ণ প্রতিকূলে না যাব কখন।
কৃষ্ণের বিপক্ষে গেলে শুভফল নাহি ফলে
হবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বল কোনজন॥
কংস রহে বলবান তবু নাহি পায় ত্রাণ
বিরুদ্ধাচরণ করি রাজ্যভ্রষ্ট হন।
অতিশয় হেলাভরে জনার্দ্দন বধি তারে
ভ্রাতা সহ অনুচরে করেন নিধন॥
শক্তিমান জরাসন্ধ ক্রোধবশে হ'য়ে অন্ধ
রাম কৃষ্ণ সাথে শেষে করে মহা রণ।
যুদ্ধে সপ্তদশ বার হয় তবে তার হার
সৈন্য মরে একাকী সে করে পলায়ন॥
শতধন্বা অক্রূরেরে সাহায্য প্রার্থনা করে
কিন্তু সে তাহার বাক্য না করে শ্রবণ।
কহে তবে স্ব-ইচ্ছায় সাগরে কে ঝাঁপ দেয়
আপনি করে কি কেহ গরল ভক্ষণ॥
শতধন্বা এইবার শোন বচন আমার
সৃষ্টি স্থিতি লয়কারী দেব জনার্দ্দন।
গোবর্দ্ধন পর্ব্বতেরে যেইজন করে ধরে
তাঁহার বিপক্ষে যাবে বল কোনজন॥

তিনি অনাদি অনন্ত কেহ নাহি পায় অন্ত
পরম কারণ হরি জগতের সার।
নির্ব্বিকার অন্তর্য্যামী এ বিশ্বের যিনি স্বামী
তাঁর পদে কোটী কোটী প্রণাম আমার॥
শতধন্বা প্রাণভয় যবে অতি ভীত হয়
অশ্বে ত্বরা আরোহি সে করে পলায়ন।
অক্রূরের কাছে মণি রাখে সে গোপনে আনি
কহে তারে রাখ ইহা করিয়া যতন॥
রাম কৃষ্ণ সেইক্ষণ রথে করি আরোহণ
করেন শতধন্বার পশ্চাদ-ধাবন।
চলি অশ্ব দ্রুত গতি পরিশ্রান্ত হয় অতি
তবে সে ভূমিতে পড়ি হারায় জীবন॥
পদব্রজে সে তখন শীঘ্র করে পলায়ন
ক্রোধভরে পাছু তার ধায় জনার্দ্দন।
হরি স্বীয় চক্রদ্বারা কাটি তার শির ত্বরা
নিমেষে শতধন্বারে করেন নিধন॥
কাছে তার নাই মণি জানি মনে চক্রপাণি
রামের নিকটে তবু করিলেন ছল।
শতধন্বা-বস্ত্রান্তরে সন্ধান করিয়া পরে
করেন চেষ্টার ভাণ, না হন সফল॥
না পাইয়া সেই মণি তবে রামে কন তিনি
বৃথাই শতধন্বারে ক'রেছি নিধন।
সঙ্কর্ষণ কৃষ্ণে কন শোন তুমি জনার্দ্দন
নিশ্চয় এ মণি কেহ করেছে গোপন॥

দ্বারকা গমন করি সন্ধান করিও তারি
তথা নাহি যাব আমি করিনু মনন।
বিদেহের রাজা যথা এবে আমি যাব তথা
মিথিলা নগর সেই জনক ভবন।
যবে রাম উপনীত রাজা করেন স্বাগত
বসিতে দিলেন তারে দিব্য সিংহাসন।
তবে তিনি নিজে তারে পূজিলেন সমাদরে
জনগণ সেথা কত করে সম্ভাষণ॥
ব্যবহারে সঙ্কর্ষণ অতিশয় তুষ্ট হন
তাই সেথা কিছুকাল করিলেন বাস।
সে সুযোগে দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের নন্দন
গদাযুদ্ধ শিক্ষা করে বলরাম পাশ॥
এসময় ভগবান দ্বারকাপুরীতে যান
প্রিয়তমা সত্যভামা-ইচ্ছা অনুসারে।
উপনীত যবে সেথা শতধন্বা-মৃত্যুকথা
কহিলেন বিস্তারিয়া তবে পরিবারে॥
মণি অপ্রাপ্তির কথা জ্ঞাত তবে সতী সেথা
শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনি কাহিনী সমস্ত।
জ্ঞাতি আর বন্ধুগণ শ্রাদ্ধ করে সমাপন
সত্রাজিত-কার্য্য যাহা রহে অসমাপ্ত॥
সেথা শুনিল যখন শতধন্বার জীবন
তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা কৃষ্ণ করেছে হরণ।
তবে ষড়যন্ত্রকারী নিজেদের মনে করি
অক্রুর ও কৃতবর্ম্মা করে পলায়ন॥

অক্রুর শ্বফল্ক-পুত্র রাস তার রহে যত্র
প্রয়োজন মত সেথা হয় বরিষণ।
দুঃখ যত অপগত চিরশান্তি বিরাজিত
অকালে কাহারো কভু না হয় মরণ॥
যবে সে দ্বারকা ছাড়ি দূরদেশে দেয় পাড়ি
বহু ক্লেশ পায় সেথা দ্বারকানিবাসী।
প্রজাগণ সেথা যত ভোগে ব্যাধি নানামত
অকাল মৃত্যুতে লোক মরে রাশি রাশি॥
অনাবৃষ্টি চৌর্য্যভয় অরিষ্ট সমূহ হয়
প্রাণিগণ অনুক্ষণ রহে উপদ্রবে।
মানসিক ব্যাধি যত পীড়া দেয় অবিরত
চতুর্দ্দিকে অমঙ্গল, ভীত রহে সবে॥
বরষার অভাবেতে শস্য নাহি কোন ক্ষেতে
উপবাসে কাটাইছে সেথা প্রজাগণ।
দেশবাসী সেথা যত শোকে দুঃখে মর্ম্মাহত
লোলজিহ্বা বিস্তারিয়া গ্রাসিছে মরণ॥
নাই মণি দ্বারকায় তাই সবে কষ্ট পায়
অক্রূরের কাছে আছে মণি বর্ত্তমান।
কন হরি ভক্তগণে আন মণি এইস্থানে
চতুর্দ্দিকে নানামত করিয়া সন্ধান॥
কাশীদেশে অনাবৃষ্টি নাশিবারে দেবসৃষ্টি
শ্বফল্ককে কাশীপতি করে আনয়ন।
স্বীয় দেশে আনি তারে তবে কন্যা গান্দিনীরে
যৌতুক সহিতে তিনি করেন অর্পণ॥

বিবাহ সমাপ্তি শেষে সর্ব্বত্রই সেই দেশে
হইল পর্য্যাপ্ত তবে বারি বরিষণ।
কেহ আর অন্নাভাবে নাহি হয় ক্লিষ্ট তবে
মানবের কষ্ট যত হয় নিবারণ॥
শ্রীকৃষ্ণের দূত মুখে অক্রূর শুনিয়া সুখে
যথা শীঘ্র দ্বারকায় হন উপনীত।
সম্মানাদি কৃষ্ণ কত করি তারে যথোচিত
মিষ্ট বাক্য কন তবে হ'য়ে পুলকিত॥
করি তারে সম্বোধন কহিলেন জনার্দ্দন
সত্য কহ হে অক্রূর আমার সকাশে।
অনুমান হয় এবে সত্রাজিত হত যবে
দেয় তবে শতধন্বা মণি তব পাশে॥
অষ্ট ভার প্রতিদিনে স্বর্ণ জন্মে তার গুণে
জ্ঞাত আমি বিলক্ষণ যত বিবরণ।
মণি যে তোমার কাছে সুরক্ষিত রহিয়াছে
দানের সামর্থ্য তাই হ'য়েছে এখন॥
সত্যভামা-পুত্রগণ করে পিণ্ড সমর্পণ
মাতামহ সত্রাজিত উদ্দেশ্যে তখন।
সম্পত্তির অধিকারী দৌহিত্রেরা হয় তারি
সত্রাজিত নৃপতি যে অপুত্রক রন॥
এ মণি ধার্ম্মিকজন ধারণে সমর্থ হন
নাহি পারে রাখিবারে ইহা সাধারণ।
সত্যভামা-পুত্রগণ মণি না পায় তখন
যদিও এ স্যমন্তক তাহাদেরি ধন॥

স্থবর্ণ বেদিকাপরি সুষ্ঠুভাবে যজ্ঞ করি
করেছ অক্রূর তুমি সবে চমৎকৃত ।
হেরি এত অনুষ্ঠান হয় মোর অনুমান
তোমার নিকটে মণি আছে সুরক্ষিত ॥
বন্ধু সমক্ষে এখন মণি করাও দর্শন
রহিয়াছে উৎকণ্ঠিত হেথা সরজন ।
কহিল সে বাক্য মানি স্যমন্তক মণি আনি
সবার সম্মুখে হরি দেখাব এখন ।
করি অক্রূর প্রণতি আনে মণি শীঘ্রগতি
এতক্ষণ বস্ত্রান্তরে ছিল লুক্কায়িত ।
সমুজ্জ্বল মণিখানি সূর্য্য সম তারে গণি
দরশন করি ইহা সবে চমকিত ॥
কিছু পরে সেই মণি বাসুদেবে দেয় আনি
সূর্য্য-প্রভা সম তাহা উজ্জ্বল বরণ ।
সঙ্কর্ষণ আদি যারা জ্ঞাতি বর্গ রন তারা
স্যমন্তক মণি সেথা করে দরশন ॥
অপবাদ মিথ্যা যাহা আর নাহি রহে তাহা
সে মণি অক্রূরে হরি করে প্রত্যর্পণ ।
তাহার অন্তর শেষে আনন্দ সাগরে ভাসে
কৃষ্ণের করুণা স্মরি সজল নয়ন ॥
স্যমন্তক উপাখ্যান শ্রবণে শীতল প্রাণ
অপবাদ যাহা কিছু হয় বিনাশন ।
এই বিশ্ববিধাতার লীলা বোঝে সাধ্য কার
ধরাধামে রহিয়াছে যত ভক্তজন ॥

ভাগবত শাস্ত্রকথা অপরূপ সুধাগাথা
রসের সাগর ইহা মধুর আলয়।
পরীক্ষিত একমনে বিবরণ যত শোনে
শুকদেব এই বাণী কন যেসময়॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত কালিন্দী, নাগ্নজিতী, লক্ষণা প্রভৃতি সহস্র কন্যার বিবাহ।

হইয়াছে জনরব পাণ্ডবেরা মৃত সব
জতুগৃহে অগ্নিদগ্ধ করে দুর্য্যোধন।
কহে সবে কিছু পরে পাণ্ডবেরা নাহি মরে
দ্রুপদ রাজার গৃহে র'য়েছে এখন॥
পঞ্চভ্রাতা পাণ্ডবেরে দরশন করিবারে
ইন্দ্রপ্রস্থে ত্বরা কৃষ্ণ করেন গমন।
সুদীর্ঘ সে পথশেষে উপনীত অবশেষে
সাত্যকি প্রভৃতি সবে তাঁর সঙ্গে রন॥
হেরি তবে বাসুদেবে হরষিত হন সবে
করিলেন সমাদরে তাঁরে সম্ভাষণ।
প্রেমে করি আলিঙ্গন দেন বসিতে আসন
নিষ্পাপ হইল যেন করি পরশন॥
হেরি কৃষ্ণে পাণ্ডবেরা আনন্দেতে আত্মহারা
অপলকে সবে তাঁরে করে দরশন।
মৃত দেহে সেইক্ষণ যেন প্রাণ সঞ্চারণ
অন্তরে সঞ্চিত দাহ হয় নির্ব্বাপন॥
যুধিষ্ঠির, ভীমে হরি চরণ বন্দনা করি
করিলেন তাহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন।
সমবয়সী অর্জ্জুনে সম্ভাষেণ আলিঙ্গনে
কৃষ্ণের চরণ পূজে মাদ্রীর নন্দন॥

কৃষ্ণাদেবী অন্তঃপুরে পাইয়া সংবাদ পরে
করিলেন যথোচিত কৃষ্ণে আপ্যায়ন।
কুন্তীপদে কৃষ্ণ পরে নমিলেন ভক্তিভরে
হেরি পৃথা চাঁদ মুখ পুলকে মগন॥
কুন্তীদেবী প্রীতিভরে আলিঙ্গন করি তারে
জিজ্ঞাসেন স্বজনের কুশল তখন।
তারপরে জনার্দ্দন কৃষ্ণা ও কুন্তীরে কন
সবার কুশলবার্ত্তা করিতে জ্ঞাপন॥
দুঃখ কথা অগণন স্মৃতি পটে জাগরণ
কুন্তীদেবী যবে কৃষ্ণে করে দরশন।
কহেন স্নেহের স্বরে আজি বহুদিন পরে
হেরি তোমা কষ্ট যত হয় নিবারণ॥
সংবাদ যা লইবারে যেইদিন অক্রুরেরে
মোদের নিকটে তুমি করিলে প্রেরণ—
তবে যাহা মন্দ রয় ত্বরিত বিনষ্ট হয়
তোমার কৃপাতে এবে শুভ আগমন॥
সকল জীবের বন্ধু তুমি যে করুণাসিন্ধু
ভেদাভেদ নাই তব সবে সমভাব।
তবু ভক্ত যেইজন স্মরে তোমা অনুক্ষণ
তার হৃদে কর বাস, তোমার স্বভাব॥
যুধিষ্ঠির হেনকালে শ্রীকৃষ্ণে সম্বোধি বলে
কত পুণ্য অনুষ্ঠানে তব আগমন।
আমাদের বহু ভাগ্য মিলিল তোমারে অদ্য
ধ্যানে যারে নাহি পান মুনি যোগিগণ॥

কিছুকাল নারায়ণ ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যে রন
তাঁহারে পাইয়া সবে পুলকে মগন।
সকলের দিনে দিনে অনুরাগ বৃদ্ধি মনে
মহানন্দে করে তারা কথোপকথন॥
পার্থসহ জনার্দ্দন রথে করি আরোহণ
মৃগয়ার্থ চলিলেন গভীর কানন।
ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে করে পার্থবীর প্রাণী মারে
মহিষ, হরিণ কত হারায় জীবন॥
বাণে তার মৃত হয় ব্যাঘ্র, শরভ গবয়
খড়্গী শল্লকা আদি নিহত তখন।
মৃতপশু সেইক্ষণ করি কিঙ্কর বহন
যুধিষ্ঠির-নিকটেতে করিল গমন॥
কৃষ্ণার্জ্জুন পরিশ্রান্ত হইবারে তবে শান্ত
যমুনার বারি পান করিবারে যান।
সুনির্ম্মল জলপানে তিরপিত দুইজনে
স্নিগ্ধ বায়ু করে তবে শীতল পরাণ॥
সেথা একাকী রূপসী দরশন দিল আসি
অপরূপ কান্তি তার অতি মনোহর।
যেন অকলঙ্ক শশী ভূমিতলে আছে বসি
সেরূপেতে শ্রীহরির চঞ্চল অন্তর॥
পার্থে তবে জনার্দ্দন নিকটে ডাকিয়া কন
দেখ হেথা কার কন্যা করে বিচরণ।
কেন এই বনে রয় নাহি বুঝি কিবা কয়
মোদের উচিত এবে দিতে দরশন॥

পার্থ তবে কাছে আসি সে কন্যারে কহে হাসি
শোন গো সুন্দরী তুমি বচন আমার।
কোথা তব বাস হয় দেহ আজি পরিচয়
কি কারণে ভ্রমিতেছ কানন মাঝার॥
কহ মোরে সুবদনী সত্য যাহা এবে শুনি
কেন একা এ কাননে কিবা বাঞ্ছা হয়।
যদি ইচ্ছা কোনমত হৃদে তব জাগরিত
আমার নিকটে তাহা কহ সমুদয়॥
শুনিয়া পার্থের কথা কহিল কালিন্দী সেথা
সূর্য্যের তনয়া আমি শোন মহাশয়।
পাইতে অভীষ্ট পতি আচরি তপস্যা অতি
নারায়ণ হবে স্বামী বাঞ্ছা মনে রয়॥
হ'য়ে হরি ফুল্ল মন মোরে করেন গ্রহণ
ইহাই কামনা মোর কহি অতঃপর।
কালিন্দী আমার নাম যমুনার জলে ধাম
সে গৃহ নির্ম্মাণ করে জনক ভাস্কর॥
তখন অর্জ্জুন আসি কৃষ্ণের নিকটে বসি
বিস্তারিয়া কহিলেন যত বিবরণ।
তপস্যা কারণ যত শ্রীকৃষ্ণ হইয়া জ্ঞাত
কন্যায় করান তবে রথে আরোহণ॥
কৃষ্ণ তবে কালিন্দীরে লইয়া হস্তিনাপুরে
কহিলেন যুধিষ্ঠিরে যত বিবরণ।
শ্রীকৃষ্ণের কথামত সেই পুরী নিরমিত
বিশ্বকর্ম্মা গড়ে সেই অপূর্ব্ব ভবন॥

মিত্র-হিত করিবারে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে
করিলেন কিছুকাল সুখে অবস্থান।
সেসময় জনার্দ্দন পার্থের সারথি হন
অগ্নিরে খাণ্ডব বন করিতে প্রদান॥
তুষ্ট হন হুতাশন তাই তিনি সেইক্ষণ
অর্জ্জুনে গাণ্ডীব ধনু করেন প্রদান।
শ্বেত অশ্ব প্রেমভরে ধ্বজা সহ দিয়া তারে
অভেদ্য কবচ শেষে করিলেন দান॥
ক্ষয়হীন তূণ যাহা পার্থে অগ্নি দিয়া তাহা
তারপরে বর্ম্ম আনি করেন অর্পণ।
অগ্নি করি প্রজ্জ্বালন হয় তার তুষ্ট মন
তাহাতে নিমেষে দগ্ধ খাণ্ডব কানন॥
ময় দৈত্য পশুসনে ছিল তবে সেই বনে
বনদাহকালে লয় কৃষ্ণের শরণ।
সেইস্থানে ত্বরা করি অগ্নিমুক্ত করে হরি
পার্থ সাথে হয় তবে সখ্যতা বন্ধন॥
ময় দৈত্য সেথা পরে অর্জ্জুনের তরে গড়ে
অপরূপ সভা এক অতি সুশোভন।
পার্থ পুনঃ দ্বারকায় যুধিষ্ঠিরে কহি যায়
সাথে কৃষ্ণ সাত্যক্যাদি রহে যদুগণ॥
শুভদিনে শুভক্ষণে কৃষ্ণ তবে ফুল্ল মনে
করিলেন কালিন্দীরে সেথায় গ্রহণ।
যবে বিবাহ বন্ধন পিতামাতা দুইজন
আশীর্ব্বাদ করিলেন হ'য়ে হৃষ্ট মন॥

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনি অবন্তী-রাজনন্দিনী
তাঁরে পতি করিবারে করিল মনন।
সে কন্যার ভ্রাতৃদ্বয় অনুবিন্দু, বিন্দু হয়
এ বিবাহে করে তারা আপত্তি জ্ঞাপন॥
রাজাধিদেবীর কন্যা সে যে সুন্দরী অনন্যা
কন্যার মাতা কৃষ্ণের পিতৃষ্বসা হন।
জনার্দ্দন স্বীয় বলে হরি কন্যা সেইকালে
দ্বারকায় আনি তারে করেন গ্রহণ॥
অযোধ্যা রাজ্যেতে রন ধার্ম্মিক ও মহাজন
নগ্নজিত নাম তার কন্যা নাগ্নজিতী।
রহে তাহার সেথায় বৃষ সাতটী সংখ্যায়
মহাবল পরাক্রান্ত বৃষগণ অতি॥
কহে রাজা তার করে সমর্পিব দুহিতারে
বৃষগণে নিগৃহীত করিবে যেজন।
রাজগণ সেথা যত স্বয়ম্বরে সমবেত
পরাস্ত করিতে বৃষে অসমর্থ হন॥
কন্যালাভ বৃষজয় শুনি কৃষ্ণ সেসময়
অযোধ্যা নগরে ত্বরা করেন গমন।
হেরি তাঁর উপস্থিতি কৌশলের অধিপতি
অভ্যর্থিয়া গৃহে তাঁরে করে আনয়ন॥
রাজকন্যা নাগ্নজিতী হেরিল বাঞ্ছিত পতি
বরবেশে কৃষ্ণে দেখি পুলকিত মন।
বালা করিল প্রার্থনা যদি করি ব্রত নানা
তবে যেন রমাপতি মোর পতি হন॥

নগ্নজিত কৃষ্ণে কন কন্যা দিব করি পণ
যদি কেহ বৃষগণে করে নিগৃহীত।
শুনি সে সঙ্কল্প বাণী কন তবে চক্রপাণি
নিশ্চয় এ কন্যা আমি জিনিব ত্বরিত॥
আপনার কলেবরে কৃষ্ণ ত্বরা ভাগ করে
দেহ তাঁর সপ্ত ভাগে বিভক্ত তখন।
জনার্দ্দন ক্ষণকালে সেই সপ্তদেহ বলে
সপ্ত-বৃষে রজ্জু দ্বারা করেন বন্ধন॥
বৃষগণ ছিল যত কৃষ্ণ দ্বারা নিগৃহীত
স্বচক্ষে হেরিয়া রাজা চমকিত হন।
তনয়া নাগ্নজিতীরে অর্পিলেন কৃষ্ণ করে
বিধি মত তিনি তারে করেন গ্রহণ॥
বিবিধ উৎসব কত তবে সেথা অনুষ্ঠিত
নগরের চতুর্দ্দিকে আনন্দের রোল।
কত মত গীতিগাথা জনগণ গাহে সেথা
বহুতর বাদ্য বাজে তুরী ভেরী ঢোল॥
নগরের নারী যত দিব্য বস্ত্রে বিভূষিত
তাহাদের অঙ্গে রয় নানা অলঙ্কার।
এই বিবাহ উৎসবে পুলকে মাতিল সবে
চতুর্দ্দিকে শ্রুত তবে সুরের ঝঙ্কার॥
দুগ্ধবতী গাভীগণে অর্পি রাজা ফুল্ল মনে
ত্রিসহস্র দাসী তবে দিলেন কন্যায়।
ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিত অলঙ্কারে বিভূষিত
যুবতী তাহারা সবে সঙ্গে তার যায়॥

বেগবান অশ্ব কত হস্তী দিয়া শত শত
সজ্জিত সুবর্ণ রথ দিলেন তখন।
সঙ্গে রাজা সেইক্ষণ সৈন্য দেন অগণন
মনোমত দিয়া দান তিরপিত মন॥
কন্যা আর জামাতারে বসাইয়া রথোপরে
অশ্রুপূর্ণ হয় তার যুগল নয়ন।
বধূরে লইয়া সাথে যবে কৃষ্ণ নামে পথে
পরাজিত নৃপগণ করে আক্রমণ॥
বৃষের নিকটে যারা পরাজিত হয় তারা
একত্রে মিলিয়া কৃষ্ণে করিয়া বেষ্টন—
তবে বারিধারা মত বর্ষে বাণ অবিরত
ধনুর্দ্ধর পার্থ ইহা করে দরশন॥
ক্রোধে পার্থ সেইক্ষণে তাহাদের ডাকি রণে
গাণ্ডীব ধনুতে বাণ করেন যোজন।
পার্থের ধনু ধারণে নৃপগণ ভীত মনে
দ্রুতগতি সেথা হ'তে করে পলায়ন॥
সিংহ-ভয়ে মৃগ যথা পলায়িত যথা তথা
সেই মত উর্দ্ধশ্বাসে ধায় রাজগণ।
হরি ইহা দরশনে নিশ্চিন্ত হইয়া মনে
বধূসহ করিলেন দ্বারকা গমন॥
শ্রুতকীর্ত্তির কন্যা রয় নাম তার ভদ্রা হয়
কেকয়ী কহিত তাকে পুরবাসিগণ।
হরি প্রফুল্ল অন্তরে গ্রহণ করিয়া তারে
একত্রে আপন বাসে করেন গমন॥

সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্না কন্যা নামেতে লক্ষণা
রূপে গুণে অনুপম সে যে অতুলন।
সেই রূপসী বালারে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করে
স্বয়ম্বর সভা হ'তে করিয়া হরণ॥
নরক অসুর পরে কারাগারে রুদ্ধ করে
সহস্র কন্যারে বলে করিয়া হরণ।
ভীষণ সে দৈত্যে হরি অক্লেশে নিধন করি
একত্রে সবারে তবে করেন গ্রহণ॥
নারায়ণের চরিত্র হয় অতীব বিচিত্র
সাধারণ জনগণ বুঝিতে না পারে।
হরি যারে কৃপা করে সেই পারে বুঝিবারে
অনন্যা ভকতি যার ধরা দেন তারে॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা যাহা অত্যাশ্চর্য্য হয় তাহা
কি বুঝিবে তার মর্ম্ম অজ্ঞানী যেজন।
আপনার ভাগ্যবলে পূর্ব্বের সাধনা ফলে
জানিবারে পারে তাঁরে কোন কোন জন॥

"মুর ও নরকাসুর বধ, ধরিত্রীর স্তুতি, রাজ-কন্যাদের পাণিগ্রহণ ও পারিজাত বৃক্ষ হরণ"

নরক দানব হয় পরাক্রান্ত অতিশয়
বলে তারে নাহি পারে কেহ জিনিবারে।
দেবগণ অনুক্ষণ তার ভয়ে ভীত রন
করে না সে গ্রাহ্য কারে মত্ত অহঙ্কারে॥
নরক অসুর শেষে ইন্দ্রপুরী মাঝে আসে
ভয়ে ইন্দ্র স্বর্গ ছাড়ি করে পলায়ন।
তবে ইন্দ্রের ভবন বলে করিয়া লুণ্ঠন
ছিন্ন ভিন্ন করিল সে ত্রিদিব ভুবন॥
অদিতির সেসময় লইল কুণ্ডলদ্বয়
বরুণের ছত্র দৈত্য করিল হরণ।
নারায়ণে সেইক্ষণ করে ইন্দ্র নিবেদন
অত্যাচার যত তাহা করিয়া বর্ণন॥
ঘটনা শ্রবণ করি ক্রোধান্বিত হন হরি
খগপৃষ্ঠে করিলেন তবে আরোহণ।
সত্যভামা ভার্য্যা সাথে ভৌমের রাজধানীতে
প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে তিনি করেন গমন॥
দেশ মহা ভয়ঙ্কর সেথা যাওয়া দুষ্কর
চতুর্দ্দিকে রহে গড় অতীব ভীষণ॥
পর্ব্বত আবৃত দেশ সেথা দুরূহ প্রবেশ
ভেদিতে না পারে তাহা বিপক্ষ কখন॥

জলের পরিখা কত অভ্যন্তরে অবস্থিত
অগ্নিতে বেষ্টিত তাহা অতীব ভীষণ।
ভয়ঙ্কর পাশদ্বারা সেইস্থান ছিল ঘেরা
মুর দানবের ইহা অচ্ছেদ্য বন্ধন॥
জনার্দ্দন গদাঘাতে ভাঙ্গে গিরি নিমেষেতে
সুদর্শন চক্রে তার অগ্নি নির্ব্বাপণ।
অস্ত্রদুর্গ, বাণ ছাড়ি করিলেন চূর্ণ হরি
অসিদ্বারা মুরপাশ করেন ছেদন॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি মুর দৈত্য কানে শুনি
পরিখার বারি হ'তে উত্থিত তখন।
অতীব দীপ্তি বিশিষ্ট যম সম সেই দুষ্ট
বিষম আকার তার পাঁচটী বদন॥
ভীষণ ত্রিশূল ল'য়ে কৃষ্ণ পানে আসে ধেয়ে
পঞ্চমুখ তখন সে করি বিস্তারণ।
কৃষ্ণে ত্বরা বধিবারে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরে
গ্রাসে যেন পঞ্চমুখে এ তিন ভুবন॥
দানব গরুড়'পরে ত্রিশূল নিক্ষেপ করে
পঞ্চ মুখে করি তবে ভীষণ গর্জ্জন।
অন্তরীক্ষ দিক্ সব স্বর্গ-মর্ত্ত্যে ওঠে রব
সে ধ্বনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল তখন॥
গরুড়ের দিকে হরি ত্রিশূল পতিত হেরি
তিনখণ্ডে করিলেন সে অস্ত্র কর্ত্তন।
বহুবাণ সেইক্ষণ মুরে করি নিক্ষেপণ
পঞ্চমুখ ক্ষত তার করেন তখন॥

প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে রোগে মুর দৈত্য অতি বেগে
কৃষ্ণ'পরে ভীম গদা করিল ক্ষেপণ।
তবে তাহা নিবারিতে ল'য়ে হরি গদা হাতে
হানিলেন দৈত্য'পরে সে গদা ভীষণ॥
অসুরের গদা তবে বিচূর্ণ সহস্রভাবে
অতি ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত দানব তখন।
বাহু করি উত্তোলন ভীম দৈত্য সেইক্ষণ
কৃষ্ণ পানে দ্রুত ধায় করিতে নিধন॥
জনার্দ্দন তবে ত্বরা সুদর্শন চক্র দ্বারা
সে দৈত্যের পঞ্চ শিরে করেন ছেদন।
অদ্রি শৃঙ্গ যেইমত ইন্দ্র বজ্রে নিপাতিত
তেমনি মুরের হয় ভূতলে পতন।
শুনি পিতার মরণ তবে পুত্র সপ্তজন
শোকাকুল হ'য়ে হয় ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত।
শত্রুর নিধন তরে সবে নামিল সমরে
অস্ত্রশস্ত্রে অতি ত্বরা হইয়া সজ্জিত॥
শুনি মুরের মরণ ভীম দানব তখন
সক্রোধে পীঠেরে সেথা করিল আহ্বান।
সপ্তভ্রাতা একসাথে যুদ্ধার্থে নামিল পথে
নরক-আদেশে পীঠ অগ্রে চলি যান॥
অসি, শর, শক্তি ঋষ্টি কৃষ্ণ'পরে করি বৃষ্টি
ক্রোধে তবে ত্রিশূলাদি করে নিক্ষেপণ।
রণস্থল চারিপানে আচ্ছাদিত হয় বাণে
অবিরত অস্ত্র যবে হানে দৈত্যগণ।

তবে আসি নারায়ণ করি বাণ বরিষণ
দানবের অস্ত্র যত করেন বারণ।
একে একে নিজ হাতে সুদর্শন চক্রাঘাতে
দৈত্যদের শির হরি করেন ছেদন॥
পীঠ আদি মুর পুত্র হত হয় সবে তত্র
শুনিল নরকাসুর যত বিবরণ।
হেরি সৈন্যের নিধন হ'য়ে আরক্ত লোচন
প্রস্তুত হইল দৈত্য করিবারে রণ॥
মত্ত গজে সেইক্ষণ করিয়া সে আরোহণ
দ্রুতগতি রণক্ষেত্রে করিল গমন।
আসি সেথা দৈত্যবর হেরে দৃশ্য ভয়ঙ্কর
ভূমিতলে আছে পড়ি সেনা অগণন॥
হস্ত, পদ, শির হীন কতজন ভূমে লীন
কৃষ্ণ-হস্তে হইয়াছে সবার মরণ।
ক্রোধে পূর্ণ রহে মন যেন দীপ্ত হুতাশন
কৃষ্ণের নিকটে দৈত্য আসিল তখন॥
তাঁহারে ভার্য্যার সনে হেরে সে সম্মুখ পানে
তবে হরি রণসাজে গরুড় আসনে।
নব জলধর পাশে যথা সৌদামিনী হাসে
তথা দৈত্য কৃষ্ণরূপ হেরিল নয়নে।
তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ভৌমাসুর শীঘ্রগতি
শতঘ্নী নামেতে অস্ত্র করে নিক্ষেপণ।
শ্রাবণের বারিধারা যেমন ভাসায় ধরা
তেমনি সৈন্যরা করে বাণ বরিষণ॥

তীক্ষ্ণধার অস্ত্রদ্বারা দৈত্যবাণ কাটি ত্বরা
নিমেষে নিরস্ত্র সবে করে জনার্দ্দন।
কারো পদ কারো বাহু কর্ত্তিত হইল বহু
ভূতলে সবার তবে হইল পতন॥
পক্ষ আর নখ দ্বারা গজগণে তবে ত্বরা
অতীব আহত সেথা করে খগপতি।
কাতর হইয়া তবে করীরা মিলিয়া সবে
পুরমধ্যে পলায়ন করে শীঘ্রগতি॥
নরকের অশ্ব কত রণস্থলে হয় হত
হস্তী কত মরে সেথা না যায় গণন।
সৈন্য, পশুর নিধন করে নরক দর্শন
একাকী সমরাঙ্গনে রহিয়া তখন॥
হেরি সেনার মরণ চিন্তান্বিত হ'য়ে মন
নরক উপায় তবে করিল চিন্তন।
খগরাজ বলবান করে মোর হত মান
সমুচিত শিক্ষা দিব তাহারে এখন॥
তবে দৈত্য খগোপরে শক্তিশালী অস্ত্র ছাড়ে
তেজে যাহা ইন্দ্র-বজ্র হতেও প্রবল।
যথা পুষ্পের প্রহারে গজ ভ্রূক্ষেপ না করে
সেইরূপ দৈত্য অস্ত্র হইল বিফল॥
মনোরথ ব্যর্থ তার তাই দৈত্য এইবার
শূল হস্তে চলে কৃষ্ণে করিতে নিধন।
অস্ত্র দ্বারা শ্রীহরিরে যায় যবে হানিবারে
তবে হরি শির তার করেন ছেদন॥

কুণ্ডল সহিতে মাথা ভূমিতে লুটায় সেথা
হেরি তাহা সেথা যত দৈত্য সৈন্যগণ—
ভীত হ'য়ে উচ্চৈঃস্বরে তখন রোদন করে
অতঃপর একে একে করে পলায়ন ॥
মহানন্দে দেবগণ পুষ্প করে বরিষণ
কৃষ্ণের মস্তকে তাহা অতীব শোভন।
সাধুবাদ সেইক্ষণ করি সেথা ঋষিগণ
ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণে তারা করেন স্তবন ॥
নরক জননী ত্বরা যিনি হন বসুন্ধরা
কৃষ্ণের সমীপে সেথা উপনীত হন।
অদিতি-কুণ্ডলদ্বয় যাহা পুত্র হরি লয়
ধরিত্রী শ্রীকৃষ্ণে তাহা করে প্রত্যর্পণ ॥
রত্নমালা নানামণি বসুন্ধরা দেন আনি
বরুণের ছত্র যাহা করেন প্রদান।
যুক্ত করে ভক্তিভরে স্তুতি করি কন তাঁরে
শম্ভুর পূজিত হরি তুমি যে মহান ॥
শঙ্খচক্র গদাধর তুমি দেব বিশ্বম্ভর
কমল লোচন প্রভু দয়ার সাগর।
ভক্তদের ইচ্ছামত নবরূপ লও কত
তুমি যে গো ভক্তাধীন পরম ঈশ্বর ॥
অনন্ত শকতি তব মূঢ় আমি কি বুঝিব
তোমার চরণে দেব কোটী নমস্কার।
শিষ্টের পালন কর দুষ্টের পরাণ হর
ভকতে রক্ষিতে তুমি লও অবতার ॥

তুমি গুরু সবাকার হও সর্ব্বমূলাধার
তুমি পঞ্চভূতময় দেব জনার্দ্দন।
পুরুষ-প্রধান তুমি এ বিশ্বের হও স্বামী
নাভিপদ্ম হতে তব জগত-সৃজন ॥
তুমি বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী এ পরাণ তোমা সঁপি
কৃপাময় কৃপা কর লইনু শরণ।
ব্রহ্মারূপ নিজে ধরি সৃষ্টি কর জীবে হরি
লও কভু রুদ্রমূর্ত্তি সংহার কারণ ॥
জন্ম, মৃত্যু নাই তব লয়ে দেহ নব নব
লীলা কর কতমত শিক্ষার কারণ।
পদ্ম-পলাশ লোচন তুমি বিষ্ণু, নারায়ণ
নমো নমো নন্দসুত কালীয়দমন ॥
বসুন্ধরা স্তুতি করি কহে তুমি শোন হরি
তোমারে কহিব আমি মোর আবেদন।
প্রভু তুমি ভগবান আর্ত্তজনা কর ত্রাণ
তাই আমি লইয়াছি তোমার শরণ ॥
ভৌমপুত্র ভগদত্ত পৌত্র মম অতি ভীত
তারে আমি করিয়াছি হেথা আনয়ন।
তোমার আশ্রয়ে তারে রেখো তুমি এইবারে
পিতা লাগি অপরাধী না কোরো এখন ॥
স্পর্শি তুমি শির তার হরি লও পাপ ভার
তোমার কমল-কর দোষ নিবারণ।
শরণ লইলে পরে রক্ষা তুমি কর তারে
তুমি যে গো জগতের দুঃখ বিনাশন ॥

ভক্তিপূর্ণ স্তুতি শুনি তুষ্ট হ'য়ে চক্রপাণি
তবে তারে কহিলেন সান্ত্বনা বচন।
ভগদত্তে ভগবান করেন অভয়দান
অন্তরের ভীতি তাহে হইল ভঞ্জন॥
ধরিত্রী সহিতে হরি গেলেন নরকপুরী
মনোরম শোভা সেথা করেন দর্শন।
পরমা সুন্দরী নারী দেখেন সহস্র হরি
নরক সবারে বলে ক'রেছে হরণ॥
কৃষ্ণে হেরি সবে তারা হ'য়ে প্রেমে আত্মহারা
পতিরূপে তবে তাঁরে করিল বরণ।
সবে মিলি একসনে নারায়ণে কহে মনে
মোদের বাসনা প্রভু করিও পূরণ॥
রাজকন্যা সবাকারে কারামুক্ত করি পরে
দিলেন তাদের দিব্য বসন ভূষণ।
তারপরে কন্যাগণে পাঠালেন একসনে
শিবিকার পরে সেই দ্বারকা ভবন॥
সত্যভামা সহ হরি গরুড়ের পৃষ্ঠে চড়ি
গেলেন অমরাপুরী সুরেন্দ্র ভবন।
অদিতিরে সেসময় দিলে সে কুণ্ডলদ্বয়
করে ইন্দ্র পত্নীসহ দোঁহার পূজন॥
অনুরোধ যবে করে সত্যভামা ভার্য্যা-তরে
করিলেন পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন।
ত্বরা তবে সে বৃক্ষেরে ল'য়ে হরি স্বীয় করে
গরুড়ের পৃষ্ঠোপরি করেন স্থাপন॥

সে পারিজাত কারণ ইন্দ্র আদি দেবগণ
শ্রীকৃষ্ণের সাথে তবে করিলেন রণ।
পরাজিত করি সবে আনে হরি বৃক্ষ তবে
দ্বারকাপুরীর মাঝে আপন ভবন॥
সত্যভামা-গৃহোদ্যানে রোপিলেন সযতনে
কাননের শোভা তাহে হইল বর্দ্ধন।
যবে পুষ্প বিকশিত ভার্য্যা-হৃদি পুলকিত
দ্বারকাবাসীর হয় বিমোহিত মন॥
এই পারিজাত ফুল নাই যার কোন তুল
গন্ধে তার আমোদিত হইল পবন।
পুষ্পবাসে আত্মহারা স্বর্গ হতে ভ্রমরেরা
কৃষ্ণের পশ্চাতে ত্বরা করে আগমন॥
নরকের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া পরে
কৃষ্ণের নিকটে ইন্দ্র হন উপনীত।
স্বার্থসিদ্ধি অভিপ্রায় নিবেদন করে তায়
তবে তাঁর শ্রীচরণে হইয়া প্রণত॥
নরকে নিধন করি শক্রমুক্ত করে হরি
ইন্দ্রের সে উপকার না রহে স্মরণ।
তুচ্ছ পারিজাত তরে দেবেন্দ্র কলহ করে
অকৃতজ্ঞ সে যে কত প্রমাণ এখন॥
পৃথক মূরতি ধরি দ্বারকায় আসি হরি
একত্রে সবার পাণি করেন গ্রহণ।
রাজকন্যাগণ হেরে প্রত্যেকের কাছে তাঁরে
এক সঙ্গে বহুমূর্ত্তি লন জনার্দ্দন॥

গৃহ সব সুসজ্জিত শোভা কত বিরাজিত
তবে হরি অবিচ্ছেদে সবা সঙ্গে রন।
হেরি তাঁর শুদ্ধ মূর্ত্তি কন্যাদের মনে স্ফুর্ত্তি
নিকটে পাইয়া তাঁরে সফল জীবন॥
ভগবান নারায়ণ ইচ্ছামত দেহ লন
ভোগের বাসনা মনে না রহে কখন।
কন্যাদের প্রার্থনায় বশীভূত শ্যামরায়
ঐকান্তিক ইচ্ছা তাই করেন পূরণ॥
ধ্যানে রহি দেবগণ নাহি পান যে চরণ
লভিয়াছে সে চরণ রাজকন্যাগণ।
নিত্য যতেক ললনা কৃষ্ণে করিছে ভজনা
ক্রমে তাহে অনুরাগ হয় বিবর্দ্ধন॥
দাসী রহে অগণিত তবু কন্যারা নিয়ত
কৃষ্ণ-সেবাকার্য্যে সদা রহে নিয়োজিত।
কৃষ্ণপদে কন্যাগণ করে আত্ম নিবেদন
সকলের শুদ্ধ প্রেম কামনা রহিত॥
নিষ্কাম সে প্রেমে হরি ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করি
তাদের কামনা যত করিলেন ক্ষয়।
অপূর্ব্ব মহিমা যার নাহি যে তুলনা তাঁর
অপরূপ লীলা যত ভাগবতে কয়॥

রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় কলহ বর্ণন

রুক্মিণীর কক্ষে হরি তাহার পালঙ্কোপরি
সুকোমল শয্যা'পরে করেন শয়ন।
সখীগণ পরিবৃত হ'য়ে সেথা উপনীত
রুক্মিণী ব্যজনী হস্তে করিল ব্যজন॥
একাগ্রতা সহকারে পতিদেবে সেবা করে
মনপ্রাণ তাঁর পদে করি সমর্পণ।
মনোহর কৃষ্ণরূপ নিরখিছে অপরূপ
অন্তর হইল তার প্রেমে নিমগন॥
রুক্মিণীর গৃহশোভা দর্শকের মনোলোভা
মুক্তাদাম বিলম্বিত চন্দ্রাতপতল।
সেথায় সজ্জিত রয় দীপশ্রেণী মণিময়
চতুর্দ্দিকে দীপ্তি তার রহে সমুজ্জ্বল॥
মল্লিকা কুসুম মালা বাসগৃহ করে আলা
সুবাসেতে আমোদিত রহিল ভবন।
সুগন্ধে আকৃষ্ট হ'য়ে অলিকুল আসে ধেয়ে
ভ্রমরের গুঞ্জরণে সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন॥
পবনের সেইক্ষণ মৃদুমন্দ সঞ্চালন
আনে বহি ধূপবাস অতি মনোহর।
পারিজাত বিকশিত সে কানন হ'তে কত
মধুবাস প্রবেশিছে গৃহের ভিতর॥

পরিহাস তবে করি রুক্মিণীরে কন হরি
রাজার তনয়া শোন আমার বচন।
পিতা তব ধনী মানী হও তুমি অতি গুণী
অপরূপ রূপ তব, না হয় তুলন॥
রূপবান গুণবান নৃপতিরা তোমা চান
শিশুপাল, জরাসন্ধ আদি যতজন।
কেন ত্যজি সকলেরে সমর্পিলে হৃদি মোরে
কি হেতু আমারে তুমি করিলে বরণ॥
এখন তোমারে কহি আমি তব যোগ্য নহি
ধন, জন, মান কিছু নাই যে আমার।
পরাক্রান্ত নৃপ ভয়ে তোমারে সঙ্গেতে ল'য়ে
রহিয়াছি লুক্কায়িত সাগর মাঝার॥
কুল শীল ধনে মানে সমকক্ষ যেইজনে
তার সাথে পরিণয় সুখের কারণ।
সমানে সমানে হয় বহু সুখের উদয়
ছোট, বড় জনে জেনো অশুভ মিলন॥
মন দিয়া শোন সতী তুমি অতি গুণবতী
নির্গুণ আমার মত নাহি কোনজন।
হই আমি হীন মতি তোমার যে বুদ্ধি অতি
উত্তমে অধমে সুখ না হয় কখন॥
ধনবান অতি যারা সদা শাস্তি দিত তারা
জরাসন্ধ, শিশুপাল আদি নৃপচয়।
তব ভ্রাতা মোর প্রতি অত্যাচার করে অতি
মহাবীর্য্যবান বলি অভিমান রয়॥

দর্প তার নাশিবারে তোমারে হরিনু পরে
হেরি তবে রাজাদের বিরুদ্ধাচরণ ।
নিজের মতন যারে মনে কর শ্রেষ্ঠ তারে
পতিত্বে বরণ করা উচিত এখন ॥
মনোমত তব পতি চেষ্টা কর রূপবতী
স্বজন আনন্দ বিনা দুঃখের উদয় ।
যাহা মনে অভিলাষ পূর্ণ হবে সেই আশ
লভিবে পরম সুখ কহিনু নিশ্চয় ॥
জায়া পুত্র ধন প্রতি কভু মোর নাহি মতি
কামনা আমার মনে না জাগে কখন ।
গৃহমাঝে দীপশিখা কম্পন না যায় দেখা
তেমনি আত্মারে জানি স্থির রহে মন ॥
নারী লাভের কারণ তোমা করিনি হরণ
আনিয়াছি নৃপগর্ব্ব করিবারে ম্লান ।
আত্মার স্বরূপ জানি সুখ দুঃখ নাহি মানি
নিরন্তর পূর্ণানন্দে করি অবস্থান ॥
কৃষ্ণের প্রিয় সে জানি যবে বালা অভিমানী
তবে তার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া মনন—
পরিহাস ছলে হরি দেখেন পরীক্ষা করি
রহিয়াছে তার মনে দৃঢ়তা কেমন ॥
অনুচিত হেন বাণী পতির নিকটে শুনি
অত্যন্ত বিষাদে বালা হইল মগন ।
মহাচিন্তা জাগি মনে ছাড়ে নিঃশ্বাস সঘনে
বিচ্ছেদ স্মরিয়া হৃদি কম্পিত তখন ॥

চতুর্দ্দিক সেইবেলা হেরিতেছে শূন্য বালা
নয়নের বারি ঝরি ভিজিল বসন।
আঁখির কাজল যত অশ্রুধারে বিগলিত
অতিশোকে রুদ্ধকণ্ঠ হইল তখন॥
স্মরি চ্যুত কৃষ্ণ সঙ্গ বালার অবশ অঙ্গ
নাহি সরে মুখে বাণী হেরে অন্ধকার।
হস্ত হ'তে সে ব্যজনী পড়ে ভূমিতে তখনি
মহাভয়ে রুক্মিণীর হইল বিকার॥
বালা হ'য়ে অচেতন ভূমে পড়ে সেইক্ষণ
যথা ঝড়ে রম্ভাতরু ভূতলে পতন।
আলু থালু কেশরাশি যবে হরি হেরে আসি
বিচলিত হন তবে প্রীতির কারণ॥
সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকভাবে রুক্মিণী যে ছিল তবে
বিকশিত পুষ্পসম নির্ম্মল অন্তর।
তবে তারে ত্বরা করি উত্তোলন করি হরি
পদ্মহস্ত বুলা'লেন দেহের উপর॥
তারপরে রুক্মিণীরে ধারণ করিয়া করে
প্রেমভরে করিলেন দৃঢ় আলিঙ্গন।
স্বহস্তে তখন হরি কবরী বন্ধন করি
আঁখি তার মুছালেন করিয়া যতন॥
কৃষ্ণ-স্পর্শে সেসময় মূর্চ্ছা তার ভঙ্গ হয়
তবে বালা পতিপানে ফিরায় নয়ন।
দেবী পাইয়া চেতন কিছুকাল স্তব্ধ রন
প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ অন্তর তখন॥

অপলকে পতিদেবে রুক্মিণী হেরিছে তবে
প্রীতির পরশে তার বিমোহিত মন।
যে জন শরণাগতা শ্রীহরি তাহার ত্রাতা
তখন করেন তার চিত্তবিনোদন॥
করি তবে সম্বোধন রুক্মিণীরে হরি কন
কেন প্রিয়ে ভয়াকুল, চঞ্চল এখন।
পরিহাসে দিনু শিক্ষা তোমা করিতে পরীক্ষা
ছলনা আমার যত, জ্ঞাত হ'তে মন॥
আমার এ বাণী শুনি রুষ্ট যদি হও ধনী
সে মূরতি হেরিবারে হেন আচরণ।
কহিনু তোমারে যাহা কৌতুক বচন তাহা
ভীতি যত এইবার কর বিসর্জ্জন॥
অকপটে কহি সতী তুমি মোর প্রিয় অতি
আমার অন্তরে দেবী আছ অনুক্ষণ।
এবার বাসনা রাণী শুনিতে মধুর বাণী
হেরিতে ব্যাকুল তব সহাস্য বদন॥
বিদর্ভ রাজনন্দিনী পতিব্রতা সে রুক্মিণী
শ্রীহরির প্রীতিবাক্যে পাইল সান্ত্বনা।
পরিহাস বাক্য যত অন্তরে হইয়া জ্ঞাত
বিচ্ছেদের ভয় তার আর রহিল না॥
মধুর কটাক্ষপাতে অনিমেষ নয়নেতে
সহাস্য বদনে বালা কহিল তখন।
তুমি মোর যোগ্য নও কেমনে একথা কও
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ তুমি দেব নারায়ণ॥

অপ্রিয় বচন হেন কহিলে আমারে কেন
আমার সদৃশ তুমি নহ কদাচন।
তুমি সর্ব্বগুণময় বিশ্বপতি বিশ্বময়
অনন্ত মহিমা তব না যায় বর্ণন॥
তোমা ঠাঁই এবে কই আমি তব যোগ্য নই
কৃপা করি মোরে তুমি করেছ গ্রহণ।
এ বিশ্বে সবারে তুমি পালন করিছ স্বামী
আমার সহিত তব না হয় তুলন॥
জাগিবে সুবুদ্ধি যার তব পদ বাঞ্ছা তার
ও চরণ অজ্ঞজন না পায় কখন।
জগতের জীব যারা তোমার সেবক তারা
তব মর্ম্ম নহে জ্ঞাত জ্ঞানহীন জন॥
যাহাদের রহে অর্থ আর বিষয় সামর্থ্য
তাহারা যে নাহি যাচে তোমার চরণ।
হৃদি রহে দম্ভভরা নানা দুঃখ ভোগে তারা
তাই তব কৃপাবারি না লভে কখন॥
নিরন্তর যেইজন তোমা প্রতি রাখে মন
সেজন পরমানন্দে রহে অনুক্ষণ।
অবিবেকী মানবেরা পশুতুল্য হয় তারা
অসমর্থ জ্ঞাত হ'তে তব আচরণ॥
আত্মার স্বরূপ যত ভক্তজন কিছু জ্ঞাত
বুঝিবার শক্তি তারা তোমা হ'তে পায়।
তব পদে প্রাণ মন করেছি যে সমর্পণ
কৃপা করি দাসী তাই করেছ আমায়॥

তোমার কটাক্ষে হয় মহাকালের উদয়
ইন্দ্র, ব্রহ্মা বেগ তার সহিতে না পারে।
কালস্রোতে হয় তবে বিধ্বস্ত তাহারা সবে
তুমি ছাড়া অন্য কেহ রোধিবারে নারে॥
কালকর্ত্তা হও তুমি তাই তোমা বরি আমি
শিশুপাল নৃপ আদি অতি সাধারণ।
রহিয়াছ সদা মনে বাঞ্ছা নাহি অন্য জনে
শৃগাল কি পায় কভু সিংহের ভোজন॥
ভক্তিহীন হীনমতি যেইজন হয় অতি
সেজন অসুর নামে বিশ্বে খ্যাত রয়।
লভিয়া মানব দেহ তোমারে না ভজে কেহ
পশুর সমান হয় সেই দুরাশয়॥
ভরত, যযাতি গয় অঙ্গ, পৃথু যারা রয়
নিজ রাজ্য ত্যজিলেন ভজন কারণে।
তবে সেই নৃপগণ প্রবেশি গভীর বন
কঠোর তপস্যা করে একনিষ্ঠ মনে॥
সাধনা হইলে শেষ লভে করুণা অশেষ
সবে তারা তোমাকেই অন্তে প্রাপ্ত হন।
ভোগের বাসনা যত হয় তবে অপগত
অনুক্ষণ তব ধ্যানে রহিয়া মগন॥
যাতায়াত এ সংসারে ঘুচে যায় চিরতরে
লভিয়া পরমপদ প্রশান্ত অন্তর।
তব গুণের কীর্ত্তন আর শ্রবণ মনন
করেন যেজন তার সুখ নিরন্তর॥

যেজন শরণ লন ত্বরা তিনি মুক্ত হন
তোমার মহিমা যে গো অনন্ত অপার।
তব চরণ সৌরভ সব ভুলায় বৈভব
এ বিশ্বে না হয় কভু তুলনা তোমার॥
অন্তর্য্যামী ভগবান জগতের তুমি প্রাণ
জীব যদি পায় তব কৃপাবারি কণা—
তার বাসনা যা রয় নিমেষে পূরণ হয়
আর তার মনে কোন বেদনা রহে না॥
আপনারে যেইজন করে তোমা সমর্পণ
তাহার সমীপে তুমি হও আবির্ভূত।
বিষয় আসক্তি তার অন্তরে না রহে আর
অহমিকা, অভিমান ত্বরা দূরীভূত॥
উপযুক্ত যেইজন তাঁরে করেছি বরণ
শান্তিপূর্ণ রহিয়াছে এবে প্রাণ মন।
যেন আমি অবিরত রহি তব সেবা রত
না টুটে মোদের কভু অচ্ছেদ্য বন্ধন॥
সদানন্দে নিমগন রহিয়াছ নারায়ণ
স্বীয় রসে বিরাজিত তুমি অনুক্ষণ।
তব পদে প্রাণ মন রহে যেন অনুক্ষণ
তুমি ছাড়া মোর যে গো নাহি কোনজন॥
তুমি প্রভু বিশ্ববিভু মায়া বদ্ধ নহ কভু
আমাতে আসক্ত হরি নও কদাচন।
তব পদে করি নতি দয়া রেখো মোর প্রতি
করুণা সাগর তুমি দুঃখ বিমোচন॥

রুক্মিণীর স্তুতি শুনি কহিলেন চক্রপাণি
প্রকৃতই সাধ্বী-পত্নী তুমি যে আমার।
তোমার সকল কথা শুনিতে বাসনা হেথা
তাই আমি উপহাস করিনু এবার ॥
আমার বাক্যের ব্যাখ্যা সঠিক দিয়াছ আখ্যা
প্রকৃত তাৎপর্য্য যাহা করেছ বর্ণন।
তুমি মঙ্গল মূরতি হও অতি ভক্তিমতী
নিশ্চয় বাসনা তব করিব পূরণ ॥
পতিব্রতা তুমি সতী হয় তব শুদ্ধমতি
মোর প্রতি প্রীতি ভক্তি দৃঢ় অতিশয়।
অপ্রিয় এ বাক্য শুনি ক্রোধ না জাগিল ধনী
শ্রদ্ধা যে অটুট তব প্রমাণিত হয় ॥
নিষ্কাম সাধনা যার নানা ব্রত করে আর
সংসার সমুদ্র হ'তে পার করি তারে।
করি ঐশ্বর্য্য কামনা যদি জানায় প্রার্থনা
মায়ামুগ্ধ হ'য়ে তবে ভুল তারা করে ॥
আমারে নিকটে পায় তবু মুক্তি নাহি চায়
মন্দভাগ্য তার অতি কহিনু নিশ্চয়।
ভোগ করে পশুগণ অন্যদিকে নাহি মন
তাহাদের অন্ধকার সমূহ বিষয় ॥
সম্পদাদি চাহে যারা নিজ মন্দ করে তারা
ভোগীর নিকটে হয় নরক শোভন।
ঐশ্বর্য্য ভুলায় তারে ইষ্ট চিন্তা নাহি করে
পরিণামে কষ্ট পায়, নরকে গমন ॥

মোর সেবা তুমি সতী করিতেছ দিবারাতি
কামনা-রহিত সদা রহে তব মন।
তাই আমি তোমা প্রতি হইয়াছি তুষ্ট অতি
শুভ হবে, পাবে মুক্তি কহিনু এখন॥
ইন্দ্রিয়ের সুখ তরে মন্দজন চেষ্টা করে
অপরে সাহায্য নাহি করে কদাচন।
কভু নিষ্ঠা সহকারে সেবা না করিতে পারে
তাদের কল্যাণ জেনো না হয় কখন॥
কহি সতী সত্য আমি সবা হ'তে শ্রেষ্ঠ তুমি
বিবাহিত অন্য পত্নী আছে যতজন।
তব প্রতি তাই প্রীতি রহিয়াছে মোর অতি
অনন্য ভক্তিতে তব বিমুগ্ধ এখন॥
বলবান রাজগণ উপনীত যবে হন
বিবাহ বাসরে তোমা করিতে গ্রহণ।
সবারে অগ্রাহ্য করি লইলে আমারে বরি
শিশুপাল আদি নৃপ স্তম্ভিত তখন॥
শুনি মোর গুণকথা হ'য়েছিলে মুগ্ধ সেথা
আমারে করিলে তাই আত্ম সমর্পণ।
প্রণয় পত্রিকাখানি বিপ্র করে দিলে আনি
পত্র কথা জানি তোমা করিনু গ্রহণ॥
তব ভ্রাতা রণে যবে পরাজিত হয় তবে
তোমার সমক্ষে করি বিরূপ বদন।
তবে মরম বেদনা দেয় তোমারে যাতনা
স'য়েছ নীরবে তুমি সকল বেদন॥

কহি মোরে কটূ কথা　　　　নাহি দিলে মনে ব্যথা
　　তাই আমি পরাজয় মানিনু এখন।
হেরি তব আচরণ　　　　হইয়াছে মুগ্ধ মন
　　নিজগুণে করিয়াছ আমারে বন্ধন॥
নররূপ মর্ত্ত্যে ধরি　　　　নরলীলা করে হরি
　　ভক্তদের মনোবাঞ্ছা করিতে পূরণ।
ল'য়ে অন্য ভার্য্যা যত　　　　লীলা করি নানামত
　　সবারে করেন তৃপ্ত দেব নারায়ণ॥

শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের নাম বর্ণন ও রুক্মীর নিধন

শুকদেব কন পরে শোন রাজা এইবারে
কব আমি শ্রীকৃষ্ণের বংশ বিবরণ।
দ্বারকার পত্নী যারা প্রত্যেকে প্রসবে তারা
দশটী করিয়া পুত্র অতি সুশোভন॥
কৃষ্ণের তনয় যত সকলে পিতার মত
রূপে গুণে অতুলন হয় সবজন।
ক্রমে পুত্র পৌত্র সবে বংশবৃদ্ধি করে তবে
অসংখ্য সে যদুবংশ না যায় গণন॥
শ্রীকৃষ্ণের ভার্য্যাগণ হেরে সবে সর্ব্বক্ষণ
প্রাণপ্রিয় পতিদেবে আপনার পাশে।
নারীগণ যেথা যত প্রেমে সবে বিমোহিত
ভাবে তারা কৃষ্ণ মোরে বেশী ভালবাসে॥
পরমদয়াল হরি বহু রূপ তবে ধরি
ভিন্ন ভিন্ন পত্নীসহ করেন বিহার।
সবে হর্ষ সহকারে সেবে তাঁরে ভক্তিভরে
সবার অন্তরে জাগে আনন্দ অপার॥
রহে দাসী শত শত তবু তাহারা নিয়ত
স্বহস্তে পতির কার্য্য করে সমাপন।
অতিনিষ্ঠা সহকারে ভার্য্যাগণ সেবা করে
না করি নির্ভর তারা দাসীতে কখন॥

হ'লে কৃষ্ণ আগমন শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণ
শ্রদ্ধাভরে পদ তাঁর করি প্রক্ষালন—
শোভন আসন 'পরে পতিরে বসায়ে পরে
বীজন করিয়া তাঁরে করেন পূজন ॥
ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত করি তারা
ভোজনান্তে করে সবে তাম্বুল অর্পণ।
পতির বিশ্রাম তরে পালঙ্ক সজ্জিত করে
কোমল শয্যায় হরি করেন শয়ন ॥
ফুল্লচিতে ভার্য্যাগণ বক্ষে রাখি দু'চরণ
সেবে তবে পতিদেবে করিয়া যতন।
অন্তরেতে পতিধ্যান অন্য নাহি করে জ্ঞান
ক্ষণেকের অদর্শনে ব্যাকুলিত মন ॥
শ্রীকৃষ্ণের পত্নী যারা রুক্মিণী প্রভৃতি তারা
প্রত্যেকে প্রসবে ক্রমে দশটী তনয়।
আটজন বনিতার পুত্র নাম সবাকার
একে একে বিস্তারিয়া কব এসময় ॥
জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণের তনয় রুক্মিণীর গর্ভে হয়
প্রদ্যুম্ন তাহার নাম বিশ্বে খ্যাত রয়।
চারুদেষ্ণ যে দ্বিতীয় আর সুদেষ্ণ তৃতীয়
চতুর্থ পুত্রের নাম চারুদেহ হয় ॥
পঞ্চম নাম সুচারু সপ্তমটি ভদ্রচারু
ষষ্ঠজন চারুগুপ্ত নামে খ্যাত রয়।
চারুচন্দ্র যে অষ্টম আর বিচারু নবম
দশমের চারুসার নাম রাখা হয় ॥

সত্যভামা পুত্র ভানু ভানুমান, চন্দ্রভানু
সুভানু, স্বর্ভানু আর বৃহদ্ভানু হয়।
অবিভানু, প্রতিভানু আর প্রভানু বিভানু
কৃষ্ণের ঔরসজাত পুত্র এরা রয় ॥
জাম্ববতীর তনয় সাম্ব, দ্রবিণ, বিজয়
সহস্রজিত, সুমিত্র আর বসুমান।
দুই পুত্র রহে আর শোন নাম এইবার
পুরুজিত, শতজিত নামে আখ্যা পান ॥
নাগ্নজিতীর তনয় নামেতে চিত্রগু হয়
আম, শঙ্কু, বসু, বৃষ আর বেগবান।
অশ্বসেন, চন্দ্র, বীর কুন্তী সহ দশ বীর
সকলেই পিতাসম হয় বীর্য্যবান ॥
কৃষ্ণের ঔরসজাত কবি, বৃষ, বীর, শ্রুত
সুবাহু, সোমক আর দর্শ, পূর্ণমাস।
ভদ্র, শান্তি, হয় আর দশটী তনয় তার
রহে এরা কালিন্দীর গর্ভে দশ মাস ॥
লক্ষ্মণার গর্ভজাত উর্দ্ধগ, অপরাজিত
প্রঘোষ অপর পুত্র আর গাত্রবান।
সিংহ, সহ, ওজ, বল মহাশক্তি ও প্রবল
রূপে গুণে দশপুত্র পিতার সমান ॥
গৃধ্র, অনিল, বর্দ্ধন বহ্নি, মহাংশ পাবন
অন্নাদ, ক্ষুধি, বৃক, হর্ষ, কৃষ্ণের তনয়।
কৃষ্ণ-স্ত্রী মিত্রবিন্দার গর্ভে জনম সবার
সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ হয় ॥

সুভদ্র, সংগ্রামজিত　　　সত্যক ও অরিজিত
　　বৃহৎসেন, প্রহরণ, আয়ু, বাম, জয়।
শূর নামে পুত্র আর　　　এই দশ সবাকার
　　ভদ্রাদেবী গর্ভ হ'তে আবির্ভাব হয়॥
পরীক্ষিত মুনিবরে　　　জিজ্ঞাসেন যুক্তকরে
　　রুক্মীরাজ-অরি যদি নন্দের নন্দন।
তবে রুক্মী কি প্রকারে　　　দিল নিজ তনয়ারে
　　শত্রু-পুত্র করে তাহা করুন বর্ণন॥
কৃষ্ণের লাঞ্ছনা যত　　　রুক্মী না হয় বিস্মৃত
　　সে যে তারে অপমান করেছে ভীষণ।
ভগিনীর প্রীতি তরে　　　রুক্মবতী সে কন্যারে
　　প্রদ্যুম্নের করে তবে করিল অর্পণ॥
উপনীত নৃপগণ　　　কন্যা প্রার্থী যারা রন
　　সকলেই সেসময় অতি রুষ্ট হন।
দ্রুত প্রদ্যুম্ন সেকালে　　　আপনার শক্তিবলে
　　পরাজিত করি সবে কন্যা হরি লন॥
রুক্মী-কন্যা রুক্মবতী　　　অতিশয় রূপবতী
　　গুণে তার বিমোহিত সেথা জনগণ।
রুক্মিণী ও জনার্দ্দন　　　বর-বধূ বরি লন
　　দুজনারে হেরি সবে পুলকে মগন॥
চারুমতী নামে কন্যা　　　রূপে গুণে সে অনন্যা
　　রুক্মিণীর গর্ভে তার জনম গ্রহণ।
উপযুক্ত কন্যা হ'লে　　　কৃতবর্ম্মা-পুত্র কালে
　　বিবাহ করিল তারে হ'য়ে ফুল্ল মন॥

রুক্মীরাজ দান করে নিজ পৌত্রী রোচনারে
কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ করেতে তখন।
এই সম্বন্ধ যা হয় কৃষ্ণ-সাথে সেসময়
সঙ্গত না হয় কভু নহে তা শোভন॥
ভগ্নীতুষ্টি কামনায় পৌত্রীর বিবাহ দেয়
অনিরুদ্ধ সাথে রুক্মী করিয়া চিন্তন।
শাম্ব, রুক্মিণী কেশব বলরাম আদি সব
ভোজকটপুরে তবে করিল গমন॥
রুক্মীরাজ সবাকারে সম্বর্দ্ধনা আদি করে
উপনীত হয় যবে সেথা যদুগণ।
হেরি বিবাহ উৎসব হরষিত যদু সব
বিবিধ বিধানে কার্য্য হয় সমাপন॥
রুক্মী-পক্ষে যারা রন গর্ব্বিত সে রাজগণ
ইঙ্গিতে তাহারা তবে রুক্মীরাজে কন।
বলরাম সাথে ত্বরা করি এবে অক্ষক্রীড়া
পরাজিত কর তারে এই করি মন॥
তবে আসি রাম প্রতি কহে রুক্মী নরপতি
এসো করি অক্ষ ক্রীড়া আমরা দু'জন।
রুক্মীরাজে সেইকালে বলরাম চিন্তি বলে
খেলিব তোমার সাথে করিনু মনন॥
প্রথমে রুক্মীর সনে স্বর্ণমুদ্রা শত পণে
আরম্ভেন ক্রীড়া রাম হ'য়ে হরষিত।
সেসময় হয় হার তাই তিনি পুনর্ব্বার
সহস্র মুদ্রাতে সেথা খেলেন ত্বরিত॥

এ খেলায় পরাজয় এবারেও তার হয়
অযুত মুদ্রায় শেষে খেলে রুক্মী সনে।
পুনঃ রাম পরাজিত তাই হৃদি বিষাদিত
বিস্মিত হলেন তবে আপনার মনে॥
পর পর হয় হার নাহি জিত কোনবার
বিদ্রূপে কলিঙ্গপতি তাই কথা কন।
বিকৃত সে হাসি অত করে রামে বিচলিত
অবজ্ঞা হেরিয়া তবে বিষাদিত মন॥
রাম তবে আরবার খেলিলেন সঙ্গে তার
রাখি তিনি একলক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পণ।
রুক্মীরাজ সেসময় শঠতা করিয়া কয়
জয় মোর, হারিয়াছে পুনঃ সঙ্কর্ষণ॥
প্রতারণা বাক্য কত কহে রুক্মী অবিরত
শ্রবণে রামের হয় ব্যথিত অন্তর।
তাই রাম এইবারে উপায় চিন্তন করে
দুর্জ্জনে উচিত শিক্ষা দিতে অতঃপর॥
সাগরের বারি আসি রোষে চন্দ্রে লয় গ্রাসি
তেমনি রামের হয় আরক্ত লোচন।
অতি ক্রোধের প্রকাশে বলরাম অবশেষে
দশকোটী স্বর্ণমুদ্রা করিলেন পণ॥
ন্যায়মত সেসময় বলভদ্র জয়ী হয়
কিন্তু রুক্মী নিজ জয় কহে করি ছল।
জনগণে ডাকি কয় কহ এবে মোর জয়
এই স্থানে উপনীত যাহারা সকল॥

সেথা সকলে তখনি শুনিল আকাশবাণী
প্রকাশে রামের জয় হ'য়েছে এখন।
ধর্ম্মমত সঙ্কর্ষণ পাবে তার প্রাপ্য পণ
সকলি অলীক হয় রুক্মীর বচন॥
দৈববাণী কানে শোনে তবু ভীতি নাহি মনে
তাহার যে মৃত্যুকাল সন্নিকট অতি।
রামে রুক্মী সেসময় কুবচন বহু কয়
দুষ্টজন পরামর্শে জাগিল কুমতি॥
তবে রামে রুক্মী কহে একার্য্য তোমার নহে
অক্ষক্রীড়া হয় সদা রাজার শোভন।
তব কার্য্য গোচারণ জ্ঞাত ইহা সর্ব্বজন
গোপালকে নহে ইহা সম্ভব কখন॥
রুক্মীর এ রূঢ় বাণী মর্ম্মে ব্যথা দিল আনি
বিদ্রূপ করিল তবে শত্রু নৃপগণ।
ক্রোধান্বিত হ'য়ে মন ল'য়ে গদা সেইক্ষণ
রাম ত্বরা রুক্মীরাজে করিল নিধন॥
ভীষণ এ মৃত্যু হেরি ভীত মনে ত্বরা করি
কলিঙ্গাধিপতি তবে করে পলায়ন।
কিছুপথ গেলে পরে ক্রোধে রাম ধরি তারে
ত্বরা তার দন্তরাজি করে উৎপাটন॥
সঙ্কর্ষণ তারপরে নৃপগণ সবাকারে
হলাঘাতে করিলেন আহত ভীষণ।
ভগ্ন উরু ভগ্ন শির কাতর যতেক বীর
রক্তাপ্লুত দেহে তবে করে পলায়ন॥

ভ্রাতার নিধন জানি শোকে আকুল রুক্মিণী
ভালমন্দ কিছু কৃষ্ণ না কন তখন।
উচিত কহিলে দেখি ভার্য্যা মোর হবে দুঃখী
রামে যদি কহি মন্দ বিবাদ এখন॥
সঙ্গে রন জনার্দ্দন তাই সুখী যদুগণ
তাদের বাসনা যত হইল পূরণ।
এই শত্রুর মরণে সকলে নিশ্চিন্ত মনে
অনিরুদ্ধের বিবাহ হয় সেইক্ষণ॥
নববধূ সহ তবে রামাদি যাদব সবে
অপূর্ব্ব সজ্জিত রথে করে আরোহণ।
অনিরুদ্ধ ও রোচনা হ'য়ে তারা ফুল্লমনা
দ্বারকার পানে ত্বরা করিল গমন॥
দোঁহে যবে উপনীত হয় সবে পুলকিত
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করে নারীগণ।
রুক্মবতী ত্বরা করি লইল বধূরে বরি
আশীর্ব্বাদ করিলেন সেথা গুরুজন॥
পুরবাসী সেথা সব করে কত মহোৎসব
পত্র পুষ্পে চতুর্দ্দিক হয় সুসজ্জিত।
বাদ্য গীত নানামত ধ্বনিত হইল কত
অপরূপ শোভা সেথা রহে বিরাজিত॥
মধুর এ কৃষ্ণ কথা জুড়ায় অন্তর-ব্যথা
কত ভাবে কতলীলা করেন শ্রীহরি।
ভগবদ্ ভক্তজন নিত্য শোন দিয়া মন
কৃষ্ণ কথা লিখিতেছি গুরুপদ স্মরি॥

ঊষার সহিত অনিরুদ্ধের মিলন ও তাহার বন্ধন

পরীক্ষিত জানিবারে কহিলেন মুনিবরে
শ্রীহরির লীলা যাহা করুন বর্ণন।
শুকদেব তবে কন শোন রাজা দিয়া মন
বিস্তারিত তাঁর কথা কহিব এখন॥
বিবাহ সমাপ্তি পরে অনিরুদ্ধ গৃহে ফেরে
কহিব তোমারে আমি তার বিবরণ।
তবে শতেক তনয় বলির ঔরসে হয়
বাণরাজ তারমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হন॥
বলি-পুত্র রাজা বাণ বলশালী বুদ্ধিমান
সত্যনিষ্ঠ, শিবভক্ত নামে খ্যাত রন।
ব্রতধারী দৃঢ়নিষ্ঠ স্বভাব যে অতি শিষ্ট
সবে তার ব্যবহারে বিমোহিত হন॥
বলিরাজে পরীক্ষিতে ভগবান ইচ্ছি চিতে
তিনপাদ ভূমি তবে তার কাছে চান।
বামনের বেশ ধরি উপনীত যবে হরি
মৃদু হাসি ভূমি বলি করিল প্রদান॥
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল ঘেরে ত্রিপাদে সকল
আশ্চর্য্য হইল বলি করি দরশন।
এই দান করে বলি বিশ্বে খ্যাত রহে বলি
ধরামাঝে তাই সবে দাতা তারে কন॥

বাণরাজ রাজ্য পরে স্থাপিয়া শোণিতপুরে
করে সেথা নিষ্ঠাসহ শম্ভুর পূজন।
তাঁহার কৃপায় তবে স্বর্গের দেবতা সবে
রহিত বাণের কাছে কিঙ্কর মতন।
করিতেন শম্ভু যবে তাণ্ডব সে নৃত্য তবে
করিত সহস্র বাহু বাণ বিস্তারণ।
বাহু প্রসারি তখনি ঝঙ্কারিয়া বাদ্যধ্বনি
শঙ্করের সেসময় তুষ্ট করে মন॥
ভগবান ত্রিলোচন পরিতুষ্ট যবে হন
তবে বাণে বর নিতে করেন আহ্বান।
বাণরাজ তবে কন নগরের সুরক্ষণ
আপনি করুন প্রভু রহি এইস্থান॥
তবে রাজা শম্ভুবরে রহে মত্ত অহঙ্কারে
রণ লাগি শিব কাছে হন উপনীত।
নত হয়ে সেইক্ষণ স্পর্শি তাঁর শ্রীচরণ
সূর্য্যপ্রভ কিরীট সে করে অবনত॥
করি তবে সম্বোধন বাণরাজ শিবে কন
অল্পে তুষ্ট, নাহি মান তুমি ত্রিলোচন।
কল্পতরু সিদ্ধিদাতা তুমি যে সবার ত্রাতা
সকলের মনোবাঞ্ছা করিছ পূরণ॥
তুমি যে আনন্দময় আশুতোষ সবে কয়
পরমকারণ প্রভু বিশ্ব বিমোহন।
জগতের গুরু তুমি তোমার চরণে নমি
অনুক্ষণ করি যেন তোমারে স্মরণ॥

বলের প্রভাবে এবে উত্তেজিত বাহু সবে
রণ লাগি হইয়াছে ব্যাকুলিত মন।
মোর যে শকতি কত সকলে হইবে জ্ঞাত
রণকালে বীর্য্য মোর হ'লে প্রকাশন॥
কহি এবে তোমা ঠাঁই সম যোদ্ধা কোথা পাই
তুমি ভিন্ন নাহি কেহ যুঝিবারে রণ।
গিরি করি উত্তোলন ত্বরা ঘটাই পতন
চুরমার হ'য়ে যায় সে গিরি তখন॥
তাই আমি করি মন করিবারে এবে রণ
তুমি ভিন্ন সমযোদ্ধা নাই কোনজন।
এই যুদ্ধের উদ্যম হবে তবে উপশম
মোর সাথে কর যদি সংগ্রাম এখন॥
বাণরাজ যবে কন হ'য়ে রুষ্ট ত্রিলোচন
কহিলেন তবে তারে করি সম্বোধন।
শোন্ ওরে মূঢ়মতি অহঙ্কার তোর অতি
মোর সাথে তাই রণ করিয়াছ মন॥
করিবারে দর্প নাশ যে সংগ্রাম কর আশ
মোর তুল্য ব্যক্তি সাথে হবে সংঘটন।
সেইদিন হবে রণ যেইদিন যেইক্ষণ
ময়ূর-ধ্বজকেতুর হইবে ভঞ্জন॥
রুদ্রবাণী শুনি কানে মূর্খ বাণ খুসী মনে
আপনার গৃহে তবে করিল গমন।
কালের অপেক্ষা করি কাটায় দিবস তারি
শঙ্করের বাক্য সদা করিছে স্মরণ॥

বাণের প্রভাব এত শুনিয়া দেবতা যত
অতিশয় ভীত সবে হইয়া তখন—
তারা রক্ষিতে জীবন মিলি সব দেবগণ
সেথা হ'তে দ্রুতগতি করে পলায়ন ॥
এক সুন্দরী অনন্যা ছিল বাণরাজ কন্যা
প্রকৃতি তাহার ধীর, ঊষা নাম তার।
একদা সে বালা হেরে স্বপ্নে এক পুরুষেরে
মনোহর কান্তি তাহার কন্দর্প আকার ॥
হেরি রূপ মুগ্ধ বালা হৃদি তার হয় আলা
পূর্ব্বে কভু এ জনারে করেনি দর্শন।
স্বপনের পরে তারে আর যবে নাহি হেরে
তখন সে উচ্চৈঃস্বরে করিল রোদন ॥
ঊষার স্বপন দেখা সেথা সখী চিত্রলেখা
সখীর নিকটে আসি করিল শ্রবণ।
প্রাণকান্ত কোথা গেলে সখী কাহারে বলিলে
স্বপনের মাঝে কারে করিলে দর্শন ॥
বিস্তারিয়া তুমি মোরে কহ সখী এইবারে
তোমার এ স্বপনের যত বিবরণ।
ঊষা তবে কহে তারে কব কি আর সখিরে
শ্যামবর্ণ ব্যক্তি এক দিল দরশন ॥
হৃদিহরা সেই রূপ পীতাম্বর অপরূপ
আজানুলম্বিত বাহু মদন মোহন।
মনোহর রূপধারী প্রাণ মোর ল'য়ে হরি
নিমেষে কোথা সে সখী করে পলায়ন ॥

চিত্রলেখা সখী তবে কহে সখী শোন এবে
অবশ্য এ দুঃখ তব হবে নিবারণ।
স্বপনে তোমার মন যেবা করিল হরণ
তাহারে করিব আমি হেথা আনয়ন ॥
কহে তবে চিত্রলেখা চিত্রবিদ্যা মোর শেখা
সবার মূরতি আমি আঁকিব এখন।
সিদ্ধ, দানব, চারণ গন্ধর্ব্ব ও দেবগণ
সেথায় সবার চিত্র করিল অঙ্কন ॥
বৃষ্ণিবংশ, শূর, রাম আর রহে চিত্রে শ্যাম
প্রদ্যুম্নের চিত্র তবে চিত্রলেখা আঁকে।
অনিরুদ্ধের মূর্ত্তি সে অঙ্কিত করিল শেষে
সমাপ্ত হইলে চিত্র দেখায় উষাকে ॥
কহ সখী কোনজন ইহাদের মাঝে রন
স্বপনে তোমায় কেবা দিল দরশন।
অনিরুদ্ধে চিত্রে হেরি সহাস্য বদন তারি
তবে উষা কহে সখী ইনি সেইজন ॥
প্রতিকৃতি দরশনে উষার পুলক মনে
অনুরাগে উচ্ছ্বসিত হইল বদন।
সরমেতে নিম্ন দৃষ্টি অন্তরেতে প্রেমবৃষ্টি
সবামাঝে কহে ইনি স্বপনের জন ॥
অনিরুদ্ধ কৃষ্ণ পৌত্র চিত্রলেখা ত্বরা তত্র
যোগবলে শূন্যপথে করিল গমন।
অবহেলে তবে যায় কৃষ্ণপুরী দ্বারকায়
হেরি সেথা অনিরুদ্ধে মুগ্ধ তার মন ॥

দিব্য পালঙ্কের প'রে নিদ্রামগ্ন হেরি তারে
অপলকে দিব্য রূপ করে দরশন।
চিত্রলেখা যোগবলে অনিরুদ্ধে ল'য়ে চলে
অতি বেগে শূন্যপথে করিছে গমন॥
দু'জনা শোণিতপুরে উপনীত কিছু পরে
সখীরে দেখায় তবে স্বপনের জন।
সহসা হেরিয়া তারে হরষে অন্তর ভরে
ঊষা তবে রাখে তারে করিয়া যতন॥
ধূপ, মাল্যাদি আসন আর বিচিত্র বসন
নিবেদন করে বালা অতি প্রেমভরে।
নানা মিষ্টান্ন, ব্যঞ্জন আনি করায় ভোজন
মধুর বচনে পরে তুষ্ট করে তারে॥
হৃদি করি সমর্পণ ঊষা করিছে যতন
এই সেবা করে তার চিত্ত আকর্ষণ।
অনিরুদ্ধ ক্রমে ক্রমে বিমোহিত তার প্রেমে
ক্ষণেকের অদর্শন অসহ্য তখন॥
অনিরুদ্ধ, ঊষা দোঁহে সদাই একত্রে রহে
সুখ-নীরে দুইজনা ভাসে অনুক্ষণ।
একদিন রক্ষিগণ দোঁহা করে দরশন
কাননের মাঝে যবে করিছে ভ্রমণ॥
গর্ভের লক্ষণ যত কন্যা দেহে প্রকাশিত
হেরে তবে উপনীত সেথা রক্ষিগণ।
কুমারীর নিয়ম সে করিয়াছে ভঙ্গ শেষে
সুস্পষ্ট এ অনুমান হইল তখন॥

দ্বারিগণ অবশেষে রাজার সমীপে আসে
নিবেদিল দৃশ্য যাহা করেছে দর্শন।
কহে অতীব গোপনে অজানা পুরুষ সনে
কন্যা তব অনুক্ষণ করে আলাপন॥
গৃহরক্ষা একসনে করি মোরা সুনিপুণে
সম্ভব না হয় হেথা প্রবেশ কখন।
নাহি বুঝি এসময় কেমনে কলঙ্ক হয়
আশ্চর্য্য ব্যাপার ইহা, একি অঘটন॥
কন্যার দোষের কথা বাণরাজ শুনি সেথা
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন তিনি হ'লেন তখন।
রাজসভা ত্যজি বাণ কন্যার কক্ষেতে যান
তবে সেথা অনিরুদ্ধে করেন দর্শন॥
পদ্ম-পলাশ লোচন কান্তি কৃষ্ণের মতন
আজানুলম্বিত বাহু মদন মোহন।
হাস্য-মণ্ডিত বদন বিমোহিত করে মন
অপরূপ দেহ তার অতীব শোভন॥
উজ্জ্বল কুণ্ডল হার কর্ণে আর গলে তার
কুঞ্চিত কুন্তলদামে শোভার বর্দ্ধন।
যথা তাঁর অবস্থান জ্যোতিতে বিরাজমান
আলোকিত করি গৃহ উপবিষ্ট রন॥
অক্ষক্রীড়া সেইস্থানে করে তবে ফুল্লমনে
ঊর্ষা আর অনিরুদ্ধ একত্রে দু'জন।
কুন্দমালা সেইকালে উষার গলেতে দোলে
সুগন্ধিতে আমোদিত হইল পবন॥

অনিরুদ্ধ-অঙ্গে যবে সে মালা পরশে তবে
হৃদিমাঝে হয় তার রোমাঞ্চ সৃজন।
সেথায় পালঙ্ক'পরে হেরি বাণ দুজনারে
তাদের স্পর্দ্ধাতে হন বিস্মিত তখন।
অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যগণ পরিবৃত
কক্ষমাঝে বাণরাজে করি দরশন—
অনিরুদ্ধ সেইক্ষণ লৌহ গদা হাতে লন
ত্বরিত সবারে সেথা করিতে নিধন॥
তবে শত্রু সৈন্যগণ করিবারে আক্রমণ
দ্রুত আসি অনিরুদ্ধে করিল বেষ্টন।
ত্বরা তিনি সেনা যত সবে করেন আহত
মৃগেন্দ্র শৃগালে করে নিহত যেমন॥
অনিরুদ্ধের প্রহারে শত্রুরা চীৎকার করে
হতাহত হয় কত সেথা সৈন্যগণ।
যারা রহিল জীবিত হ'য়ে তারা অতি ভীত
সেথা হ'তে দ্রুত তবে করে পলায়ন॥
সৈন্যগণ ছিল যত বাণরাজ হেরি মৃত
নাগপাশে অনিরুদ্ধে করিল বন্ধন।
হেরি বিষম বন্ধন ঊষার চিন্তিত মন
শোকে, দুঃখে মুহ্যমান, করিছে রোদন॥
ঊষা আর অনিরুদ্ধ দোঁহা প্রেমে দোঁহে বদ্ধ
শুদ্ধ এই প্রেমকথা অতীব বিচিত্র।
কৃষ্ণ-প্রেম হৃদে যার সেই বোঝে লীলা তাঁর
শোনে কথা রহে যার অন্তর পবিত্র॥

শ্রীকৃষ্ণ ও বাণাসুর সংগ্রাম ও শম্ভুর কৃষ্ণ স্তুতি

অনিরুদ্ধে নাহি হেরি শূন্য যে দ্বারকাপুরী
আত্মীয় স্বজন সবে অন্তরে ব্যথিত।
দীর্ঘ চারিমাস ধরি অন্বেষণ কত করি
সকলে সন্ধান হ'তে হ'লেন বিরত ॥
হইয়া সে অপহৃত শোণিতপুরেতে নীত
চিত্রলেখা করেছিল তাহারে হরণ।
সৈন্য-বধ অপরাধে অনিরুদ্ধে বাণ বাঁধে
রাখে তারে নাগ পাশে করিয়া বন্ধন ॥
সেসময় দেবঋষি যদুগণে কন আসি
বিস্তারিয়া ঘটনার পূর্ণ বিবরণ।
সবে তবে যুঝিবারে চলিল শোণিতপুরে
তাহাদের সঙ্গে যান রাম জনার্দ্দন ॥
প্রদ্যুম্ন, সারণ, নন্দ গদ, সাম্ব, উপনন্দ
যুযুধান, ভদ্র আদি চলে বৃষ্ণিগণ।
রাম কৃষ্ণে পুরোভাগে যদুগণ রাখি আগে
নগরেতে উপনীত সহ সৈন্যগণ ॥
সঙ্গে ল'য়ে সৈন্য যত হ'য়ে অস্ত্রে সুসজ্জিত
শোণিতপুরেতে তারা করে আগমন।
একত্রে আসিয়া সবে পুরীতে প্রবেশি তবে
বাণ নগরীকে ত্বরা করিল বেষ্টন ॥

যদুদের সেইক্ষণ সৈন্য ল'য়ে আগমন
হেরি বাণ অতিশয় ক্রোধান্বিত হন।
বিপক্ষের তুল্য বলী সৈন্য লইয়া সকলি
বহির্গত পুরী হ'তে করিবারে রণ॥
শঙ্কর চিন্তিয়া মনে সাহায্য করিতে বাণে
কার্ত্তিকে আহ্বান ত্বরা করেন তখন।
ভূত প্রেতে পরিবৃত চলে শম্ভু অতি দ্রুত
নন্দী নামে বৃষোপরি করি আরোহণ॥
ভগবান পশুপতি ক্রোধান্বিত হ'য়ে অতি
রহেন প্রস্তুত তবে করিবারে রণ।
রাম কৃষ্ণ সাথে রণ তবে তিনি করি মন
সবে মিলি রণস্থলে উপনীত হন॥
শ্রীকৃষ্ণের সাথে রণ করে শম্ভু সেইক্ষণ
প্রদ্যুম্ন কার্ত্তিক সাথে যুঝিল তখন।
সাম্ব-যুদ্ধ সেসময় বাণ-পুত্র সাথে হয়
কুম্ভাণ্ড, কূপকর্ণের রাম সাথে রণ॥
সাত্যকির সাথে আজ রণে লিপ্ত বাণরাজ
পরস্পর পরস্পরে সংগ্রাম ভীষণ।
যুদ্ধে সেথা সেসময় কেহ না পরাস্ত হয়
রণস্থলে ঘোর রণ হয় সংঘটন॥
প্রত্যক্ষ করিতে রণ আসে সুরপতিগণ
সিদ্ধ, যক্ষ, ব্রহ্মা, মুনি আর দেবগণ।
অপ্সরা চারণ যত আসিছে গন্ধর্ব্ব কত
বিমানে আরোহি সবে উপনীত হন॥

তবে তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা রুদ্রসৈন্যগণে ত্বরা
শ্রীকৃষ্ণ ভীষণভাবে করেন আহত।
ডাকিনী, বেতালগণ পিশাচাদি ভূতগণ
ব্রহ্ম, রাক্ষসাদি হয় অত্যন্ত পীড়িত॥
সেথা শম্ভুচরদ্বয় আঘাতে অস্থির হয়
হেরি ইহা অতি ভীত হন সর্ব্বজন।
ইতস্ততঃ সেইক্ষণ করে সবে পলায়ন
বেদনার কথা সদা করিছে স্মরণ॥
হেরি সৈন্য-পলায়ন হয়ে শম্ভু রুষ্ট মন
কৃষ্ণ প্রতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র করেন ক্ষেপণ।
আপনার শক্তিবলে তবে হরি অবহেলে
রুদ্র-অস্ত্র শীঘ্রগতি করেন ছেদন॥
ব্রহ্মাস্ত্র বিপক্ষে হানে ব্রহ্ম-অস্ত্র সেইক্ষণে
বায়ব্যাস্ত্রের বিরুদ্ধে ছাড়ে পর্ব্বতাস্ত্র।
আগ্নেয়াস্ত্র প্রতিকূলে পার্জ্জন্যাস্ত্র তবে ফেলে
ক্ষেপণ করেন হরি সব তীক্ষ্ণ অস্ত্র॥
জৃম্ভণাস্ত্র রুদ্রোপরি ছাড়িলেন যবে হরি
হেরি শম্ভু অতিশয় বিস্মিত তখন।
একে একে সেসময় শত্রুসৈন্য হত হয়
গদা, বাণ যবে হরি করেন বর্ষণ॥
প্রদ্যুম্ন কার্ত্তিকোপরি বর্ষি বাণ ত্বরা করি
সেসময় করে তারে আহত ভীষণ।
হ'য়ে তার দেহ ক্ষত রুধির ঝরিছে কত
তখন সে ভীত মনে করে পলায়ন॥

ভয়ঙ্কর গদা যবে রাম আসি হানে তবে
কুম্ভাণ্ড ও কুপকর্ণ হইল আহত।
তাহারা বাণের হয় মুখ্য সেনাপতিদ্বয়
তীব্র সে আঘাতে দোঁহে অত্যন্ত পীড়িত॥
ধরাশায়ী যবে তারা মৃত্যু আসি গ্রাসে ত্বরা
দলপতি মৃত হেরি ভগ্ন সৈন্যগণ।
রণস্থলে সেসময় বিশৃঙ্খলা অতিশয়
সৈন্যগণ ইতস্ততঃ করে পলায়ন॥
বাণ আসি যবে জ্ঞাত সৈন্যগণ পলায়িত
তবে তিনি অতিশয় ক্রোধান্বিত হন।
প্রতিযোদ্ধা সাত্যকিরে উপেক্ষা করিয়া পরে
কৃষ্ণপানে যান রথে, করিবারে রণ॥
বাণ হইয়া গর্ব্বিত ল'য়ে ধনু পঞ্চশত
পঞ্চশত হস্তে তবে করিল ধারণ।
পঞ্চশত অন্য হস্ত বাণ লইল সমস্ত
প্রতিহস্তে দুইবাণ করে সে গ্রহণ॥
কৃষ্ণ 'পরে সেই বাণ লক্ষ্য করে রাজা বাণ
সেসময় ত্বরা তারে করিতে নিধন।
ক্ষিপ্রগতি আসি শেষে জনার্দ্দন অনায়াসে
পঞ্চশত ধনু তার করেন ছেদন॥
বাণের সারথি যত অশ্ব সহ হয় হত
নিমেষে সজ্জিত রথ খণ্ডিত তখন।
পাঞ্চজন্য ত্বরা করি ফুকিলেন তবে হরি
দূর হ'তে সেই ধ্বনি শোনে সর্ব্বজন॥

বাণরাজ সৈন্য যত কৃষ্ণ দ্বারা বিতাড়িত
রুদ্রচর ভূত প্রেত সবে নির্ব্বাসিত।
হেরি এই আচরণ মহাদেব রুষ্ট হন
রুদ্রজ্বরে তাই শম্ভু সৃজেন ত্বরিত॥
তবে ত্রিতাপ, ত্রিশিরা কৃষ্ণপানে ধায় ত্বরা
রুদ্রজ্বর তেজে দিক্ করি আলোকিত।
হেরি কৃষ্ণ রুদ্রজ্বরে সৃজিলেন বিষ্ণুজ্বরে
তুমুল সংগ্রাম সেথা হয় সংঘটিত॥
রণক্ষেত্রে অতঃপর শম্ভুজ্বরে বিষ্ণুজ্বর
নিগৃহীত অপমান করিল ভীষণ।
বেদনায় তীব্রভাবে হইয়া সে ক্লিষ্ট তবে
শোকে দুঃখে আকুলেতে করিল রোদন॥
পরিত্রাণ পাইবারে রুদ্রজ্বর ভক্তিভরে
শ্রীকৃষ্ণের কতমত করিল স্তবন।
তুমি সর্ব্বমূলাধার জীবগণে কর পার
পরম পুরুষ হরি অনাদি কারণ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ তোমা দ্বারা সৃষ্ট হন
তোমা হ'তে পৃথিবীতে আসে জীবগণ।
সবে তুমি অনুক্ষণ কর কৃপা বরিষণ
দয়াময় তাই তোমা কহে সর্ব্বজন॥
সংহার মূরতি কভু ধারণ করিছ প্রভু
তোমার ইচ্ছায় তাই প্রাণীদের লয়।
যেবা তব নাম লয় ব্যথা তার কর ক্ষয়
ভীতির ভঞ্জনকারী নাশ কর ভয়॥

ধার্ম্মিকেরে রক্ষিবারে পাপীজনে নাশিবারে
ধরামাঝে হইয়াছে তব আগমন।
এ বিশ্বের ভার যত হরিতেছ অবিরত
তোমার মহিমা জ্ঞাত নহে মূঢ়জন॥
বিকার রহিত তুমি জগতের হও স্বামী
অনন্ত শকতি তব নাহি তার সীমা।
কখনো বিরাটরূপ ধর তুমি বিশ্বভূপ
না পারে বর্ণিতে কেহ তোমার মহিমা॥
বেদে তব পরিচয় সকলি বর্ণিত রয়
রহিয়াছ বিশ্বে ব্যাপ্ত দেব নারায়ণ।
অনন্য চিন্তন দ্বারা ধরা তুমি দাও ত্বরা
তোমার এ অবস্থিতি তবে জ্ঞাত মন॥
বিশ্বে জীব সমুদয় মায়ামুগ্ধ সদা রয়
সংসার-আসক্তি যে গো ঘটায় বন্ধন।
জীব কর্ম্ম অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে
আপন সংস্কার বদ্ধ রহে প্রাণিগণ॥
দেহ মাঝে আপনারে যেজন চিনিতে পারে
মায়ামোহ হয় তার অচিরে খণ্ডন।
তোমার মহিমা যত ভক্ত যবে অবগত
ভেদজ্ঞান, ভেদ ভাব না রহে তখন॥
পদে লইনু শরণ রক্ষ মোরে নারায়ণ
আর্ত্তজনা কর ত্রাণ কহে সর্ব্বজন।
মান, অভিমান যাহা দূর কর ত্বরা তাহা
আমি অতি জ্ঞানহীন না জানি ভজন॥

দয়ার সাগর তুমি তোমার চরণে নমি
কৃপা করি রাঙ্গাপদে দাও গো আশ্রয়।
এই মোরে কর হরি সদা যেন তোমা স্মরি
দাও প্রভু দয়াময় আমারে অভয় ॥
বদ্ধ রহি কামনায় ও পদ যে নাহি চায়
অতিশয় মন্দভাগ্য হয় সেইজন।
পরিণামে অনিবার দুঃখ ভোগ হয় তার
অন্তিমে নিশ্চয় তার নরকে গমন ॥
তার এত শুনি স্তুতি চক্রপাণি তুষ্ট অতি
ত্রিশিরারে তবে কন করি সম্বোধন।
বিষ্ণুজ্বর হ'তে আর নাহি ভয় এইবার
নির্ভয় নিশ্চিন্তে তুমি রবে অনুক্ষণ ॥
মোরে যে করিলে স্তুতি হই তাতে তুষ্ট অতি
স্মরিলে জ্বরের ভীতি হবে বিনাশন।
আক্রমণ জ্বর আর না করিবে কোনবার
শত্রু হ'তে নাহি হবে অনিষ্ট সাধন ॥
কৃষ্ণের আশ্বাস বাণী রুদ্রজ্বর কাণে শুনি
প্রণমিয়া ভগবানে করিল প্রস্থান।
সেথা রণ করি মন বাণরাজ সেইক্ষণ
শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ত্বরা করি যান ॥
বাহু সহস্রে তখন অস্ত্র করিয়া ধারণ
বাণ তাহা কৃষ্ণ 'পরে ছাড়িল ত্বরিত।
অস্ত্রশস্ত্র নানামত হয় সেথা বরষিত
বাণাঘাতে কৃষ্ণে বাণ করে জর্জ্জরিত ॥

অস্ত্রাঘাত বার বার অসহ্য হইল তাঁর
তবে হরি সুদর্শন করিয়া গ্রহণ—
ক্রোধান্বিত হ'য়ে ত্বরা তীক্ষ্ণ সেই অস্ত্র দ্বারা
তাহার যতেক বাহু করেন ছেদন ॥
বাণের সহস্র বাহু কর্ত্তিত বিক্ষিপ্ত বহু
চক্র হস্তে কৃষ্ণ তাহা করে অন্বেষণ।
হেরি তাঁর বিচরণ আশঙ্কিত হ'য়ে মন
কৃষ্ণের সমীপে শম্ভু উপনীত হন ॥
মস্তক ছেদন হ'লে মৃত্যু তার সেইকালে
এই কথা স্মরি শম্ভু চিন্তিত তখন।
ক্রোধ সম্বরণ তরে বাণে কৃপা বর্ষিবারে
শূলপাণি করিলেন শ্রীকৃষ্ণে স্তবন ॥
স্তুতি করি তবে কন তুমি অনাদি কারণ
জ্যোতির্ম্ময় রূপ তব তুমি সর্ব্বগতি।
পূর্ণব্রহ্ম স্ব-প্রকাশ আত্মারূপে জীবে বাস
পরাৎপর সারাৎসার অখিলের পতি ॥
বেদে তব অবস্থান জ্ঞানী পায় সে সন্ধান
জ্ঞাত তোমা সেই যার চিত্ত শুদ্ধ অতি।
ধর্ম্মগ্রন্থ যেইজন সদা করে অধ্যয়ন
তব পাদপদ্মে তার হয় তবে মতি ॥
বিরাট সে রূপ ধরি বিরাজিত বিশ্বে হরি
সর্ব্বজীবে সর্ব্বস্থানে তব অবস্থান।
নিশানাথ চন্দ্র মন আর ভাস্কর নয়ন
আকাশমণ্ডল হয় তব নাভিস্থান ॥

বদন যে হুতাশন আর পৃথিবী চরণ
স্বর্গ শির, কর্ণ দিক্ আত্মা অহঙ্কার।
আঁখি তব দিবাকর আর সাগর উদর
ইন্দ্র বাহু, জল শুক্র, স্বর্গ শির আর॥
রোম যতেক ওষধি বিরিঞ্চি তোমার বুদ্ধি
প্রজাপতি মেঢ্র তব, ধরম হৃদয়।
শূন্যে যত মেঘ রয় তব কেশদাম হয়
তোমার ইচ্ছায় সদা বহিছে মলয়॥
আর্ত্তে ত্রাণ করিবারে সাধুজনে রক্ষিবারে
তোমার এ ধরাধামে জনম গ্রহণ।
তাই মোরা এইকালে বলীয়ান তব বলে
পালনে সমর্থ হই এ সপ্ত ভুবন॥
সৃষ্টি, স্থিতি, আর লয় তোমা হ'তে সব হয়
জীবেরে আশ্রয় সদা কর তুমি দান।
সবা হ'তে শ্রেষ্ঠ তুমি তোমার চরণে নমি
সুরাসুর মানবের হও তুমি প্রাণ॥
বাণ মোর ভক্ত অতি কৃপা কর তার প্রতি
আমি যে তাহারে প্রভু দিয়াছি অভয়।
প্রহ্লাদে দর্শন দিয়া করেছিলে তৃপ্ত হিয়া
তেমনি বাণের প্রতি হও গো সদয়॥
শম্ভুর সে বাণী শুনি কহিলেন চক্রপাণি
তোমার প্রতিজ্ঞা আমি করিব পূরণ।
কহিয়াছ বাণে যাহা সফল হইবে তাহা
করিব তোমার আমি অভীষ্ট সাধন॥

দিনু বর প্রহ্লাদেরে না বধিব বংশধরে
বাণরাজ বধ্য মোর নহে কদাচন।
হরিতে ধরণী ভার বধি যত সৈন্য তার
নাশিবারে দর্প করি বাহুর ছেদন॥
এবে বর দিনু বাণে নাহি রবে ভীতি মনে
করিবে নির্ভয় চিত্তে সদা বিচরণ।
বাণ পাইয়া অভয় হৃষ্ট হ'য়ে সেসময়
ভক্তিভরে নমে কৃষ্ণে পরশি চরণ॥
বাণ আজ্ঞা দিল যবে অনিরুদ্ধ মুক্ত তবে
অনুচর করে তার বন্ধন মোচন।
রাজা তবে তার করে স্বীয় কন্যা দান করে
সেথা যবে জনার্দ্দন উপনীত রন॥
হস্তী অশ্ব দেন কত ধনরত্ন নানামত
রথ, রথী, দাস, দাসী দিলেন তখন।
নারায়ণ বাণ প্রতি তবে তুষ্ট হন অতি
প্রীত মনে আশীর্ব্বাদ করেন জ্ঞাপন॥
বাণরাজ সেইক্ষণ রথে করি আরোহণ
অনিরুদ্ধ উষা সহ করেন গমন।
দ্রুতগতি চলে রথ অতিক্রম করি পথ
কৃষ্ণের সমীপে শেষে উপনীত হন।
হরি কন্যারে তখন দিয়া রতন ভূষণ
দিব্য বস্ত্রে পরে তারে করেন সজ্জিত।
পরিবৃত সৈন্যগণ বর বধূ সঙ্গে লন
শেষে হরি দ্বারকায় হন উপনীত॥

শ্রীকৃষ্ণের আগমন হেরি তবে পুরজন
শঙ্খধ্বনি করি তারা অগ্রসর হন।
অনিরুদ্ধ উষা যবে উপনীত হেরে তবে
অতিশয় পুলকিত হন জনগণ॥
বেদ করি উচ্চারণ সঙ্গে চলে দ্বিজগণ
নানাবিধ বাদ্য গীত শ্রুত সেইক্ষণ।
রাজপথ যেথা যত পতাকায় সুশোভিত
পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত র'য়েছে তোরণ॥
দূর হ'তে সারি সারি আসে সেথা নরনারী
নবপরিণীতা জনে করিতে দর্শন।
হেরি পুত্রে রতি সতী পুলকিত হ'য়ে অতি
বিধিমত বরবধূ করেন বরণ॥
উৎসবের আয়োজন করে পুরবাসিগণ
আনন্দে মগন তবে দ্বারকার জন।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যত বিপ্র যারা উপনীত
অন্ন বস্ত্র আদি সবে দেন নারায়ণ॥
বাণ সাথে রণে সেথা শ্রীকৃষ্ণের জয়গাথা
সংগ্রাম শঙ্কর সাথে যাহা সংঘটন।
যদি তাহা কোনজন প্রাতে শোনে দিয়া মন
তার কোন পরাজয় না ঘটে কখন॥
ভক্তিতে ভাবিলে তাঁরে ভগবান রক্ষা করে
যতই হোক না কেন সেজন দুর্জ্জন।
বাণরাজে সেসময় কৃষ্ণ দিলেন অভয়
তাঁহার করুণা ভিক্ষা করে সে যখন॥

হৃদে রাখি নারায়ণে ভজ তারে একমনে
শোক তাপ তবে ত্বরা হ'বে বিমোচন।
পাপ যত ঘুচে যাবে শান্তি মনে উপজিবে
তাঁহার শরণ নিলে শুদ্ধ হয় মন॥
ভাগবত সুধাখনি চিত্তে সুখ দেয় আনি
শ্রবণ মনন ভক্ত কর অনুক্ষণ।
নির্ভয়ে তখন রবে অন্তিমে মুকতি পাবে
লিখি কথা কৃষ্ণপদ করিয়া স্মরণ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাজা নৃগের উদ্ধার

যাদবেরা সবে মিলি হরষিত মনে খেলি
ক্রীড়ামত্ত হ'য়ে বনে করিল গমন।
বহুক্ষণ করি ক্রীড়া অতিশয় শ্রান্ত তারা
তৃষ্ণায় কাতর হয় সকলে তখন॥
জল লাগি সেইক্ষণ করি কত অন্বেষণ
বারিহীন কূপ এক করে দরশন।
হেরে কূপের মাঝার প্রাণী জন্তুর আকার
বিশাল শরীর তার ভীষণ দর্শন॥
তাহারে হেরিল যবে তখন বিস্মিত সবে
কৃকলাস বলি তারে জ্ঞাত সেইক্ষণ।
উত্তোলন করিবারে যাদবেরা চেষ্টা করে
চর্ম্মের রজ্জুতে তারে করিয়া বন্ধন॥
কৃকলাসে তুলিবারে রহে তারা কূপ পাড়ে
ভারহেতু নাহি পারে তুলিতে তখন।
প্রাণপণে যদুগণ টানে তারে অনুক্ষণ
তবু তারা উত্তোলনে অসমর্থ হন॥
কৃকলাসে নড়াবারে কোন মতে নাহি পারে
কৃষ্ণে তবে করে তারা ঘটনা বর্ণন।
রহি সবে তাঁর পাশে কহে তাঁরে অবশেষে
হেরিতে সে জীবে দ্রুত কর আগমন॥

তাহাদের কথা শুনি গিয়া সেথা চক্রপাণি
কূপমাঝে কৃকলাসে করেন দর্শন।
বামকরে অবহেলে যবে হরি তারে তোলে
অঙ্গ স্পর্শে পাপ তার হয় বিমোচন॥
পায় তবে দিব্যকান্তি হৃদিমাঝে জাগে শান্তি
কাঞ্চনের ন্যায় তার হইল বরণ।
দেহে দিব্য অলঙ্কার গলে শোভে দিব্য হার
দেবতুল্য রূপ সে যে করিল ধারণ॥
কহে সে চরণ ধরি অগতির গতি হরি
বহু পুণ্যে পাই প্রভু তব দরশন।
ওহে কমললোচন অন্তর্য্যামী নারায়ণ
দয়ার সাগর তুমি বিশ্ব বিমোহন॥
কৃষ্ণ তবে তার পাশে কহিলেন মৃদুভাষে
ভুবন-মোহন রূপ তুমি কোনজন।
আমার নিকটে কও কোন্ সে দেবতা হও
হেন দশা কেন হয়, কিসের কারণ॥
তবে দেব নারায়ণ দিব্য জনে পুনঃ কন
কহ এবে আদ্যোপান্ত যত বিবরণ।
কৃষ্ণ সব জ্ঞাত রন কেন এ রূপ ধারণ
কর্ম্মফল জানাবারে হেন আচরণ॥
শুনি কৃষ্ণের বচন কহে তবে দিব্যজন
শোন প্রভু এইবার মোর বিবরণ।
ইক্ষ্বাকু বংশ মাঝার ছিল জনম আমার
নৃগরাজ নামে খ্যাত রহি সেইক্ষণ॥

হেন জন নাহি রন মোর সম দাতা হন
নিশ্চয় এ কথা কহি, হও তুমি জ্ঞাত।
অন্তর্য্যামী ভগবান প্রাণী মাঝে বর্ত্তমান
তোমার নিকটে কিছু নাই অবিদিত ॥
এবে তুমি জানিবারে জিজ্ঞাসিলে যাহা মোরে
বিস্তারিয়া কব আমি তার বিবরণ।
যেবা যবে যাহা চান অকাতরে করি দান
কাহারেও প্রত্যাখ্যান না করি কখন ॥
আকাশের মাঝে ভরা রয়েছে অসংখ্য তারা
বরষার ধারা নাহি যায় নিরূপণ।
ধরণীর বালুকণা সংখ্যা নাহি যায় গণা
তথা বিপ্রে দান করি গাভী অগণন ॥
সেসকল গাভী যত স্বর্ণে শৃঙ্গ বিভূষিত
চতুষ্টয় খুর তার রৌপ্যেতে মণ্ডিত।
গাভীগণ দুগ্ধবতী বয়সে নবীন অতি
শোভন, স্বভাব শান্ত সদ্যই প্রসূত ॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে তপোনিষ্ঠ সাধুজনে
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করিয়াছি দান।
অট্টালিকা শোভাময় রথ কত মণিময়
গৃহযোগ্য আসবাব তবে তারা পান ॥
দেবতা মন্দির কত আমা দ্বারা নিরমিত
দীঘি কূপ আদি কত করেছি খনন।
অকাতরে অন্নদানে করি তৃপ্ত দীনজনে
বাসের ব্যবস্থা করি তাদের তখন ॥

আমার সকল কথা বর্ণন করিব হেথা
এখন দুর্গতি প্রভু করিও শ্রবণ।
কৃকলাস রূপ ধরি বহু ক্লেশে রহি হরি
কৃপা করি উদ্ধারিলে তুমি নারায়ণ॥
বিপ্র এক নিষ্ঠাবান করি তারে গাভী দান
আমার নিকটে করে প্রার্থনা যখন।
সেই গাভী ল'য়ে ধীরে যবে বিপ্র ফেরে ঘরে
রজ্জু ছিন্ন করি ধেনু করে পলায়ন॥
পুনঃ সে অজ্ঞাতসারে আসিল আমার ঘরে
ধেনুপালে মিশি ধেনু রহিল তখন।
আমি যে গাভীর কথা না জানি রহিয়া হেথা
তাই তারে অন্য বিপ্রে করিনু অর্পণ॥
পূর্ব্ব দ্বিজ দেখে পথে গাভী এক তার সাথে
হেরি তাহা দ্বিজ তারে জিজ্ঞাসে তখন।
গাভী তুমি পেলে কোথা সবিস্তারে কহ হেথা
এ গাভী আমার হয় জানিয়ো এখন॥
তার নিকটে তখন প্রতিগ্রাহী বিপ্র কন
রাজা মোরে করেছেন এ গাভী অর্পণ।
এতে পূর্ণ অধিকার রয় মোর এইবার
ইহাতে তোমার স্বত্ব না হবে কখন॥
সেথায় ব্রাহ্মণদ্বয় বিবাদেতে মত্ত রয়
কিছু পরে কহে মোরে প্রতিগ্রাহী জন।
কহ সত্য এইবার এই গাভী হয় কার
কোনজনে ধেনু তুমি করেছ অর্পণ॥

কহি আমি দ্বিজগণে তর্ক কেন অকারণে
আমার প্রস্তাবে ক্ষান্ত হও একজন।
মোর বাক্যেতে এখন শান্ত হবে যার মন
লক্ষধেনু তারে আমি করিব অর্পণ ॥
কহিতেছি এই সর্ত্তে লক্ষধেনু পরিবর্ত্তে
এ গাভী অপর দ্বিজে করিবে প্রদান।
দান করি গাভী হেথা অজ্ঞাত রহে সেকথা
তাই পুনঃ গাভী আমি করিয়াছি দান ॥
কহি বিপ্র দুজনারে দোষ নাহি দিও মোরে
এবে আমি তোমাদের ল'য়েছি শরণ।
অজানিত এই পাপ নাহি দিও অভিশাপ
ক্ষম মোর অপরাধ তোমরা দু'জন ॥
পূর্ব্ব-বিপ্র তবে আসি করে চৌর্য্য দোষে দোষী
অন্তরে বেদনা জাগে করি তা শ্রবণ।
করা হয় দান যাহা অপরের হয় তাহা
পুনঃ অন্যে দিলে হয় সে দ্রব্য হরণ ॥
চিন্তিলেন বিপ্রদ্বয় কভু না উচিত হয়
নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের গোদান গ্রহণ।
তার বদলে এখন গাভী অপর গ্রহণ
হয় তাহা তদধিক দোষের কারণ ॥
এর এই হেতু হয় এইরূপ বিনিময়
বিক্রয়ের তুল্য তাহা হইবে গণন।
বিপ্রের গাভী বিক্রয় অতীব পাপের হয়
মরণের পরে তার নরকে গমন ॥

লক্ষগাভী প্রতিদান করে দোঁহে প্রত্যাখ্যান
বিনিময় তারা কিছু না করে গ্রহণ।
বিপ্রদ্বয় ত্বরা করি ধেনু সেথা ত্যাগ করি
স্বস্থানে প্রস্থান তারা করিল তখন ॥
এই পাপের কারণ মোর হইলে মরণ
যমপুরে যমদূত করে আনয়ন।
যমরাজ তবে কন শোন আমার বচন
পাপ পুণ্য দুইফল করেছ অর্জ্জন ॥
কার ভোগ আগে চাও স্থির করি মোরে কও
সেরূপ ব্যবস্থা আমি করিব এখন।
রহে তব বেশী পুণ্য পাপ অতীব সামান্য
দাতা তুমি, তব দানে তুষ্ট সর্ব্বজন ॥
উপকৃত জনগণ করে তোমারে স্মরণ
দানধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম করেছ প্রচুর।
যত পুণ্য অনুষ্ঠান তাতে তব স্বর্গে স্থান
আছে সেথা দেবলোক অতীব মধুর ॥
শুনিয়া যমের কথা কহিলাম আমি সেথা
অগ্রেতে অশুভ ভোগ করিনু মনন।
যমরাজ তদুত্তরে কহিলেন নৃপবরে
নিকৃষ্ট যোনিতে তব হউক পতন ॥
কৃকলাস রূপ ধরি কূপ মাঝে রহি পড়ি
আবদ্ধ ছিলাম সেথা হ'য়ে ম্রিয়মাণ।
যবে সে পাপ খণ্ডন মিলে তব দরশন
তোমার কৃপায় আমি পাই পরিত্রাণ ॥

আমার সৌভাগ্য অতি বিলুপ্ত না হয় স্মৃতি
পূর্ব্বের সকল কথা রয়েছে স্মরণ।
তব অঙ্গ পরশন পাপ করে বিমোচন
প্রত্যক্ষ করিনু তাই তোমার চরণ॥
রহে যার শুদ্ধ মন সেই পায় দরশন
নতুবা তোমার দেখা না মেলে কখন।
আমি যে ভজনহীন বিষয়ের মাঝে লীন
কৃতার্থ করিলে তবু দিয়া দরশন॥
দেবমাঝে শ্রেষ্ঠ তুমি এ বিশ্বের হও স্বামী
তোমার অনন্ত গুণ জ্ঞাত ভক্তজন।
স্বরূপ না হয় ক্ষয় তোমার যে নাহি লয়
জীবেরে আশ্রয় দাও তুমি নারায়ণ॥
হও কর্ম্মফল দাতা তুমি বিশ্বের বিধাতা
অচ্যুত অব্যয় তুমি ওহে জনার্দ্দন।
তুমি আনন্দ স্বরূপ রূপ তব অপরূপ
তোমার মহিমা কভু না যায় বর্ণন॥
আমি অতি মূঢ়মতি নাহি জানি তব স্তুতি
নাহি জ্ঞাত তব তত্ত্ব না জানি ভজন।
কর্ম্মবশে কৃপা কভু নাহি ভুলি ওগো বিভু
সদা যেন স্মরি আমি ও রাঙ্গা চরণ॥
অনুমতি দাও তুমি দেবলোকে যাব আমি
রসময় মূর্ত্তি তব করিয়া স্মরণ।
এইভাবে করি স্তুতি তবে নৃগ নরপতি
নমি কৃষ্ণে রথে করে স্বরগে গমন॥

তবে নন্দের নন্দন ক্ষত্র রাজগণে কন
উপদেশ বাণী শোন কহিব এখন।
যদি কভু বিপ্র-ধন হরি লয় কোনজন
সামান্য হ'লেও উহা অন্যায় ভীষণ॥
তেজস্বী যেজন রয় তারও অসহ্য হয়
যদি করে সেইজন ব্রহ্মস্ব হরণ।
ইহা যে প্রকৃত বিষ ঝরে ইহা অহর্নিশ
এ বিষের নাহি হয় কভু নিবারণ॥
সর্প বিষ অতি দুষ্ট প্রাণ যত করে নষ্ট
মন্ত্রৌষধে তবু তার হয় প্রতিকার।
বরষণে অতি দ্রুত বহ্নি হয় প্রশমিত
বিষ যেবা করে পান প্রাণ যায় তার॥
হরে যেবা বিপ্র-ধন তার সবংশে মরণ
সে পাপের নাহি হয় কভু নিরসন।
বিপ্রলব্ধ কোন ধন না জানিয়া যদি লন
পুরুষত্রয়ের তার সমূলে নিধন॥
যদি ব্রাহ্মণে কখন দুঃখ দেয় কোনজন
অবশ্যই অন্তে তার নরকে গমন।
বিপ্র কভু অর্থাভাবে আঁখি বারি ফেলে তবে
নিশ্চিত সে রাজ্যে হয় সবার পতন॥
দুরাচার যেবা হরে দ্বিজে দত্ত সম্পত্তিরে
পর-দত্ত বৃত্তি কিম্বা স্ববলেতে লয়—
ষষ্টি সহস্র বৎসর কৃমি বিষ্ঠার ভিতর
রহিয়া সে কষ্ট ভোগে জানিয়ো নিশ্চয়॥

বাঞ্ছা করে বিপ্রধন হয় অল্পায়ু সেজন
হীনবল ও শ্রীহীন হয় সে তখন।
পরের উদ্বেগকারী সর্প-জন্ম হয় তারি
পুনরায় যবে করে জনম গ্রহণ॥
কহিলেন জনার্দ্দন শোন এবে সবজন
বিপ্রের না কর কভু অনিষ্ট সাধন।
দ্বিজগণ যত রন সবার প্রণম্য হন
ব্রাহ্মণে প্রণাম তাই কর নিবেদন॥
বিপ্রগণে কোনবেলা না করিও অবহেলা
যদুরা আমার বাণী রাখিও স্মরণ।
এই আমার বচন যেবা করিবে লঙ্ঘন
দণ্ডভাগী সুনিশ্চিত হবে সেইজন॥
ব্রহ্মস্ব অজ্ঞাতসারে নৃগরাজ দান করে
নিকৃষ্ট যোনিতে তবু হইল পতন।
জ্ঞাতসারে যেইজন করে ব্রহ্মস্ব হরণ
তাহার দুর্গতি-কথা না যায় বর্ণন॥
হয় যদি পাপ কার্য্য শাস্তি ভোগ অনিবার্য্য
যতই না পুণ্য কর্ম্ম কর অনুষ্ঠান।
দেখ নৃগ নরপতি দানকার্য্য করি অতি
অল্প পাপে তবু তিনি পশু দেহ পান॥
পুণ্য কর্ম্ম রবে যাহা শুভফল দিবে তাহা
পাপকার্য্য তাহে কভু না হবে খণ্ডন।
জীবগণে শিক্ষা দিতে কথা লেখা ভাগবতে
পড়িলে শুনিলে জ্ঞাত হবে ভক্তজন॥

বলরামের ব্রজে গমন ও যমুনা আকর্ষণ

দরশন অভিপ্রায় গোকুলেতে রাম যায়
মহানন্দে রথে চড়ি করেন গমন।
দেখিতে আপনজনে ব্যাকুলতা জাগে মনে
গোপগোপী রাম লাগি উৎকণ্ঠিত হন॥
যবে রাম উপনীত সবে সেথা পুলকিত
প্রেমভরে তবে তারে করে আলিঙ্গন॥
নন্দ আর যশোদারে নমে রাম ভক্তিভরে
দোঁহে তবে আশীর্ব্বাদ করেন জ্ঞাপন॥
নিকটে আসিয়া সবে রামেরে সম্বোধি তবে
কহিলেন "কুশলে কি আছে যতুগণ" ?
আর কহে গোপীগণ আমাদের প্রাণধন
বংশীধারী জনার্দ্দন আছেন কেমন॥
সেথায় বান্ধবগণে হরি কি রেখেছে মনে
কৃষ্ণ-কথা বিস্তারিত জানিবার মন।
জ্ঞাত হ'তে গোপীগণ রামের নিকটে কন
সবার কুশল এবে করগো জ্ঞাপন॥
যশোমতী জননীরে আর নন্দ জনকেরে
এখন কি জনার্দ্দন করেন স্মরণ।
কভু কি মোদের কথা কন কি শ্রীহরি সেথা
আসিবে কি আর হরি হেথায় কখন।

পতি পুত্র পরিজন আর আত্মীয় স্বজন
সবারে ত্যজিয়া আসি যাহার কারণ—
তার একি ব্যবহার সবে করি পরিহার
মথুরায় অতিসুখে আছেন এখন ॥
আমাদের পূর্ব্বে কন "শোন যত গোপীগণ
আবার গোকুলে আমি ফিরিব ত্বরিত।"
তখন তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া সেথা
এখন আমরা সবে হইনু বঞ্চিত ॥
ল'য়ে সেথা বহুনারী বিহার করেন হরি
তাই তিনি না ফিরেন আর বৃন্দাবন।
আমরা যে জ্ঞানহীনা নাহি জানি কথা নানা
বুদ্ধিমতী নারী করে হৃদয় হরণ ॥
কংসরাজে হত করি তবে হরি ত্বরা করি
সুহৃদগণের ক্লেশ করেন মোচন।
বসুদেব যদুগণ সুখে আছে বিলক্ষণ
কৃষ্ণের মোদের বুঝি হয় বিস্মরণ ॥
জরাসন্ধ আদি সবে নিধন করিয়া তবে
দ্বারকায় দুর্গ হরি করান নির্ম্মাণ।
ল'য়ে সেথা যদুগণে আছ রাম ফুল্লমনে
মনের বেদনা যত হয় তবে ম্লান ॥
কোন গোপী সেথা কন নাহি তার প্রয়োজন
তাঁর কথা শুনিবার নাহি বাঞ্ছা আর।
যদি তাজি সবাকারে সমর্থ সে রহিবারে
আমরাও কৃষ্ণে ছাড়ি পারি রহিবার ॥

আলোচনা পরস্পরে করি তারা এ প্রকারে
শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ করিল স্মরণ।
কৃষ্ণের সে হাস্যানন স্মরি সেথা গোপীগণ
সবে মিলি করে তবে আকুলে রোদন॥
হেরি ইহা সঙ্কর্ষণ হ'য়ে ব্যথিত তখন
সকলেরে কন তিনি প্রবোধ বচন।
শান্ত যবে গোপীগণ স্থির তবে করি মন
কিছুকাল রাম সেই বৃন্দাবনে রন॥
তবে রাম গোপীসনে ক্রীড়া করে ফুল্লমনে
পূর্ণিমার নিশাকাল যবে উপনীত।
সেথা যমুনা পুলিনে মনোহর উপবনে
গোপীগণ দ্বারা রাম রহে পরিবৃত॥
রামে তুষ্ট করিবারে স্বীয় কন্যা বারুণীরে
ত্বরিত বরুণ সেথা করিল প্রেরণ।
মদিরারূপী বারুণী বৃক্ষে ক্ষরিত তখনি
সুগন্ধিতে আমোদিত হয় সেই বন॥
সেই গন্ধ অনুসরি তবে রাম ত্বরা করি
বৃক্ষের সমীপে সেথা উপনীত হন।
রহি রাম সেইস্থান মদিরা করেন পান
সঙ্গে তার ছিল তবে গোপনারীগণ॥
যবে যমুনা নদীরে জলক্রীড়া করিবারে
আপন সমীপে রাম করেন আহ্বান—
তখন রামের হয় আরক্ত লোচনদ্বয়
মদিরা সেথায় করি অতিরিক্ত পান॥

স্থরাপানে একেবারে মত্ত মনে করি তারে
যমুনা আহ্বান তার না করে শ্রবণ।
ডাকি তারে বার বার না পাইয়া সাড়া তার
ক্রোধেতে রামের দেহে জাগিল কম্পন॥
তবে তিনি রোষভরে হলাগ্রের দ্বারা তারে
আকর্ষণ করি কন করি সম্বোধন।
জাগিয়াছে তোর কেন অহঙ্কার মনে হেন
না করিলি পাপীয়সী আদেশ শ্রবণ॥
সমুচিত দণ্ড তোরে দিব আমি এইবারে
তোরে আমি খণ্ড খণ্ড করিব নিশ্চয়।
লাঙ্গলের আকর্ষণে শতস্রোতে এইক্ষণে
বিভক্ত করিব তোর দেহ সমুদয়॥
তিরস্কার করি তারে বলরাম এইবারে
যমুনারে ক্রোধভরে করে আকর্ষণ।
হ'য়ে তাতে অতি ভীত হয় শরীর কম্পিত
তবে সে কহিল রামে ধরিয়া চরণ॥
তোমার মহিমা যত পূর্ব্বে প্রভু নহি জ্ঞাত
মহাবাহু হও তুমি মহাবলধর।
একপাদে বিশ্ব তুমি রচিয়াছ ওগো স্বামী
জগত পালক তুমি পরম ঈশ্বর॥
তিনপাদে নিজরূপে বিরাজিছ অপরূপে
আমি ইহা অবগত হইনু এখন।
আছ বিশ্বের অন্তরে জ্ঞাত তুমি-সবাকারে
তুমি দেব মহাকায় ভয় নিবারণ॥

আমি যে মূঢ়া রমণী তব তত্ত্ব নাহি জানি
তাই আমি তব আজ্ঞা করেছি লঙ্ঘন।
এবে নাহি করি রোষ ক্ষমা করি মোর দোষ
মোরে ত্যজি কর প্রভু ত্বরিত গমন॥
তব চরণে এখন আমি লইনু শরণ
তুমি যে ভক্তের কর বেদনা মোচন।
রক্ষা কর মোরে প্রভু হও তুমি বিশ্ববিভু
সবার আশ্রয়দাতা পতিত পাবন॥
স্তুতি শুনি সঙ্কর্ষণ অতিশয় তুষ্ট হন
তবে তিনি যমুনারে করেন মোচন।
হয় প্রফুল্ল যমুনা আর বেদনা রহে না
পুনরায় পূর্ব্বমত প্রবাহিতা হন॥
জলকেলি অতঃপর করিলেন হলধর
রমণীয় গোপীগণে হইয়া বেষ্টিত।
কাছে রামে লভি তারা আনন্দেতে আত্মহারা
তাদের বাসনা যাহা হইল পূরিত॥
হস্তিনীতে পরিবৃত মত্ত হস্তী যেইমত
জলে রহি হয় তবে ক্রীড়ায় উন্মত্ত।
সেইমত সঙ্কর্ষণ পুলকিত হ'য়ে মন
গোপীসাথে জলকেলি করে কত মত॥
গোপীগণ মিলি সবে নদী-তীরে ওঠে যবে
বলরাম বারি হ'তে উত্থিত তখন।
নীলবস্ত্র বলদেবে আনি দিল লক্ষ্মী তবে
আর দেন উত্তরীয়, মাল্য আভরণ॥

দিব্য বসন ভূষণ রাম করেন ধারণ
তাহাতে অঙ্গ সৌষ্ঠব হইল বৰ্দ্ধন।
চন্দনাদি গন্ধ যত দেন রাম দেহে কত
অপরূপ রূপে তাঁর সবে মুগ্ধ হন॥
বহিল প্রেমের বন্যা গোপীগণ হয় ধন্যা
নিত্য রাম গোপী সাথে কেলি করে কত।
সেসময় সঙ্কর্ষণ অত্যন্ত আকৃষ্ট হন
গোপীদের আন্তরিক শ্রদ্ধা হেরি এত॥
অভিনব ভাবে তাঁর জাগে আনন্দ অপার
কিভাবে সময় কাটে নাহি জ্ঞাত অত।
ফুল্লচিতে সঙ্কর্ষণ দুই মাস সেথা রন
মনে হয় একরাত্রি হইয়াছে গত॥
রামশক্তি পরিচয় প্রমাণ অদ্যাপি রয়
হয় তাঁর হলাঘাতে যমুনা খণ্ডিত।
স্রোতস্বতী নদীরূপে দৃষ্ট ইহা অপরূপে
লাঙ্গল আকৃষ্ট মার্গ যেথায় বিভক্ত॥
ঈশ্বর শক্তিতে পারে সব কার্য্য করিবারে
তাঁহার মহিমা হয় অনন্ত অপার।
লীলা তাঁর যত হয় ভাগবতে লিখা রয়
ভক্ত বিনা নাহি পারে কেহ বুঝিবার॥

পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের বধ, সুদক্ষিণের বিনাশ ও বারাণসী দাহন

করূষের অধিপতি পৌণ্ড্রক সে নরপতি
বলদৃপ্ত রন তিনি কিন্তু মূর্খ অতি।
সদা তিনি আপনারে বাসুদেব মনে করে
দ্বারকা পাঠান তবে দূত শীঘ্রগতি॥
শিশু যারা মাঠে খেলে পরিহাস ছলে বলে
বাসুদেব রূপে তব মর্ত্ত্যে অধিষ্ঠান।
তাদের সে বাক্যে হয় গর্ব্বে মত্ত অতিশয়
আপনারে করে তবে ভগবান জ্ঞান॥
পৌণ্ড্রকের দূত দ্রুত দ্বারকায় উপনীত
শ্রীকৃষ্ণের পদে তবে করে নিবেদন।
প্রভু মোর সেথা রহি আমারে দিয়াছে কহি
বাসুদেব রূপে তার মর্ত্ত্যে আগমন॥
নাম তব ত্যজিবারে কন মোরে বারে বারে
কহেন তোমারে তার লইতে শরণ।
নারায়ণ বলি তারে হও জ্ঞাত এইবারে
শঙ্খ, চক্র, হস্তে যাহা ত্যজ এইক্ষণ॥
তাহার শরণ নিলে রক্ষা পাবে এইকালে
নতুবা না রবে আর তোমার জীবন।
অন্যথা করিলে কার্য্য যুদ্ধ হবে অনিবার্য্য
সেকথা অন্তরে তুমি রাখিও স্মরণ॥

শুনি এহেন বচন — সেথা সভাসদগণ
উচ্চকণ্ঠে হাস্যে মত্ত হইল তখন।
জনগণ সবে তারে উন্মত্ত ভাবিল পরে
দূত মুখে বাণী যবে করিল শ্রবণ॥
দূতে করি সম্বোধন সেসময় হরি কন
কৃত্রিম পৌণ্ড্রক চিহ্ন করিব মোচন।
যেইমুখে হেন কথা প্রচারিল মূর্খ হেথা
আমি তার সে বদন করিব ছেদন॥
রণস্থলে রণকালে তাহার পতন হ'লে
শকুনি গৃধিনী তারে করিবে বেষ্টন।
তাহার নিধনকারী উপনীত আমি হরি
আমাদ্বারা হবে তার নিশ্চিত মরণ॥
প্রভুর নিকটে যবে উপনীত দূত তবে
কহিল তাহারে সেথা সকল বচন।
কৃষ্ণ-বাণী শোনে যবে রুষ্ট হ'য়ে রাজা তবে
প্রস্তুত হইতে রণে সেনাগণে কন॥
তবে ত্বরা রথে চড়ি যুদ্ধার্থ চলেন হরি
কাশীধামে পৌণ্ড্রকের বাস যথা রয়।
সেনাগণ ছিল যারা সঙ্গে তাঁর চলে তারা
অস্ত্র শস্ত্র রথ রথী চলে সেসময়॥
যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হরি সেসময় সেথা হেরি
পৌণ্ড্রকের সর্ব্বদেহে জাগিল কম্পন।
দুই অক্ষৌহিণী সেনা অস্ত্র শস্ত্র ল'য়ে নানা
তখন সে কাশীধামে করিল গমন॥

মহারাজ কাশীপতি চলিলেন দ্রুতগতি
মিত্র যুদ্ধ যাত্রা যবে করেন শ্রবণ।
তিন অক্ষৌহিণী সেনা আর দ্রব্য ল'য়ে নানা
সাহায্যের লাগি রাজা চলেন তখন॥
সাজে পৌণ্ড্রক তখন ঠিক কৃষ্ণের মতন
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করিয়া ধারণ।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি বক্ষে তবে দিল আনি
পরিধানে পীতবাস অতীব শোভন॥
গলে দিল পুষ্পহার মস্তকে কিরীট আর
রথধ্বজোপরি করে গরুড় স্থাপন।
ঠিক কৃষ্ণের মতন বেশ হইল তখন
যেন রাজা রঙ্গমঞ্চে করে আগমন॥
অঙ্গে তার সাজ হেন বাসুদেব আসে যেন
হেরি ইহা উচ্চকণ্ঠে হাসে জনার্দ্দন।
বিপক্ষের সেনা যত অস্ত্র করে করি ধৃত
শ্রীকৃষ্ণে প্রহার করে ক্রোধেতে ভীষণ॥
ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রাণী হয় বিনষ্ট তখনি
যবে বিশ্বে প্রলয়ের হয় আগমন।
তেমনি শ্রীকৃষ্ণ আসি লয়ে চক্র, গদা, অসি
শত্রুপক্ষ সেনাগণে করেন নিধন॥
গদা চক্রের প্রহারে কাশীরাজ-সৈন্য মরে
আর কত অশ্ব, হস্তী মরিল সেথায়।
ভূমে পড়ি সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন রণস্থল
কত সেনা, অশ্ব, গজ রহে মৃতপ্রায়॥

বাসুদেব পরিচয় একেবারে মিথ্যা হয়
রে মূর্খ! সে নাম ত্যাগ করাব এখন।
মোর অস্ত্র কাটিবারে পার যদি এইবারে
তখন লইব আমি তোমার শরণ॥
পৌণ্ড্রকেরে কহি শেষে জনার্দ্দন মহারোষে
করেন সারথি'পরে বাণ বরিষণ।
বজ্রাঘাতে যেইমত গিরিশৃঙ্গ হয় চ্যুত
তেমনি পৌণ্ড্রকরাজ রথচ্যুত হন॥
আসি সেথা জনার্দ্দন ছাড়িলেন সুদর্শন
সে আঘাতে শির তার হইল ছেদন।
পৌণ্ড্রকের মুণ্ড কাটি ধূলায় রহিল লুটি
জীবিত যে সৈন্যগণ করে পলায়ন॥
চক্রধারী চক্রাঘাতে কাটি শির নিমেষেতে
কাশীরাজে সেসময় করেন নিধন॥
হ'লে দোঁহার মরণ পরে দেব জনার্দ্দন
ফুল্লমনে করিলেন দ্বারকা-গমন॥
যবে কৃষ্ণ উপনীত সেথা তবে হয় গীত
ভাগবত কথা কত অমৃত সমান।
জনগণ রহে যত কৃষ্ণলীলা কহে কত
হেরি তারে সবাকার পুলকিত প্রাণ॥
পৌণ্ড্রক শ্রীকৃষ্ণে তবে শত্রুরূপে সদা ভাবে
মনে তার অনুক্ষণ রন জনার্দ্দন।
তার কর্ম্মের বন্ধন তাই হইয়া ছেদন
বিষ্ণুলোকে অবহেলে করিল গমন॥

পুরবাসী হেরে শেষে কাশীপুর দ্বারদেশে
কুণ্ডলবিশিষ্ট শির রয়েছে পতিত।
হেরি হেথা শির কেন কাহার বা শির হেন
পুরজন সবে চিন্তি হয় মহাভীত॥
করি ইহা নিরীক্ষণ অবশেষে জনগণ
এ শির কাশীপতির অবগত হন।
হেরি তার পত্নীগণ আর রাজ-পুত্রগণ
সবে মিলি উচ্চৈঃস্বরে করিল রোদন॥
পিতৃবৈরী নাশিবারে সুদক্ষিণ চিন্তা করে
উপযুক্ত রহে সেই রাজার নন্দন।
তবে অতি ভক্তিভরে পূজিল সে মহেশ্বরে
অনাহারে অনিদ্রায় রহি অনুক্ষণ॥
হেরি তার নিষ্ঠা অতি হ'য়ে তুষ্ট পশুপতি
কহিলেন তারে বর করিতে গ্রহণ।
তবে নৃপতি-তনয় শম্ভুর বচনে কয়
পিতৃশত্রুবধ বর প্রার্থনা এখন॥
মহাদেব সেইক্ষণ সুদক্ষিণে ডাকি কন
শত্রুবধ পদ্ধতির কর আয়োজন।
এখন ঋত্বিকদ্বারা সুনিপুণে তুমি ত্বরা
দক্ষিণাগ্নির সাধন কর দিয়া মন॥
ভূত-প্রেত পরিবৃত তবে সে অগ্নি ত্বরিত
তোমার বাসনা সিদ্ধ করিবে নিশ্চয়।
শঙ্করের কথামত অভিচার বিধিমত
শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে সে করে সেসময়॥

মূর্ত্তিমান হুতাশন সেথা উত্থিত তখন
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার ভীষণ দর্শন।
দন্ত বিশাল সকল কুঞ্চিত সে ভ্রূযুগল
বিরাট বদনে অগ্নি প্রবেশে তখন॥
দিগম্বর বেশে আসে চতুর্দ্দিক যেন গ্রাসে
জিহ্বাদ্বারা অগ্নি ওষ্ঠ করিছে লেহন।
মূর্ত্তি ত্রিশূল তখন ত্বরা করি উত্তোলন
অতিদীর্ঘ পদক্ষেপে করিছে গমন॥
শঙ্করের চর যত ভূত প্রেত পরিবৃত
সে অনল প্রবেশিল দ্বারকা ভবন।
নগরের জনগণ সেথা সহসা তখন
ভীষণ অভিচারাগ্নি করে দরশন॥
বন দহে যেইমত জীবজন্তু সেথা যত
প্রাণ ভয়ে ভীত হ'য়ে করে পলায়ন—
দ্বারকায় জনগণ অগ্নি করি দরশন
তেমনি উদ্বিগ্ন চিত্তে করিল গমন॥
কৃষ্ণের নিকটে তারা উপনীত হ'য়ে ত্বরা
হেরে তাঁরে অক্ষক্রীড়া করিতে তখন।
সেইস্থানে যারা রহে কাতর অন্তরে কহে
অগ্নি হ'তে রক্ষ প্রভু মোদের এখন॥
তাদের ব্যাকুল বাণী শ্রীহরি স্বকর্ণে শুনি
সবারে অভয় কহি, কহেন তখন—
রক্ষাকর্ত্তা ভগবান আমি হেথা বর্ত্তমান
অবস্থান কর সবে নির্ভয়ে এখন॥

এই অগ্নি শম্ভু-কৃত নারায়ণ যবে জ্ঞাত
সুদর্শন চক্রে তবে ডাকি তিনি কন।
চক্র তুমি এইক্ষণ করি দ্বারকা গমন
শম্ভুর এ অগ্নি শীঘ্র কর নিবারণ॥
কোটী সূর্য্য সম প্রভা বিচ্ছুরিছে তার আভা
স্বর্গ, মর্ত্ত্য দিক্ তাহে হয় আলোকিত।
পাইয়া সে অনুমতি আসি তবে ত্বরা অতি
শঙ্করের কৃত অগ্নি শান্ত করে দ্রুত॥
অগ্নি হইয়া নিবৃত ত্যজে দ্বারকা ত্বরিত
বারাণসী ধামে শেষে করিল গমন।
সেথা প্রবেশি তখন দগ্ধ করি হুতাশন
ঋত্বিক ও সুদক্ষিণে করিল নিধন॥
বিষ্ণুচক্র সেসময় কৃত্যাগ্নির পাছু রয়
বারাণসী নগরে সে প্রবেশে ত্বরিত।
তখন সেথায় আসি নগরকে ফেলে গ্রাসি
শোভাযুক্ত বারাণসী হয় ভস্মীভূত॥
বিষ্ণুচক্র এইরূপে সাধি কার্য্য অপরূপে
শ্রীকৃষ্ণের নিকটেতে আসে পুনর্ব্বার।
কৃষ্ণের বিক্রম কথা ভাগবত এই গাথা
শ্রবণেতে কোন পাপ নাহি রবে আর॥

বলরাম ও দ্বিবিদ বানরের যুদ্ধ ও দ্বিবিদের নিধন

জ্ঞাত হতে করি মন শুকদেবে রাজা কন
রামের শকতি হয় অনন্ত অপার।
কহ মোরে লীলা তাঁর ইচ্ছা জাগে জানিবার
শ্রবণে বিস্ময় জাগে করমে তাহার॥
দ্বিবিদ বানর রয় সুগ্রীবের মন্ত্রী হয়
নরকের সাথে তার সখ্যতা বন্ধন।
শ্রীহরি নরকে যবে নিধন করেন তবে
শোকান্বিত হয় কপি করিয়া শ্রবণ॥
দ্বিবিদ চিন্তিল চিতে মিত্র শত্রু কিরূপেতে
কৌশলে ত্বরিত আমি করিব নিধন।
কপি করি মহারব ধ্বংস করি রাজ্য সব
অগ্নি ল'য়ে করিল সে পল্লী প্রজ্জ্বালন॥
পর্ব্বতেরে সেইকালে উৎপাটন করি বলে
তাহার আঘাতে করে চুরমার দেশ।
শ্রীকৃষ্ণের যথা বাস দ্বারকার আশ পাশ
সম্পূর্ণ করিল নষ্ট কপি অবশেষ॥
বিশাল দু'হস্তদ্বারা সাগর হইতে ত্বরা
বারি ল'য়ে বেগে তীরে করে আনয়ন।
আসে জল বেশী এত গ্রাম তাহাতে প্লাবিত
শস্যক্ষেত্র সেইজলে হইল মগন॥

ঋষির আশ্রম যত নষ্ট করে কপি কত
বৃক্ষ ভাঙ্গে আর ভাঙ্গে পুষ্পের উদ্যান।
ফলবান বৃক্ষ যাহা উত্তোলন করে তাহা
মূত্র দ্বারা যজ্ঞকুণ্ড করিল নির্ব্বাণ॥
রমণী পুরুষে ধরি পর্ব্বত কন্দরে পুরি
বদ্ধ করি রাখিত সে গুহার ভিতর।
রহে যারা কুলনারী মান নষ্ট করে তারি
এভাবে দৌরাত্ম্য করে দ্বিবিদ বানর॥
বারুণী মদিরাপানে মত্ত হ'য়ে সেইক্ষণে
সুমধুরস্বরে গীত গাহে সঙ্কর্ষণ।
নারীগণ সেথা যত হ'য়ে তারা বিমোহিত
মনোহর সেই গীত করিছে শ্রবণ॥
তবে কপি বৃক্ষোপরি আরোহণ ত্বরা করি
শাখা যত পদদ্বারা করিল কম্পিত।
হেরি কপি নারী যত মুখভঙ্গী করে কত
করিতেছে কিচ্ মিচ্ ধ্বনি অবিরত॥
সঙ্কর্ষণ ইহা দেখি ক্রোধে হ'য়ে রক্ত আঁখি
করেন বানর 'পরে প্রস্তর ক্ষেপণ।
কপি বাঁচাতে নিজেরে লম্ফদিয়া সরি পরে
রাম হ'তে সুরা কুম্ভ লয় সে তখন॥
সেথা রামে তারপরে অপমান করিবারে
আছাড়িয়া সে কুম্ভের ঘটায় ভঞ্জন।
আগমন করি দ্রুত নারীদের বস্ত্র যত
ছিন্নভিন্ন করে কপি করি আকর্ষণ।

করি ইহা দরশন রাম অতি ক্রুদ্ধ হন
উপদ্রবে দেশবাসী অতিষ্ঠ তখন।
বানরের অত্যাচার হয় অসহ্য এবার
রাম তবে প্রতিকার করেন চিন্তন॥
কপির নিধন তরে রন প্রস্তুত এবারে
হল ও মুষল রাম করি উত্তোলন।
দ্বিবিদ বানর রোষে শালবৃক্ষ দ্বারা শেষে
আহত করিতে রামে, করে উৎপাটন॥
কিন্তু রাম সংকর্ষণ বিচলিত নাহি হন
হস্তদ্বারা ধরিলেন সে বৃক্ষে ত্বরিত।
বানরের শিরোপরি মুষল প্রহার করি
করিলেন রাম তারে অতীব আহত॥
বহিয়া রুধির ধারা হয় সে পাগলপারা
এ আঘাত গ্রাহ্য তবু না করে তখন।
প্রতিশোধ লইবারে পুনঃ কপি রোষভরে
মহাকায় শালবৃক্ষ করে উৎপাটন॥
একদা সে কপি শুনি অপরূপ গীতধ্বনি
রৈবতক গিরিপারে করিল গমন।
যবে সেথা উপনীত হেরে নারী পরিবৃত
র'য়েছেন উপবিষ্ট দেব সঙ্কর্ষণ॥
প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে রাগে কপি অতি তীব্রবেগে
সেইবৃক্ষ রাম প্রতি করিল ক্ষেপণ।
সঙ্কর্ষণ অবহেলে অস্ত্রে বৃক্ষ কাটি ফেলে
শতধা বিভক্ত হয় সে বৃক্ষ তখন॥

বার বার রাম 'পরে শালবৃক্ষ কপি ছোড়ে
প্রতিবার বৃক্ষে রাম করিছে কর্ত্তন ।
পুনঃ পুনঃ উৎপাটনে বৃক্ষ নাহি রহে বনে
তুমুল সংগ্রাম তবে হয় সংঘটন ॥
রামে প্রহার করিতে বদ্ধ মুষ্টি করি হাতে
অতিবেগে কপিবর ধাইয়া তখন—
ত্বরা তাঁর বক্ষ 'পরে মুষ্ট্যাঘাত করে জোরে
সে আঘাত বজ্রসম অতীব ভীষণ ॥
মুষল লাঙ্গল যাহা রাম ত্বরা ত্যজি তাহা
করাঘাতে করিলেন দ্বিবিদে আহত ।
কণ্ঠ, বাহুতে যখন লাগে আঘাত ভীষণ
রুধির বমনে কপি হইল নিহত ॥
অত্যাচারী সে বানরে যবে রাম হত্যা করে
স্বর্গ মর্ত্ত্য দশদিক পুলকে মগন ।
অন্তরীক্ষে দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ
তাঁহাদের স্তুতি তবে করে মুনিগণ ॥

দুর্য্যোধনের কন্যাকে অপহরণ করার জন্য সাম্বের বন্ধন ও পরে উদ্ধার

দুর্য্যোধনের যে কন্যা সে যে নামেতে লক্ষণা
বালা অতি রূপবতী গুণ তার কত।
কন্যার বিবাহ তরে স্বয়ম্বর সভা করে
নানাদেশ হ'তে বীর হয় সমবেত॥
জাম্ববতীর তনয় সাম্ববীর সেসময়
সবার সমক্ষে কন্যা করিল হরণ।
হেরি ইহা কুরুগণ অতিশয় রুষ্ট হন
অন্যায় কহিল সবে এই আচরণ॥
হয় সাম্বের দুর্ম্মতি মন্দ কার্য্য করে অতি
ত্বরা করি কর সবে তাহারে বন্ধন।
যদুবংশ হ'তে আর নাহি কভু উপকার
কুরুদত্ত ভূমি তারা ভুঞ্জিছে এখন॥
উপযুক্ত শাস্তি তারে দিব মোরা এইবারে
যদুদের ভয় মোরা না করি কখন।
দর্প তার হবে নাশ পূর্ণ হবে অভিলাষ
এইরূপ যুক্তি সবে করিল তখন॥
দুর্য্যোধন কহে যবে সায় দেয় ভীষ্ম তবে
শল্য, ভুরি, যজ্ঞকেতু, কর্ণ সুযোধন।
সবে মিলি সেসময় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়
চলে তারা সাম্ববীরে করিতে বন্ধন॥

কুরুকুল সৈন্য যত হেরি সাম্ব সমবেত
কিছুমাত্র ভীত তিনি না হন তখন।
দাঁড়াইয়া ধনু হাতে রন তিনি স্থির চিতে
নির্ভয় সিংহের যথা বনে বিচরণ॥
কর্ণ আদি রহে যারা ধনুর্দ্ধারী বীর তারা
তিরস্কার বাক্যে সাম্বে কহেন বচন।
সত্য যদি বীর রও ভীত এবে নাহি হও
যুঝিবারে এইস্থানে তিষ্ঠ কিছুক্ষণ॥
তীক্ষ্ণবাণ সেইক্ষণ করে তারা বরিষণ
সবে মিলি শরে তারে করে আচ্ছাদন।
সাম্ববীর সেসময় অতীব আহত হয়
তখন আপন মনে করিল চিন্তন॥
ছ'জন রথীর যুদ্ধ হয় যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ
একের বিরুদ্ধে ইহা অত্যন্ত অন্যায়।
কুরুদের অত্যাচার অসহ্য হইল তার
ধনুর্ব্বাণ লন তবে রহিয়া সেথায়॥
ক্ষিপ্রগতি সাম্ব তবে বিপক্ষের বীর সবে
প্রত্যেকের প্রতি বাণ করেন ক্ষেপণ।
রথ রথী যাহা রয় বাণে সবে বিদ্ধ হয়
হেরি রণ চমকিত কুরুবীরগণ॥
ছয়জন মিলি দ্রুত করে সাম্বে রথচ্যুত
চার রথী ভূমে ফেলে অশ্ব চারজন।
একজন শরাসন তবে করিল ছেদন
ছয়জন কার্য্য করে একত্রে সাধন॥

যবে সাম্ব রথচ্যুত তবে সেথা কুরু যত
সকলে মিলিয়া সাম্বে করিল বন্ধন।
ল'য়ে সাম্ব, লক্ষণারে প্রবেশে হস্তিনাপুরে
বিজয়পতাকা সবে করি উত্তোলন॥
দেবঋষি আসি তবে ত্বরা করি যদু সবে
সাম্বের বন্ধনবার্তা করেন জ্ঞাপন।
তারা একথা শ্রবণে হইয়া ক্রোধিত মনে
কুরুগণ সাথে রণ করেন মনন॥
স্থির হয় রণ যবে বৃষ্ণিগণে রাম তবে
সান্ত্বনার বাক্য কহি করেন নিরস্ত।
পরে দেব সঙ্কর্ষণ রথে করি আরোহণ
হস্তিনাপুরীর পথে চলেন ত্বরিত॥
যথা দিব্য উপবন বলরাম তথা রন
শত্রুপুরে সেসময় না করি গমন।
জানিতে কৌরব মন রাম উদ্ধবে তখন
ধৃতরাষ্ট্র সন্নিধানে করেন প্রেরণ॥
রামের সে আগমন আসি উদ্ধব তখন
সকলেরে জানাইল করি নমস্কার।
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ বাহ্লিক ও দুর্য্যোধন
শ্রবণ করিল তবে বক্তব্য তাহার॥
প্রীত হ'য়ে কুরু সবে উদ্ধবেরে ত্বরা তবে
পাদ্য অর্ঘ্য আদি দিয়া করে অভ্যর্থনা।
বলদেবে তারপরে প্রণমিয়া ভক্তিভরে
একাগ্র অন্তরে পূজে দ্রব্য দিয়া নানা॥

সবার কুশল যত　　　　হন রাম অবগত
কুরুগণ প্রতি তবে কহেন বচন।
উগ্রসেন যাহা কন　　　　শোন সবে দিয়া মন
রাজ আজ্ঞাবহ হই আমরা এখন॥
সাম্বের বন্ধন যাহা　　　　অধর্ম্মের কার্য্য তাহা
অনুচিত হয় ইহা কহিনু এখন।
কুরু যদু পরস্পরে　　　　বন্ধুত্ব রক্ষার তরে
এতদিন সহিয়াছি হেন আচরণ॥
সাম্বে করি আনয়ন　　　　কর মোরে প্রত্যর্পণ
আদেশ আমার এই না কর লঙ্ঘন।
শুনি রামের বচন　　　　কুরুগণ রুষ্ট হন
অগ্রাহ্য করিল সবে সে বাক্য তখন॥
তারা সবে সেসময়　　　　বলরাম প্রতি কয়
আশ্চর্য্য বচন তুমি কহিছ এখন।
পাদুকা যে ইচ্ছা করে　　　　শির 'পরে উঠিবারে
কাল সর্পে দুগ্ধ দানে যেমন পালন॥
অহঙ্কার এত কেন　　　　নাহি সাজে গর্ব্ব হেন
আমাদের দত্ত রাজ্য ভুঞ্জিছে এখন।
এতদিন যদুগণে　　　　পালিয়াছি সযতনে
এবার করিতে চায় মস্তকে দংশন॥
জানিও কুরুরা কারে　　　　নাহি কভু গ্রাহ্য করে
স্বরগের ইন্দ্র আদি যত দেবগণ।
কেশরীর অংশ যাহা　　　　মেষ নাহি পায় তাহা
বন্দী সাম্বে না করিব এবে প্রত্যর্পণ॥

নানামত কুবচন কহি রামে কুরুগণ
পুরীমাঝে তবে তারা করিল গমন।
ধন জন অহঙ্কার এত বেশী সবাকার
সমাজে মেশার যোগ্য কভু তারা নন॥
শুনি কথা নানামত ক্রোধে রাম প্রজ্বলিত
তবু তিনি হাসি মুখে কহেন বচন।
দুরাচার মূর্খচয় ধনগর্ব্বে মত্ত রয়
হিতকথা তাই তারা না করে শ্রবণ।
লগুড় প্রহার দ্বারা বশীভূত পশু ত্বরা
দণ্ড পেলে সৎপথে আসে দুষ্টজন।
রাম কুরু-শুভ তরে যদুগণে শান্ত করে
তাহারা প্রস্তুত ছিল করিবারে রণ॥
অতি নির্ব্বোধ কুরুরা খলবুদ্ধি মনে ভরা
সেকারণে করে তারা এত অপমান।
অতিশয় গর্ব্বভরে কটুবাক্য কহে মোরে
অপরাধ করি তবু না কাঁপে পরাণ॥
স্বর্গ হ'তে যেইজন মর্ত্ত্যে করি আনয়ন
পারিজাত তরু রাখে কানন মাঝার।
কুরুদের বিচারেতে সে জনও কোন মতে
যোগ্য নহে রাজাসন ভোগ করিবার॥
হতভাগ্য মূর্খ যত তাই তারা নহে জ্ঞাত
এ ভুবনে পরিব্যাপ্ত মহিমা যাঁহার।
পরম সৌভাগ্য জ্ঞানে মহামান্য-রাজগণে
ভক্তিভরে শিরে ধরে পদধূলি তাঁর॥

ব্রহ্মা লক্ষ্মী সদা যাঁরে হৃদি মাঝে পূজা করে
যাঁর পদ করি আমি মস্তকে ধারণ—
শক্তিমান সেজনারে যেইজন হেলা করে
হতভাগ্য তার মত নাহি কোনজন ॥
কুরুদের গর্ব্ব হেন যদুরা পাদুকা যেন
ইহাদের দত্ত ভূমি ভোগ তারা করে।
ধনমদে রহে মত্ত কহে প্রলাপ সমস্ত
তাদের উন্মত্ত বাক্য অসহ্য এবারে ॥
নাহি সহে অত্যাচার করিব না ক্ষমা আর
কৌরব সবারে এবে করিব নিধন।
ক্রোধান্বিত সঙ্কর্ষণ জাগে শরীরে কম্পন
নিজ হস্তে হল তবে করেন গ্রহণ ॥
করিলেন রাম মন পুরী করি উৎপাটন
গঙ্গাবক্ষে করিবেন তাহারে ক্ষেপণ।
তিনি হলাগ্রের দ্বারা আকর্ষণ করি ত্বরা
হস্তিনানগরী জলে ফেলেন তখন ॥
আকর্ষেণ রাম যবে সে বারি ঘুর্ণিত তবে
জলযান মত পুরী রহে ভাসমান।
হেরি ইহা কুরুগণ অতিশয় ভীত হন
আশ্চর্য্য ব্যাপারে তবে কম্পিত পরাণ ॥
জীবন রক্ষিতে ত্বরা রামের নিকটে তারা
পরিবার বর্গ সহ করে আগমন।
আনি সাম্ব লক্ষণারে সমর্পিয়া রাম-করে
প্রণমি তখন তাঁরে করিল স্তবন ॥

তুমি সর্ব্বশক্তিমান জগতের তুমি প্রাণ
রক্ষ প্রভু দীনজনে ওহে দয়াময়।
রাম তুমি মহামতি তব পদে করি নতি
এবার লইনু মোরা তোমার আশ্রয়॥
তোমার মহিমা যত নহি কিছু অবগত
মন্দ-মতি মোরা অতি হই মূঢ়জন।
মায়া মোহে অভিভূত করিয়াছি পাপ কত
ক্ষম এবে অপরাধ তুমি মহাজন॥
বিশ্বের আশ্রয় তুমি তোমার চরণে নমি
সর্ব্বভূত আত্মা হও বিশ্বের জীবন।
সৃষ্টি স্থিতি আর লয় তোমার ইচ্ছায় হয়
জগত নিয়ন্তা প্রভু লইনু শরণ॥
ক্রীড়নক দিয়া ভবে ভুলাইলে তুমি সবে
মায়ার পুত্তলি মোরা তুমি যাদুকর।
মূঢ়জনে জ্ঞানদাতা সবার যে তুমি ত্রাতা
নমি পদে নিরন্তর ওহে হলধর॥
অতি ভীত কুরুগণ হেরি তবে সঙ্কর্ষণ
করিলেন সকলেরে অভয় প্রদান।
প্রবোধ বচনে যবে সান্ত্বনা দিলেন সবে
সকলেরে হয় তবে শীতল পরাণ॥
নিজ কন্যা লক্ষণারে দেন তবে সাম্ব-করে
হ'য়ে রাজা দুর্য্যোধন হরষিত মন।
যৌতুকেতে রত্ন ধন আরো কত উপায়ন
অলঙ্কৃত দাসীসহ করেন অর্পণ॥

অশ্ব প্রদানি অযুত হস্তী দেন বার শত
ছ' হাজার রথ আনি দিলেন তখন।
স্বর্ণ মাণিক্য খচিত রথ দীপ্ত সূর্য্য মত
পুষ্প পত্রে সুসজ্জিত অপূর্ব্ব শোভন॥
সাম্ব আর লক্ষণারে ল'য়ে সঙ্গে রাম পরে
দ্বারকাপুরীর পানে করেন গমন।
প্রাপ্ত যত উপায়ন ল'য়ে সাথে সেইক্ষণ
মহানন্দে সবে সেথা উপনীত হন॥
জনগণ সেথা যত হেরি রামে পুলকিত
পুরনারী বরবধূ করিল বরণ।
অনুষ্ঠান বিধিমত সেইস্থানে হয় কত
মাঙ্গলিক গীত তবে গাহে নারীগণ॥
সেথা আসি বিপ্রগণ করে বেদ উচ্চারণ
আশীর্ব্বাদ করিলেন আত্মীয় স্বজন।
পুত্রে হেরি জাম্ববতী পুলকিত হন অতি
বধূর রূপেতে তার তিরপিত মন॥
রামের যে পরিচয় হস্তিনাপুরেতে রয়
বিক্রমের চিহ্ন তার রহে বর্ত্তমান।
গঙ্গার দক্ষিণ তীর উন্নত দাঁড়ায়ে স্থির
আজিও দিতেছে সেথা তাহার প্রমাণ॥

নারদের দ্বারকা গমন ও শ্রীকৃষ্ণের গার্হস্থ্য লীলা দর্শন

করি নরকে নিধন　　　তবে দেব নারায়ণ
কন্যাগণে মুক্ত করি করেন গ্রহণ।
এক কালে সবা সঙ্গে　　　মাতিলেন কিবা রঙ্গে
নারদ দেখিতে তাহা করিলেন মন॥
চিন্তি মনে যবে যায়　　　দেবঋষি দ্বারকায়
আশ্চর্য্য হলেন তবে আপন অন্তরে।
ষোড়শ সহস্র নারী　　　একত্রে বিবাহ করি
একত্রে সবার গৃহে রন কি প্রকারে॥
দ্বারকায় উপনীত　　　হেরে ঋষি শোভা কত
ফুলে ফলে সুশোভিত সেথায় নগর।
মনোহর পুষ্প কত　　　রহিয়াছে বিকশিত
রক্তিম নলিনী দলে শোভে সরোবর॥
বনে বনে অলিগণ　　　তোলে নানা গুঞ্জরণ
ফুলে ফুলে উড়িতেছে মধুর কারণ।
বনে পক্ষী নানাজাতি　　　সুমধুরে গাহে গীতি
বন হ'তে সেই ধ্বনি শ্রুত সেইক্ষণ॥
রাজহংস সরোবরে　　　কত মত ক্রীড়া করে
নীলাকাশ ছায়া জলে অতীব সুন্দর।
এত শোভা সেথা হেরি　　　বিমোহিত হৃদি তারি
চলিলেন পুরীপানে ঋষি অতঃপর॥

লক্ষ লক্ষ অভিনব গৃহ কত নব নব
স্ফটিক রজতময় সেসব ভবন।
মহামরকত ন্যায় পরিচ্ছদ শোভা পায়
স্বর্ণ রত্নময় তাহা উজ্জ্বল বরণ॥
দেবতা মন্দির যত যথাস্থানে সুশোভিত
রাজমার্গ চতুষ্পথ রহে পরিষ্কৃত।
ধ্বজ ও পতাকা কত উড়িতেছে নানামত
গৃহলগ্ন চত্বরেতে চন্দ্রাতপ কত॥
দ্বারকার এই শোভা দর্শকের মনোলোভা
দেবর্ষি নারদ হেরি অন্তরে বিস্মিত।
বিশ্বকর্ম্মার সকল শিল্প কার্য্যের কৌশল
নির্ম্মাণে দ্বারকাপুরী হয় প্রকাশিত॥
দেবগণ প্রশংসিত দেবঋষি উপনীত
অন্তঃপুরে শ্রীকৃষ্ণের পত্নীর ভবন।
গৃহের ভিতর রয় সব ইন্দ্র নীলময়
উজ্জ্বলতা ম্লান তার নাহয় কখন॥
গৃহ প্রবালে শোভিত দিব্যমণি আচ্ছাদিত
নানা রত্ন মুকুতায় শোভার বর্দ্ধন।
চন্দ্রাতপ সেথা যত মুক্তামালা বিলম্বিত
পর্য্যঙ্ক রত্নখচিত অপূর্ব্ব শোভন॥
চতুর্দ্দিকে দাসী কত বেশ ভূষা সুসজ্জিত
পত্নীদের সেবা লাগি রহে নিয়োজিত।
শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাগি ভৃত্য কত রহে জাগি
তবুও পত্নীরা তাঁরে সেবিছে নিয়ত॥

রত্ন দীপ প্রজ্জ্বলিত দীপ্তি তাহে বিরাজিত
রাত্রিতেও দিবাসম হয় প্রতিভাত।
ধূপ ও চন্দন ধুমে শিখিগণ মেঘ ভ্রমে
পুলকেতে কেকারবে নৃত্য করে কত॥
অগুরু চন্দন সেথা ছড়াইছে যথা তথা
সুগন্ধিতে চতুর্দ্দিক রহে আমোদিত।
এই দৃশ্য দরশনে বিমোহিত ঋষি মনে
অপরূপ ভাব জাগি হৃদি পুলকিত॥
ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশিয়া ঋষি পরে
রুক্মিণীরে কৃষ্ণপাশে করেন দর্শন।
ব্যজনী লইয়া সতী তখন ভক্তিতে অতি
দাসী পরিবৃতা হ'য়ে করিছে বীজন॥
সেথা হরি ঋষিবরে দরশন যবে করে
শয্যা ত্যজি হ'য়ে ত্বরা উত্থিত তখন—
জগতের যিনি স্বামী মুনির চরণে নমি
করযোড়ে করিলেন শ্রদ্ধা নিবেদন॥
ঋষির চরণ হরি স্বীয় করে ধৌত করি
দিলেন বসিতে তারে দিব্য সিংহাসন।
পদধৌত সেই বারি আপন মস্তকে ধরি
বিধিমতে করিলেন ঋষিরে পূজন॥
কুশল জিজ্ঞাসি তারে শ্রীহরি কহেন পরে
কিকারণে আজি তব হেথা আগমন।
কিবা তব আজ্ঞা হয় কহ মোরে সমুদয়
হৃষ্টচিতে আমি তাহা করিব পালন॥

শ্রীকৃষ্ণের বাণী শুনি কহিলেন তবে মুনি
ওহে দেব তুমি হও বিশ্বের জীবন।
সাধুজনে শ্রদ্ধা দিতে দুষ্টে দণ্ড প্রদানিতে
বৈষম্য তোমার প্রভু না হয় কখন॥
কত ভাগ্যে নারায়ণ হেরি তব শ্রীচরণ
এ চরণ হৃদে রাখে রাজা দেবগণ।
ভবসিন্ধু হ'তে পার এই পদ করে সার
তখন তোমারে তারা স্মরে অনুক্ষণ॥
মোরে হরি রাখ পদে রহ সদা মোর হৃদে
চিরকাল তব রূপ করি যেন ধ্যান।
ঋষি কৃষ্ণে স্তুতি বলি অন্য কক্ষে যান চলি
কৃষ্ণে সেথা নারী সঙ্গে দেখিবারে পান॥
ভার্য্যাসাথে তবে হরি উদ্ধবেরে সঙ্গে করি
অক্ষক্রীড়া করিছেন হ'য়ে ফুল্ল মন।
মুনিবরে হরি যবে হেরেন সম্মুখে তবে
সম্মান করেন তারে পূর্ব্বের মতন॥
পূর্ব্ব ঘটনা অজ্ঞাত কহে কৃষ্ণ সেইমত
জিজ্ঞাসেন কতক্ষণ হেথা আগমন।
অভিপ্রায় কিবা শুনি কহ মোরে তাহা মুনি
আমরা সকলে হই অতি সাধারণ॥
তুমি অতি মানী ব্যক্তি মোদের কি আছে শক্তি
দেখাইতে যোগ্য মান তোমারে এখন।
অভাব তোমার নাই নাহি কিছু মোর ঠাঁই
এসময় বাঞ্ছা তব না হবে পূরণ॥

তথাপি মোদের পাশ কহি তব অভিলাষ
কর এবে সকলের সফল জীবন।
কৃষ্ণের বচন শুনি বিস্মিত হইয়া মুনি
মৌনভাবে অন্য কক্ষে করেন গমন॥
অন্য গৃহে তবে আসি নিজ চোখে দেখে ঋষি
শিশু সন্তানেরে হরি করিছে পালন।
গৃহান্তরে গিয়া মুনি হেরিলেন তবে তিনি
স্নান লাগি তৈল হরি করিছে মর্দ্দন॥
অন্য গৃহে অতঃপর উপনীত মুনিবর
হেরেন হরিরে সেথা করিতে হবন।
এক কক্ষে গিয়া দেখে তবে মুনি নিজ চোখে
বিপ্রগণে দিতেছেন অন্ন জনার্দ্দন॥
অন্য কক্ষে প্রবেশিয়া দেখে যজ্ঞ সমাপিয়া
দ্বিজে অন্ন দিয়া হরি করিছে ভোজন।
কোথা নিষ্ঠাসহকারে হেরে কৃষ্ণ স্তুতি করে
কখনও ধ্যানে হরি রন নিমগন॥
হাতে ল'য়ে অসি চর্ম্ম পরিধানে লৌহবর্ম্ম
রণবেশে কোথা অশ্বে করেন ভ্রমণ।
রথে করি আরোহণ কভু ধনু করে লন
ব্যস্ত মনে করিছেন তবে বিচরণ॥
উদ্ধবাদি মন্ত্রিগণ সাথে কোথা নারায়ণ
গভীর আলোচনায় রন নিমগন।
কোথাও পর্য্যঙ্কোপরি শয়নে শয়ান হরি
স্তুতি-পাঠকেরা তাঁর করিছে স্তবন॥

রূপবতী কন্যা সঙ্গে কখনো বা নানা রঙ্গে
সরোবরে জলক্রীড়া করে নারায়ণ।
অলঙ্কৃত গাভীদানে তুষ্ট করি বিপ্রগণে
বেদ পুরাণাদি কভু করেন শ্রবণ॥
কোথা হরি ভার্য্যাপাশ করে হাস্য পরিহাস
সেসময় রহে তাঁর প্রফুল্ল বদন।
রহি হরি কোনস্থানে ব্যস্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে
কোন গৃহে করিছেন দেবতা-অর্চ্চন॥
রহি হরি কোন ঘরে বিষয়ের চিন্তা করে
সংসারের সুখ লাগি যত্নবান রন।
অলঙ্কার বস্ত্রদানে তৃপ্ত করি গুরুজনে
করেন তাদের তরে পদ প্রক্ষালন॥
কোন গৃহে নারায়ণ বিবাদেতে রত রন
করিছেন সন্ধিকথা কোথা উত্থাপন।
সাধুদের শুভ-তরে রামসনে কোন ঘরে
একত্রে মিলিয়া হরি করেন চিন্তন॥
পুনঃ কোন ভার্য্যা-ঘরে ঋষি গিয়া হেরে তাঁরে
করিছেন পুত্রযোগ্য কন্যা অন্বেষণ।
কন্যার বিবাহ কথা উত্থাপিত হয় সেথা
যৌতুকাদি প্রদানার্থ যত্নবান রন॥
দেবতা মন্দির কত হরিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত
জলাশয় কূপ কত করান খনন।
কোন স্থানে মনোহর কৃষ্ণ-কৃত সরোবর
হেরে ঋষি পূর্ত্ত-কার্য্যে ব্যস্ত জনার্দ্দন॥

কোথা ল'য়ে যদুগণ অশ্বে করি আরোহণ
মৃগয়ার্থ চলিছেন দ্রুত নারায়ণ।
অন্যত্র মন্ত্রীর ঘরে মুনিবর হেরে তাঁরে
তবে হরি ছদ্মবেশে গুহ্য বার্ত্তা কন॥
যোগেশ্বর যিনি হন তাঁর হেন আচরণ
দরশনে দেবঋষি বিস্ময়ে মগন।
অনাদি অব্যয় যিনি করিলেন লীলা তিনি
প্রতি গৃহে ঋষি তাঁরে করেছে দর্শন॥
সংসারের রূপ যাহা মুনিবর হেরি তাহা
সম্যক মহিমা তাঁর অবগত হন।
নরলীলা করিবারে আসে হরি ধরা'পরে
তাঁহার বীর্য্যের কথা না যায় বর্ণন॥
কত তাঁর শক্তি রয় পান ঋষি পরিচয়
কহিলেন তবে কৃষ্ণে করি সম্বোধন।
মহাযোগিগণ যাহা না পান দেখিতে তাহা
তোমার কৃপায় আমি করি দরশন॥
মোরে প্রভু কর হেন তব গুণ গাহি যেন
ইহা যেন পরিব্যাপ্ত রহে ত্রিভুবন।
দাও মনে শক্তি প্রভু নাহি ভুলি তোমা কভু
তব লীলা অনুক্ষণ করি সংকীর্ত্তন॥
নারদের বাণী শুনি কন তবে চক্রপাণি
শোন মুনি কব এবে প্রকৃত বচন।
আমি যে ধর্ম্মের বক্তা হই তার অনুষ্ঠাতা
ধর্ম্মের আমিই স্রষ্টা পুরুষ রতন॥

লোকশিক্ষা তরে জেন আচরণ মোর হেন
তোমারে স্বরূপ মোর করানু দর্শন।
আমি সর্ব্বশক্তিমান বিরাজিত সর্ব্বস্থান
মায়াবশে জীব মোরে না করে স্মরণ॥
গৃহ ধর্ম্ম আচরণ করিলেন নারায়ণ
গৃহস্থের যাহা কিছু প্রচলিত রয়।
সেসময় হৃষ্ট মনে রন প্রতি পত্নীসনে
তাদের বাসনা যত পূর্ণ সমুদয়॥
হেরি তাঁর লীলা এত দেব ঋষি বিমোহিত
একাগ্রে চিন্তেন মুনি তাঁহাকে তখন।
যিনি সর্ব্বশক্তিমান নারায়ণ ভগবান
জগত ঈশ্বর তিনি পতিতপাবন॥
মুনিবর ফুল্লমনে চলিলেন নিজস্থানে
কৃষ্ণরূপে আলোকিত অন্তর তখন।
লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন করে যদি কোনজন
অন্তে হরি তারে আসি দেন দরশন॥
সংসারের ধর্ম্ম যাহা দেখালেন হরি তাহা
এক তিনি বহুরূপ করিয়া ধারণ।
শ্রীকৃষ্ণের শক্তি কত হইবারে অবগত
ভাগবত নিত্য পাঠ কর দিয়া মন॥

ভগবানের ধর্ম্ম-আচরণ, কারাগারে আবদ্ধ নৃপগণের ও যুধিষ্ঠিরের সংবাদ লইয়া দূতের আগমন

উষা যবে আগমন জানায় কুক্কুটগণ
উচ্চকণ্ঠে কলরব করি অনুক্ষণ।
কাতর, বিচ্ছেদ ভয়ে কৃষ্ণের পত্নীরা হ'য়ে
কহে ক্রোধে কুক্কুটেরে কর্কশ বচন॥
অলিরা ঝঙ্কার তোলে যবে গন্ধ বহে ফুলে
তখন কূজনে রত বন্য-পক্ষিগণ।
যত কৃষ্ণ-প্রিয়াগণ আলিঙ্গন সুখে রন
তাই তারা উষাকাল না করে বরণ॥
ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তখন শয্যা ত্যাজি নারায়ণ
করিলেন প্রাতঃকৃত্য আদি সম্পাদন।
সুশীতল জলে হরি ফুল্লমনে স্নান করি।
পট্টবস্ত্র পরিধান করেন তখন॥
সন্ধ্যা বন্দন তর্পণ পরে করি সমাপন
সূর্য্যোদয় পূর্ব্বেতেই করেন হবন।
জপ ধ্যান বাকি যাহা পূর্ণ করি হরি তাহা
পূজিলেন গুরুজনে আর বিপ্রগণ॥
মুক্তদামে সুসজ্জিত দিব্যবস্ত্রে আচ্ছাদিত
রৌপ্যখুর স্বর্ণশৃঙ্গে যে গাভী শোভিত—
সবৎসা সে গাভী সবে নারায়ণ আনি তবে
ক্ষৌমবস্ত্র সহ বিপ্রে দিলেন ত্বরিত॥

দেব, গুরু, গাভী, দ্বিজে একে একে হরি পূজে
স্পর্শিলেন মাঙ্গলিক দ্রব্য যা তখন।
পূজ্যজনে তারপরে নমিলেন ভক্তিভরে
অপরূপ শোভে তবে প্রশান্ত বদন॥
পীতবাস অঙ্গে তাঁর দেহে দিব্য অলংকার
গলেতে কৌস্তুভমণি রহে সুশোভিত।
সুগন্ধ চন্দন কত অঙ্গে তার আচ্ছাদিত
বনফুলে অপরূপে শ্রীহরি সজ্জিত॥
করি দেব দরশন গো আর ব্রাহ্মণগণ
সবার বাসনা হরি করেন পূরণ।
মন্ত্রীদের অভিপ্রায় করিলেন পূর্ণ তায়
করি কার্য্য সম্পাদন পুলকিত মন॥
প্রসাধন দ্রব্য যাহা অগ্রে বিপ্রে দিয়া তাহা
করিলেন পরে তাহা অঙ্গেতে লেপন।
মন্ত্রিবর্গ মিত্রগণে আর যত নারীগণে
ভোজন করায়ে হরি করেন ভোজন॥
চারি অশ্ব সংযোজিত দিব্যরথ সুসজ্জিত
সারথি ত্বরিত সেথা করি আনয়ন—
কাছে আসি ভক্তিভরে বাসুদেবে নতি করে
আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়ায়ে তখন॥
সাত্যকিও উদ্ধবেরে ল'য়ে কৃষ্ণ কিছু পরে
করিলেন দিব্য সেই রথে আরোহণ।
কৃষ্ণের প্রস্থানকালে পত্নীগণ এককালে
পতিদেবে একদৃষ্টে করে দরশন॥

প্রিয়কে বিদায় দিয়া সবার বিষণ্ণ হিয়া
প্রেমে সে যে হরিয়াছে সকলের মন।
কবে হেরি চাঁদমুখ জাগিবে অন্তরে সুখ
বিচ্ছেদের মাঝে তারা করিছে চিন্তন॥
সুধর্ম্মা সভায় যবে উপনীত হরি তবে
যদুশ্রেষ্ঠ সবে মিলি করিল বেষ্টন।
আর সেথা মন্ত্রী যত হ'য়ে ত্বরা উপনীত
শ্রীকৃষ্ণে বসিতে দিল রতন আসন॥
লোভ, ক্ষুধা, মোহ, জরা নাহি দিত তবে পীড়া
রহিতেন এ সভায় কৃষ্ণ যতক্ষণ।
সংসার, বিষয়, ধন হয় তবে বিস্মরণ
জনগণ অনুক্ষণ পুলকে মগন॥
সভামাঝে নারায়ণ উপবিষ্ট যবে রন
যদুশ্রেষ্ঠ বীরদ্বারা হয়ে পরিবৃত—
নক্ষত্রগণ বেষ্টিত শোভিত চন্দ্রের মত
রূপে তবে চতুর্দ্দিক রহে আলোকিত॥
হাস্য রস উদ্ভাবন করি তবে মন্ত্রিগণ
শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টি তরে রন যত্নবান।
যাতে প্রীত নারায়ণ সকলে সচেষ্ট রন
নৃত্য, গীত বাদ্যাদির করি অনুষ্ঠান॥
ব্রহ্মবাদী বিপ্রগণ করি বেদ উচ্চারণ
মন্ত্র যত ব্যাখ্যা তার করিত তখন।
মানবেরা বাগ্মী যারা রাজকীর্ত্তি গাহে তারা
আলোচিত তাহাদের পবিত্র জীবন॥

বহুকাল যবে গত উপনীত নবাগত
শ্রীকৃষ্ণে সংবাদ দিল প্রতিহারিগণ।
পায় যবে অনুমতি আসি তথা দ্রুতগতি
কৃষ্ণপদে নতি তবে জানায় সেজন॥
জরাসন্ধ নৃপগণে রাখে কারায় বন্ধনে
তাদের দুঃখের কথা না যায় বর্ণন।
পরাক্রান্ত সেই দুষ্ট দেয় সদা কত কষ্ট
তাহাদের ক্লেশ বার্ত্তা করি নিবেদন॥
রণে যবে নৃপ সবে পরাজিত হয় তবে
বশ্যতা স্বীকার নাহি করে কোনজন।
জরাসন্ধ নিজবলে নৃপগণে সেইকালে
রাজবলি দিতে দুর্গে করিল বন্ধন॥
বন্দী যত নৃপ সবে নিবেদন করে তবে
আসিয়াছি সে কারণ তোমার সদন।
বক্তব্য তাদের যাহা কহি এবে শোন তাহা
তোমার চরণে তারা নিয়াছে শরণ॥
দয়াময় যদুপতি তাদের যে তুমি গতি
তোমা হ'তে ঘুচে যায় এ ভব বন্ধন।
এই সামান্য বন্ধন ছিন্ন করি নারায়ণ
রক্ষা কর রাজগণে ত্বরিত এখন॥
পাপকার্য্যে জীব সবে লিপ্ত সদা রহে যবে
হিতকর্ম্ম ভবে তারা না করে সাধন।
দীর্ঘজীবী হইবারে প্রবল আকাঙ্ক্ষা করে
সে আশা করেন হরি সমূলে ছেদন॥

সর্ব্বদর্শী সে জনারে নমি আমি বারে বারে
স্থষ্টিস্থিতি বিনাশের তিনিই কারণ।
রক্ষিবারে সাধু সবে আগমন তাঁর ভবে
করেন পালন শিষ্টে দুষ্টেরে দমন ॥
ওহে প্রভু নারায়ণ পালিতেছ ত্রিভুবন
হও তুমি একমাত্র জীবের জীবন।
তব আদেশ লঙ্ঘন করে দুষ্ট সেইজন
রহে যারা জরাসন্ধ মতন দুর্জ্জন ॥
তাই তব ভক্ত যারা নানা কষ্ট পায় তারা
নিজকর্ম্মফল সদা ভোগে জীবগণ।
রক্ষ তুমি ভক্তে আগে কেন তারা দুঃখ ভোগে
নিশ্চয় করিয়া তাহা কহ নারায়ণ ॥
বীতরাগ ব্যক্তিগণ রন সুখে নিমগন
আত্মার স্বরূপ যবে কিছু জ্ঞাত হন।
মায়ামোহে ভ্রান্ত মোরা তাই হই পথহারা
রাজসুখ লাগি তোমা না করি স্মরণ ॥
আশার নাহিক শেষ তাই যাতনা অশেষ
দারা পুত্র দ্বারা কেহ সুখ নাহি পায়।
রাজ্য, মান, ধন, জন যেন নিশার স্বপন
ক্ষণেক প্রদানি সুখ আবার মিলায় ॥
নিলে চরণে শরণ কর বেদনা হরণ
একান্ত শরণাগত আমরা এখন।
বন্দী যারা কারাগারে মুক্ত কর এইবারে
জরাসন্ধ করিয়াছে তাদের বন্ধন ॥

অযুত হস্তীর বল আছে দুষ্টের সকল
অন্যের নিকটে তার নাহি পরাজয়।
তোমার নিকটে তার সপ্তদশ বার হার
শেষবার জয় তাই এত দর্প রয়॥
তব ভক্ত প্রজা যারা প্রপীড়িত রহে তারা
বলদর্পে গর্ব্বিত সে র'য়েছে এখন।
তুমি এবে মুক্তিদাতা এ বিশ্বের তুমি ত্রাতা
এইবারে কর প্রভু মোদের রক্ষণ॥
হেনকালে দেবঋষি উপনীত হন আসি
মস্তকে শোভিছে জটা পিঙ্গল বরণ।
দীপ্তি তাঁর সেসময় দিবাকর ন্যায় রয়
সহসা শ্রীকৃষ্ণ তারে করেন দর্শন॥
ঋষিবরে হেরি হরি নমিলেন ত্বরা করি
শ্রদ্ধাভরে দেন তারে বসিতে আসন।
আসি তবে তার পাশে কন হরি মৃদু ভাষে
কি কারণে হয় তব হেথা আগমন॥
বীণাহস্তে ত্রিভুবন কর তুমি পর্য্যটন
সর্ব্বলোক বার্ত্তা কহ মোদের এখন।
পাণ্ডব কুশল কথা আমাদের বল হেথা
বিস্তারিতভাবে করি ঘটনা বর্ণন॥
শুনি কথা অতঃপর কন তাঁরে ঋষিবর
মায়ার শকতি তব করেছি দর্শন।
ব্রহ্মাকে জগতস্বামী বিমোহিত কর তুমি
স্বয়ং কমলযোনি বিধাতা যেজন॥

তোমার প্রভাব যত আমি প্রভু অবগত
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তুমি করিছ পালন।
সর্ব্বজীবে সর্ব্বস্থানে আছ তুমি সর্ব্বক্ষণে
ভস্মে ঢাকা বহ্নিমত না হয় দর্শন॥
আপনার শক্তিবলে তুমি অতি অবহেলে
সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রভু কর সম্পাদন।
সত্ত্বায় সৎস্বরূপে রহিয়াছ আত্মারূপে
জগতের সাক্ষীরূপে তুমি বর্ত্তমান॥
জনম মরণ রূপ ভীষণ সংসার কূপ
জীবেরে যাতনা ইহা দেয় অনিবার।
দুঃখপ্রদ দেহ হ'তে চিরতরে মুক্তি পেতে
সচেষ্ট না রয় যেবা ক্লেশ ভোগ তার॥
প্রভু তুমি বার বার হও বিশ্বে অবতার
অজ্ঞানীর অজ্ঞানতা নাশিবার তরে।
তব চরণে আগত হইনু শরণাগত
তুমি ছাড়া গতি আর নাই যে এবারে॥
যুধিষ্ঠির-অভিপ্রায় এখন কহিব তায়
তোমারে পূজিতে তার মনে অভিলাষ।
রাজ-চক্রবর্ত্তী হ'তে বাসনা যে তার চিতে
রাজসূয় মহাযজ্ঞে পূজিবার আশ॥
দাও প্রভু অনুমতি তুমি যে গো বিশ্বপতি
তার কার্য্য হয় যেন সফল এখন।
শ্রেষ্ঠ নৃপ রন যত হবে যজ্ঞে উপনীত
সেসময় পাইবারে তব দরশন॥

নিকৃষ্ট চণ্ডাল যারা পবিত্র হইবে তারা
তব গুণগাথা করি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তাদের সৌভাগ্য কত না যায় বর্ণন অত
সম্মুখে যাহারা পান তব দরশন॥
তোমার যে যশোগাথা অসীম শকতি কথা
স্বর্গ, মর্ত্ত্য দশদিক্ করে আলোকিত।
তব পদ ধৌত বারি মর্ত্ত্যে গঙ্গা নাম ধরি
সর্ব্বত্র পবিত্র করি সদা প্রবাহিত॥
স্বর্গে নাম মন্দাকিনী সে যে অতি স্রোতস্বিনী
পাতালেতে খ্যাত রয় নামে ভোগবতী।
বারি স্পর্শে নাশে পাপ দূরীভূত মনস্তাপ
ত্রিলোক পবিত্র করি বহে দিবারাতি॥
শুকদেব মুনি কন শোন তুমি হে রাজন
ঋষি-বাক্যে তুষ্ট হন দেব নারায়ণ।
জরাসন্ধ-পরাজয় কৃষ্ণে মুনি যবে কয়
তবে তিনি হাসিমুখে উদ্ধবেরে কন॥
এবে জিজ্ঞাসি তোমারে কি করিব কহ মোরে
সব তত্ত্ব জ্ঞাত তুমি, কহ যা বিধান।
যুক্তি যাহা হয় তব শ্রদ্ধাভরে সম্পাদিব
তোমার আদেশ মত হবে অনুষ্ঠান॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা কহিল উদ্ধব সেথা
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য, করিব পালন।
তখন একথা বলি ত্বরিত সে গেল চলি
মনে মনে নারায়ণে করিয়া স্মরণ॥

উদ্ধবের মন্ত্রণানুসারে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন

নারদের মুখে বাণী　　　উদ্ধব তখন শুনি
কৃষ্ণ-অভিপ্রায় জানি কহিল বচন।
জরাসন্ধে বধিবারে　　　যদুগণ বাঞ্ছা করে
ইহাতে কৃষ্ণের মত র'য়েছে এখন॥
যুধিষ্ঠির-অভিপ্রায়　　　শ্রেষ্ঠ রাজা হ'তে চায়
রাজসূয় মহাযজ্ঞ করি সম্পাদন।
উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণে কন　　　শোন তুমি নারায়ণ
এ কার্য্যে সাহায্য করা উচিত এখন॥
নৃপতিরা আছে যত　　　একান্ত শরণাগত
তোমার কর্ত্তব্য হয় তাদের রক্ষণ।
যুধিষ্ঠির যদি পারে　　　দিগ্বিজয়ী হইবারে
রাজসূয় মহাযজ্ঞ করিবে তখন॥
জরাসন্ধ ধ্বংস হবে　　　রাজগণ মুক্তি পাবে
উভয় বাসনা তবে হইবে পূরণ।
যদি হয় মৃত্যু তার　　　শুভ হবে সবাকার
জরাসন্ধ হ'তে ভীতি না হবে কখন॥
মোদের দ্বারকা হ'তে　　　ইন্দ্রপ্রস্থে হবে যেতে
প্রস্তুত রহিব কার্য্য করিতে সাধন।
সেথা যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরে　　　সহায়তা করিবারে
আর হবে জরাসন্ধে করিতে নিধন॥

অযুত হস্তীর বল তার র'য়েছে সকল
জরাসন্ধ-নিধন যে দুষ্কর ভীষণ।
ভীম বিনা কেহ নয় তার সম যোদ্ধা হয়
নিতান্ত সামান্য নহে তাহার মরণ॥
অক্ষৌহিণী একশত সেনা প্রস্তুত সতত
আমাদের বল হয় অতি সাধারণ।
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে এইবারে কর তুমি হত তারে
তাহার উপায় আমি করিব বর্ণন॥
জরাসন্ধ অতিশয় ব্রাহ্মণের ভক্ত বয়
বিপ্র যাহা বাঞ্ছা করে, করে সে পূরণ।
ভীম এবে দ্বিজবেশে যাউক তাহার পাশে
দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে যেন প্রার্থনা তখন॥
তুমি সেথায় রহিলে ভীমসেন অবহেলে
অতি শীঘ্র পাষণ্ডকে করিবে নিধন।
নিমিত্ত মাত্র সে হবে তুমি তারে বিনাশিবে
সবারে যে তুমি হরি করিছ চালন॥
এ বিশ্বের সৃষ্টি যত ব্রহ্মা তাহে রন রত
মহাকাল রুদ্র সবে করেন নিধন।
প্রাণীদের আত্মা যত তোমা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
জন্ম আর মরণের তুমিই কারণ॥
জনক-নন্দিনী সীতা তুমি তার মুক্তিদাতা
দশানন করেছিল তাঁহাকে হরণ।
বসুদেব দেবকীরে রাখে কংস কারাগারে
দোঁহার বন্ধন তুমি করিলে মোচন॥

কালে সেই কংসে যবে নিধন করিলে তবে
স্বর্গে মর্ত্ত্যে তব জয় কহে সর্ব্বজন।
জরাসন্ধ-মৃত্যুকথা প্রচার হইলে সেথা
তোমার এ গুণগাথা গাবে বিশ্বজন॥
জরাসন্ধের পাপ যত রহিয়াছে পুঞ্জীভূত
রাজাদের সবাকার পুণ্যফলে আর—
এই যজ্ঞ এসময় এই স্থানে স্থির হয়
কৃষ্ণের যে বাঞ্ছা পূর্ণ হবে এইবার॥
তবে যাত্রা আয়োজন করিলেন নারায়ণ
গুরুজন সবাকার ল'য়ে অনুমতি।
ইন্দ্রপ্রস্থে যাইবারে দারুক সে সারথিরে
প্রস্তুত হইতে তবে কন শীঘ্রগতি॥
ইন্দ্রপ্রস্থ অভিমুখে চলিলেন হরি সুখে
রণসাজে রহে রথ সজ্জিত তখন।
অশ্বারোহী সেনাগণ সঙ্গে চলে সেইক্ষণ
রহে তারা শ্রীহরিরে করিয়া বেষ্টন॥
যাত্রাকালে বাদ্য কত আসে সেথা নানামত
মৃদঙ্গ, আনক, ভেরী ধ্বনিত তখন।
ভীষণ সে বাদ্যধ্বনি দূর হ'তে কানে শুনি
শ্রীকৃষ্ণের রণ-যাত্রা জ্ঞাত সর্ব্বজন॥
কৃষ্ণ-প্রিয় পত্নী যারা রুক্মিণী প্রভৃতি তারা
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করিয়া ধারণ—
পুত্র সহ পতি-সঙ্গে চলে তারা নানারঙ্গে
শিবিকার পরে তবে করি আরোহণ॥

অসি আর চর্ম্মধারী হ'য়ে প্রস্তুত প্রহরী
পত্নীদের সঙ্গে সবে করিল গমন।
পরিজন ভার্য্যা যারা অশ্বযানে চলে তারা
মনোরম বেশ দেহে, প্রসন্ন বদন॥
যাত্রাকালে ভগবান মুনিবরে দেন মান
নানামত দ্রব্য কত করিয়া প্রদান।
হরিরে সম্মুখে দেখি পুলকে সজল আঁখি
ঋষি তাঁর রূপ চিন্তি করেন প্রস্থান॥
রাজদূতে জনার্দ্দন সম্বোধন করি কন
কহ দূত নৃপগণে নাহি কোন ভয়।
শুভ হবে সবাকার কহি আমি এইবার
জরাসন্ধে শীঘ্র বধ করিব নিশ্চয়॥
করি সে বাক্য শ্রবণ রাজদূত সেইক্ষণ
রুদ্ধ নৃপগণ পাশে উপনীত হন।
শ্রীকৃষ্ণের উক্তি যাহা বিস্তারিতভাবে তাহা
তাদের নিকটে ত্বরা করিল বর্ণন॥
কারামুক্ত হইবারে আর কৃষ্ণে হেরিবারে
ব্যাকুল প্রতীক্ষা তবে করে রাজগণ।
মৎস্য ও পাঞ্চাল দেশে অতিক্রম করি শেষে
ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যে হরি উপনীত হন॥
আসিছেন হেথা হরি সেকথা শ্রবণ করি
যুধিষ্ঠির ফুল্লচিতে ধাইল তখন।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যত বেদ মন্ত্র কহি কত
কৃষ্ণের পশ্চাতে সবে করিল গমন॥

বহুকাল পরে হেরি অতি প্রিয়জনে তারি
যুধিষ্ঠির হন তবে পুলকে মগন।
স্নেহ জাগি সেইক্ষণ করিলেন আলিঙ্গন
পুনঃ যেন মৃতজন পাইল জীবন ॥
স্নিগ্ধ শুদ্ধ মনোহর শ্রীহরির কলেবর
যুধিষ্ঠির প্রীতিভরে পরশে যখন—
ছিল তার পাপ যত হ'য়ে ত্বরা দূরীভূত
আনন্দাশ্রু বিগলিত যুগল নয়ন ॥
ভীম নকুল তখন সহদেব ভ্রাতৃগণ
অর্জ্জুন সহিতে কৃষ্ণে করে আলিঙ্গন।
হেরি মাতুল নন্দনে হরষিত সবে মনে
আবেগে সবার আঁখি ঝরিল তখন ॥
উপনীত বিপ্রগণে আর যত গুরুজনে
ভক্তিভরে নমিলেন দেব নারায়ণ।
যথাবিধি অন্যজনে সেইক্ষণ সেইস্থানে
নমস্কার সম্মানাদি করেন জ্ঞাপন ॥
মনে হর্ষ জাগে অতি বন্দিগণ গাহে গীতি
চতুর্দ্দিকে নানাবাদ্য শ্রুত সেইক্ষণ।
সেথা যত দ্বিজ সবে কত স্তুতি করে তবে
নগরীতে প্রবেশেন যবে জনার্দ্দন ॥
সুবর্ণ তোরণ কত পূর্ণকুম্ভ সুশোভিত
বিচিত্র পতাকা সেথা উড়িল তখন।
নরনারী ছিল যত নানাবেশে সুসজ্জিত
সুগন্ধি চন্দন দেহে করেছে লেপন ॥

প্রাসাদের প্রতি গৃহে সুবাসেতে ভরা রহে
রহিয়াছে দীপমালা অলিন্দে প্রদীপ্ত।
রজতের শৃঙ্গ কত পুরী শিরে সুশোভিত
সুবর্ণ কলসশ্রেণী সেথা বিরাজিত॥
ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন শোনে যবে জনগণ
শ্রীকৃষ্ণে দেখিতে সবে ব্যাকুল তখন।
গৃহকর্ম্ম সব ছাড়ি ধায় যত পুরনারী
কেহ বা ছাড়িয়া আসে পতি প্রাণধন॥
শিশুপুত্রে কোন নারী গৃহ মাঝে তবে ছাড়ি
বেগে ছোটে কৃষ্ণ-ধনে করিতে দর্শন।
যবে তারা দ্রুত চলে পথে কারো বস্ত্র খোলে
সেদিকে কাহারো লক্ষ্য না রহে তখন॥
সৈন্যগণে পরিবৃত হেরি কৃষ্ণে নারী যত
সবে তার দেহে করে পুষ্প বরিষণ।
মনে মনে তারপরে আলিঙ্গন দিল তারে
মুগ্ধ সবে কৃষ্ণ-রূপ করি দরশন॥
বহু তারকা বেষ্টিত পূর্ণ চন্দ্রমার মত
শ্রীকৃষ্ণে পত্নীরা তাঁর করিল বেষ্টন।
করি ইহা নিরীক্ষণ কহে পথে নারীগণ
কত পুণ্য করিয়াছে কৃষ্ণ-ভার্য্যাগণ॥
পুরবাসী জনগণ ব্যবসায়ী কতজন
ফলমাল্য ল'য়ে সেথা উপনীত হন।
ফুল্লমনে নানামত অভ্যর্থনা করি কত
ভক্তিভরে তবে তাঁরে করিল পূজন॥

কুন্তীদেবী কৃষ্ণে হেরি উঠি তবে ত্বরা করি
স্নেহভরে করিলেন দৃঢ় আলিঙ্গন।
কৃষ্ণ তবে ভক্তিভরে কুন্তীরে প্রণাম করে
দ্রৌপদী সুভদ্রা তাঁর বন্দিল চরণ॥
কুন্তীর আদেশ যবে দ্রৌপদী প্রণমে সবে
উপনীত সেথা যত কৃষ্ণ-ভার্য্যা রন।
মিত্রবিন্দা নাগ্নজিতী সত্যভামা জাম্ববতী
রুক্মিণী কালিন্দী, ভদ্রা, শৈব্যা আটজন॥
অন্য যত নারীগণে অলঙ্কার বস্ত্রদানে
করিলেন অভ্যর্থনা দ্রৌপদী তখন।
পরিবৃত ভার্য্যাগণে সুখসেব্য দ্রব্যদানে
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণে রাখে করিয়া যতন॥
পার্থ আর জনার্দ্দন ইন্দ্রের খাণ্ডববন
অগ্নিরে আহুতিরূপে করেন প্রদান।
ময়দানব ঐ বনে রহিত নিশ্চিন্ত মনে
বন দহে হৃদি তার হয় কম্পমান॥
দাবানল হ'তে হরি ত্বরিত উদ্ধার করি
সেসময় রক্ষিলেন তাহার পরাণ।
যুধিষ্ঠির আসি ত্বরা ময়দানবের দ্বারা
অপরূপ রাজসভা করান নির্ম্মাণ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে নারায়ণ কয়মাস ধরি রন
রহি তবে পরিবৃত যদু সেনাগণ।
পার্থসহ জনার্দ্দন যুধিষ্ঠিরের তখন
নানাকার্য্য করিলেন সেথা সম্পাদন॥

কৃষ্ণের মহিমা যত না যায় বর্ণন অত
শ্রবণেতে রোগ শোক করে পলায়ন।
এই কথা সুধামাখা ভাগবতে আছে লেখা
জ্ঞাত হ'তে নিত্যপাঠ কর ভক্তজন॥

রাজসূয় যজ্ঞ প্রারম্ভে পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয় এবং জরাসন্ধ বধ

সিংহাসনে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠির রাজশ্রেষ্ঠ
চৌদিকে বেষ্টিত তার সভাসদগণ।
ক্ষত্রিয় ও বিপ্রগণ আর মুনি কত জন
কুলাচার্য্য পুরবাসী আত্মীয় স্বজন॥
সবে সানন্দ হৃদয় সভামাঝে বসি রয়
তবে কৃষ্ণে সম্বোধিয়া যুধিষ্ঠির কন।
ইন্দ্রপ্রস্থে আনি এবে সাধু আর দেব সবে
যজ্ঞমাঝে পূজা করি এই মোর মন॥
রাজসূয় সবে কয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হয়
এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছি মনন।
শুভ কার্য্য হয় যাহা এবে তুমি কর তাহা
সব ভার তুমি প্রভু করিও গ্রহণ॥
পাপের বিনাশকারী দয়াময় তুমি হরি
তোমাকে যে রাখি ধ্যানে করে লীলা গান—
চরণ কমল সেবে ভক্তিতে যেজন ভবে
সংসারের জ্বালা হতে কর তারে ত্রাণ॥
ভোগ ইচ্ছা কভু যদি ভকতের স্পর্শে হৃদি
শ্রীহরি করেন নাশ তাহার বাসনা।
শক্তিমান সেজনারে উপেক্ষা যেজন করে
হলেও সে ধনবান দুঃখ পায় নানা॥

পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ আত্মারূপে জীবে রন
আত্মপর জ্ঞান তার না রহে কখন।
এ বিশ্বের জীব সবে হেরিছেন সমভাবে
ভক্তপ্রতি তবু কৃপা রহে অনুক্ষণ॥
স্তুতি শুনি নারায়ণ যুধিষ্ঠিরে তবে কন
উৎকৃষ্ট সঙ্কল্প তুমি করেছ মনন।
এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রীত হবে সবে মনে
রহিবে অমর কীর্ত্তি সমগ্র ভুবন॥
পিতৃলোক দেব যত মুনি যত উপনীত
বন্ধু আত্মীয় সবার যজ্ঞে মত রয়।
এসময় তুমি ত্বরা আন বশে বসুন্ধরা
নরপতি সকলেরে করি পরাজয়॥
যাহা হয় প্রয়োজন কর ব্যবস্থা এখন
করিবারে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন।
ভ্রাতা তব চারজন রাজ বংশে জন্ম লন
মিলি সবে অনুষ্ঠান সম্ভব এখন॥
নিজগুণে অনায়াসে আনিয়াছ মোরে বশে
আমারে যে স্মরে নিত্য কাটে তার ভোগ।
পরাভূত করিবারে দেবগণ নাহি পারে
তাদের বিক্রম যত করিয়া প্রয়োগ॥
সামান্য মানব যারা পার্থিব প্রভাব দ্বারা
কেমনে করিবে বলে, কৃষ্ণে পরাজিত।
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করিয়া সেথা
বিমোহিত হন তবে হৃদি পুলকিত॥

ডাকি কাছে ভ্রাতা সবে যুধিষ্ঠির কন তবে
দিগ্বিজয় কামনায় যাও ভ্রাতৃগণ।
পার্থ আদেশে তখন করে উত্তরে গমন
সেকালে কেকয় রাজ সঙ্গে তার রন॥
সৃঞ্জয়-বংশীয় সবে ল'য়ে সঙ্গে সহদেবে
দক্ষিণ প্রদেশে তবে করেন গমন।
পশ্চিমেতে তারপরে সেথা দেশ জিনিবারে
নকুল লইল সঙ্গে মৎস্য সৈন্যগণ॥
মদ্ররাজ সেইক্ষণ ভীমসেনে সঙ্গে লন
পূর্ব্বদিকে জয়যাত্রা করিয়া মনন।
এ ব্যবস্থা সেসময় কৃষ্ণের আদেশে হয়
সবে তিনি সুশৃঙ্খলে করেন প্রেরণ॥
বীর সব পাণ্ডবেরা অনায়াসে সবে ত্বরা
রাজগণে পরাজিত করিল তখন।
বাহুবলে বহুধন করি সবে আনয়ন
যুধিষ্ঠির-হস্তে তারা করিল অর্পণ॥
রাজসূয় যজ্ঞ যবে স্থিরীকৃত হয় তবে
ভয়ানক শত্রু পাশে রহে বিদ্যমান।
জরাসন্ধ মহাবীরে পরাজিত করিবারে
ব্যাকুল হইল অতি যুধিষ্ঠির-প্রাণ॥
হরি তবে ডাকি তারে কন শোন এইবারে
জরাসন্ধ বধোপায় করিব বর্ণন।
উদ্ধব কথিত যাহা নিধন ব্যবস্থা তাহা
যথাযথ ভাবে তবে কন জনার্দ্দন॥

অর্জ্জুন ও নারায়ণ ভীমে ল'য়ে সেইক্ষণ
গিরিব্রজ দুর্গপানে করেন গমন।
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি ভীমার্জ্জুন সাথে হরি
জরাসন্ধ বাস-দুর্গে উপনীত হন॥
জরাসন্ধ তিনজনে হেরে যবে একসনে
এদের গৃহস্থ বলি অবগত হন।
হরি করি সম্বোধন জরাসন্ধে তবে কন
বহুদূর হতে মোরা করি আগমন॥
কহি এবে সত্য কথা প্রয়োজনে আসি হেথা
মোদের প্রার্থনা কর এখন পূরণ।
এই কার্য্যে শুভ হবে কীর্ত্তি তব প্রচারিবে
জগতে সকলে কহে তোমারে সজ্জন॥
অর্থবান যেইজন নাহি সেবে সাধুজন
অতিশয় নিন্দনীয় হয় সেইজন।
সকলে দেখিতে পাই দাতার অদেয় নাই
বিপ্রে দেন বাঞ্ছা করে, যেজন যেমন॥
কৃষ্ণের নিকটে সেথা শুনিয়া সকল কথা
জরাসন্ধ ভাবে কেবা এঁরা তিনজন।
ভীমাদির কণ্ঠ-স্বর শ্রবণেতে অতঃপর
ছদ্মবেশী দ্বিজ সবে করিল মনন॥
ক্ষত্রিয় ইহারা হন জ্ঞাত তবে নিজ মন
পূর্ব্বে কোথা দেখিয়াছে করিল স্মরণ।
জরাসন্ধ সেসময় কৃষ্ণের নিকটে কয়
তোমাদের মনোবাঞ্ছা করিব পূরণ॥

দুস্ত্যজ্য শরীর যাহা প্রার্থনা করিলে তাহা
অনায়াসে দিতে পারি সে দেহ এখন।
বিপ্র যাহা ভিক্ষা চান অকাতরে করি দান
তোমরা যে দ্বিজবেশ করেছ ধারণ॥
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি বলিপাশে যান হরি
তাহার সর্ব্বস্ব তিনি করিতে হরণ।
ভগবান নারায়ণ বামনের মূর্ত্তি লন
প্রার্থনা ত্রিপাদ ভূমি করেন তখন॥
শুক্রাচার্য্য দৈত্যগুরু হ'য়ে তিনি অতি ভীরু
বলিরাজে ভূমি দিতে করেন বারণ।
কেবল ব্রাহ্মণ বলি সে ভূমি দিলেন বলি
সর্ব্বস্বান্ত হন তবু অম্লান বদন॥
ভিক্ষু তিনি হন বটে কিন্তু তার কীর্ত্তি রটে
বিশ্বে তার আছে খ্যাতি ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থান।
গুরু-আদেশ তখন বলি করিয়া লঙ্ঘন
দ্বিজে বিষ্ণু জানি ভূমি করেছেন দান॥
ক্ষত্রিয়ের দেহ ধরি দ্বিজ বাঞ্ছা পূর্ণ করি
তার যেবা প্রয়োজন না করে সাধন—
বৃথা হয় জন্ম হেন নাই তার মূল্য কোন
না প্রচারে যশ তার কভু কোনজন॥
প্রার্থনা মতন দিতে স্থির তবে করি চিতে
জরাসন্ধ কহে সবে করি সম্বোধন।
সবার আকাঙ্ক্ষা যাহা এইবার কহ তাহা
নিশ্চয় সে ইচ্ছা আমি করিব পূরণ॥

শির যদি চাও মোরে দিতে আমি পারি তারে
অক্লেশে মস্তক আমি করিব ছেদন।
কহিলাম যাহা হেথা নাহি হ'বে তাহা বৃথা
পূর্ণ হবে অভিলাষ শোন বিপ্রগণ॥
শ্রীকৃষ্ণ তখন কন শোন তুমি হে রাজন
রণ লাগি আমাদের হেথা আগমন।
বাঞ্ছা যাহা পূরাইতে ইচ্ছা যদি তব চিতে
দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আমাদের প্রার্থনা এখন॥
এইবার শোন তুমি পরিচয় দিব আমি
জানিতে পারিবে রাজা মোদের এখন।
সঙ্গে যারা দুইজন পাণ্ডুপুত্র তারা হন
ভীম ও অর্জ্জুন নামে পরিচিত রন॥
আমি নন্দের নন্দন এক নাম জনার্দ্দন
তব সাথে চিরবৈরী জ্ঞাত সবজন।
জেনো আমি কৃষ্ণ নামে খ্যাত রই ধরাধামে
ভগবান জ্ঞানে মোরে পূজে জনগণ॥
শুনি তা মগধপতি হাসে উচ্চকণ্ঠে অতি
ক্রোধবশে কৃষ্ণে তবে কহিল বচন।
তোমরা যে মূঢ়মতি করিলে ছলনা অতি
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ বাঞ্ছা এবে করিব পূরণ॥
কহে কৃষ্ণে সেসময় ভীরু তুমি অতিশয়
তব সাথে রণ মোর নাহি হয় মন।
সাগরের মাঝে পুরী গড়াইয়া ত্বরা করি
মোর ভয়ে ভীত হ'য়ে কর পলায়ন॥

স্থিরীকৃত হ'লে রণ করি তুমি পলায়ন
অন্যস্থানে বাস-ভূমি করিবে স্থাপন।
যদি বা পার্থের রয় যোদ্ধা বলি পরিচয়
বয়সেতে আমাপেক্ষা বহু ন্যূন হন॥
রহে মোর বল যত নাহি আছে তার অত
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে বীর্য্য নাহি হবে প্রকাশন।
অর্জ্জুনের সাথে রণ না রহে আমার মন
ভীম সাথে যুঝিবার বাসনা এখন॥
জরাসন্ধে সেসময় ভীম নিজ গদা দেয়
অন্য গদা ল'য়ে যান করিবারে রণ।
রণস্থলে বীরগণ করে অতি আস্ফালন
যেন দুই মত্ত হস্তী করিছে ভ্রমণ॥
উভয়ে মণ্ডলাকারে রণভূমি মাঝে ঘোরে
বাম ও দক্ষিণভাগে করিছে গমন।
পরস্পর দুইজনে মাতিলেন মহারণে
সে শবদে রণস্থলে জাগিল কম্পন॥
দন্তাঘাত ধ্বনি হয় যবে মত্ত হস্তীদ্বয়
পরস্পরে করে রণ অতীব ভীষণ।
সেইরূপ গদাঘাতে চটাচট শবদেতে
চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত হইল তখন॥
ভয়ঙ্কর সেই রণ চলে সেথা অনুক্ষণ
হেরি সেই দৃশ্য হৃদি কম্পিত সবার।
প্রাণ তবে নাশিবারে পরস্পর গদা ছোড়ে
বীরদ্বয়-অঙ্গস্পর্শে গদা চুরমার॥

লৌহসম হস্তদ্বারা পরস্পর যুঝে তারা
মুষ্ট্যাঘাত হানে যাহা অতীব ভীষণ।
আঘাতের শব্দ হেন অশনি নিপাত যেন
দোঁহে দোঁহা বক্ষে মারে করিতে নিধন॥
রণস্থলে বৃক্ষ যাহা উৎপাটিত হয় তাহা
সে শবদে রণভূমে জাগিল কম্পন।
সারাদিন চলে রণ নাহি হারে কোন জন
তাহে ক্রোধে দু'জনার আরক্ত লোচন॥
জরাসন্ধ ভীম দোঁহে তুল্যবলী বীর রহে
রণবিদ্যা পারদর্শী সম দুইজন।
যুঝিতেছে কতমত কেহ নাহি হয় হত
প্রত্যহ এভাবে সেথা চলিতেছে রণ॥
দিবাভাগে চলে রণ রাতে মিলি সেইক্ষণ
পরম সুহৃদ মত রহে চারিজন।
একদিন তারপরে কহে ভীম শ্রীহরিরে
জরাসন্ধ পরাজিত না হবে কখন॥
শক্তিশালী এই অরি কি প্রকারে প্রাণ হরি
তাহার উপায় তুমি কহগো এখন।
তবে দেব নারায়ণ চিন্তা করি তারে কন
নিধন ব্যবস্থা তার করিব বর্ণন॥
বৃহদ্রথ পত্নীদ্বয় দ্বিধা বিভক্ত তনয়
প্রসব পৃথকভাবে করিল যখন—
বিচ্ছিন্ন প্রসূতদেহ মূল্য নাহি দিলে কেহ
নদীগর্ভে খণ্ডদ্বয় ফেলিল তখন॥

জরা নামে সে রাক্ষসী হেরে যবে তথা আসি
দুইখণ্ড সমভাবে করে সংযোজন।
যুক্ত সেই খণ্ডদ্বয় শিশু মূর্ত্তি তবে লয়
মায়াতে রাক্ষসী তারে না করে ভক্ষণ॥
তবে মগধ রাজেরে সে শিশু অর্পণ করে
জরাসন্ধ নামে তিনি খ্যাত সেইক্ষণ।
যদি পার পুনর্ব্বার দেহ খণ্ড করিবার
তবেই জরাসন্ধের হইবে মরণ॥
স্বীয় বলে তবে হরি বলীয়ান ভীমে করি
তাহার নিকটে তিনি করেন গমন।
বৃক্ষশাখা সেইক্ষণ চিরি ত্বরা জনার্দ্দন
সঙ্কেতে ভীমেরে ইহা করান দর্শন॥
জরাসন্ধে তারপরে দ্বিখণ্ডিত করিবারে
ইঙ্গিত করেন রহি দূরে নারায়ণ।
কৃষ্ণের সঙ্কেত যবে জ্ঞাত হন ভীম তবে
ধরি তার পদদ্বয় ঘটান পতন॥
পরে নিজ পদদ্বারা একপদ চাপি ত্বরা
অন্যপদ দুইহস্তে করিয়া ধারণ—
মত্ত-করী অবহেলে বৃক্ষে যথা ভাঙ্গি ফেলে
জরাসন্ধে ভীম ত্বরা চিরিল তেমন॥
স্বচক্ষে বিক্রম হেরি হরষিত পার্থ, হরি
স্নেহে তবে করিলেন ভীমে আলিঙ্গন।
অঙ্গস্পর্শে ব্যথা যত নিমেষেতে অপগত
পবিত্র হইল দেহ সফল জীবন॥

জরাসন্ধ মৃত হ'লে জনার্দ্দন সেইকালে
তার পুত্র সহদেবে দেন সিংহাসন।
বন্দী নৃপ ছিল যারা করিলেন মুক্ত ত্বরা
বন্ধন মুক্তিতে সবে নিশ্চিন্ত তখন ॥
কৃষ্ণের প্রভাব যত হইবারে অবগত
পুনঃ পুনঃ ভাগবত কর অধ্যয়ন।
হ'লে কভু প্রয়োজন করেন তা নারায়ণ
অসাধ্য পারেন তিনি করিতে সাধন ॥

জরাসন্ধ কর্ত্তৃক আবদ্ধ নৃপগণের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ

গিরিদ্রোণী দুর্গদ্বার উন্মোচিত এইবার
জরাসন্ধ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে যখন নিহত।
মলিনবসনধারী রাজগণ ত্বরা করি
বদ্ধ কারাগার হ'তে হলেন নির্গত॥
বন্ধনের যাতনায় সকলে কাতর, হায়
ক্ষীণতনু ক্ষুধাতুর রহে সর্ব্বজন।
বাহিরে আসিয়া তবে সহসা হেরিল সবে
নবঘন কৃষ্ণরূপ হৃদি বিমোহন॥
সহাস্য বদন তাঁর গলে দোলে পুষ্পহার
কর্ণেতে কুণ্ডল শোভে অতীব উজ্জ্বল।
কমল লোচন হরি যুগ্ম ভুরু শোভে তারি
ঈষৎ রক্তাভ ওষ্ঠ গণ্ড সুকোমল॥
কৌস্তুভ-শোভিত বক্ষ সকলে করিল লক্ষ্য
পীতবস্ত্র পরিহিত বৈকুণ্ঠবিহারী।
বাহুতে বলয় তাঁর গলে শোভে মণিহার
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভুজধারী॥
অপরূপ রূপে সবে বিমোহিত হয় তবে
অকলঙ্ক শশী যেন দিল দরশন।
সবার আবেগভরে নেত্র হ'তে বারি ঝরে
সেথা তাঁরে অপলকে হেরে নৃপগণ॥

আঁখিযুগ দ্বারা তবে রূপ পান করে সবে
নাসিকায় দেহবাস করিল আঘ্রাণ।
বাহু করি প্রসারণ দেন হরি আলিঙ্গন
সুশীতল হয় তবে সবার পরাণ॥
নৃপ যারা উপনীত কৃষ্ণ পদে হ'য়ে নত
ভূমে লুটি পদধূলি লইল মাথায়।
বন্ধন যাতনা যত ত্বরা হয় অপগত
তবে সবে কৃষ্ণে স্তুতি করিল সেথায়॥
কহে তাঁরে নৃপ যত আমরা শরণাগত
আমাদের দুঃখ এবে হর নারায়ণ।
তুমি অনাদি অব্যয় নাহি কভু তব ক্ষয়
মোদের করিলে তুমি বন্ধন মোচন॥
জরাসন্ধে মোরা হরি দোষারোপ নাহি করি
তাহা দ্বারা কারাবাস মঙ্গল কারণ।
তাই আমরা এখন পাই তব দরশন
মোদের যে উপকার করেছে সেজন॥
মরীচিকা দরশনে মৃগচয় মুগ্ধ মনে
জলাশয় ভ্রমে জালে আবদ্ধ তখন।
সেইরূপ যেইজন অবিবেকী ব্যক্তি হন
অবাস্তবে সত্য বলি করে নিরূপণ॥
মদগর্ব্বে রহে মাতি উচ্ছৃঙ্খল নরপতি
আপন মঙ্গল কভু নাহি জ্ঞাত হন।
ধন জন মান যাহা ক্ষণস্থায়ী অতি তাহা
মায়ামুগ্ধ জীবগণ না বোঝে কখন॥

নৃপগণ মোরা সবে রাজত্ব করিনু যবে
ধনগর্ব্বে হিংসা কত করেছি সাধন।
পরস্পর পরস্পরে পরাজিত করিবারে
অবহেলে করি কত প্রজার নিধন॥
অভিমান মনে আসি বুদ্ধি সব দেয় নাশি
তোমার চরণ তাই না করি স্মরণ।
তুমি পূর্ণ ভগবান সম্মুখে দণ্ডায়মান
দর্পহারী দর্পচূর্ণ করিলে এখন॥
বৃথা রাজ্য ধন জন জ্ঞাত মোরা এইক্ষণ
বিষম বিষয় বিষে, নাহি প্রয়োজন।
তোমার চরণে এবে শরণ লইনু সবে
কৃপা করি দাও ঠাঁই প্রভু নারায়ণ॥
রাজাদের স্তুতি শুনি তুষ্ট হন চক্রপাণি
কন তবে তাহাদের করি সম্বোধন।
সবার প্রার্থনা যাহা পূরণ করিব তাহা
রহিবে অচলা ভক্তি আমাতে এখন॥
যবে সব নৃপগণ ধনগর্ব্বে মত্ত রন
স্মরণ না করে মোরে কেহ সেসময়।
সংযত হইয়া মনে রেখেছ আমারে ধ্যানে
মোর প্রতি ভকতির দিলে পরিচয়॥
অতিশয় লোভবশে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন শেষে
জমদগ্নির কামধেনু করিল হরণ।
তাই তার সেসময় সবংশেতে মৃত্যু হয়
তাহারে পরশুরাম করেছে নিধন॥

সহস্রবাহু হৈহয় নহুষ, রাবণ রয়
বেন ও নরক, আদি যত রাজগণ।
ধনগর্ব্বে মত্ত যবে রাজ্য, ধন ধ্বংস তবে
লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে যান তাহারা তখন॥
নিজ ধর্ম্মে প্রজাগণে সন্তোষিবে সুশাসনে
ধর্ম্মমত কর সবে স্বরাজ্য পালন।
যেবা নিষ্ঠা সহকারে যজ্ঞস্থলে পূজে মোরে
চরমে পরমগতি লভে সেইজন॥
জরাসন্ধের পুত্র দ্বারা মান কৃষ্ণ দিয়া ত্বরা
রাজগণে যোগ্য বস্ত্র করেন প্রদান।
নানারত্ন অলঙ্কারে সাজাইয়া সবাকারে
নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করান॥
কারামুক্ত রাজগণ সবাকার ফুল্ল মন
মণিময় কুণ্ডলাদি করিয়া ধারণ।
চন্দ্র উদিত যখন বিশ্বে শোভার বর্দ্ধন
তেমনি অপূর্ব্ব রূপ ধরে নৃপগণ॥
জনার্দ্দন সেইক্ষণ অশ্ব করি সংযোজন
নৃপগণে করালেন রথে আরোহণ।
তাহাদের তবে হরি মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করি
আপন আপন দেশে করেন প্রেরণ॥
ফেরে স্বগৃহে যখন সেথা তবে রাজগণ
কৃষ্ণের অদ্ভুত কীর্ত্তি করেন বর্ণন।
শ্রীহরির উপদেশ কহে তারা অবশেষ
তাঁহার আদেশ যাহা করে সম্পাদন॥

জরাসন্ধ রাজে যবে হত্যা করে ভীম তবে
ত্বরা কৃষ্ণ করিলেন যাত্রা আয়োজন।
জরাসন্ধের তনয় সহদেব সেসময়
যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিল জ্ঞাপন॥
রথে করি আরোহণ ফুল্লচিতে নারায়ণ
ভীম, পার্থসহ তবে করেন গমন।
ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যে যবে উপনীত হন সবে
শত্রু-জয় শঙ্খধ্বনি করে বিপ্রগণ॥
ইন্দ্রপ্রস্থবাসী সবে কৃষ্ণে সেথা হেরি তবে
অতীব পুলকে তারা হ'লেন মগন।
জরাসন্ধের নিধন যবে করেন শ্রবণ
পরম নিশ্চিন্ত তবে যুধিষ্ঠির হন॥
জরাসন্ধ হত হ'লে ঘটে যাহা সেইকালে
কৃষ্ণ, পার্থ, ভীম কহে একত্রে তখন।
আনুপূর্ব্বিক ঘটনা সব করিয়া বর্ণনা
যুধিষ্ঠিরে প্রণিপাত করে নিবেদন॥
অজেয় শত্রু নিধন কৃষ্ণ-তেজে সমাপন
চিন্তি ইহা যুধিষ্ঠির বিমোহিত হন।
হৃদি তবে বিগলিত আনন্দাশ্রু ঝরে কত
মুখে তার বাক্য আর না হয় স্ফূরণ॥
কৃষ্ণের মহিমা কথা হরে যত মনোব্যথা
অত্যাশ্চর্য্য হয় তাঁর সকল কাহিনী।
ভাগবত কথা সার অপরূপ ভাষা তার
পাঠ কর কিম্বা শোন তাঁর লীলাবাণী॥

রাজসূয় যজ্ঞ ও শিশুপাল বধ

কন রাজা শুকদেবে মুনি মোরে কহ এবে
বিস্তারিয়া ঘটনার যত বিবরণ।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা যত হয় অতি সুললিত
মনে শান্তি উপজিবে শুনিবে যখন॥
জরাসন্ধ-মৃত্যুকথা যুধিষ্ঠির শুনি সেথা
কৃষ্ণের বিক্রম আর করিয়া শ্রবণ—
ধর্ম্মপুত্র সেইক্ষণ অতিশয় প্রীত হন
শ্রীকৃষ্ণে তখন কন করি সম্বোধন॥
তব তত্ত্ব নারায়ণ কেহ নাহি জ্ঞাত হন
ত্রিলোকের নাথ তুমি বিপদ ভঞ্জন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ স্মরে তোমা অনুক্ষণ
তব আজ্ঞা সদা তারা করিছে পালন॥
মোদের আদেশ যাহা ভগবান হ'য়ে তাহা
পালন করিছ তুমি একি বিড়ম্বন।
তুমি আত্মা সবাকার অদ্বিতীয় হও আর
অনন্ত বিশ্বের যে গো তুমি গুরুজন॥
নারায়ণ তুমি মোরে দাও বর এইবারে
নাহি জাগে অহঙ্কার অন্তরে কখন।
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি তুষ্ট হন চক্রপাণি
কন তারে করিবারে যজ্ঞ আয়োজন॥

বসন্তের আগমনে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা ল'য়ে করে আনয়ন।
রাজসূয় যজ্ঞে যারা হইবেন ব্রতী তারা
সকলে একত্রে মিলি উপনীত হন॥
যতেক ঋত্বিকগণে যুধিষ্ঠির হৃষ্ট মনে
যজ্ঞের নিমিত্ত তবে করেন বরণ।
বিপ্র যারা যজ্ঞে বৃত তাহাদের নাম যত
একে একে এইবার করিব বর্ণন॥
ভরদ্বাজ, দ্বৈপায়ন কণ্ব, মৈত্রেয় চ্যবন
সুমন্ত, গৌতম, ব্যাস, বশিষ্ঠ অসিত।
বামদেব, বিশ্বামিত্র পরাশর, বীতিহোত্র
জৈমিনি, সুমতি, ক্রতু, পৈল, গর্গ, ত্রিত॥
কশ্যপ, অকৃতব্রণ অথর্ব্ব বৈশম্পায়ন
কবষ ও বীরসেন আসুরি ভার্গব।
মধুছন্দ আরজন এ সকল দ্বিজগণ
যজ্ঞকার্য্যে নিয়োজিত একত্রেতে সব॥
মহাযজ্ঞ দেখিবারে চলে সবে পরে পরে
ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ কৃপ মহামতি।
আর চলে বিপ্রগণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ
দুর্য্যোধন—শত ভাই, বিদুর সুমতি॥
পৃথিবীর রাজা যত হয় যবে নিমন্ত্রিত
সবে মিলি যজ্ঞক্ষেত্রে উপনীত হন।
যুধিষ্ঠির সবাকারে সম্ভাষিয়া সমাদরে
শ্রদ্ধাতে বসিতে তবে দিলেন আসন॥

যজ্ঞে ব্রতী বিপ্রগণ ভূমি করিতে শোধন
স্নুবর্ণ লাঙ্গলদ্বারা করিল কর্ষণ।
তবে রাজা যুধিষ্ঠিরে বেদবিধানানুসারে
দীক্ষিত করেন সেথা যত বিপ্রগণ॥
রাজস্থূয় যজ্ঞ পূর্ব্বে করেছে বরুণ যবে
স্বর্ণ-পাত্র এনেছিল সে যজ্ঞে তখন।
যুধিষ্ঠির সেইমত স্বর্ণময় পাত্র যত
প্রয়োজন বোধে সেথা করে আনয়ন॥
রুদ্রদেবে পুরোভাগে চতুর্ম্মুখ রাখি আগে
আপন পার্ষদগণে পরিবৃত রন।
ইন্দ্র আদি দেবগণ করিবারে দরশন
দলে দলে যজ্ঞস্থলে করে আগমন॥
গন্ধর্ব্ব-উরগগণ সিদ্ধ, যক্ষ, মুনিগণ
রাক্ষস, কিন্নর, খগ, আর বিদ্যাধর।
আসিছে চারণ কত আর মানী নৃপ যত
ভার্য্যাসহ যজ্ঞস্থলে আসে অতঃপর॥
যুধিষ্ঠির শ্রদ্ধাভরে ব্রতী বিপ্র সবাকারে
যথাবিধি সম্মানাদি করেন জ্ঞাপন।
সভাস্থলে কত শত মান্য ব্যক্তি উপনীত
শ্রেষ্ঠ পূজা পাত্র কেবা করিল চিন্তন॥
সহদেব তবে কন যোগ্য পাত্র নারায়ণ
সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পূজা করা প্রয়োজন।
পুনরায় কহি এবে শোন সবে স্থিরভাবে
এ ধরায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেব জনার্দ্দন॥

যাঁর মাঝে অবিরত আত্মারূপে বিশ্ব স্থিত
যজ্ঞের কারণ যিনি এ জগতময়—
অগ্নি, মন্ত্রাদি, আহুতি যোগ সাধন ইত্যাদি
তাঁহাকেই লক্ষ্য করি অগ্রসর হয় ॥
যাঁহা হ'তে সৃষ্টি স্থিতি করেন সংহার নিতি
সকল ধর্ম্মের সার সেই নারায়ণ।
আচরণ নিজে করি শিক্ষা দেন জীবে হরি
সেই মহাজনে অর্ঘ্য করিব অর্পণ ॥
যদি পূজে নারায়ণে দেবগণ তুষ্ট মনে
পূজারীর সব পূজা হয় সম্পাদন।
অগ্রে পূজ্য সুনিশ্চয় একমাত্র কৃষ্ণ হয়
ভেদজ্ঞান বিবর্জ্জিত তিনি সর্ব্বক্ষণ ॥
সহদেব কহি কথা নির্ব্বাক হ'লেন সেথা
প্রশংসিল তারে তবে সভাসদগণ।
যুধিষ্ঠির ফুল্লমনে পূজি কৃষ্ণে ভক্তিসনে
পদধৌত বারি ত্বরা শিরে তুলি লন ॥
ভ্রাতাগণ সবে মিলি পাদোদক লয় তুলি
অমাত্য আত্মীয় রাখে মস্তকে তখন।
কৃষ্ণ-দেহ পট্টবাসে সাজাইয়া অবশেষে
অঙ্গে দেন মহামূল্য দিব্য আভরণ ॥
প্রেমে মগ্ন যুধিষ্ঠির আঁখি দুটী রহে স্থির
আনন্দাশ্রু পূর্ণ তবে হয় দু'নয়ন।
ঝরি বারি অনিবার দৃষ্টিরোধ হয় তার
সম্যক্ না হেরে তবে কৃষ্ণের বদন ॥

সমাদৃত নারায়ণ হেরি সেথা সভাজন
নমঃ কৃষ্ণ বাসুদেব কহে ভক্তিভরে।
নমি তাঁর পদযুগে সকলে দাঁড়ায় আগে
স্বর্গ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি করে তারপরে॥
শিশুপাল কৃষ্ণদ্বেষী যবে ইহা হেরে আসি
কৃষ্ণ-গুণ ব্যাখ্যা আর করিল শ্রবণ—
ক্রোধে কম্পিত হৃদয় মনে হিংসা উপজয়
দুই হস্ত তুলি তবে ত্যজে সে আসন॥
অতিশয় হিংসাভরে কটু কত কহে তাঁরে
কহে তবে কৃষ্ণ-দম্ভ হের সর্ব্বজন।
অবিচার হেরি হেথা অন্তরে জাগিছে ব্যথা
কর সবে প্রতিকার ত্বরিত এখন॥
বুদ্ধি নাশ হয় তবে তাই চুপ রহে সবে
বৃদ্ধেরা হারায় জ্ঞান শিশুর কথায়।
সহদেব শিশুমতি চপলতা তার অতি
তার বাক্যে স্থির কিছু নাহি করা যায়॥
উপস্থিত যারা রন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ
অগ্রপূজা পাত্র কেবা বলুন এখন।
এ সভায় উপনীত মুনি যোগী দেব যত
বিদ্যাধর আদি আর যত তপোধন॥
হেথা গোপের তনয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন হয়
জনম অধম কুলে সে যে হীনমতি।
বায়সের যজ্ঞ-ঘৃতে অধিকার কেমনেতে
কুলধর্ম্ম নাই যার হয় দুষ্ট অতি॥

বিবেক কিছু না রয় স্বেচ্ছাচারী অতিশয়
ধৈর্য্যচ্যুত হন ত্বরা নাই গুণ তাঁর।
অতএব কোনমতে কৃষ্ণ নাহি পারে হ'তে
এ সভায় পূজাপাত্র কহিনু এবার॥
যযাতি যাদবকুলে শাপ দেন যেইকালে
সেকালে হারায় তারা রাজার আসন।
পরিহরি নিজ দেশ যান হরি অবশেষ
সাগরের মাঝে বাস করিয়া স্থাপন॥
শিশুপাল সেসময় নিন্দাবাক্য বহু কয়
উত্তর না দেন হরি নির্ব্বাক তখন।
শিবা যথা করে রব তুচ্ছ করে সিংহ সব
সেইরূপ স্থির রন দেব নারায়ণ॥
শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা যবে সভাজন শোনে সবে
কর্ণে হস্ত দিয়া তারা ত্যজিল আসন।
জাগি তবে মনস্তাপ শিশুপালে দেয় শাপ
নিন্দিল সকলে তার মন্দ আচরণ॥
এবে শাস্ত্রের বচন কহি শোন সর্ব্বজন
ঈশ্বরের নিন্দা যেবা করিবে শ্রবণ—
পূর্ব্বকৃত পুণ্য যত নিমেষেতে হবে গত
নরকে নিশ্চয় তার হইবে গমন॥
শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা এত শুনি পাণ্ডুপুত্র যত
আর যারা উপনীত নরপতিগণ—
ক্রোধে কম্পিত হৃদয় আরক্ত লোচনদ্বয়
ধনুর্ব্বাণ তাই ত্বরা করে তারা লন॥

শিশুপালে সেসময় বধিতে উদ্যত হয়
অসিচর্ম্ম বীরগণ করিয়া ধারণ।
শিশুপাল চেদিপতি হেরি রুষ্ট হ'য়ে অতি
নির্ভয়ে করেন তবে খড়্গ উত্তোলন ॥
হেরি ইহা হরি তবে পাণ্ডুপুত্রগণ সবে
শত্রুপক্ষ সাথে রণ করেন বারণ।
শিশুপালে বধিবারে অতি ক্রোধে তারপরে
সুদর্শন চক্র তিনি করে তুলি লন ॥
তখন আপনি ত্বরা তীক্ষ্ণ সেই অস্ত্রদ্বারা
তাহার মস্তক হরি করেন ছেদন।
মহাকোলাহল রবে ভেদিল গগন যবে
শিশুপাল-চরগণ করে পলায়ন ॥
উল্কারাশি যেইমত শূন্য হ'তে হ'লে চ্যুত
দ্রুতগতি হয় তার ভূমিতে পতন—
চেদিপতি প্রাণ যবে কলেবর ত্যজে তবে
প্রবেশে শ্রীকৃষ্ণ মাঝে সে প্রাণ তেমন ॥
যেভাবে যে চিন্তে তাঁরে মুক্তি দেন অকাতরে
কৃষ্ণধ্যানে শিশুপাল ছিলেন তন্ময়।
শত্রুরূপে অনুক্ষণ কৃষ্ণে যেবা রাখে মন
তিনজন্মে মুক্তি লভে সেজন নিশ্চয় ॥
যজ্ঞ করি সমাপন যুধিষ্ঠির সেইক্ষণ
করেন ঋত্বিক বিপ্রে বহু অর্থ দান।
মান্যগণ্য ব্যক্তি যত যারা সেথা উপনীত
সেসময় অলঙ্কার বস্ত্র সবে পান ॥

রাজসূয় যজ্ঞ যবে সমাপন হয় তবে
কুন্তী—অনুরোধে হরি কিছুকাল রন।
ভার্য্যাদি লইয়া পরে ফেরেন দ্বারকাপুরে
যাত্রাকালে সবাকার সজল নয়ন॥
দেবতা মানব যত যজ্ঞক্ষেত্রে উপনীত
অন্তরীক্ষচারিগণ প্রমথাদি সবে।
পূজিত হইয়া তারা পুলকেতে আত্মহারা
রাজসূয়-যজ্ঞ-খ্যাতি রটে সারা ভবে॥
দুর্য্যোধন হিংসাভরে মন্দ বলে যুধিষ্ঠিরে
পাণ্ডবের সমৃদ্ধি যে অসহ্য তাহার।
ঈর্ষা করে বুদ্ধিনাশ নাহি পূরে মনঃ আশ
অশান্তি পীড়ন তবে করে অনিবার॥
শিশুপাল-মৃত্যু কথা জরাসন্ধ মুক্তিগাথা
রাজসূয় মহাযজ্ঞ উৎসব কাহিনী—
কৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্ম আর তার সারমর্ম্ম
কীর্ত্তনে স্বরগে বাস অন্তেতে তখনি॥

ময়দানব নির্ম্মিত সভায় দুর্য্যোধনের দুর্গতি

পরীক্ষিত রাজা কন শুনিয়াছি হে ব্রাহ্মণ
রাজসূয় মহাযজ্ঞ বৃত্তান্ত বর্ণন।
পাণ্ডবেরা মিলি সবে এই যজ্ঞ করে যবে
দেব, ঋষি সকলেই মহাতুষ্ট হন॥
ঈর্ষান্বিত দুর্য্যোধন অসন্তুষ্ট তার মন
তাই এই যজ্ঞ হেরি বিষাদে মগন।
পাণ্ডুদের কীর্তি হেন সহ্য নাহি হয় কেন
মুনি তুমি কহ মোরে ইহার কারণ॥
শুকদেব তবে কন শোন এবে হে রাজন
যজ্ঞে তব পিতামহ করি আগমন—
ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য 'পরে রাজসূয় করিবারে
বন্ধুগণে করিলেন কার্য্যে নিয়োজন॥
তবে রন্ধন-শালার ভীমসেন লন ভার
খাদ্য প্রস্তুতের প্রতি মনোযোগী রন।
আয় ব্যয় কার্য্যে রন তবে রাজা দুর্য্যোধন
সহদেব অতিথিরে করে আপ্যায়ন॥
ধনঞ্জয় সেসময় সেবা কার্য্যে রত রয়
সাধু গুরুজনে করে শুশ্রূষা তখন।
মঙ্গল কামনা করি বিদুর, সাত্যকি ভূরি
নিজেরাই নানা কার্য্যে নিয়োজিত রন॥

বিকর্ণ, হার্দ্দিক্য সঙ্গে করে কাজ নানা রঙ্গে
সবার প্রফুল্ল মন, একনিষ্ঠ রন।
যজ্ঞ কার্য্য সেইকালে সুসম্পন্ন সুশৃঙ্খলে
প্রশংসিল যুধিষ্ঠিরে সেথা জনগণ॥
ঋত্বিক সদস্য যত বান্ধব জ্ঞানীরা কত
পূজা, দান, দক্ষিণাদি পান সেসময়।
মিষ্টবাক্য কহি তবে যুধিষ্ঠির তোষে সবে
সভাসদগণ সেথা সবে তুষ্ট হয়॥
শিশুপাল-আত্মা যবে কৃষ্ণপদে মেশে তবে
গঙ্গাস্নান লাগি সবে করে আয়োজন।
যজ্ঞশেষে স্নানকালে যখন সকলে মেলে
মৃদঙ্গ, পণব, শঙ্খ ধ্বনিত তখন॥
করতাল বংশী কত বীণা বাজে অবিরত
নর্ত্তকী আসিয়া কত করিল নর্ত্তন।
মনোহর মধুগাথা গীত তবে হয় সেথা
অন্তরে আবেশ জাগে করিয়া শ্রবণ॥
ঋত্বিক্ ও বিপ্রগণ বেদপাঠে রত রন
দেবগণ করে তবে পুষ্প বরিষণ।
পতাকা শোভিত রথ হেরি তৃপ্ত মনোরথ
রহিয়াছে হস্তী, অশ্ব, সেথা অগণন॥
নর নারী সেথা যত দিব্যবস্ত্রে বিভূষিত
অঙ্গে নানা আভরণ করেছে ধারণ।
অগুরু সুগন্ধি তবে ছড়াইয়া দেহে সবে
শরীরে হরিদ্রা তৈল করিল লেপন॥

যজ্ঞ যবে সমাপন ঋত্বিক্ ও বিপ্রগণ
যুধিষ্ঠিরে সেসময় করেন আহ্বান।
তারে আর দ্রৌপদীরে ল'য়ে গঙ্গা অভ্যন্তরে
বিধিমত মন্ত্র পড়ি করালেন স্নান ॥
যদি কেহ ভক্তিভরে গঙ্গাবক্ষে স্নান করে
মহাপাপ হ'তে তিনি ত্বরা মুক্ত হন।
স্বর্গপুরে দেব যত বাজালেন বাদ্য কত
দেব, ঋষি সবে করে পুষ্প বরিষণ ॥
যুধিষ্ঠির স্নান শেষে শুদ্ধ মনে অবশেষে
ক্ষৌমবস্ত্র, আভরণ করিয়া ধারণ—
দিব্যবস্ত্র শত শত অলঙ্কার নানামত
ঋত্বিক্ ও বিপ্রগণে করেন অর্পণ ॥
হরিভক্ত যুধিষ্ঠির চিত্ত তবে রাখি স্থির
সুষ্ঠুভাবে করিলেন সবে আপ্যায়ন।
সুহৃদ, কুটুম্ব, জ্ঞাতি মিত্র আর বান্ধবাদি
সবারে দিলেন তবে বস্ত্র আভরণ ॥
সম্মানিত সবজন হরষিত হ'য়ে মন
সেসময়ে করিলেন যাত্রা আয়োজন।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ স্মরি আঁখি ওঠে জলে ভরি
যুধিষ্ঠির হন অতি ব্যাকুল তখন ॥
কন তিনি তোমা ছাড়া দেহ হবে প্রাণহারা
তুমি না রহিলে স্থান শ্মশান মতন।
ব্যাকুলতা এত হেরি কহিলেন তবে হরি
রব হেথা কিছুকাল করিনু মনন ॥

যুধিষ্ঠির সেসময় পুলকে অধীর হয়
কৃষ্ণের করুণা স্মরি সজল নয়ন।
মনোবাঞ্ছা রহে যাহা পরিপূর্ণ আজি তাহা
তীব্র ইচ্ছা সদা হরি করেন পূরণ॥
যবে কার্য্য সম্পাদন ম্লান রাজা দুর্য্যোধন
যজ্ঞের প্রশংসা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন।
পাণ্ডবের হেরি বিত্ত অস্থির হইল চিত্ত
ক্রোধবশে বুদ্ধি তার হয় বিনাশন॥
যুধিষ্ঠির-সভামাঝে বিপুল সম্পত্তি রাজে
বিশ্বকর্ম্মা, ময়দ্বারা ইহা একত্রিত।
দ্রৌপদী পাণ্ডব-রাণী অতিশয় তিনি গুণী
পতিরে সেবেন হ'য়ে ঐশ্বর্য্যে শোভিত॥
দুর্য্যোধন দুষ্টমতি পরশ্রীকাতর অতি
ঈর্ষান্বিত হৃদি তার, অতি দুরাশয়।
খলের চরিত্র যাহা অতীব নিন্দিত তাহা
অন্যের কল্যাণে তার হিংসা উপজয়॥
শোন কহি নৃপবর একদিন অতঃপর
সভামধ্যে উপবিষ্ট ধর্ম্মের নন্দন।
ময়কৃত সভামাঝে অপরূপে তবে রাজে
চতুর্দ্দিকে পরিবৃত বন্ধু ভ্রাতাগণ॥
মানী রাজা দুর্য্যোধন করে সেথা আগমন
কিরীট ও মণিহারে হইয়া সজ্জিত।
অসি হস্তে ল'য়ে তবে সাথে করি ভ্রাতা সবে
প্রবেশেন সভামাঝে অতীব ত্বরিত॥

সেইকালে দ্বারপালে নানা মত কটু বলে
ক্রোধের প্রকাশ তার না হয় শোভন।
সভামাঝে আসে যবে নাশ হয় দর্প তবে
নির্ম্মাণ কৌশল হেরি বিস্মিত তখন॥
প্রকৃত পদার্থ তার সভার স্বরূপ আর
না পারে করিতে তবে তাহা নিরূপণ।
সভা মাঝে দুর্য্যোধন উপনীত যবে হন
স্থলে তার জল ভ্রম হইল তখন॥
বস্ত্র করি উত্তোলন চলে রাজা সেইক্ষণ
কিন্তু তিনি করিছেন ভূমিতে গমন।
রহিয়াছে যথা জল তথা রাজা ভাবি স্থল
দ্রুত পদে সেসময় অগ্রসর হন॥
হেরি ইহা অতঃপর উচ্চে হাসে বৃকোদর
তার সাথে হাস্তে মাতে সেথা নারীগণ।
জনগণ উপনীত আর নৃপ সেথা যত
একত্রে মিলিয়া সবে হাসিল তখন॥
দুর্য্যোধন মৌনভাবে অধোমুখে রহে তবে
ক্রোধে তার জ্বলে অঙ্গ যেন হুতাশন।
হ'য়ে অতীব লজ্জিত তবে চলিল ত্বরিত
হস্তিনাপুরেতে যথা স্বীয় নিকেতন॥
তার এই আচরণ হেরে যবে সাধুজন
হাহাকার রব করি উঠিল তখন।
মানী রাজা যুধিষ্ঠির হন বিষণ্ন অস্থির
দুর্য্যোধনের এ দশা হেরেন যখন॥

ভগবান নারায়ণ সম্যক্ নীরব রন
মনোভাব তাঁর নাহি হয় প্রকাশন।
ভ্রাতার দুর্দ্দশা কথা সমাপন করি হেথা
পাণ্ডবেরা এ সময় সম্মানিত হন ॥

যদুগণের সহিত শাল্বের যুদ্ধ

পরীক্ষিতে শুক কন　　　　শোন তুমি হে রাজন্
　　কৃষ্ণের মহিমা কথা তৃপ্ত করে মন।
মানববিগ্রহধারী　　　　মদনমোহন হরি
　　কি কি লীলা করিলেন করিব বর্ণন॥
কৃষ্ণ দ্বারা যে প্রকারে　　　　সৌভপতি শাল্ব মরে
　　বিস্তারিত সেই কথা কহিব এখন।
যদুসেনা ছিল যত　　　　করে শাল্বে পরাজিত
　　রুক্মিণীর বিবাহেতে যবে আগমন॥
শাল্ব অতি ক্রোধবশে　　　　প্রতিজ্ঞা করিল শেষে
　　রাখি সাক্ষী রহে সেথা যত রাজগণ।
হেথায় পৌরুষ সবে　　　　প্রত্যক্ষ করুন এবে
　　এ ধরা যাদব-শূন্য করিব এখন॥
তবে শাল্ব সৌভপতি　　　　পূজিল ভক্তিতে অতি
　　পশুপতি মহাদেবে হ'য়ে একমন।
মাত্র একমুষ্টি ধূলি　　　　আপনি লইয়া তুলি
　　একবার মাত্র নিত্য করিত ভোজন॥
এইরূপে বহু ক্লেশে　　　　মহাতপ করি শেষে
　　পক্ষ মাসে গত তার একটী বছর।
হেরি এত তপঃকষ্ট　　　　মহাদেব মহাতুষ্ট
　　আসি তারে দরশন দেন অতঃপর॥

চিন্তিলেন শম্ভু মনে কৃষ্ণের বিদ্বেষী জনে
কি প্রকারে বর তিনি দিবেন এখন।
তীব্র ভক্তি হেরি তার একাগ্রতা তপ আর
প্রসন্ন হলেন অতি দেব ত্রিলোচন॥
কহিলেন তবে তারে মাগ বর এইবারে
তোমার প্রার্থনা যাহা করিব পূরণ।
করি একথা শ্রবণ সৌভপতি তবে কন
মনোমত বর মোরে করুন অর্পণ॥
দেবতা অসুর রক্ষ দিক্‌পালগণ যক্ষ
মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, নাগ, বৃষ্ণিকুলগণ—
সবার অভেদ্য যাহা কামচারী যান তাহা
তোমার নিকটে এক প্রার্থনা এখন॥
আহ্বান করিয়া ত্বরা ময়দানবের দ্বারা
শম্ভু তবে লৌহপুর করান নির্ম্মান।
বিশাল সে সৌভযান হেরি তৃপ্ত হয় প্রাণ
শাল্বকে তখনি তাহা করেন প্রদান॥
পূর্ব্ব বৈরি শাল্ব স্মরি কামযানে তবে চড়ি
শত্রুপুরে দ্বারকায় অতি দ্রুত যায়।
বিপুল সৈন্যের দ্বারা পুরী সে ঘিরিয়া ত্বরা
দ্বাদশ যোজন পথ রুধিল হেলায়॥
দ্বারকার উপবন আর পুষ্পের কানন
সৈন্যেরা নিঃশেষে ভগ্ন করে সেসময়।
প্রাসাদ ভাঙ্গিল কত না যায় গণন অত
প্রাচীর করিছে ভঙ্গ যত দৃষ্ট হয়॥

সৌভ রথ হ'তে কত ফেলে অস্ত্র অবিরত
শিলারাশি সর্প কত ফেলিল তখন।
বৃক্ষ উপাড়ি সবলে দ্বারকাপুরীতে ফেলে
ভীষণ এ অত্যাচারে ভীত সর্ব্বজন ॥
ঘূর্ণিত পবনে হয় দশদিক ধূলিময়
দ্বারকানগর সব আঁধারে ঘেরায়।
এইরূপে মায়াবলে শাল্ব সবে ক্লেশে ফেলে
বিপদে পড়িয়া সবে করে হায় হায় ॥
প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণের পুত্র হেরি সবে ভীত তত্র
কহিলেন সকলেরে সান্ত্বনা বচন।
অভয় কহিয়া সবে কন পুনঃ তিনি তবে
ব্যবস্থা করিব এবে যাহা প্রয়োজন ॥
পরাক্রান্ত কৃষ্ণপুত্র সেসময় রহি তত্র
যুদ্ধে যায় রথোপরি করি আরোহণ।
সঙ্গে তবে চলে তার চারুদেষ্ণ, সাম্ব আর
ভানুবিন্দ, গদ, শুক অক্রুর, সারণ ॥
রণ সাজে সেনাগণ চলে সাথে অগণন
যদুবীর যায় কত যুদ্ধের কারণ।
হ'য়ে বর্ম্ম সুসজ্জিত চলে তারা অতি দ্রুত
অশ্ব, হস্তী সঙ্গে কত চলিল তখন ॥
শাল্বের বিপক্ষে সবে যুঝিবার লাগি তবে
প্রস্তুত হইয়া ত্বরা অপেক্ষায় রন।
যেই ভাবে দেবাসুরে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করে
সেই মত যদু শাল্বে বাধে মহারণ ॥

নাশে রবি অন্ধকার প্রকাশিয়া জ্যোতি তার
তেমনি প্রত্যুম্ন নাশে মায়াজাল যত।
অলৌকিক অস্ত্রদ্বারা শত্রু-সৈন্যে হানি ত্বরা
শাল্ব-সেনা যত রহে করে হতাহত ॥
পঞ্চবিংশ বাণ পরে প্রত্যুম্ন সেথায় ছাড়ে
তাতে বিদ্ধ করিলেন শাল্ব সেনাধ্যক্ষে।
শতটী বাণের দ্বারা শাল্বে বিদ্ধ করি ত্বরা
এক একটী বাণ বেঁধে প্রতি সেনাবক্ষে ॥
প্রত্যুম্নের শক্তি এত হেরি সবে বিমোহিত
উভয় পক্ষীয় সৈন্য হইল বিস্মিত।
রণ কৌশলের তবে প্রশংসা করিল সবে
জয় গাথা গাহে সেথা যারা উপনীত ॥
সে প্রশংসা শুনি কানে শাল্ব ক্ষুব্ধ হয় মনে
রণক্ষেত্রে করে তবে মায়া বিস্তারণ।
সৌভযান কভু দৃশ্য কভু সম্পূর্ণ অদৃশ্য
সে যানের কেহ নাহি পায় দরশন ॥
কখনো বা গিরিশৃঙ্গে কভু জলে নানারঙ্গে
কোথা হ'তে করে রণ দেখা নাহি যায়।
কখনও একরূপে দৃশ্য কভু বহুরূপে
কভু বা ভূতলে কভু আকাশে লুকায় ॥
যখন যেখানে যান হয় কাছে দৃশ্যমান
নানা অস্ত্র ছাড়ে সেথা যদু সৈন্যগণ।
শাল্ব-সৈন্য 'পরে কত বর্ষে শর অবিরত
এইভাবে মহারণ সেথা সংঘটন ॥

শত্রু সৈন্য ছিল যত বাণে সবে জর্জ্জরিত
নানামত অস্ত্র তবে করি বরিষণ।
আশীবিষ সম বাণ তেজ সূর্য্যের সমান
শাল্ব সেই শরাঘাতে বিব্রত তখন॥
সেসময় যুদ্ধ হেরি বিমোহিত হৃদি তারি
বিনষ্ট না হয় পুরী বিফল যতন।
যদু সেনাগণ'পরে শাল্ব ক্রোধে বাণ ছাড়ে
অস্ত্রাঘাতে ক্লিষ্ট তারা হইল ভীষণ॥
শাল্ব-মন্ত্রী সেথা রয় দ্যুমান সে নামে হয়
প্রদ্যুম্নের শরে পূর্ব্বে হয় নিগৃহীত।
প্রতিশোধ লইবারে স্থির করি এইবারে
লৌহগদা উত্তোলন করে সে ত্বরিত॥
অতিশয় ক্রোধভরে প্রদ্যুম্নে প্রহার করে
গদাঘাত বক্ষে লাগি বীর অচেতন।
শাল্ব তবে উৎফুল্লিত গর্ব্বে বক্ষ হয় স্ফীত
উদ্দেশ্য সফল তার হইল যখন॥
প্রদ্যুম্নেরে রক্ষিবারে আর নিতে স্থানান্তরে
দারুক, ত্বরিত রথ ফিরায় তখন।
সংজ্ঞা লভি কিছু পরে কন তিনি সারথিরে
ফিরাইলে রথ বল কিসের কারণ॥
রণক্ষেত্র হ'তে মোরে কেন আনিলে বাহিরে
অতীব অন্যায় কার্য্য করিলে সাধন।
রণ হ'তে যদুগণ করিয়াছে পলায়ন
হেন কথা কেহ কভু করেনি শ্রবণ॥

দুর্ব্বল সারথি তরে অপযশ মোর শিরে
তব লাগি ঘোরতর এই অঘটন।
যদি সম্মুখ সমরে কভু কোন বীর মরে
জগতে তাহার খ্যাতি গাহে সর্ব্বজন॥
যদি নিকটে পিতার জ্যেষ্ঠতাত কাছে আর
রণক্ষেত্র হ'তে করি এখন গমন।
পলায়ন কি কারণ কহিবেন দুইজন
কি দিব তাদের কাছে উত্তর তখন॥
ভ্রাতৃবধূগণ তবে মিলিত হইয়া সবে
উপহাস করি মোরে কবে এ বচন—
ভঙ্গ দিয়া এবে রণ কেন তব পলায়ন
বিস্তারিত ভাবে কর কারণ বর্ণন॥
এরূপ বচন শুনি কহে সারথি তখনি
সারথির ধর্ম্ম যাহা শোন নরপতি।
সারথি বিপন্ন হ'লে রথী বাঁচাবে সেকালে
রথীর বিপদ যবে রক্ষিবে সারথি॥
হেরি তোমারে যেকালে মূর্চ্ছাগত রণস্থলে
ল'য়ে তবে স্থানান্তরে করিনু গমন।
প্রাণ রক্ষা করিবারে পরস্পর পরস্পরে
সচেষ্ট রহিবে সদা ধর্ম্মের বচন॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সৌভসহিত শাল্বের নিধন

শুকদেব তবে কন শোন এবে হে রাজন
কেমনে সৌভসহিতে শাল্বের নিধন।
প্রদ্যুম্ন করিয়া স্নান করি বর্ম্ম পরিধান
প্রস্তুত হইয়া করে ধনুর্ব্বান লন॥
জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন সারথিরে
শাল্ব-মন্ত্রী নিকটেতে করিব গমন।
সারথি আদেশ মানি রথ আনিয়া তখনি
দ্রুতগতি রণস্থলে উপনীত হন॥
প্রদ্যুম্ন হেরিল তবে দ্যুমান নিষ্ঠুর ভাবে
যদু সেনাগণে সেথা করিছে নিধন।
তবে বীর ক্রোধভরে হানি অস্ত্র শত্রু 'পরে
অষ্টবাণে দ্যুমানেরে করেন বিন্ধন॥
চারি অশ্ব চারি বাণে বধিলেন সেইখানে
একবাণে সারথির হইল মরণ।
ধনু, কেতু সেসময় দুই বাণে ধ্বংস হয়
এক বাণে দ্যুমানের মস্তক ছেদন॥
শাল্বের যে সেনাগণ হত করে সেইক্ষণ
সাম্বাদি, সাত্যকি, গদ যদু-বীরগণ।
শাল্বের সৈনিক সবে ছিন্ন শির হ'য়ে তবে
সাগরের বারিমাঝে হয় নিমগন॥

এই মত যদুগণ শাল্ব সাথে ঘোর রণ
সপ্তবিংশতি দিবারাতি করে অনুক্ষণ।
দু' পক্ষের সে সময় বহু সৈন্য ক্ষয় হয়
জয়, পরাজয় কারো না হয় তখন ॥
এসময় ভগবান ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যে যান
রাজসূয় মহাযজ্ঞ করিতে দর্শন।
কহে কৃষ্ণে ধর্ম্মপুত্র হেরিবারে যজ্ঞ তত্র
আহ্বান পাইয়া সেথা উপনীত হন ॥
শিশুপাল হত যবে আর যজ্ঞ শেষে তবে
সেইস্থানে কিছুকাল রন জনার্দ্দন।
ঘোরতর অলক্ষণ দৃষ্ট হয় সেইক্ষণ
হেরি হরি মনে মনে করেন চিন্তন ॥
পূজনীয় গুরুজন সমবেত মুনিগণ
যুধিষ্ঠির আদি সবে লইয়া তখন—
অতঃপর জনার্দ্দন কুন্তীর সম্মতি লন
পরে তিনি চলিলেন দ্বারকা ভবন ॥
যাত্রাকালে সেসময় মনে তাঁর চিন্তা হয়
রামে ল'য়ে এতকাল রহিনু হেথায়—
হয়তো দ্বারকাপুরী এতদিনে নষ্ট করি
চেদিপক্ষ রাজগণ ভ্রমিছে সেথায় ॥
এইরূপ চিন্তা করি উপনীত যবে হরি
নগরীর দুরবস্থা করেন দর্শন।
সৌভপতি সেথা তবে যদুসেনা যত সবে
অতীব নির্দ্দয়ভাবে করিছে পীড়ন ॥

নগরী রক্ষার ভার রামে দিয়া এইবার
সারথি দারুকে ডাকি কহেন তখন—
শাল্বরাজ রহে যেথা রথে মোরে ল'য়ে সেথা
উপনীত হও তুমি ত্বরিত এখন ॥
জেনো শাল্ব সৌভপতি মায়াধর হয় অতি
তাহার সমীপে ভীত না হও কখন।
নাহি রাখি শঙ্কা মনে কর কার্য্য সাবধানে
দৃঢ় চিত্তে হবে তব ভয় নিবারণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ রহেন রথী তবে দারুক সারথি
সৌভপতি-সমীপেতে করিল গমন।
রণক্ষেত্রে রথে হরি উপনীত হন হেরি
দুই পক্ষ সেনাগণ বিস্মিত তখন ॥
শাল্বরাজ-সেনা যত হয় প্রায় নিঃশেষিত
অবশিষ্ট যাহা তার সংখ্যা অল্প অতি।
হেনকালে কৃষ্ণে হেরি ধৈর্য্য নাহি রহে তারি
ক্রোধে তবে ছাড়ে অস্ত্র সারথির প্রতি ॥
শূন্যপথে চলি আগে উল্কামত অতি বেগে
দশদিক আলোকিত করে শক্তিবাণ।
সারথির অভিমুখে আসে বাণ যবে দেখে
কৃষ্ণ তারে তীক্ষ্ণ শরে করে খান খান ॥
শাল্বেরে ষোড়শ বাণে বিদ্ধ করে সেইক্ষণে
শরাঘাতে তবে সে যে ক্লিষ্ট বেদনায়।
রবি-রশ্মি নভে যথা বিকীরণ করে তথা
আলোকিত দশদিক বাণের প্রভায় ॥

আকাশের মাঝে যবে শৌভযান দৃষ্ট তবে
কৃষ্ণ তারে করিলেন শরে আচ্ছাদন।
শাল্ব অতি ক্রোধভরে কৃষ্ণ-হস্তে বাণ মারে
হস্তস্থিত ধনু তাহে হইল পতন॥
উপনীত সেথা সবে হাহাকার করে তবে
মহাদর্পে কৃষ্ণে শাল্ব কহে কুবচন।
রহ তুমি সাবধানে না রাখি শঠতা মনে
নতুবা উচিত শিক্ষা মিলিবে এখন॥
শিশুপাল ভাবীস্ত্রীকে সুন্দরী সে রুক্মিণীকে
অবলীলাক্রমে তুমি করিলে হরণ।
যুদ্ধার্থ প্রস্তুত নয় শিশুপালে সেসময়
তুমি যে নৃশংসভাবে করেছ নিধন॥
হও অজেয় সবার এই মনে অহঙ্কার
কহি আমি চূর্ণ হবে সে দর্প তোমার।
নাহি করি পলায়ন তিষ্ঠ হেথা কিছুক্ষণ
তীক্ষ্ণবাণে যমালয় পাঠাব এবার॥
শাল্বের বচন শুনি কন তারে চক্রপাণি
কেন মূঢ় বৃথা বাক্য কহিছ এখন।
তোমার অতীব কাছে শমন দাঁড়ায়ে আছে
হের তুমি যদি রহে দুইটি নয়ন॥
বল, বীর্য্য যাহা রয় বাক্যে নাহি প্রকাশয়
বীর যারা কার্য্যদ্বারা দেন পরিচয়।
এত বলি তবে হরি বিশাল সে গদা ধরি
প্রহার করেন শাল্বে ক্রোধে সেসময়॥

সে আঘাত কিছু যবে উপশম হয় তবে
সহসা সে সৌভপতি অন্তর্হিত হন।
সেইস্থানে একজন উপনীত তবে হন
নত শিরে কৃষ্ণে নমি কহিল সেজন॥
হন্তা কিরাত যেভাবে নিরীহ সে পশু সবে
বধার্থ লইয়া যায় করিয়া বন্ধন—
তেমনি নির্দ্দয় ভাবে পাষণ্ড সে শাল্ব তবে
বসুদেবে বাঁধি ল'য়ে করেছে গমন॥
যবে ইহা শোনে হরি দুঃখ জাগি হৃদে তাঁরি
ব্যাকুল হ'লেন তিনি মানব-মতন।
চিন্তিলেন তবে মনে বলদেব বিদ্যমানে
কিপ্রকারে দ্বারকায় এই অঘটন॥
হেনকালে দ্রুতগতি উপনীত সৌভপতি
বসুদেব ন্যায় একে করিয়া বন্ধন।
বাসুদেবে সেসময় সম্বোধন করি কয়
তোমার পিতারে হেথা এনেছি এখন॥
করিয়াছি স্থির মন তব সাক্ষাতে এখন
ইহাকে নির্ম্মমভাবে করিব নিধন।
ওরে মূর্খ কহি তোরে শক্তি রয় এইবারে
রক্ষা তারে কর দেখি ক্ষমতা কেমন॥
এইমত তিরস্কারে কটুবাক্য কহি তারে
তীক্ষ্ণধার খড়্গ তবে করিয়া ধারণ—
বসুদেব মূর্ত্তিধারী সেজনার ত্বরা করি
খড়্গাঘাতে শাল্ব করে মস্তক ছেদন॥

ছিন্ন শির ল'য়ে পরে সৌভযান অভ্যন্তরে
নিমেষেতে সৌভপতি করিল প্রবেশ।
স্বজনের প্রীতি স্মরি অভিভূত হ'য়ে হরি
মানবের মত শোক করেন অশেষ॥
বিশ্ববিভু নারায়ণ মায়ামুগ্ধ কভু নন
শাল্বের এ মায়া তাই ত্বরা জ্ঞাত হন।
স্বপ্নসম এতক্ষণ হয় সব দরশন
অলীক সকল দৃশ্য বিলুপ্ত তখন॥
পিতার শরীর আর না হেরেন এইবার
রণক্ষেত্রে দূত আদি অদৃশ্য ত্বরিত।
আকাশের মাঝখানে হেরি শাল্বে সৌভযানে
কৃষ্ণ তারে বধিবারে হলেন উদ্যত॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্র সেইক্ষণ শাল্বে করি নিক্ষেপণ
বিদ্ধ তারে করিলেন কৃষ্ণ ভগবান।
বর্ম্ম, ধনু, শিরোমণি ছিন্ন হইল তখনি
গদাঘাতে সৌভযান হয় খান খান॥
হ'য়ে যান চূর্ণীকৃত যবে সাগরে পতিত
তবে ভূমে সৌভপতি করে পদার্পণ।
কৃষ্ণ প্রতি সে তখন গদা করি উত্তোলন
বেগে ধায় করিবারে তাঁহারে নিধন॥
শাল্বের মরণ হরি তখন মনন করি
সুদর্শন চক্র করে করেন গ্রহণ।
উদয় অচলে যথা রবির প্রকাশ তথা
সমুজ্জ্বল প্রভা চক্রে হয় দরশন॥

ইন্দ্র বজ্রের প্রহারে বৃত্রাসুরে হত করে
কৃষ্ণ-চক্রে শাল্ব-শির কর্ত্তিত তেমন।
কুণ্ডলমণ্ডিত শির হয় আপ্লুত রুধির
শাল্বের মস্তক ভূমে লুটায় তখন ॥
স্বজনেরা ইহা হেরি কাঁদে হাহাকার করি
স্বর্গে তবে দেবগণ পুলকে মগন।
কৃষ্ণ-শিরে সেইক্ষণ করে পুষ্প বরিষণ
বাদ্য বাজে নৃত্যে মাতে যক্ষ রক্ষগণ ॥
দন্তবক্র দুরাশয় শাল্বের বান্ধব হয়
সখার বিহনে তার অন্তর ব্যথিত।
তবে সে যুঝিতে রণে অতীব ক্রোধিত মনে
শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাইল ত্বরিত ॥
মানবের কার্য্য যত হরি পূর্ব্বে সব জ্ঞাত
লোকশিক্ষা তরে তার হেন আচরণ।
শ্রীহরির লীলা যত সাধারণ নহে জ্ঞাত
তাই তারা ভগবানে না করে স্মরণ ॥
সমর্পণ করি হৃদি ভাগবত পড় যদি
তবে তাঁর কৃপাকণা হবে বরিষণ।
তাঁহার মহিমা যত কতক হইবে জ্ঞাত
চিরশান্তি বিরাজিবে হৃদে অনুক্ষণ ॥

দন্তবক্র, বিদূরথ কৃষ্ণদ্বারা নিহত ও রাম কর্তৃক রোমহর্ষণ নিধন

মুনি করি সম্বোধন পরীক্ষিত রাজে কন
শিশুপাল শাল্বআদি হইলে নিধন—
দন্তবক্র দুষ্টমতি ক্রোধান্বিত হ'য়ে অতি
রণক্ষেত্রে উপনীত করিবারে রণ ॥
দন্তবক্র দন্তভরে আসে যবে যুঝিবারে
রথ হ'তে নামি ত্বরা দেব নারায়ণ—
দুষ্টে তবে বধিবারে অতিশয় ক্রোধভরে
ভীষণ সে গদা করে করেন গ্রহণ ॥
দন্তবক্র অতঃপর তুলি গদা ভয়ঙ্কর
শ্রীকৃষ্ণে কহিল তবে করি সম্বোধন।
মোর বহু ভাগ্যবলে পাই তোরে এইকালে
এবার নিশ্চয় তোরে করিব নিধন ॥
দুষ্টে করিতে দমন স্বীয় বলে নারায়ণ
করেন উপায় তবে ত্বরা উদ্ভাবন।
সাগরের বারি যথা বেলাভূমি রোধে তথা
করে হরি দন্তবক্রের তেজ নিবারণ ॥
কৃষ্ণে করি সম্বোধন কহে সেই দুষ্টজন
নহি আমি মিত্রদ্রোহী তোমার মতন।
বন্ধুরূপী কুলাঙ্গার তোরে করিয়া সংহার
মিত্রঋণ হতে মুক্ত হইব এখন ॥

অঙ্কুশ আঘাতে যথা উত্তেজিত করী তথা
কটুবাক্য শুনি হরি উত্তেজিত হন।
গদাঘাত এইবারে করি দুষ্ট কৃষ্ণ-শিরে
সদর্পে কেশরী ন্যায় করিল গর্জ্জন ॥
দেহ তাঁর হয় ক্ষত তবু নন বিচলিত
স্থির চিত্তে রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া রন।
গুরুভার গদা হরি হানি শত্রু বক্ষো'পরি
অত্যন্ত আহত তারে করেন তখন ॥
সে আঘাতে সেসময় হৃদয় বিদীর্ণ হয়
করে তাতে অবিরত রুধির বমন।
বাহু, পদ প্রসারিত ভূমে হয় নিপতিত
ক্ষণ পরে দন্তবক্র ত্যজিল জীবন ॥
শিশুপাল-প্রাণজ্যোতি কৃষ্ণপদে ত্বরাগতি
মিলিত হইল যবে তাহার মরণ।
দন্তবক্র হত যবে সূক্ষ্ম-জীবজ্যোতি তবে
কৃষ্ণ-অঙ্গে প্রবেশিল হেরে সর্ব্বজন ॥
বিদূরথ শোকান্বিত যবে শোনে ভ্রাতা মৃত
স্থির করে তবে কৃষ্ণে করিতে নিধন।
খড়্গ, চর্ম্ম ল'য়ে সাথে নামিল সে ত্বরা পথে
যুদ্ধার্থ প্রস্তুত বর্ম্ম করিয়া ধারণ ॥
কৃষ্ণের সমীপে যবে উপনীত হয় তবে
ত্বরা তিনি শির তার করেন ছেদন।
কিরীট, কুণ্ডল হার ধুলায় লুটায় তার
বিশাল বপুটী তবে ভূমিতে পতন ॥

সৌভযান সৌভপতি নাশি হরি শীঘ্রগতি
দন্তবক্রে ভ্রাতাসহ করিলে নিধন—
পিতৃলোক দেবগণ অপ্সরা কিন্নর গণ
আর তবে পূজে কৃষ্ণে মহোরগগণ ॥
মানবেরা মুনিগণ যতেক চারণগণ
সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্বেরা পূজিল তখন।
সমবেত সেথা সবে ভক্তিভরে পূজি তবে
জগদ্‌বন্দ্য শ্রীকৃষ্ণে করিল স্তবন ॥
চতুর্দ্দিকে জয়গাথা শ্রুত হয় তবে সেথা
স্বর্গ হ'তে পুষ্প কত হয় বরিষণ।
বৃষ্ণিবংশ ব্যক্তি সবে পরিবৃত হ'য়ে তবে
প্রবেশেন দ্বারকায় সুখে জনার্দ্দন ॥
কৌরব পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন
এইকথা যবে রাম করেন শ্রবণ—
নিরপেক্ষ রহিবারে চিন্তি মনে তারপরে
প্রভাস তীর্থেতে তিনি করেন গমন ॥
উপনীত সেথা যবে স্নান করি রাম তবে
দান-ধ্যান তর্পণাদি করে সমাপন।
নিষ্ঠাবান বিপ্র সবে ভোজন করায়ে তবে
দেবঋষি সবাকারে করান ভোজন ॥
পরিবৃত বিপ্রগণ যাত্রা করে সঙ্কর্ষণ
সরস্বতী স্বচ্ছতোয় যথা প্রবাহিত।
ত্রিতকূপ, ব্রহ্মতীর্থ সুদর্শন চক্রতীর্থ
এ সকল তীর্থস্থানে ক্রমে উপনীত ॥

পৃথুদক, বিন্দুসর বিশালায় অতঃপর
ফুল্লচিতে সঙ্কর্ষণ করেন ভ্রমণ।
জাহ্নবী, যমুনা পানে সন্নিকট তীর্থস্থানে
নৈমিষ অরণ্যে আর গেলেন তখন॥
সহস্র বৎসর ধরি যজ্ঞের সঙ্কল্প করি
সত্রযাগে সেসময় রত ঋষিগণ।
দীর্ঘকাল যজ্ঞে ব্রতী তারা সবে শীঘ্রগতি
গাত্রোত্থান করে করি রামে দরশন॥
যথাবিধি সেথা তাঁরে অভ্যর্থনা করি পরে
ভক্তিতে প্রণমি সবে করিল অর্চ্চন।
বিপ্র আদি পরিজন সম্মানিত যবে হন
আপন আসন রাম করেন গ্রহণ॥
নামেতে রোমহর্ষণ ব্যাস-শিষ্য সেইজন
সহসা তাহারে সেথা হেরে সঙ্কর্ষণ।
হয় সে যে সূতজাতি তবু তার গর্ব্ব অতি
বিপ্রমাঝে করিয়াছে আসন গ্রহণ॥
রামে করি দরশন নাহি ত্যজে সে আসন
করিল না কোনরূপ তবে সম্ভাষণ।
অত্যধিক অহঙ্কারে প্রণামাদি নাহি করে
এত গর্ব্ব হেরি রাম অতি রুষ্ট হন॥
সূতজাতি হ'য়ে হেন আস্পর্দ্ধা তাহার কেন
কেমনে পাইল এবে এই উচ্চাসন।
যদি কেহ সাধুজনে সম্মানাদি নাহি দানে
সমুচিত শিক্ষা তার প্রাপ্য সেইক্ষণ॥

মৃত্যুদণ্ড সেজনারে প্রদানিবে নির্ব্বিচারে
শ্রেয়ঃ হয় দুর্জ্জনের পরাণ হরণ।
বেদব্যাস-শিষ্য, তার এত নীচ ব্যবহার
ধর্ম্মশাস্ত্র করি পাঠ, করেনি গ্রহণ॥
যাদুকর যেইমত দেখায় ঐশ্বর্য্য কত
না হয় সে সব তার ভোগের কারণ।
সেরূপ রোমহর্ষণ শাস্ত্র করি অধ্যয়ন
কোন ফল তার নাহি হয় প্রকাশন॥
ধর্ম্মধ্বজী যেইজন শ্রেয়ঃ তাহার মরণ
আমা হ'তে এ পাপীর নিধন এবার।
দুষ্টের দমন তরে শিষ্ট জনে পালিবারে
মানবের দেহ ল'য়ে জনম আমার॥
সেথা সেই দুর্জ্জনেরে ল'য়ে রাম স্বীয় করে
আহত করেন এক কুশাগ্রে তখন।
সকলে আশ্চর্য্য হন সেই কুশাগ্রে তখন
রোমহর্ষণের হয় মৃত্যু সংঘটন॥
হেরে তারে মৃত যবে ক্ষুব্ধ হ'য়ে মুনি সবে
হাহাকার ধ্বনি তারা করেন তখন।
বলরামে তারপরে কন তারা করযোড়ে
ইহা যে অধর্ম্ম কার্য্য হয় সম্পাদন॥
কৃষ্ণ-গুণ সংকীর্ত্তন করি শ্রবণ মনন
দিয়াছিনু মোরা তারে বিপ্রের আসন।
পুরাণের বাণীদ্বারা জনগণ তৃপ্ত ত্বরা
তাই এবে বক্তা রূপে করি নির্ব্বাচন॥

তুমি যে অজ্ঞানী মত ইহারে করেছ হত
অবশ্য ঈশ্বর-দোষ না হয় কখন।
তবু যদি প্রায়শ্চিত্ত তোমা দ্বারা অনুষ্ঠিত
পাপ কার্য্যে হবে তবে ভীত জনগণ॥
ভগবান সঙ্কর্ষণ ঋষিগণে তবে কন
ব্রহ্মহত্যা যাহা আমি করেছি এখন—
লোককল্যাণ মানসে প্রায়শ্চিত্ত অবশেষে
নিশ্চয় বিধানমত করিব পালন॥
সবে বলুন এবার কিবা কর্ত্তব্য আমার
জ্ঞাত হ'তে মনে বাঞ্ছা জাগে এইবারে।
পরমায়ু বীর্য্য যাহা রোমহর্ষণ পায় তাহা
সবকিছু আপনারা দিয়াছেন তারে॥
ইচ্ছা যদি জাগে চিতে যোগমায়া প্রভাবেতে
মৃতজনে দিতে পারি ত্বরিত জীবন।
বল বীর্য্য যাহা চায় অনায়াসে দিব তায়
না হবে অন্যথা মোর বাক্যের কখন॥
কন তবে ঋষিগণ শোন এবে সঙ্কর্ষণ
মৃত্যুর সত্যতা যাহা কর প্রদর্শন।
আমাদের বাক্য যাহা রক্ষা যাতে হয় তাহা
কর তুমি এইবার ব্যবস্থা তেমন॥
শুনি ইহা রাম তবে কহিলেন মুনি সবে
নিজ আত্মা পুত্ররূপে প্রতিপন্ন হয়।
পুত্র উগ্রশ্রবাঃ এবে উপযুক্ত বল পাবে
পিতৃস্থলে বক্তা তারে কর নিয়োজন॥

কহ শ্রেষ্ঠ মুনি সবে কিবা আজ্ঞা হয় এবে
আমি যে দিয়াছি ক্লেশ তোমাদের সবে।
অজ্ঞানতা নিবন্ধন বিপ্রে করেছি নিধন
প্রায়শ্চিত্ত বিধি যাহা বল মোরে এবে ॥
অতঃপর ঋষিগণ কহে শোন সঙ্কর্ষণ
ইল্বল নামেতে রয় দৈত্য একজন।
বল্বল তনয় তার সদা করে অত্যাচার
বিশাল বপুটী তার ভীষণ দর্শন ॥
যজ্ঞস্থলে প্রতি মাসে পুর্ণিমা তিথিতে আসে
বহু ক্লেশ দেয় তবে দৈত্য সেইজন।
আসি সেথা কিছু পরে যজ্ঞস্থল নষ্ট করে
বিষ্ঠা মূত্র শোণিতাদি করি নিক্ষেপণ ॥
অতীব বিব্রত মোরা বিধান করগো ত্বরা
নিধন করিয়া রাম দানবে এখন।
করণীয় হয় যাহা কহিনু তোমারে তাহা
কৌশলে এ কার্য্য তুমি কর সম্পাদন ॥
এ দানব হ'লে হত শান্তি পাবে লোক যত
হবে তবে সবাকার মহা উপকার।
এই দুর্জ্জনে এখন তুমি করিলে নিধন
বিশ্বে সবে গাবে তব মহিমা অপার ॥
কার্য্য করি সমাপন কর তীর্থ পর্য্যটন
বর্ষশেষে হবে তবে শুদ্ধ দেহ মন।
সেথা ব্রত অনুষ্ঠানে আর কৃচ্ছ্রতা সাধনে
ব্রহ্মহত্যা পাপ যত হইবে মোচন ॥

ভাগবতে যাহা কয় তাহে ভকতি উদয়
ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান হয় উদ্ভাসিত।
এই ধর্ম্মগ্রন্থ সত্য পাঠ তুমি কর নিত্য
তাহে তুমি মনপ্রাণ করি নিয়োজিত॥

বলরামের তীর্থযাত্রা ও বল্বলাসুর বধ

পর্ব্বদিন সমাগত পুনঃ দৈত্য উপনীত
বিষম বেগেতে বায়ু বহে সেসময় ।
বিষ্ঠাদি করিয়া বৃষ্টি করিল সে অনাসৃষ্টি
তাহার দুর্গন্ধে মঞ্চে টেকা দায় হয় ॥
যজ্ঞশালে অতঃপর উপনীত দৈত্যবর
দরশনে ভীত হন সেথা মুনিগণ ।
যবে দানব বল্বল ফেলে দুর্গন্ধ সকল
শূল হস্তে তারে তবে হেরে সঙ্কর্ষণ ॥
দেহ বিকট আকার বিকৃত বদন তার
অঙ্গারের ন্যায় রয় দেহের বরণ ।
দীর্ঘ শ্মশ্রু লম্বমান হেরি ভীত হয় প্রাণ
সে মূরতি হেরি রাম ক্রোধান্বিত হন ॥
হল, মুষলে যখন রাম করেন স্মরণ
দ্রুত তারা উপনীত হইল তখন ।
হেরি, দৈত্য হ'য়ে ভীত শূন্যে উঠিল ত্বরিত
হলাগ্র দেহেতে তবে স্পর্শে সঙ্কর্ষণ ॥
শূন্যচারী সে বল্বলে আকর্ষিয়া ভূমে ফেলে
ক্রোধে তবে প্রজ্জ্বলিত রামের নয়ন ।
প্রচণ্ড বেগেতে তারে মুষল আঘাত করে
বিচূর্ণ হইল তার মস্তক তখন ॥

তাহার সকল অঙ্গ সেকালে হইয়া ভঙ্গ
ভূমে পড়ে আর্ত্তনাদ করিয়া ভীষণ।
করি রুধির বমন দৈত্য হারায় চেতন
অবশেষে ধীরে ধীরে ত্যজিল জীবন॥
অশনি পতনে যথা গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ তথা
দৈত্যের বিশাল দেহ হইল পতন।
সেথা তারে হেরি মৃত মুনিগণ হরষিত
কহিলেন রামে তবে আশীষ বচন॥
বৃত্রাসুর হ'লে হত ইন্দ্র যথা সম্মানিত
তথা রামে মান দেন সেথা মুনিগণ।
বৈজয়ন্তী মালা আনি সঙ্কর্ষণে দেন মুনি
দিব্য বস্ত্র আভরণ দিলেন তখন॥
প্রণমিয়া মুনি সবে হরষিত মনে তবে
কৌশকী তীর্থেতে রাম করেন গমন।
সমাপন করি স্নান সরোবর তীর্থে যান
অবশেষে প্রয়াগেতে উপনীত হন॥
স্নান, দান, পূজা আদি দেব-উদ্দেশ্যে হোমাদি
সমাপি' পুলহাশ্রমে করেন গমন।
বিপাশা, গোমতী নদী গণ্ডকী, শোণে স্নানাদি
সমাপ্ত করিয়া গয়া উপনীত হন॥
পিতৃলোক উদ্দেশ্যেতে শ্রাদ্ধ, বিপ্রে ভোজনান্তে
চলেন গঙ্গাসাগর হ'য়ে হৃষ্ট মন।
তথা রাম করি স্নান পুরুষোত্তম তীর্থে যান
সেথা জগন্নাথদেবে করেন পূজন॥

বেণা, সপ্তগোদাবরী আর যান ত্বরা করি
পম্পানদী, ভীমরথী রাম সেইক্ষণ।
কার্ত্তিকেয়ে সঙ্কর্ষণ করি পরে দরশন
শ্রীশৈলে গিরিশালয়, করেন গমন ॥
দ্রাবিড় সে দেশ যথা বেঙ্কট পর্ব্বত সেথা
পুণ্যপ্রদ-স্থান রাম দেখেন তখন।
কামকোষ্ণী, কাঞ্চীপুরী সরিদ্বরা ও কাবেরী
যথাক্রমে বলরাম করেন ভ্রমণ ॥
যেইস্থানে ভগবান সদাই বিরাজমান
শ্রীরঙ্গ সে তীর্থে তবে যান সঙ্কর্ষণ।
যান পরে হরিক্ষেত্র ঋষভ পর্ব্বত যত্র
দক্ষিণ মথুরা তবে করেন গমন ॥
মহাপাতক নাশন ক্রমে যান সঙ্কর্ষণ
সেতুবন্ধে সেইস্থান সাগরের তীরে।
সমাপন করি স্নান করিলেন বিপ্রে দান
অর্থ, বস্ত্র, দিব্য গাভী প্রফুল্ল অন্তরে ॥
কৃতমালা তাম্রপর্ণী, রাম গেলেন তখনি
মলয় পর্ব্বতে ক্রমে উপনীত হন।
অগস্ত্য মুনিকে সেথা প্রণমি কহিয়া কথা
শেষে রাম করিলেন ভক্তিতে বন্দন ॥
হলধর অতঃপর গিয়া দক্ষিণ সাগর
কন্যানাম্নী দুর্গাদেবী করেন দর্শন।
সঙ্কর্ষণ কিছু পরে গেলেন অনন্তপুরে
বিষ্ণুস্থান পঞ্চাপ্সরে উপনীত হন ॥

রাম তবে তীর্থস্থানে দান দেন বিপ্রগণে
সেসময় উপনীত রহে যতজন।
গাভীগণ দুগ্ধবতী দেখিতে সুঠাম অতি
বস্ত্রসহ বিপ্রগণ পাইল তখন॥
ভ্রমিয়া সকল দেশে চলেন কেরল শেষে
অতঃপর ত্রিগর্ত্তক যান সঙ্কর্ষণ।
পবিত্র গোকর্ণ স্থানে যথা শম্ভু নিত্য ধ্যানে
সেই শিবক্ষেত্রে রাম উপনীত হন॥
হেরি দ্বীপনিবাসিনী আর্য্যাদেবী হন যিনি
রামের হইল তবে তিরপিত প্রাণ।
শূর্পারক তীর্থে যবে উপনীত রাম তবে
নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপী, নদীপানে যান॥
যথাক্রমে করি স্নান স্নিগ্ধ যবে দেহ প্রাণ
নদীনীরে করে রাম সন্ধ্যাদি বন্দন।
দণ্ডকারণ্যে তখন প্রবেশেন সঙ্কর্ষণ
সেথা হ'তে রেবাতীরে উপনীত হন॥
তথা পুরী মাহিষ্মতী মনোরম যাহা অতি
এখনও বিদ্যমান, হেরে সর্ব্বজন।
মনুতীর্থে অতঃপর স্নান করি হলধর
আবার প্রভাসতীর্থে করেন গমন॥
উপনীত যবে হন কহে সেথা বিপ্রগণ
কুরুপাণ্ডবেরা রণ করিছে ভীষণ।
প্রায় সব নৃপগণ সে সংগ্রামে হত হন
নগণ্য কজন সেথা জীবিত এখন॥

তবে দেব সঙ্কর্ষণ নিজ মনে জ্ঞাত হন
ধরা ভার করেছেন শ্রীহরি হরণ।
শোনে রাম সেইক্ষণ ভীমসনে দুর্য্যোধন
গদাযুদ্ধে রয়েছেন নিযুক্ত এখন॥
এই রণ নিবারণ করিবারে করি মন
কুরুক্ষেত্রে রাম ত্বরা করেন গমন।
যবে সেথা উপনীত যুধিষ্ঠির আদি যত
কৃষ্ণার্জ্জুন সহ তাঁর স্পর্শিল চরণ॥
কি উদ্দেশ্যে আগমন নাহি জানি কোনজন
ভয়ে কিছু না জিজ্ঞাসে রামেরে তখন।
রণক্ষেত্রে সঙ্কর্ষণ দুর্য্যোধনে ডাকি কন
এইবার বীর দোঁহে বন্ধ কর রণ॥
সমবীর দুইজন জ্ঞাত আমি নিজ মন
কেন বৃথা লিপ্ত রণে ওহে মতিমান।
ভ্রাতাসনে যুদ্ধে জয় গৌরবের কভু নয়
করিবে এরূপ বৈরী দোহে হতমান॥
কহিলেন রাম যাহা শুনিল না কেহ তাহা
করে তারা গদাযুদ্ধ পূর্ব্বের মতন।
অতি দুষ্ট গ্রহফলে দোঁহা রণ এইকালে
জ্ঞাত হ'য়ে স্থানত্যাগ করে সঙ্কর্ষণ॥
দ্বারকায় অতঃপর উপনীত হলধর
হেরি তাঁরে জ্ঞাতিগণ পুলকে মগন।
কিছুকাল সেইস্থানে রন রাম ফুল্লমনে
নৈমিষ অরণ্যে পরে করেন গমন॥

রামে হেরি ঋষি যত হন অতি পুলকিত
ঈশ্বরে সাক্ষাতে তারা করে দরশন।
সর্ব্ববিধ যজ্ঞদ্বারা সবে তাঁরে পূজে ত্বরা
প্রসন্ন হলেন তবে দেব সঙ্কর্ষণ॥
রাম সেথা মুনি সবে শুদ্ধ জ্ঞান দেন তবে
যে জ্ঞান লভিলে শান্তি মিলে অনুক্ষণ।
অন্তে আত্মা ব্রহ্মে মেশে জন্ম মৃত্যু ঘোচে শেষে
এ সংসারে পুনঃ নাহি হয় আগমন॥
পত্নী-সাথে সঙ্কর্ষণ স্নান করি সমাপন
দিব্য বস্ত্র আভরণ করেন ধারণ।
পূর্ণিমা-জোছনা রাতে চতুর্দ্দিকে দীপ্তি ভাতে
সেইরূপ রামরূপে উজ্জ্বল ভুবন॥
রাম-লীলা মধুময় শুনি চিত্ত শুদ্ধ হয়
মহাপরাক্রান্ত তিনি অনন্ত অপার।
সবার মঙ্গল লাগি সদাই রহেন জাগি
জীবগণে উদ্ধারিতে জনম তাঁহার॥
শুভকাজে পাপক্ষয় এই কথা শাস্ত্রে কয়
শিক্ষা দেন জীবে রাম করি আচরণ।
বহুতীর্থ সঙ্কর্ষণ করি ক্রমে দরশন
মন্দ কর্ম্ম যাহা রয় হয় বিনাশন॥
রাম-চরিত্র যেজন করে ভক্তিতে শ্রবণ
চরমে পরম পদ লভে সেইজন।
ভাগবতে যত কথা হরে সব মনোব্যথা
রোগ শোক যায় দূরে বিপদ ভঞ্জন॥

ভক্ত সুদামার উপাখ্যান

জ্ঞাত হ'তে করি মন শুকদেব রাজা কন
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব কথা কহ মুনিবর।
তাঁহার যতেক বাণী বাসনা এখন শুনি
তাহাতে মানস তৃপ্ত হইবে সত্বর॥
সংসারে অভীষ্ট আশে শ্রম বৃথা হয় শেষে
আসে গ্লানি, পূর্ণফল না মেলে কখন।
বিচক্ষণ যেইজন স্মরে তাঁরে অনুক্ষণ
পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণ কথা করেন শ্রবণ॥
ইন্দ্রিয়াদি দেহ যাহা সার্থক করিতে তাহা
শ্রীহরির সেবা লাগি কর নিয়োজন।
কর তাঁর লীলা গান যে বাণীতে মুগ্ধ প্রাণ
সে বাণী সফল করে মানব জীবন॥
তাঁর কার্য্য যেইজন হস্তে করে সম্পাদন
তাহাই সার্থক হস্ত নাহিক সংশয়।
স্মরে তাঁরে যেইজন তাহাই প্রকৃত মন
শ্রবণে সফল কর্ণ, তাঁর বাক্যে হয়॥
তাঁহার চরণদ্বয় যে শির প্রণত হয়
সে শির সার্থক হয় ভুবন মণ্ডলে।
দরশন করি তাঁরে যে আঁখি পরাণভরে
তাহাই সফল আঁখি জানিও সকলে॥

কৃষ্ণের চরণামৃত লয় যেবা নিয়মিত
তাঁর ভক্ত-পাদোদক করে যে স্বীকার—
তাহার সফল অঙ্গ করিয়া শ্রীহরি সঙ্গ
ভক্ত মাঝে পরিচিতি হয় তবে তার ॥
কৃষ্ণসখা একজন দেবভক্ত দ্বিজ রন
সুদামা তাহার নাম ধর্ম্মে সদা মতি।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হন সদাই প্রশান্ত মন
জ্ঞানবান, জিতেন্দ্রিয়, দরিদ্র সে অতি ॥
গৃহস্থ আশ্রমে রন তবু সদা তুষ্ট মন
যাহা পান ঈশ্বরের দান মানি লন।
পতিব্রতা পত্নী তার দুঃখ সহে অনিবার
অন্নাভাবে শীর্ণ দেহ মলিন বদন ॥
বিষয় আসক্তি শূন্য নাহি জানে হরি ভিন্ন
ভিক্ষাদ্বারা করে তারা উদর পূরণ।
প্রয়োজন মত কভু নাহি পান অন্ন তবু
প্রাপ্তি আশে উৎকণ্ঠিত না হন কখন ॥
একদিন পত্নী হয় ক্ষুণ্ণমনা অতিশয়
এক মুষ্টি অন্ন গৃহে না রহে যখন।
ক্ষুধার্ত্ত যে পতি তবে কেমনে একথা কবে
কি উপায় হবে তার ক্ষুধা নিবারণ ॥
নিতান্ত ব্যথিতা যবে কম্পিত দেহেতে তবে
পতির নিকটে ত্বরা উপনীত হন।
সেসময় করযোড়ে নিবেদন করি তারে
কহে প্রভু শোন এবে আমার বচন ॥

রমাপতি নারায়ণ তব প্রিয় সখা হন
পরমদয়ালু তিনি করেছি শ্রবণ।
দ্বিজভক্ত হন অতি সদা কৃপা ভক্ত প্রতি
এবে তুমি লও প্রভু তাঁহার শরণ॥
ত্বরা তাঁর কাছে গিয়া কহ দুঃখ বিস্তারিয়া
সাংসারিক ক্লেশ যত হবে নিবারণ।
দয়াময় নারায়ণ আনি দিবে বহুধন
না রাখেন তিনি কারো বাঞ্ছা অপূরণ॥
অধুনা দ্বারকাপুরী র'য়েছেন সেই হরি
ভোজ বৃষ্ণি যদুগণে করিতে পালন।
তিনি যে নিকটে অতি যাও প্রভু দ্রুতগতি
উদরের জ্বালা যে গো না সহে এখন॥
অন্তরে চিন্তিলে যাঁরে আত্মজ্ঞান দেন তারে
সর্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ তিনি দেব নারায়ণ।
কল্পতরু যিনি হন তুচ্ছ এই আকিঞ্চন
এবে তিনি করিবেন অবশ্য পুরণ॥
পত্নী তারে বারে বারে অনুনয় যবে করে
তবে সে আপন মনে করিল চিন্তন।
যাই যদি পুরীপানে দেখা হবে হরিসনে
এ সুযোগে তিরপিত হবে আঁখি মন॥
যাত্রা যবে স্থির করে কহে তবে পরিবারে
রিক্ত হস্তে তাঁর কাছে যাইব কেমনে।
যদি কিছু রহে সতী আনি দাও ত্বরাগতি
করিব সম্ভার সহ দেখা সখাসনে॥

পতি যবে কন তারে উপায়ন আনিবারে
ভিক্ষা মাগে প্রতিবেশী নিকটে তখন।
শুনি সে কহিল তারে দিব যাহা আছে ঘরে
অপেক্ষা আমার গৃহে কর কিছুক্ষণ॥
চিপিটক ছিল যাহা চারি মুষ্টি দিল তাহা
বালা তবে ফুল্ল মনে করিল গমন।
একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা সেসকল বাঁধি ত্বরা
পতির নিকটে তাহা করে আনয়ন॥
ল’য়ে দ্বিজ সে সম্ভার ভাবে মনে বার বার
কেমনে পাইব আমি কৃষ্ণ-দরশন।
হই আমি মূঢ়মতি তাহাতে দরিদ্র অতি
উদয় হবে কি মোর সৌভাগ্য এখন॥
মনে মনে চিন্তা করি চলেন দ্বারকাপুরী
শেষে পুরী-দ্বারদেশে উপনীত হন।
প্রবেশ নিষেধ তারে দ্বিজ জানি নাহি করে
সুদামা চলিল তবে হ’য়ে হৃষ্ট মন॥
কৃষ্ণ-কক্ষ অভ্যন্তরে উপনীত ধীরে ধীরে
সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণে তবে করে দরশন।
হেরি সুদামা তখনি পাশে র’য়েছে রুক্মিণী
পুলকে হইল তার সজল নয়ন॥
তারে যবে হেরে হরি পুলক জাগিল তাঁরি
তবে করি গাত্রোত্থান দেন আলিঙ্গন।
সখা-অঙ্গ পরশনে শিহরণ জাগে প্রাণে
আনন্দাশ্রু পূর্ণ আঁখি ঝরিল তখন॥

সজ্জিত পর্য্যঙ্ক'পরে শ্রীহরি বসায়ে তারে
সযতনে পাদ্য অর্ঘ্য করিয়া অর্পণ—
পদদ্বয় নারায়ণ করি তবে প্রক্ষালন
ধৌতবারি মস্তকেতে ত্বরা তুলি লন ॥
কুঙ্কুম অগুরু অঙ্গে মাখাইয়া নানারঙ্গে
দীপ, ধূপ, গন্ধে তারে করেন পূজন।
মিষ্ট দ্রব্য তাম্বুলাদি আর গাভী অর্থ আদি
দিয়া মিত্রে জিজ্ঞাসেন কুশল তখন ॥
ছিন্ন সে বসনধারী শীর্ণদেহ বিপ্রে হেরি
সুবেশা রুক্মিণী তারে করিল বীজন।
বিশেষ সম্মান যবে কৃষ্ণ দ্বারা হেরে তবে
বিস্মিত হইল সেথা পুরবাসিগণ ॥
পরস্পর পরস্পরে আলোচনা সবে করে
বহুপুণ্য বিপ্র পূর্ব্বে করেছে অর্জ্জন।
নাই তার ধন মান কেহ না করে সম্মান
তবু হরি করিছেন তাহারে পূজন ॥
সুদামার হস্ত হরি সস্নেহে ধারণ করি
আনন্দে একত্রে তবে উপবিষ্ট হন।
বাল্যকালে গুরুগৃহে উভে যাহা বাক্য কহে
উত্থাপন করি করে কথোপকথন ॥
সুদামারে হরি কন করি পাঠ সমাপন
তুমি কি গুরু দক্ষিণা করিয়া অর্পণ—
এনেছ কি তারপরে উপযুক্ত ভার্য্যা ঘরে
জানিতে সে সব কথা বাসনা এখন ॥

যদিও গৃহস্থ হও　　বিষয়ে নির্লিপ্ত রও
ধন মান বাঞ্ছা তব না রহে কখন।
রত কর্ম্ম অনুষ্ঠানে　　ভোগাকাঙ্ক্ষা নাহি মনে
শিক্ষা দিতে করে সাধু হেন আচরণ॥
রক্ষিবারে সৃষ্টি যত　　কার্য্যে আমি রহি রত
আপনার তাহে নাহি রহে প্রয়োজন।
ভোগবাঞ্ছা হৃদে যাহা　　উপেক্ষা করিয়া তাহা
নিয়মিত অনুষ্ঠান করে সাধুজন॥
গুরুকুলে বাসকথা　　মনে কি জাগিছে হেথা
গৃহে রহি আমারে কি করিতে স্মরণ ?
জগতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব　　আর পরমাত্মতত্ত্ব
দ্বিজ, গুরু সন্নিধানে সবে জ্ঞাত হন॥
জন্মদাতা পিতা যিনি　　আদিগুরু হন তিনি
আর তিনি মহীয়ান পূজনীয় জন।
দীক্ষাগুরু যেবা হন　　গরীয়ান সেইজন
উপদেশ বাক্যে শিষ্যে মোক্ষপথে লন॥
পূজ্য তিনি অনুক্ষণ　　দেবতার মত হন
বিপদ না রহে তার লইলে শরণ।
গুরুমূর্ত্তি যেইজন　　আমার স্বরূপ হন
জ্ঞানপ্রদ উপদেশ শিষ্যে তিনি কন॥
সদা তাঁর বাণী শুনি　　বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানি
চলে যেবা মুক্তিপদ পায় সেইজন।
ভাগ্যোদয় হয় যবে　　সদ্‌গুরু মেলে তবে
পাইয়া হরিরে কর অন্তরে বন্ধন॥

সর্ব্বভূত আত্মা যত সব আমি অবগত
মনোভাব কারো মোর না রহে গোপন।
জেনো গুরু-সেবা দ্বারা শান্ত হয় হৃদি ত্বরা
তপস্যা বা গৃহধর্ম্মে নাহয় তেমন॥
গুরুগৃহে বাস যবে ঘটনা যা ঘটে তবে
তোমার কি আছে সখা স্মরণে এখন ?
ইন্ধন সংগ্রহ তরে যাই বন অভ্যন্তরে
গুরুপত্নী করিলেন আদেশ যখন॥
যবে সে গভীর বনে যাই মোরা দুইজনে
ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত আরম্ভে তখন।
ভীত মনে সেইকালে বসি দোঁহে বৃক্ষমূলে
প্রবল বারিতে শীতে জাগিল কম্পন॥
ক্রমে ক্রমে অস্তাচলে সূর্য্যদেব পড়ে ঢলে
চতুর্দ্দিক আঁধারেতে ঘেরে সেসময়।
আশ পাশ স্থান যত হয় বারিতে প্লাবিত
উচ্চ নীচ কোন কিছু দৃষ্ট নাহি হয়॥
বনপথ অন্ধকার নাহি পাই দেখিবার
অত্যন্ত ব্যাকুল তবে হই দুইজন।
পরস্পর হাত ধরি বনমাঝে ঘুরে মরি
গভীর রজনী ক্রমে হইল তখন॥
এ হেন ঘটনা শুনি তবে মুনি সান্দীপনি
গৃহে রহি অতিশয় উৎকণ্ঠিত হন।
পাব দোঁহারে কেমনে চিন্তি তবে নিজ মনে
প্রত্যুষে উঠিয়া বনে করেন গমন॥

বহু অন্বেষণ পরে হেরে মুনি দু'জনারে
অত্যন্ত কাতর দোঁহে না সরে বচন।
তবে করি সম্বোধন আমাদের গুরু কন
মোর লাগি বহু ক্লেশ স'য়েছ দু'জন॥
নিজ আত্মা প্রিয় যত নহে কেহ প্রিয় অত
মোর তরে আত্মসুখ দিলে বিসর্জ্জন।
বিপদে পড়িয়া তবু ত্যজনি বিশ্বাস কভু
দোঁহা প্রতি তুষ্ট তাই হইনু এখন॥
সদা গুরু-সেবা লাগি শিষ্যগণ রবে জাগি
করিবে একাগ্র মনে গুরু আরাধন।
ধনাদি সর্ব্বস্ব তাঁরে নিবেদিবে নির্ব্বিচারে
বিসর্জ্জন দিবে দেহ যদি প্রয়োজন॥
হেরি দোঁহা শুদ্ধমতি হই আমি তুষ্ট অতি
তোমাদের মনোবাঞ্ছা হউক পূরণ।
সর্ব্ববিধ বিদ্যা এবে দুইজনা জ্ঞাত হবে
দোঁহা প্রতি আশীর্ব্বাদ রবে অনুক্ষণ॥
ঘটনা আরও কত ঘটিয়াছে নানামত
সে সব এখন তুমি কর কি স্মরণ।
শ্রীগুরুর কৃপা হ'লে দুঃখ যত যায় চলে
পূর্ণকাম হ'য়ে তবে হয় তৃপ্ত মন॥
কহিল শ্রীদাম সখা ধন্য আমি পেয়ে দেখা
তুমি যে জগদ্‌গুরু সব মূলাধার।
সত্যকাম হরি তুমি কত লীলা কর স্বামী
শিক্ষা দিতে গুরু গৃহে বাস যে তোমার॥

ভাগবত শাস্ত্র সার পাঠে সুখ অনিবার
শ্রবণেতে মানবের ভকতি উদয়।
আপনি আচরি কর্ম্ম শেখালেন জীবে ধর্ম্ম
শ্রীহরি-সুদাম কথা হয় মধুময়॥

সুদামার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ও ভগবানের গুণ কীর্ত্তন

সখার বিনীত কথা শ্রদ্ধা আর হেরি সেথা
তার প্রতি জনার্দ্দন অতি তুষ্ট হন।
তবে সহাস্য বদনে কন তারে সম্বোধনে
মোর লাগি কিবা তুমি আনিলে এখন॥
চিপিটক সাথে যাহা গোপনে সে রাখে তাহা
না করে বাহির দ্রব্য লজ্জায় তখন।
অন্তর্য্যামী নারায়ণ সব তিনি জ্ঞাত রন
সখারে ডাকিয়া তবে কহেন বচন॥
যাহা করিয়া যতন করিয়াছ আনয়ন
কেন সখা মোরে নাহি দিতেছ এখন।
ভক্ত যাহা ভক্তিভরে নিবেদন করে মোরে
প্রীতমনে করি আমি সে সব গ্রহণ॥
ভক্তিশূন্য কোনজন দিলে ও প্রচুর ধন
তাহে নাহি তৃপ্ত মোর অন্তর কখন।
ভক্তের সামান্য দান তুষ্ট করে মোর প্রাণ
সেই দ্রব্য করি আমি পর্য্যাপ্ত গণন॥
পত্র, পুষ্প, ফলে মোরে পুজে যদি ভক্তিভরে
সে সকল দ্রব্য করি সাদরে গ্রহণ।
ভগবান এইমত কন তারে কথা কত
তবু বিপ্র অধোমুখে না সরে বচন॥

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য হেরি সঙ্কুচিত হৃদি তারি
তাই দ্বিজ চিপিটক না দিল তখন।
তার যে কৃষ্ণের কাছে কামনা কিছু না আছে
পত্নী-অনুরোধে তার হেথা আগমন॥
দিতে তাঁরে এসময় সাহস মনে না হয়
তুচ্ছ দ্রব্য নিবেদিতে লজ্জিত পরাণ।
তবে দেব নারায়ণ চিন্তিলেন নিজ মন
দুর্ল্লভ সম্পত্তি দ্বিজে করিবেন দান॥
ভক্তাধীন ভগবান বুঝি তবে ভক্তপ্রাণ
বস্ত্রে বাঁধা চিপিটক ত্বরা কাড়ি লন।
সখা কিছু প্রীতিভরে আনিয়াছ মোর তরে
তাতে আমি অতি তুষ্ট হইনু এখন॥
এইরূপ বিপ্রে বলি চিপিটক নিয়া তুলি
এক মুষ্টি তাহা হ'তে করেন ভক্ষণ।
ভোজনার্থ পুনরায় লইলেন যবে তায়
রুক্মিণী আসিয়া হস্ত করিল ধারণ॥
ভোজন নিষেধ করি কন বালা শোন হরি
চিপিটক আর তুমি না কর গ্রহণ।
তোমাকে যে তুষ্ট করে পায় সুখ এ সংসারে
পরলোকে স্বর্গবাসে রহে সেইজন॥
এক মুষ্টি চিপিটকে যে সম্পত্তি দিবে তাকে
তাহার অভাব আর না হবে কখন।
অধিক পাবার তার প্রয়োজন নাহি আর
ভোজনে বিরত তাই করিনু এখন॥

পরে বিপ্রে বিধিমত ভোজন করান কত
মিষ্টান্নাদি দিয়া আর বিবিধ ব্যঞ্জন।
সেই রাত্রি দ্বারকায় সুখে বিপ্র রহি যায়
পরদিন নিজবাসে করে সে গমন॥
কৃষ্ণের নিকট হ'তে বিদায় লইয়া পথে
মনে মনে দ্বিজ তবে করিছে চিন্তন।
পত্নী-বাক্যে অবশেষে ঐশ্বর্য্য ধনের আশে
শ্রীকৃষ্ণের নিকটেতে করি আগমন॥
আপাততঃ কিছুমাত্র নাহি পাই ধন তত্র
লজ্জায় যাচিয়া আর, না কহিনু তারে।
গৃহে গিয়া পরিবারে কি কবেন এইবারে
এ কথা বিপ্রের মনে জাগে বারে বারে॥
যবে কৃষ্ণ-দরশন ভোগবাঞ্ছা ত্যজে মন
লজ্জা তাই মনে নাহি রহে বেশীক্ষণ।
তবে দ্বিজ নিজমন ভাবে দেব জনার্দ্দন
বিপ্র প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা দেন নিদর্শন॥
সুদর্শন চক্রধারী যে বক্ষে লক্ষ্মীরে ধরি
পরম শান্তিতে তিনি রন নিমগন—
সেই বক্ষমাঝে হরি মোর মত দীনে ধরি
অবহেলে হাসিমুখে দেন আলিঙ্গন॥
আমি যে দরিদ্র অতি তবু কৃপা মোর প্রতি
হেলা নাহি করিলেন মোরে নারায়ণ।
পথশ্রমে শ্রান্ত হেরি পরম দয়াল হরি
পত্নীদ্বারা করালেন আমারে বীজন॥

বিপ্রের সম্মানকারী পদ মোর ধৌত করি
দেবতার ন্যায় মোরে করেন পূজন।
মুক্তি-বাঞ্ছা মনে যবে একাগ্রে পূজিবে দেবে
করিবে আশ্রয় সদা তাঁহার চরণ॥
দীনবন্ধু নারায়ণ মনে তিনি জ্ঞাত রন
নিতান্ত দরিদ্র আমি নাই কোন ধন।
সহসা প্রচুর ধন পাই যদি এইক্ষণ
তবে মোর তাঁকে আর না রবে স্মরণ॥
ঐশ্বর্য্যে বিপথগামী জানি হ'তে পারি আমি
বেশী ধন তাই নাহি দেন নারায়ণ।
পথে বিপ্র চিন্তি চিতে আসি গৃহ নিকটেতে
আপন কুটির সেথা না করে দর্শন॥
তথায় বিচিত্রপুরী তখন সম্মুখে হেরি
অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হ'লেন ব্রাহ্মণ।
পুষ্পের কানন কত রহে সেথা সুশোভিত
মধুলোভে অলিকুল তোলে গুঞ্জরণ॥
রমণীয় কত বন হয় সেথা দরশন
পক্ষিকুল-কাকলীতে মুখরিত বন।
গীতি কত নানামত সুমধুর সুরে শ্রুত
নর্ত্তকীরা নানাসাজে করিছে নর্ত্তন॥
স্বচ্ছবারি সরোবর দৃশ্য অতি মনোহর
বিকশিত রহিয়াছে তাহে শতদল।
জলাশয় আরো কত কুমুদাদি প্রস্ফুটিত
তাহাদের নানাবর্ণ রহে সমুজ্জ্বল॥

সেথা নর নারীগণ করিতেছে বিচরণ
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে হইয়া সজ্জিত।
হরিণ-নয়না বালা গৃহমাঝে করে আলা
অপরূপ রূপ তাহে রহে বিরাজিত॥
চিন্তাকুল দ্বিজ তবে আপনার মনে ভাবে
কোথা হ'তে অট্টালিকা আসিল হেথায়।
গৃহে কার অধিকার বাঞ্ছা মনে জানিবার
অন্তর্দ্ধান হয় মোর কুটীর কোথায়॥
চিন্তা তবে নানামত হৃদে তার জাগরিত
হেনকালে নরনারী করে আগমন।
অপূর্ব্ব দর্শন তারা রূপ যেন হৃদিহরা
মনে হয় স্বর্গ হ'তে আসিল এখন॥
অগ্রসর হ'য়ে তারে গীত বাদ্য সহকারে
যথাবিধি অভ্যর্থনা করে সবজন।
শোনে যবে পরিবার আসিছেন পতি তার
পতিব্রতা সতী তবে পুলকে মগন॥
অপরূপ নারী বেশে অলঙ্কারে সাজি শেষে
আসে ত্বরা পতিদেবে করিতে দর্শন।
সঙ্গে তার দাসী যত রহিয়াছে সুসজ্জিত
সঙ্গে তারে ল'য়ে তারা করিল গমন॥
সম্মুখে পতিরে দেখি পুলকে সজল আঁখি
দেবজ্ঞানে সতী তারে নমিল তখন।
দু'নয়নে ঝরে ধারা আবেগেতে আত্মহারা
সরমে বালার মুখে না সরে বচন॥

পরিবারে সুসজ্জিত দাসীগণে পরিবৃত
সম্মুখে যখন বিপ্র করে দরশন—
বিস্ময় জাগিয়া তবে ব্রাহ্মণ অন্তরে ভাবে
হয় কি বাস্তব দৃশ্য অথবা স্বপন ॥
চিন্তি দ্বিজ কিছুক্ষণ স্থির করি নিজ মন
ভার্য্যা সহ পুরীমাঝে প্রবেশে তখন।
অতুল ঐশ্বর্য্য হেরি প্রসন্ন অন্তর তারি
শ্রীহরির কৃপা স্মরি ঝরে দু'নয়ন ॥
হেরে তবে বিপ্র কত মণিস্তম্ভ সুশোভিত
অপরূপ রহে সেথা পুরীর গঠন।
প্রবাল মুকুতা সেথা রহিয়াছে যথা তথা
উজ্জ্বল প্রস্তরে গৃহে শোভার বর্দ্ধন ॥
রতন পালঙ্ক যত রহিয়াছে সুশোভিত
রহে তাহে গজদন্ত মুকুতা খচিত।
মুক্তাদাম বিলম্বিত চন্দ্রাতপ গৃহে কত
দুগ্ধফেননিভ শয্যা পালঙ্কে শোভিত ॥
বীজনের তরে রহে চামরাদি প্রতি গৃহে
রহিয়াছে দণ্ড তার স্বর্ণে নিরমিত।
গৃহতল যত রয় মহামরকতময়
তাহার অলিন্দ যত স্ফটিক নির্ম্মিত ॥
রত্নদীপ নারীগণ করে সাঁঝে প্রজ্জ্বালন
হয় তাহে চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল তখন।
রূপ অতি সবাকার দেহে নানা অলঙ্কার
স্বচ্ছস্থানে শোভে তবে ভূষণ বরণ ॥

দাস দাসী সেথা কত সেবা লাগি উপনীত
আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়ায় তখন।
অঙ্গের বসন যত রহে সব পরিষ্কৃত
রহিয়াছে সবাকার প্রসন্ন বদন॥
হেরি এ ঐশ্বর্য্য ধন ব্রাহ্মণ বিভ্রান্ত হন
ধীরভাবে মনে তবে করেন চিন্তন।
বিষম বিষয় বিষে রহিয়া মগন শেষে
বুঝি মোর ভগবানে না রবে স্মরণ॥
আমারে দরিদ্র হেরি পরম দয়াল হরি
প্রচুর সম্পত্তি মোরে করিলেন দান।
ভাবিছেন বিশ্বপতি এই দান অল্প অতি
ভক্তের সামান্য দানে হয় বেশী জ্ঞান॥
চাষার অজ্ঞাতসারে রাত্রিতে বরষা ঝরে
সে বর্ষণে শুষ্কক্ষেত্র প্লাবিত তখন।
ঈশ্বরের কৃপাবলে প্রচুর ফসল ফলে
কৃষকের ক্লেশ তাহে হয় নিবারণ॥
জীবে হরি অনুক্ষণ কৃপা করে বরিষণ
অজ্ঞানী মানবগণ নাহি জ্ঞাত হন।
যদি কেহ ভক্তিভরে একমনে চিন্তে তাঁরে
তার কৃপা অনুভব করিবে সেজন॥
একমুষ্টি চিপিটকে দিলে ঐশ্বর্য্য আমাকে
অতি তুচ্ছ দ্রব্য তাহা করিয়া গ্রহণ।
যে কামনা সেসময় আমার অন্তরে রয়
তার চেয়ে দিলে প্রভু অধিক এখন॥

আর এবে ধন জন নাহি মোর প্রয়োজন
তোমার করুণা যেন পাই অনুক্ষণ।
দিলে মোরে আলিঙ্গন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই ধন
সে প্রেমে বঞ্চিত যেন না হই কখন॥
বিষয় প্রদান করি ভুলাইতে চাও হরি
এ ঐশ্বর্য্য মনে হয় বিষের মতন।
পাইয়া অতুল ধন তুচ্ছ তাহা করি মন
এবার লইনু দেব তোমার শরণ॥
তব চরণ কমল দূর করে মনোমল
দুঃখ, শোক আর তবে না করে পীড়ন।
সদা তব পদে ঠাঁই জন্মে জন্মে যেন পাই
বিস্মৃত না হই যেন করুণা কখন॥
বিশ্বপতি ভগবান বিপ্রে দেন শ্রেষ্ঠ স্থান
ব্রাহ্মণ লভেন তাঁর অভয় চরণ।
সুদামার কাটে যবে অবিদ্যা বন্ধন তবে
অক্লেশে বৈকুণ্ঠে তিনি করেন গমন॥
শ্রদ্ধা যাহা বিপ্র প্রতি দেখালেন রমাপতি
শ্রীদামে ঐশ্বর্য্য আর, প্রদানের কথা—
শ্রবণেতে সেসকল কাটে মন্দ কর্ম্মফল
দুঃখ শোক হৃদে কভু নাহি দেয় ব্যথা॥

সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে যদুগণের সহিত কৌরবদের ও নন্দাদি গোপগণের মিলন

শুকদেব মুনি কন শোন তুমি হে রাজন
রাম কৃষ্ণ যবে করে দ্বারকায় বাস—
সূর্য্য গ্রহণ সেসময় কল্পক্ষয় তুল্য হয়
পূর্ণগ্রাসরূপে তবে হইল প্রকাশ ॥
গ্রহণের বার্ত্তা যবে জনগণ শোনে তবে
দূর হ'তে নরনারী করে আগমন ।
নিজ নিজ কল্যাণার্থে সমস্ত পঞ্চক তীর্থে
কুরুক্ষেত্র স্থানে সবে উপনীত হন ॥
পরশুরাম এখানে বধে যবে নৃপগণে
রুধির ধারায় বহু হ্রদের সৃজন ।
সেসময় ধরণীরে নিঃক্ষত্রিয় করিবারে
করেন নিষ্ঠুর তিনি এই আচরণ ॥
পরশুরাম তখন পাপে লিপ্ত নাহি হন
সাধারণ ব্যক্তিমত করিয়া নিধন ।
সবে মন্দ কর্ম্মতরে প্রায়শ্চিত্ত যাতে করে
লোকশিক্ষা হেতু তাঁর তীর্থেতে গমন ॥
পাপমুক্ত হইবার যে যে তীর্থে গতি তাঁর
কুরুক্ষেত্র সেইস্থানে সবে উপনীত ।
পাপের মোচন তরে তীর্থক্ষেত্রে যাইবারে
প্রজাবর্গ দেশবাসী চলিল ত্বরিত ॥

প্রদ্যুম্ন সাম্বাদি সবে বৃষ্ণিগণ, গদ তবে
বসুদেব অক্রূরাদি করিল গমন।
রথে করি আরোহণ অশ্বে গজে সেইক্ষণ
কুরুক্ষেত্রে যায় কত দ্বারকার জন॥
তীর্থযাত্রিগণ সবে মিলিত হইয়া তবে
সমস্তপঞ্চক তীর্থে উপনীত হন।
সেথা নদীনীরে স্নান শুদ্ধ করে দেহ প্রাণ
সেসময় উপবাসী রহে জনগণ॥
সমাপিয়া স্নান সবে বিপ্রগণে ডাকি তবে
অর্থ গাভী বস্ত্র আদি করিলেন দান।
স্বর্ণমাল্য সমন্বিত দেন দ্বিজে গাভী কত
ছিল সেথা উপনীত যারা ধনবান॥
বৃষ্ণিগণ পুনরায় পুণ্য রামহ্রদে যায়
ভক্তিতে সে তীর্থে স্নান করে সবজন।
পরমান্ন আদি কত ভোজ্য দ্রব্য নানামত
সবে মিলি দ্বিজগণে করান ভোজন॥
বিপ্র হ'তে বৃষ্ণি সবে অনুমতি ল'য়ে তবে
একত্রে সন্তুষ্ট চিত্তে আরম্ভে ভোজন।
অবশেষে বৃষ্ণিগণ হ'য়ে সবে তৃপ্ত মন
বৃক্ষমূলচ্ছায়ে করে বিশ্রাম গ্রহণ॥
সেসময় নৃপ যত হন সেথা উপনীত
কৃষ্ণের বান্ধব কত করে আগমন।
আসে সেথা সেনাগণ সংখ্যা তার অগণন
আসিল তখন কত আত্মীয় স্বজন॥

কুরু, বিদর্ভ, সৃঞ্জয় কুন্তী, কেরল, কেকয়
কাম্বোজ, আনর্ত্ত, মৎস্য নৃপ কতজন।
অবন্তী, কৌশল, মদ্র আরো কত রাজ তত্র
নন্দআদি গোপসহ আসিল তখন॥
ধর্ম্মপ্রাণ গোপীগণ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে মন
কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থে উপনীত হন।
পরস্পর পরস্পরে সম্ভাষণ তবে করে
কৃষ্ণে হেরি গোপীগণ হরষে মগন॥
একত্রে সবারে দেখি উৎফুল্ল হইল আঁখি
একসনে মিলি তারা ফুল্ল সবজন।
একে একে সেথা সবে আলিঙ্গন করে তবে
শরীরে রোমাঞ্চ তাহে হয় জাগরণ॥
মধুর বচনে সবে তুষিলেন হরি তবে
ভ্রাতা ভগ্নী সবে কুন্তী করে সম্ভাষণ।
ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীহরিরে কুন্তীদেবী যবে হেরে
অদর্শন বেদনার হয় নিবারণ॥
আত্মীয় স্বজন যত যারা সেথা উপনীত
কহেন সবারে কুন্তী করি সম্বোধন।
নির্দ্দয় তোমরা সবে ব্যবহারে কহি এবে
না করিলে একবার আমারে স্মরণ॥
বিপদে পড়িনু যবে সংবাদ না নিলে তবে
সাহায্য করিতে নাহি হ'লে অগ্রসর।
দুর্ভাগ্যের পরিচয় আর বেশী কিবা হয়
সহিয়াছি কত ক্লেশ তবে ঘোরতর॥

দেব যবে প্রতিকূল　　নহে কেহ অনুকূল
স্বজন তখন তারে না করে স্মরণ।
বিপরীত ব্যবহার　　নিজ পুত্র করে তার
পিতা মাতা স্নেহ নাহি করে প্রদর্শন॥
বসুদেব শুনি সেথা　　কহিলেন শোক বৃথা
এ সংসারে সকলি যে হয় মায়াময়।
বিশ্বে যত জীবগণ　　সংসারের মাঝে রন
দেবহস্তে তারা সবে ক্রীড়নক রয়॥
করি মোরা কার্য্য যত　　ঈশ্বরের ইচ্ছামত
অপরে করাই কার্য্যে প্রবৃত্ত তখন।
কংসরাজ-অত্যাচারে　　রহি মোরা দেশান্তরে
দৈববলে পুনরায় দেশে আগমন॥
কুরুক্ষেত্র তীর্থে এবে　　আসিয়াছি মোরা সবে
দেবতার ইচ্ছাতেই ইহা সংগঠন।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা　　অবশ্য ঘটিবে তাহা
নাই কারো সাধ্য তাহা করিতে বারণ॥
যুধিষ্ঠির-অনুগত　　নৃপগণ সেথা যত
ভার্য্যাসহ করে তারা কৃষ্ণে দরশন।
মদন মোহন রূপ　　সে যে অতি অপরূপ
সে রূপেতে অভিভূত হয় সবজন॥
রাম কৃষ্ণ অতঃপর　　করিলেন সমাদর
দম্পতিরা যারা সেথা রন উপনীত।
তবে তারা সবজন　　হ’য়ে অতি তুষ্ট মন
কৃষ্ণাশ্রিত বৃষ্ণিগণে প্রশংসেন কত॥

করি তারা সম্বোধন উগ্রসেনে তবে কন
তোমরা সকলে হও অতি ভাগ্যবান।
প্রকৃত মানব সবে জনম সার্থক ভবে
কৃষ্ণের নিকটে তাই মিলিয়াছে স্থান॥
যোগীর দুর্ল্লভ অতি সেই কৃষ্ণের মূরতি
মুগ্ধ মনে নিরন্তর করিছ দর্শন।
পবিত্র যে কীর্ত্তি তাঁর গা'হে ভক্ত অনিবার
হরি-পদ স্মরণেতে পাপ বিমোচন॥
যাঁর পাদোদকে ত্বরা সুপবিত্র হয় ধরা
সেই বারি মন্দাকিনী নামে পরিচিত।
গঙ্গা নামে পৃথিবীতে ভোগবতী পাতালেতে
পবিত্র করিছে সদা হ'য়ে প্রবাহিত॥
যাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী বেদে পরিণত
এ বিশ্ব পবিত্র তাহা করে অনুক্ষণ।
সেই সর্ব্বশক্তিমান জনার্দ্দন ভগবান
মোদের বাসনা যাহা করেন পূরণ॥
নন্দ করিল শ্রবণ কুরুক্ষেত্রে যদুগণ
শ্রীকৃষ্ণে লইয়া সাথে উপনীত হন।
তবে নন্দ ব্রজপতি ব্যাকুলিত হ'য়ে অতি
তাহাদের বাসস্থানে করেন গমন॥
হেরি নন্দে বৃষ্ণিগণ পুলকিত হ'য়ে মন
গাত্রোত্থান করি ত্বরা করে আলিঙ্গন।
পুঞ্জীভূত ব্যথা যত দরশনে অপগত
বিরহ বেদনা আর না রহে তখন॥

বসুদেব নন্দে হেরি হরষিত হৃদি তারি
তখনি আবেগে তারে করে আলিঙ্গন।
কংস দেয় ক্লেশ যত তবে হৃদে জাগরিত
সে দৈত্য দোঁহারে রাখে করিয়া বন্ধন॥
কংসের সে অত্যাচারে পুত্রদের রক্ষিবারে
নন্দালয়ে ত্বরা করি করেন প্রেরণ।
সেসকল কথা কত স্মৃতিপটে জাগরিত
সম্পূর্ণ বিহ্বল তিনি হ'লেন তখন॥
রাম কৃষ্ণ একে একে নন্দ আর যশোদাকে
ভক্তিভরে সেসময় করেন বন্দন।
পিতামাতা দুজনারে অতিশয় প্রীতিভরে
পুত্রদ্বয় করে তবে দৃঢ় আলিঙ্গন॥
তাহাদের স্নেহভরে ল'য়ে দোঁহে ক্রোড় 'পরে
করিলেন বার বার বদন চুম্বন।
তখন প্রেমাশ্রু ধারা ঝরি কণ্ঠ রুদ্ধ ত্বরা
রাম কৃষ্ণ দুজনার না সরে বচন॥
দেবকী, রোহিণী দোঁহে যশোদাকে তবে কহে
আমাদের পুত্রদের করেছ পালন।
তোমাদের দুইজনে পিতা, মাতা বলি জানে
কত স্নেহে করিয়াছ তাদের যতন॥
মিত্রের এ পরিচয় ভুলিবার কভু নয়
তোমাদের খ্যাতি বিশ্বে রবে বিদ্যমান।
তব ঋণ এ সংসারে পারিব না শোধিবারে
করিলেও ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য প্রদান॥

এদিকে গোপিকাগণ কৃষ্ণে করে দরশন
তবু নাহি তৃপ্ত হন তারা কোনজন।
কাছে সবে পেতে চায় কিন্তু কাছে নাহি পায়
তবে তাঁরে ধ্যানে রাখি করে আলিঙ্গন॥
অন্তর্য্যামী জনার্দ্দন বুঝিয়া তাদের মন
নির্জ্জনে লইয়া সবে দেন আলিঙ্গন।
সহাস্য বদনে হরি সবারে আহ্বান করি
জিজ্ঞাসেন সবাকার কুশল তখন॥
গোপীগণে কন তবে বহুদিনে হেরি সবে
পূর্ব্বমত সখ্যভাব হয় কি স্মরণ?
দীর্ঘকাল অন্যস্থানে রহি আমি একমনে
মিত্রদের প্রয়োজন করিতে সাধন॥
তোমাদের সবে ছাড়ি যবে আমি যাত্রা করি
চিন্তা রহে শত্রুগণে করিতে নিধন।
স্মরি সবে সেসময় অবকাশ নাহি রয়
মোরে যেন অকৃতজ্ঞ না কর মনন॥
আমার এ কার্য্যে যদি বিষাদিত হয় হৃদি
না হবে অবজ্ঞা করা উচিত এখন।
কভু আপন ইচ্ছায় কেহ না করে অন্যায়
সকলি যে বিধিচক্রে হয় সংঘটন॥
ভগবান একসনে মিলাইয়া জীবগণে
আবার বিচ্ছেদ তিনি করেন সৃজন।
যবে ঘটে অকারণে দুঃখ তবে জাগে মনে
বিধির বিধান কভু না হয় খণ্ডন॥

বায়ু আসি যেইমত মেঘ, তৃণ, ধূলি যত
উড়াইয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তখন—
পুনঃ করি একত্রিত করে তাহা সমন্বিত
রহে পুনঃ সেসকল পূর্ব্বের মতন ॥
তেমনি জীবেরে হরি প্রেমেতে বন্ধন করি
পুনরায় পরস্পরে বিভেদ ঘটান।
প্রাণী মাঝে অনুক্ষণ রহি দেব নারায়ণ
সংযোগ বিয়োগ যত আপনি করান ॥
গোপীগণে নারায়ণ সম্বোধনে তবে কন
দূরে রহি তোমাদের ক্ষতি নাহি তায়।
জীবগণ মোর প্রতি ভক্তি যদি রাখে অতি
অবহেলে তবে তারা মোক্ষপদ পায় ॥
অনেক ভাগ্যের ফলে তোমরা আমাকে পেলে
প্রেমে তাই বশ মোরে করিলে এখন।
সে প্রীতি মহিমা যত তাহা যে বর্ণনাতীত
সবে তাতে পাবে মোর স্বরূপ দর্শন ॥
আমি আদি সবাকার অন্তর বাহির আর
সর্ব্বজীবে আত্মারূপে রহি বিদ্যমান।
সবাকার অন্তর্য্যামী এ বিশ্বে আমি স্বামী
দেহীর দেহের মাঝে সদা মোর স্থান ॥
উপদেশ বাণী যবে কহিলেন হরি সবে
জ্ঞানের স্বরূপ তারা তবে জ্ঞাত হন।
সেসময় শ্রীহরিরে চিন্তি নিভৃত অন্তরে
আত্মধ্যানে গোপীগণ হয় নিমগন ॥

কহে তারা ওগো প্রভু তোমারে না ভুলি কভু
আমাদের একমাত্র প্রার্থনা এখন।
তাহাদের কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ হন ধ্যান জ্ঞান
তাই মোক্ষ অবহেলে লভে গোপীগণ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছামত ঘটনা ঘটিছে যত
অজ্ঞানী যে জন কভু নাহি জ্ঞাত হন।
শান্তি সদা প্রদানিতে কথা লেখা ভাগবতে
গোপীদের কৃষ্ণপ্রেম অপূর্ব্ব কথন॥

শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট মহিষীর পরিচয়, দ্রৌপদীর নিকট কৃষ্ণের পত্নীগণের নিজ নিজ বিবাহ বর্ণন

গোপবালাগণে শেষে আত্মতত্ত্ব উপদেশে
প্রদান করেন হরি অন্তে মোক্ষফল।
যুধিষ্ঠির আদি যথা উপনীত হ'য়ে তথা
জিজ্ঞাসেন তবে হরি সবার কুশল॥
সুহৃদ স্বজনগণ কৃষ্ণ প্রতি রাখে মন
তাতে সব অমঙ্গল হয় দূরীভূত।
কন সেথা সবজন তব পদে যার মন
অশুভ তাহার যত বিনাশে ত্বরিত॥
কৃষ্ণ লীলা যেইজন শোনে সদা দিয়া মন
আর তাঁর পাদোদক যেবা করে পান—
সঙ্কটের ভয় তার কভু নাহি রহে আর
মরণের শেষে পায় বৈকুণ্ঠেতে স্থান॥
বৃষ্ণি বংশীয় জনার কৌরব বংশীয় আর
তাহাদের ভার্য্যাগণ একত্রে তখন—
শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি যাহা আলোচনা করে তাহা
আদ্যোপান্ত এইবার করিব বর্ণন॥
দ্রুপদ নন্দিনী তবে শ্রীকৃষ্ণের ভার্য্যা সবে
কহিলেন একে একে করি সম্বোধন।
সত্যভামা জাম্ববতী লক্ষ্মণা, রুক্মিণী সতী
রোহিণী, কালিন্দী, ভদ্রা আর পত্নীগণ॥

কৃষ্ণ কি শক্তি প্রভাবে বিবাহ করেন সবে
সেসব ঘটনা এবে জানিবার মন।
উপনীত যারা হেথা কহ কৃষ্ণগুণ গাথা
জাগে মনে কৌতুহল করিতে শ্রবণ॥
কহে প্রথমে রুক্মিণী শোন এবে যাজ্ঞসেনী
কেমনে আমারে হরি করেন গ্রহণ।
চেদিপতি করে মোরে সমর্পণ করিবারে
ভ্রাতা মানী নৃপগণে করে নিমন্ত্রণ॥
শিশুপাল সেসময় বহু সেনা সঙ্গে লয়
তবে তার মোর সাথে বিবাহ কারণ।
রাজগণ সেথা যত রণসাজে সুসজ্জিত
করে সবে অস্ত্র শস্ত্র করেন গ্রহণ॥
মেষপাল মধ্য হ'তে পশুরাজ যেমনেতে
লয় সেথা স্বীয় ভাগ অতি অবহেলে।
শ্রীকৃষ্ণ তেমনি মোরে রাজসূয় মধ্যে হরে
অগণিত সৈন্য তবে রহে সেইস্থলে॥
বিশ্বপতি নারায়ণ পরমপুরুষ হন
বিশ্বে তিনি প্রাণিগণে করেন পালন।
কভু তাঁর শ্রীচরণ নাহি হয় বিস্মরণ
কৃষ্ণপদে মতি যেন রহে অনুক্ষণ॥
সত্যভামা তবে কন শোন মোর বিবরণ
প্রসেন ভ্রাতারে মৃত হেরেন যখন—
পিতা মোর সেইক্ষণ অত্যন্ত ব্যথিত হন
সিংহদ্বারা পুত্র হত নাহি জ্ঞাত রন॥

দোষারোপ তাই বৃথা করিলেন কৃষ্ণে সেথা
শুনি ইহা কৃষ্ণ তবে অতি রুষ্ট হন।
দোষ করিতে ক্ষালন জাম্ববানে নারায়ণ
পরাজিত করিলেন সমরে তখন ॥
স্যমন্তক সেই মণি জাম্ববান হ'তে আনি
তখনি পিতারে হরি করেন অর্পণ।
অপযশ যত তাঁর ঘুচে যায় এইবার
কৃষ্ণ-করে পিতা মোরে দিলেন তখন ॥
জাম্ববতী কহে তারে পিতা মোর যবে হেরে
শ্রীহরি প্রবেশি ত্বরা তার বাসস্থানে—
স্যমন্তক মনি লয় রহি একা সেসময়
অতিশয় রুষ্ট তবে হন তিনি মনে ॥
কৃষ্ণ সাথে সেইক্ষণ করিলেন পিতা রণ
দোঁহার সে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ অতীব ভীষণ।
দিবারাত্র দুইজন অবিরত করে রণ
সাতাশ দিবস তক চলে সেই রণ ॥
তবু সেই যোদ্ধাদ্বয় পরাজিত নাহি হয়
তবে পিতা মনে মনে করিয়া চিন্তন—
সহসা আপন মন জ্ঞাত হন সেইক্ষণ
ইষ্টদেব যিনি তিনি রাম নারায়ণ ॥
যবে ইহা জ্ঞাত হন তবে ভঙ্গ দিয়া রণ
ধরিলেন শ্রীকৃষ্ণের কমল চরণ।
কৃতকর্ম্ম যত স্মরি আঁখি উঠে জলে ভরি
কহে তাঁরে ক্ষম হরি অধম-তারণ ॥

তবে পিতা কৃষ্ণে আনি দেন স্যমন্তক মণি
অর্পি মোরে তাঁর করে কৃতার্থ তখন।
মোর পতি জনার্দ্দন হৃদে রন অনুক্ষণ
তাঁর পদে দাসী আমি হইনু এখন॥
কালিন্দী কহিল পরে কব আমি এইবারে
আমারে বিবাহ হরি করেন কেমনে।
যবে যমুনা পুলিনে ছিনু ব্রত আচরণে
তবে মোর হৃদি সদা রহে কৃষ্ণ ধ্যানে॥
কৃষ্ণ মোর পতি হ'বে তীব্র বাঞ্ছা মনে যবে
অন্তর্য্যামী প্রভু মোর তাহা জ্ঞাত হন।
হেনকালে শূন্য পথে পার্থসহ দিব্য রথে
আপনি আসিয়া মোরে করেন গ্রহণ॥
তদবধি নিয়মিত রহি তাঁর কার্য্যে রত
প্রভু লাগি করি আমি গৃহ সম্মার্জ্জন।
মোর যেন কৃষ্ণ প্রতি ভক্তি সদা রহে অতি
তাঁর কৃপা কভু নাহি হয় বিস্মরণ॥
মিত্রবিন্দা তারপরে কহে আসি দ্রৌপদীরে
আমার বিবাহ লাগি পিতা ব্যস্ত হন।
স্বয়ম্বর আয়োজন করি তিনি সেইক্ষণ
নৃপগণে করিলেন সেথা আমন্ত্রণ॥
দূরদেশ হ'তে কত নৃপ তবে উপনীত
হেনকালে সভামাঝে আসে জনার্দ্দন।
নাহি চায় ভ্রাতাগণ কৃষ্ণ মোর পতি হন
মনে বুঝি হই আমি বিষাদে মগন॥

পশুরাজ অবহেলে সারমেয় হ'তে বলে
আপনার ভাগ সব যেইভাবে লয়—
তথা স্বীয় শক্তিদ্বারা স্বয়ম্বর হ'তে ত্বরা
হরি মোরে হরি লন আসি সেসময় ॥
তারপরে ল'য়ে মোরে যান হরি স্বীয় পুরে
লক্ষ্মীর আবাস তাহা অপূর্ব্ব শোভন ।
তাঁর কৃপা মোর প্রতি রহে যেন নিতি নিতি
কভু যেন নাহি ভুলি ও রাঙা চরণ ॥
কন সত্যা দ্রৌপদীরে শোন সতী এইবারে
শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্য-কথা কহিব এখন ।
মোর বিবাহ কারণ পিতা করিয়া মনন
সপ্তবৃষ সেসময় করেন পালন ॥
তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গ তারা হয় বলবান অতিশয়
সদা পিতা রাখিতেন তাদের বন্ধনে ।
রাজশক্তি পরীক্ষিতে তবে সে বন্ধন হ'তে
করিলেন মুক্ত তিনি সেই বৃষগণে ॥
ছিল প্রতিজ্ঞা তখন শক্তিদ্বারা যেইজন
পুনরায় বৃষগণে করিবে বন্ধন—
পিতা মোরে তার করে সমর্পণ করি মোরে
অঙ্গীকার হতে মুক্ত হবেন তখন ॥
সপ্তবৃষে বাঁধিবারে কোন বীর নাহি পারে
হেনকালে কৃষ্ণ তথা হ'য়ে উপনীত—
যথা ছাগ-শিশুগণে রাখে বালক বন্ধনে
তথা হরি সপ্তবৃষে বাঁধেন ত্বরিত ॥

হেরি তাঁর শক্তি এত পিতা তবে হ'য়ে প্রীত
শ্রীকৃষ্ণের করে মোরে করেন অর্পণ।
বহুসেনা দেন সাথে সবে তারা চলে পথে
দাসী কত সঙ্গে মোর চলিল তখন ॥
বিবাহ কারণ যত নৃপগণ উপনীত
পথে সবে দম্পতীরে করে আক্রমণ।
অবহেলে রাজগণে পরাজিত করি রণে
মোরে ল'য়ে গৃহে হরি করেন গমন ॥
তাঁহার করুণা স্মরি ঝরিছে নয়নে বারি
জীবনকাণ্ডারী মোর ধরেছেন হাল।
হৃদে তাঁর শ্রীচরণ রহে যেন অনুক্ষণ
তাঁর পদে দাসী হ'য়ে রহি চিরকাল ॥
ভদ্রা করি সম্বোধন দ্রৌপদীর কাছে কন
যবে আমি কৃষ্ণে করি হৃদি সমর্পণ—
পিতা তবে জ্ঞাত হন কৃষ্ণ প্রতি মোর মন
করেন মাতুল-পুত্রে তবে আবাহন ॥
এক অক্ষৌহিণী সেনা আর দিয়া দ্রব্য নানা
করিলেন পিতা মোরে কৃষ্ণে সম্প্রদান।
না পাইতে ক্লেশ পথে বহু দাসী দেন সাথে
জামাতার রূপে গুণে তিরপিত প্রাণ ॥
কহে ভদ্রা অবশেষে আপন করম দোষে
নিরন্তর করিতেছি সংসারে ভ্রমণ।
যদি কৃষ্ণের চরণ রহে হৃদে অনুক্ষণ
চিরতরে ঘুচে তার জনম মরণ ॥

তাঁহার আশ্রয় নিলে শোক দুঃখ যায় চ'লে
হরি সঙ্গ নাশে বিঘ্ন কহে সর্ব্বজন।
শুধু প্রার্থনা অন্তরে নাহি ভুলি কভু তাঁরে
আমি যে ল'য়েছি এবে তাঁহার শরণ॥
লক্ষণা কহিল বাণী শোন গো দ্রৌপদী রাণী
কৃষ্ণের বিক্রম-কথা করিব বর্ণন।
জন্ম, কর্ম্ম, তাঁর যত শুনি তাহা অবিরত
দেবর্ষি নারদ কহে যত বিবরণ॥
লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণেরে পতিত্বে বরণ করে
এই কথা যবে আমি করিনু শ্রবণ—
রাজগণে উপেক্ষিয়া উন্মত্ত হইয়া হিয়া
কেবল গোবিন্দ প্রতি ধাইল তখন॥
পিতা হন স্নেহময় কন্যা-প্রিয় অতিশয়
মোর যাহা অভিলাষ তিনি জ্ঞাত রন।
কৃষ্ণ-করে তবে মোরে সমর্পণ করিবারে
করেন ব্যবস্থা যত করিয়া যতন॥
মৎস্য এক তৈরি করি রাখিলেন শূন্যোপরি
নিম্নে তার রহে বারি দেখিবার তরে।
ছিল প্রতিজ্ঞা পিতার পাবে দুহিতা তাহার
ছায়া হেরি মৎস্য যেবা বিঁধিবেন শরে॥
এহেন সঙ্কল্প শুনি নৃপ সবে যারা গুণী
আসিলেন দলে দলে স্বয়ম্বর স্থলে।
পিতা বীর্য্য অনুসারে সম্মানাদি সবে করে
সভামাঝে নৃপগণ যান সেইকালে॥

ধনু তারা তুলিবারে কোনমতে নাহি পারে
আর গুণ সংযোজনে অসমর্থ হন।
কেহ জ্যায় আকর্ষিয়া ভূমে পড়ে লুটাইয়া
ধনুভারে ক্লিষ্ট হন যত রাজগণ॥
জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন ভীম কর্ণ নৃপগণ
সকলেই বীর যোদ্ধা পরিচিত রন।
ধনুকেতে জ্যারোপণ করে সবে সেইক্ষণ
কিন্তু লক্ষ্য অবস্থিতি নাহি জ্ঞাত হন॥
বীরগণ সেথা সবে পরাভব মানি তবে
অধোমুখে স্ব স্ব স্থানে করিল গমন।
ল'য়ে পার্থ শরাসন অগ্রসর যবে হন
সেথা মৎস্য-প্রতিবিম্ব করেন দর্শন॥
লক্ষ্য করি সেইস্থান তবে পার্থ ছাড়ে বাণ
মৎস্যে তাহা স্পর্শে মাত্র না করে ছেদন।
ছিন্ন তারে করিবারে কোন বীর নাহি পারে
কৃষ্ণ তবে শরাসন করেন গ্রহণ॥
অবহেলে নারায়ণ করিলেন জ্যারোপণ
প্রতিবিম্বে মৎস্য তবে হয় দরশন।
জলে দৃষ্টি নিক্ষেপণ করি তিনি সেইক্ষণ
অক্লেশে সে মৎস্যে ত্বরা করেন ছেদন॥
যবে কার্য্য সম্পাদন তবে স্বর্গে দেবগণ
মহানন্দে করিলেন পুষ্প বরিষণ।
দুন্দুভি বাজিল তথা গাহে সবে কৃষ্ণ-গাথা
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সকলেই পুলকে মগন॥

অঙ্গে দিব্য অলঙ্কার কর্ণেতে কুণ্ডল আর
গলে মণিমুক্তা হারে অপরূপ বেশ।
দিব্য বস্ত্রে সুসজ্জিত হ'য়ে অতি হরষিত
স্বয়ম্বর সভামাঝে করিনু প্রবেশ ॥
অলক্ত রঞ্জিত পায় শোভার বর্দ্ধন তায়
নূপুর শিঞ্জিত হয় আমার চরণ।
গলে দোলে পুষ্প মালা স্বয়ম্বর স্থল আলা
রহে লজ্জাবিড়ম্বিত তখন বদন ॥
অনুরাগ ভরা মন নব ভাব জাগরণ
একে একে নৃপগণে করি নিরীক্ষণ।
কৃষ্ণের নিকটে আসি তখন পুলকে ভাসি
বরমাল্য গলে তাঁর করিনু অর্পণ ॥
মৃদঙ্গ, পটহ ভেরী বাজে উচ্চরব করি
দুন্দুভি ধ্বনিত আর সেথায় তখন।
গায়কেরা গাহে গান পুলকিত হ'য়ে প্রাণ
নর্ত্তকীরা, নটগণ করিল নর্ত্তন ॥
সবার সমক্ষে আসি বরিনু শ্রীকৃষ্ণে হাসি
সেই দৃশ্য দরশনে ক্ষুব্ধ নৃপগণ।
শোন এবে যাজ্ঞসেনী যত বিচিত্র কাহিনী
হিংসাবশে ষড়যন্ত্র করে রাজগণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ শোনেন পরে রাজারা চক্রান্ত করে
ব্যবস্থা করেন তবে যাহা প্রয়োজন।
অশ্ব করি সংযোজন রথে মোরে তুলি লন
ধনু হস্তে রণ লাগি প্রস্তুত তখন ॥

ধনুর্ব্বাণ করে যবে দারুক সারথি তবে
কাঞ্চন খচিত রথ করিল চালন।
দ্রুতগতি চলে রথ অতিক্রম করি পথ
নব নব দৃশ্য কত করি দরশন॥
সিংহ যথা মৃগগণে গ্রাহ্য নাহি করি মনে
নির্ভয়ে তাদের মাঝে করে বিচরণ—
তথা হরি সেথা হ'তে নৃপগণ সমক্ষেতে
শঙ্কাহীন চিত্তে ত্বরা করেন গমন॥
সারমেয়গণ দূরে অনুক্ষণ শব্দ করে
সিংহের নিকটে ভয়ে না করে গমন।
নৃপগণ সেইমত বৃথা চেষ্টা করে কত
প্রতিরোধ প্রয়াস যে নিষ্ফল তখন॥
ধনুর্ব্বাণ সেইক্ষণ করে ল'য়ে জনার্দ্দন
করেন বিপক্ষ প্রতি শর নিক্ষেপণ।
ছিন্ন শির ছিন্ন বাহু নৃপগণ হ'য়ে বহু
অন্তিম শয্যায় শেষে করিল শয়ন॥
সেসময় ত্যজি রণ কেহ করে পলায়ন
ইতস্ততঃ তারা সবে করিছে গমন।
সেথা বীর নৃপ যত করি সবে পরাজিত
উপনীত হন হরি দ্বারকা ভবন॥
বিচিত্র তোরণ কত করে সবে সুসজ্জিত
পতাকা উড্ডীয়মান সেথায় তখন।
শ্রীকৃষ্ণের আগমনে মাঙ্গলিক গীতগানে
জনগণ হয় তবে পুলকে মগন॥

রহি সাথে বিপ্রগণ করে বেদ উচ্চারণ
বালকেরা কত মত করিল স্তবন।
পুষ্প ও চন্দনে তাঁরে পূজে সবে ভক্তিভরে
অপরূপ রূপ তবে ধরে নারায়ণ ॥
যথাযোগ্য জনে আনি পিতা দিলেন তখনি
পরিচ্ছদ আদি আর শয্যা ও আসন।
আত্মীয় বান্ধব যত রহে যারা উপনীত
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার দেন সেইক্ষণ ॥
দাসী যারা সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য কত
সেসময় কৃষ্ণে পিতা করেন অর্পণ।
অস্ত্র শস্ত্র বহু তাঁরে দিয়া অতি শ্রদ্ধাভরে
মূল্যবান দ্রব্য কত দিলেন তখন ॥
বহু পুণ্য জন্মান্তরে কৃষ্ণ-ভার্য্যাগণ করে
রুক্মিনী লক্ষণা আদি রাণী অষ্টজন।
তাই কৃষ্ণ ভগবান দিলেন চরণে স্থান
মোরা সবে তাঁর দাসী হইনু এখন ॥
ষোড়শ সহস্র রাণী কহিল কৃষ্ণারে বাণী
শোন সতী এইবার মোদের বচন।
আমাদের কৃপা করি বিবাহ করেন হরি
কি কব ভাগ্যের কথা না যায় বর্ণন ॥
দুর্দ্দান্ত নরকাসুরে শ্রীহরি নিধন করে
তার যত সৈন্যগণ সহিতে যখন—
হেরিলেন তিনি তবে রাজকন্যাগণে সবে
কারারুদ্ধ করিয়াছে সে দৈত্য ভীষণ ॥

মুক্ত করি কন্যাগণে হেরে হরি সেইক্ষণে
কৃষ্ণ-ধ্যানে রহিয়াছে সকলে মগন।
তাহাদের বুঝি প্রাণ দয়াময় ভগবান
সবারে প্রফুল্ল মনে করেন গ্রহণ॥
হে সাধ্বি তোমারে কহি শ্রেষ্ঠপদ নাহি চাহি
স্বর্গসুখ অষ্টসিদ্ধি বাঞ্ছা নাহি করি।
ব্রহ্মপদ মুক্তি আর নাহি ইচ্ছা লভিবার
শ্রীহরির শ্রীচরণ যেন শিরে ধরি॥
যবে হরি গোপগণে ল'য়ে যান গোচারণে
পদরজ করে তারা প্রার্থনা তখন।
ইহা যে অমূল্য ধন সদা চায় গোপীগণ
তাঁর যে মহিমা কত না যায় বর্ণন॥

ঋষিদের কৃষ্ণস্তুতি ও বসুদেবের যজ্ঞোৎসব

শুকদেব মুনি কন শোন রাজা দিয়া মন
কৃষ্ণের মহিমা কথা কহিব এখন।
বিবাহের বিবরণ কহে কৃষ্ণ-ভার্য্যাগণ
পতির ভক্তির কথা করিল বর্ণন॥
কুন্তী, মাধবী, গান্ধারী কৃষ্ণ-ভক্ত গোপ নারী
দ্রৌপদী, সুভদ্রা আদি রহে যতজন—
রাজপত্নী আর যত যারা সেথা উপনীত
হরি-কথা শুনি সবে বিস্ময় মগন॥
সমবেত যতজন কৃষ্ণপ্রেমে নিমগন
অতি হর্ষে অশ্রু তারা করে বিসর্জ্জন।
হেনকালে ঋষি কত হন সেথা উপনীত
রাম কৃষ্ণ দুজনারে করিতে দর্শন॥
ভৃগু, বশিষ্ঠ, গালব পুলস্ত্য কশ্যপ সব
শতানন্দ, মার্কণ্ডেয় রামাদি সকল।
ব্যাস, নারদ, চ্যবন আসে অসিত তখন
বিশ্বামিত্র ভরদ্বাজ, গৌতম দেবল॥
অগস্ত্য, অঙ্গিরা, দ্বিত যাজ্ঞবল্ক্য আর ত্রিত
বামদেব আদি ঋষি উপনীত যবে—
ত্বরা করি গাত্রোত্থান রহিল দণ্ডায়মান
তাহাদের সম্মানিত করে তারা সবে॥

মুনিগণে হেরি তবে সভাসদ্‌গণ সবে
ভূমে লুটি প্রণমিল অতি ভক্তিভরে।
পাদ্য অর্ঘ্য আনি ত্বরা যথাবিধি পূজি তারা
কুশাসন দিল তবে বসিবার তরে॥
রাম কৃষ্ণ প্রীতমনে পূজে তবে মুনিগণে
কত মত করিলেন তাদের যতন।
মুনিরা সেথায় সবে আসনে আসীন যবে
উপবিষ্ট হন তবে সেথা জনগণ॥
মহতী সভার হয় আয়োজন সেসময়
সবারে সম্বোধি কৃষ্ণ কহেন বচন।
কি কব ভাগ্যের কথা সবারে হেরিনু হেথা
সাধুগণ দরশনে কৃতার্থ এখন॥
শ্রীচরণ পরশন বহু ভাগ্যের কারণ
জনম সার্থক করে এই সংঘটন।
যোগেশ্বর ঋষিগণ দেবের দুর্লভ হন
সকলের পাপ যত করেন মোচন॥
দেব দেবী মর্ত্ত্যে যত পাষাণে যা নিরমিত
বহুসেবা দ্বারা তাতে শুদ্ধ হয় মন।
কিন্তু সাধু দরশনে বাণী তার শুনি কানে
জ্ঞান লভি হৃদি ত্বরা পবিত্র তখন॥
অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, আদি আরাধনা করে যদি
তাহে কভু নাহি হবে মোহ বিনাশন।
অজ্ঞানী মানবগণ ভেদজ্ঞানে পূর্ণ রন
অবিদ্যার পাদমূল না হয় ছেদন॥

সাধুগণে কোনজন করে যদি দরশন
আর করে ভক্তিভরে তাদের সেবন—
মনোমল তার যত হয় ত্বরা দূরীভূত
শুদ্ধ মনে জ্ঞান ভক্তি হয় প্রকাশন ॥
পিত্ত, শ্লেষ্মা, আর বাত রহে তিন দেহ সাথ
সেসকল প্রিয় অতি ভাবে বিশ্বজন।
যবে গ্রাসিবে মরণ হ'য়ে দেহ বিনাশন
ধূলিমাঝে মিশি যাবে সে দেহ তখন ॥
পত্নী পুত্র আদি সবে নিজ বলি যেবা ভাবে
শ্রদ্ধা নাহি করে কভু হেরি সাধুজন—
সে সব মানবগণ হয় পশুর মতন
বৃথাই যে তাহাদের বিশ্বে আগমন ॥
কৃষ্ণ-মুখে হেন বাণী বিপ্রগণ সবে শুনি
হতবাক হ'য়ে স্তব্ধ রন কিছুক্ষণ।
সেথা যত ঋষিগণ শুদ্ধ হৃদে সেইক্ষণ
একাগ্র অন্তরে সবে করেন চিন্তন ॥
লোকশিক্ষা-তরে হরি সাধুগণে সেবা করি
বিশ্বমাঝে করিলেন আদর্শ স্থাপন।
ঋষিগণ মিলি সবে সহাস্য বদনে তবে
তাদের বক্তব্য কৃষ্ণে করে নিবেদন ॥
তব মায়া এ সংসারে মুগ্ধ করে মানবেরে
কভু ইহা জ্ঞাত নন অজ্ঞানী যে জন।
প্রচ্ছন্ন রহিয়া হরি অবস্থান মর্ত্যে করি
মানবের মত তুমি কর আচরণ ॥

সেবকের মত কভু ব্যবহার কর প্রভু
না পারে বুঝিতে তব তত্ত্ব কোনজন।
ভোগ-বাঞ্ছা নাহি মনে লীলা কর ভক্তসনে
করেছ বিচিত্র রূপে জগত সৃজন॥
হরিতে অবনী ভার যুগে যুগে অবতার
ভক্তগণে পালিবারে মর্ত্ত্যে আগমন।
দুষ্টেরে নিগ্রহ করি সাধুজনে রক্ষ হরি
সনাতন ধর্ম্ম তুমি করেছ স্থাপন॥
যত পালন রক্ষণ করিতেছ অনুক্ষণ
সংহার মূরতি কর কভু বা ধারণ।
কোনরূপ অভিমান না পায় অন্তরে স্থান
সংসারে জড়িত নও জীবের মতন॥
বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করে সদা বিপ্রগণ
তপস্যায় রত রন করি অনশন।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা করেন সংযম তারা
শুদ্ধ হৃদি বিপ্র তব অন্তরঙ্গ হন॥
সাধুদের তুমি গতি দয়া তব দীন প্রতি
পাইয়া তোমারে এবে সফল জীবন।
বিদ্যা ও তপস্যা যাহা এখন সার্থক তাহা
কৃতার্থ হইনু আজি মোরা মুনিগণ॥
সকলে তোমারে হরি হেরিনু নয়ন ভরি
তব সঙ্গ ঘুচায় যে জনম মরণ।
নমো নমো নারায়ণ তুমি পরম কারণ
শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহরূপে শরীর ধারণ॥

ওগো সর্ব্ব অন্তর্য্যামী মায়ায় প্রচ্ছন্ন তুমি
সৃষ্টি আদি নিয়মিত করিছ পালন।
তোমার মহিমা যত কেহ নহে অবগত
সঙ্গে রহি তবু নহে জ্ঞাত বৃষ্ণিগণ॥
লোকে নিদ্রিত যখন তবে হেরে যা স্বপন
হয় তাহা অভিব্যক্ত ইন্দ্রিয়ে তখন।
সিংহ, ব্যাঘ্র দৃষ্ট যত সত্য বলি অনুভূত
সেসময় মিথ্যা সব নহে জ্ঞাত মন॥
স্বপনের মোহ জালে স্বীয় সত্তা যায় চ'লে
ক্ষণেকে মিলায় তাহা ভোজবাজি মত।
বিষয়ের বাসনায় বিশ্বজন মুগ্ধ হায়
নাম, রূপ করে তবে সবারে মোহিত॥
মায়া মোহে মুগ্ধ যারা স্মৃতি শক্তি হয় হারা
তখন বিস্মৃত ত্বরা জ্ঞানের স্বরূপ।
চিত্তের চাঞ্চল্য তরে ভুলি মোরা আপনারে
নাহি তবে অবগত আপনার রূপ॥
সর্বপাপ বিনাশিনী সর্ব্বতীর্থ স্বরূপিণী
গঙ্গা যাঁর পদ হ'তে প্রবাহিতা হন—
তাঁরে পেতে ভক্তগণ সদাই ব্যাকুল রন
তপঃপূর্ণ হ'লে তাঁর মেলে দরশন॥
যোগবলে যোগিগণ তাঁর পদ অনুক্ষণ
হৃদয় মন্দিরে রাখে করিয়া যতন।
সেই কমল চরণ করি মোরা দরশন
কি ভাগ্য মোদের আজি না যায় বর্ণন॥

শ্রীকৃষ্ণের পদ সেবা ভক্তিভরে করে যেবা
একাগ্র অন্তরে আর চিন্তা করে মনে—
বাসনার জাল যাহা ত্বরা ছিন্ন হ'য়ে তাহা
তাহার ভকতি বৃদ্ধি হয় দিনে দিনে ॥
ওগো প্রভু নারায়ণ কর কৃপা রবিষণ
তব পাদপদ্মে মোরা ল'য়েছি শরণ।
যত করম বন্ধন হ'য়ে সব বিনাশন
তোমার প্রভাবে যেন স্থির রহে মন ॥
সেথা যত মুনিগণ করে যাত্রা আয়োজন
মনোভাব কৃষ্ণ পাশে প্রকাশি তখন।
উপনীত মুনি সবে অনুমতি লন তবে
করি তারা যুধিষ্ঠির-নিকটে গমন ॥
যাত্রার উদ্যোগ হেরি বসুদেব ত্বরা করি
তাদের চরণ বন্দি কহেন বচন—
শুনিয়াছি বিপ্রদেহে দেবতার বাস রহে
প্রণাম জানাই তাই সবারে এখন ॥
কোন্ কর্ম্ম সাধনেতে কর্ম্মের বন্ধন হ'তে
নিষ্কৃতি লভিতে পারে ত্বরা জীবগণ।
সেইকথা সুষ্ঠুভাবে জানিতে বাসনা এবে
বিস্তারিয়া মুনিগণ করুন বর্ণন ॥
শুনি সে প্রশ্নের কথা দেবঋষি কন সেথা
করি তবে ঋষিগণ সমীপে গমন।
বসুদেব শ্রেয়ঃ তরে মুনিরে জিজ্ঞাসা করে
শিশুবোধে পুত্র কৃষ্ণে কিছু নাহি কন ॥

গঙ্গাতীরবাসী যারা শুদ্ধ বারি ত্যজি তারা
অন্যতীর্থে যায় তারে করি অনাদর।
সেইমত ভগবানে মায়াবশে শিশুজ্ঞানে
হারান বিশ্বাস পিতা পুত্রের উপর॥
সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি হন তিনি কৃষ্ণ নারায়ণ
মানব শরীরে তাঁর বিশ্বে আগমন।
মেঘ আসি দিবাকরে আবরণ যবে করে
উজ্জ্বল আলোক নাহি হয় দরশন॥
সেইরূপ ভগবান যিনি সর্ব্বশক্তিমান
করেন মানব মত যবে আচরণ—
তাঁহার প্রভাব যত রহে তবে লুক্কায়িত
প্রয়োজন মত তাহা হয় প্রকাশন॥
যেইজন শ্রদ্ধাবান যজ্ঞ করি অনুষ্ঠান
কর্ম্মের বন্ধন হ'তে ত্বরা মুক্ত হন।
সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর যিনি বিষ্ণুরূপ লন তিনি
তাঁহারে পূজিলে ঘোচে জনম মরণ॥
মোক্ষের উপায় যাহা দেবর্ষি কহেন তাহা
বসুদেব করিলেন একাগ্রে শ্রবণ।
ঈশ্বরের ধ্যানে যদি সদা মগ্ন রহে হৃদি
পরম প্রশান্তি জাগি স্থির হয় মন॥
কর্ম্মেতে কর্ম্মের ক্ষয় শাস্ত্রের বচন কয়
কল্যাণের পথ হয় কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
বিষয় আসক্তি যত হবে ত্বরা দূরীভূত
কেহ যদি শ্রদ্ধাভরে করে যজ্ঞ, দান॥

পৃথিবীতে যতজন বিপ্র বংশে জন্ম লন
দেব, ঋষি, পিতৃঋণ করেন গ্রহণ।
বেদশাস্ত্র অধ্যয়নে আর যজ্ঞ অনুষ্ঠানে
পরিশোধ হয় তার সে ঋণ তখন॥
এ কর্ত্তব্য কোনজন নাহি করি সম্পাদন
ত্যজি গৃহ করে যদি অন্যত্র গমন—
তবে তার সুনিশ্চয় নরকে পতন হয়
কোনমতে নাহি পায় মুক্তি সে কখন॥
পুনরায় কাছে আসি বসুদেবে কন ঋষি
ঋষি, পিতৃঋণ মুক্ত তুমি যে এখন।
যজ্ঞ অনুষ্ঠান দ্বারা দেবঋণ শোধি ত্বরা
শুদ্ধ চিতে কর তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ॥
বিশ্বপতি নারায়ণ তব প্রিয় পুত্র হন
তুমি যে অন্তরে তাঁরে করেছ বন্ধন।
তাঁর প্রকৃত সাধন করিতেছ অনুক্ষণ
নাহি বিশ্বে তোমা হেন ভক্ত কোনজন॥
হৃষ্ট-চিতে ঋষিবাণী বসুদেব তবে শুনি
করিলেন তাহাদের চরণ বন্দন।
যজ্ঞকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিতে তিনি তবে
ঋত্বিক সবারে সেথা করেন বরণ॥
মহানন্দে ঋষিগণ যজ্ঞে যবে বৃত হন
তবে তারা বসুদেবে করেন দীক্ষিত।
দূর হ'তে কতজন করে সেথা আগমন
পবিত্র সেস্থানে আসি সবে পুলকিত॥

দীক্ষাকার্য্য সুরু যবে যদুগণ সেথা সবে
আর যত নৃপগণ উপনীত রন—
সমাপন করি স্নান করে তারা পরিধান
নানা দিব্য অলঙ্কার বিচিত্র বসন ॥
তাহাদের পত্নীগণ সুসজ্জিতা তবে রন
দিব্য বস্ত্র আভরণ করিয়া ধারণ।
করে লয় উপহার ফুল্ল হৃদি সবাকার
দীক্ষাক্ষেত্রে সবে মিলি উপনীত হন ॥
সুমধুরে তবে সেথা গীত হয় নব গাথা
মৃদঙ্গ, মুরজ শঙ্খ ধ্বনিত তখন।
পটহ, ভেরী ও তুরী বাজে উচ্চরব করি
নানাবেশে নর্ত্তকীরা করিছে নর্ত্তন ॥
সুকণ্ঠী কিন্নরীগণ পতিসহ সেইক্ষণ
ভগবদ্-গীতি গায় ঢালি প্রাণ মন।
শরীরে ঋত্বিকগণ ননী করি প্রলেপন
বসুদেবে অভিষিক্ত করেন তখন ॥
পুরোহিত সেথা যত পীতবাস পরিহিত
তাহাদের বেশ রয় অতীব শোভন।
সঙ্কর্ষণ হেনকালে উপনীত যজ্ঞস্থলে
সঙ্গে তবে আসে কৃষ্ণ ল'য়ে বন্ধুগণ ॥
আসে কৃষ্ণ-ভার্য্যাগণ সহ পুত্র পরিজন
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে হইয়া সজ্জিত।
তারকার মাঝে যথা শশধর শোভে তথা
জনগণ পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ শোভিত ॥

যতেক ঋত্বিকগণ বিধিমত সেইক্ষণ
অগ্নিহোত্র আদি যজ্ঞ করে সম্পাদন।
বসুদেব শুদ্ধ মনে যজ্ঞপতি নারায়ণে
ভক্তি অর্ঘ্য দিয়া তবে করেন পূজন॥
বসুদেব তারপরে শাস্ত্রবিধি অনুসারে
বহুবিধ দ্রব্য আনি দেন যজ্ঞ-স্থানে।
অলঙ্কারে গাভী যত করি তবে সুশোভিত
ঋত্বিক সবারে তুষ্ট করিলেন দানে॥
ভূমি, স্বর্ণ, অর্থ কত দিব্য বস্ত্র অগণিত
দক্ষিণায় তাহাদের করেন অর্পণ।
উপনীত বিপ্র যারা অর্থ বস্ত্র পান তারা
দান দিয়া হয় তার তিরপিত মন॥
ঋত্বিকেরা বসুদেবে রামহ্রদে ল'য়ে তবে
একত্রে মিলিয়া সবে করিলেন স্নান।
বসুদেব সেইস্থানে তবে স্নিগ্ধ শুদ্ধ মনে
বন্দিগণে অর্থ বস্ত্র করিলেন দান॥
নীচজাতি যারা রয় বসুদেব সেসময়
অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা করান ভোজন।
কুক্কুরাদি প্রাণী যত অন্নলাভে তিরপিত
কল্যাণ কামনা তারা করিল তখন॥
উপনীত বন্ধু যারা পত্নী পুত্রসহ তারা
প্রচুর সামগ্রী কত লভিলেন তবে।
কুরু, বিদর্ভ, কোশল কাশী, সৃঞ্জয় সকল
ভূরি ভূরি উপহার পায় তারা সবে॥

পিতৃগণ নরলোক দেবতারা, ভূতলোক
ঋত্বিক সদস্য আর চারণ সকলে—
বসুদেব শ্রদ্ধাভরে যথাযোগ্য দান করে
শাস্ত্র বিধি অনুসারে পূজেন সেকালে ॥
কৃষ্ণের নিকটে তবে অনুমতি ল'য়ে সবে
একত্রে করেন তারা যাত্রা আয়োজন।
যজ্ঞ করি দরশন সকলেই প্রীত হন
করিলেন সে যজ্ঞের প্রশংসা তখন ॥
ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ ব্যাস বিদুর তখন
যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনাদি কুন্তীপুত্রগণ।
কুটুম্ব বান্ধবগণ আর অন্য পরিজন
একে একে যদুগণে করে আলিঙ্গন ॥
সৌহার্দ্দ্য ও প্রেমবশে আর্দ্র হৃদি হ'য়ে শেষে
অশ্রুধারা দু'নয়নে হয় বরিষণ।
যাত্রা তরে সেইক্ষণ সকলে প্রস্তুত রন
ক্লিষ্ট চিতে সবে তবে করেন গমন ॥
কৃষ্ণ আদি যদুগণ নন্দরাজে সেইক্ষণ
নানাবিধ উপহারে করিল পূজন।
রাম কৃষ্ণ-অনুরোধে সেথায় কর্ত্তব্যবোধে
কিছুকাল রন নন্দ সহ গোপগণ ॥
মহাযজ্ঞ মহোৎসব সম্পাদিত যবে সব
বসুদেব অতিশয় তৃপ্ত তবে হন।
প্রীতিভরে অতঃপর ধরি তিনি দু'টী কর
নন্দরাজে করিলেন দৃঢ় আলিঙ্গন ॥

বসুদেব নন্দে কন যত প্রীতির বন্ধন
মানব অন্তরে যাহা রহে অনুক্ষণ—
এ প্রীতি ঈশ্বর কৃত জেনো তুমি সুনিশ্চিত
কভু না সম্ভব হয় ইহার ছেদন ॥
পৃথিবীতে জ্ঞানবান কিম্বা অতি বলবান
পরাক্রমশালী যদি রহে কোনজন—
সেও কভু নাহি পারে স্নেহ পাশে কাটিবারে
জ্ঞানযোগে তবু তার না হয় খণ্ডন ॥
আমাদের কারাগারে কংস যবে বদ্ধ করে
উপকার তবে নাহি পারি করিবারে।
অহঙ্কারে রহি মাতি অকৃতজ্ঞ হই অতি
সম্মুখে র'য়েছ তবু না হেরি তোমারে ॥
কতমত কতবার করিয়াছ উপকার
জগতের মাঝে যাহা হয় অতুলন।
কর্ত্তব্য করিয়া যাও প্রতিদান নাহি চাও
যখন যা প্রয়োজন কর তা তখন ॥
পরমার্থে যদি মন বাঞ্ছা নাহি কর ধন
ঐশ্বর্য্য মানবে করে সংসারে বন্ধন।
অর্থ আনে অহঙ্কার বুদ্ধি ভ্রষ্ট করে আর
উপকারী জনে তবে না হয় স্মরণ ॥
রাম কৃষ্ণ দু'জনারে যশোদা পালন করে
স্নেহে নন্দ পুত্রগণে করেছে যতন।
সেই প্রীতি মনে পড়ি দ্রবীভূত হৃদি তারি
আকুলে তখন তিনি করেন রোদন ॥

দুই ভাই একসাথে নন্দরাজে প্রেমে বাঁধে
সেবা যত্ন করে তারে সেথা যদুগণ।
বিদায় লইব ভাবে না পারে যাইতে তবে
অবশেষে তিন মাস সেথা তিনি রন॥
নিজগৃহে যাত্রা-তরে নন্দ যবে স্থির করে
উপহার দেন তবে রাম জনার্দ্দন।
উগ্রসেন উদ্ধবাদি দিল নানা দ্রব্য আদি
নন্দ সব ফুল্লচিতে করেন গ্রহণ॥
অর্থ, বস্ত্র, অলঙ্কার মূল্যবান দ্রব্য আর
বসুদেব নন্দরাজে করেন অর্পণ।
নানাবিধ উপহার হেরি তুষ্ট হৃদি তার
সর্ব্ববিধ কাম্য বস্তু তবে প্রাপ্ত হন॥
ব্রজবাসী যতজন নন্দরাজ সঙ্গে লন
তখন চলিল সাথে যত বন্ধুগণ।
বিদায়ের ক্ষণ যবে বিষাদে মগন সবে
গোপগোপী সবাকার সজল নয়ন॥
কৃষ্ণপদে দেহ মন করি তারা সমর্পণ
ক্লিষ্টচিতে মথুরায় করিল গমন।
ক্রমে ক্রমে বন্ধু সবে গৃহে যাত্রা করে তবে
পুনরায় দ্বারকায় যান বৃষ্ণিগণ॥
উপনীত যবে তারা সবে তবে কহে ত্বরা
বসুদেব কৃত যত যজ্ঞ বিবরণ।
সুহৃদ মিলন কথা বিস্তারিতভাবে সেথা
দ্বারকাবাসীর কাছে করিল বর্ণন-॥

ইহা যদি কোনজন করে ভক্তিতে কীর্ত্তন
শ্রদ্ধাভরে পুণ্য গাথা অথবা শ্রবণ—
পূর্ব্বে উক্ত ঋণত্রয় সব তার হ'য়ে ক্ষয়
শ্রীহরির অতি প্রিয় হন সেইজন ॥
ভাগবতে কথা যত সকলি সুধার মত
একাগ্রে ভক্তরা সবে কর আস্বাদন ।
ঘুচে যাবে যত পাপ নাহি রবে মনস্তাপ
মায়ার বন্ধন তবে হ'বে বিমোচন ॥

বসুদেবের ভগবত্তত্ত্ব কথন ও ভগবান কর্ত্তৃক দেবকীর মৃতপুত্রগণে আনয়ন

একদিন সঙ্কর্ষণ আর দেব জনার্দ্দন
বসুদেব নিকটেতে করেন গমন।
যবে ভাই দুইজন করে চরণ বন্দন
পিতামাতা আশীর্ব্বাদ দিলেন তখন ॥
কুরুক্ষেত্রে যাত্রাকালে মুনিগণ সবে বলে
পুত্রদের অলৌকিক যত বিবরণ।
তাদের তনয়দ্বয় পরম ঈশ্বর হয়
বসুদেব করিলেন একথা শ্রবণ ॥
শিশু পুত্র জনার্দ্দন ধরে গিরি গোবর্দ্ধন
তাহার বীর্য্যের তবে হয় প্রকাশন।
রাম কৃষ্ণ ভগবান আর সর্ব্বশক্তিমান
নিজ মনে বসুদেব অবগত হন ॥
তিনি তবে পুত্রগণে কহিলেন সম্বোধনে
পুরুষ প্রধান দোঁহে জ্ঞাত এবে মন।
বিশ্বে যাহা বিদ্যমান সকলের হও প্রাণ
জীবগণে করিতেছ পালন রক্ষণ ॥
হও ব্রহ্ম সনাতন যত যোগীর জীবন
জগতের মূল দোঁহে জেনেছি এখন।
এ বিশ্বের সৃষ্টি লয় তোমাদের দ্বারা হয়
সকলের অন্তর্য্যামী তোমরা দু'জন ॥

তুমি নভঃ হে মাধব চন্দ্র, সূর্য্য, তারা সব
তেজশক্তি, জ্ঞান আর তুমিই সকল।
আত্মা তুমি সবাকার পঞ্চভূতময় আর
জলধর হও তুমি, তুমি জল, স্থল॥
ইন্দ্রিয়ের রূপ ধরি জীবদেহে আছ হরি
যোগীবেশে সাধ যোগ তুমি ইচ্ছাময়।
চেতন ও অচেতন তুমি সবার কারণ
সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ তোমাতেই রয়॥
মায়ামুগ্ধ এ সংসারে তোমারে চিনিতে নারে
সবার পূজিত তুমি অনন্ত অজেয়।
তুমি সর্ব্ব গুণাধার হও প্রধান সবার
তোমার মহিমা যত জীবের অজ্ঞেয়॥
মানবের দেহ ধরি আসিয়াছি বিশ্বে হরি
সংসারে দুর্ল্লভ অতি এ পুণ্য জীবন।
ভগবানে ভজিবারে জন্ম লই ধরা'পরে
মায়ায় মোহিত যবে না করি ভজন॥
ভার্য্যা পুত্র পরিজনে আপনার ভাবি মনে
আমিত্ব আরোপ করি দেহেতে আপন।
স্নেহপাশ এ বন্ধনে বাঁধিয়াছ বিশ্বজনে
কেহ ইহা নাহি পারে করিতে খণ্ডন॥
প্রকৃত প্রস্তাবে দোঁহে আমাদের পুত্র নহে
জগত-নিয়ন্তা এই ভাই দুইজন।
দুরাত্মা ক্ষত্রিয় যত সবারে করিতে হত
ধরাভূমে করেছেন জনম গ্রহণ॥

ভূভার হরণকারী ধরমে রক্ষিছ হরি
মানবের মাঝে তব লীলা অনুক্ষণ।
অজ্ঞানী মানব যত তব তত্ত্ব নহে জ্ঞাত
বিষয় বিষেতে সদা রহি নিগমন॥
জগতের জীব যত তব মায়া-বিমোহিত
তোমার স্বরূপ তারা না করে চিন্তন।
সংসারে রহিয়া হেথা কাটানু যৌবন বৃথা
এবারে লইনু দেব তোমার শরণ॥
অনিত্য যে দেহ হায় নিত্য জ্ঞান করি তায়
পরম পুরুষ তুমি, জ্ঞাত নহে মন।
তাই করি পুত্রজ্ঞানে ব্যবহার তোমা সনে
ইহা যে অন্যায় কত বুঝিনু এখন॥
অধর্ম্ম বিনাশ তরে ধর্ম্মরক্ষা করিবারে
প্রভু তুমি যুগে যুগে হও অবতার।
এইকথা নিজমুখে বলেছিলে তুমি সুখে
সূতিকা গৃহেতে বাস যখন তোমার॥
বিশ্বের কল্যাণ তরে প্রয়োজন হ'লে পরে
বিচিত্র শরীর কভু কর যে ধারণ।
স্বইচ্ছায় পুনরায় পরিত্যাগ কর তায়
তবু তব মুক্তভাব না হয় খণ্ডন॥
এইমত তথ্য বাণী পিতার নিকটে শুনি
কন তারে নারায়ণ বিনয় বচন।
মৃদু মৃদু হাসি তবে কহিলেন পিতৃদেবে
শোন পিতা আমি যাহা কহিব এখন॥

মোদের নিকটে হেথা কহিলে যেসব কথা
যুক্তিযুক্ত হয় সব তোমার বচন।
শোন কহি মতিমান আমাদের পুত্র জ্ঞান
সে বুদ্ধি সামান্য নহে জানিয়ো এখন।
মোরা ভ্রাতা দুইজন দ্বারকার জনগণ
স্থাবর জঙ্গম যত হয় দৃশ্যমান—
সবার অন্তরমাঝে পরমাত্মা বিরাজিছে
বোধগম্য হয় তাহা হ'তে তত্ত্বজ্ঞান॥
স্নেহে আমি বশীভূত তুমি জানিও নিশ্চিত
ভক্তাধীন আমি সদা জ্ঞাত বিশ্বজন।
পৃথিবীতে জীবগণ মায়াধীন সদা রন
তারা সবে ব্রহ্মরূপে রহে অনুক্ষণ॥
কৃষ্ণ-মুখে আত্মকথা শুনিলেন যবে সেথা
অন্তরে সন্দেহ যত হইল মোচন।
বসুদেব সেইক্ষণ পুলকে মগন রন
শেষে তিনি মৌনভাব করেন ধারণ॥
নারায়ণ ভগবান যার গর্ভে পান স্থান
সর্ব্বদেবময়ী সেই দেবকী সুন্দরী—
নিস্তব্ধতা সেথা তার ভঙ্গ করি এইবার
কহেন বক্তব্য তিনি তবে ত্বরা করি॥
এইরূপ আমি শুনি গুরু মুনি সান্দীপনি
পুত্রগণ পাঠ যবে করে সমাপন—
গুরুকে দক্ষিণা দিতে মনস্থ করিলে চিতে
দোঁহার নিকটে তবে গুরুপত্নী কন॥

মৃত পুত্রে এইক্ষণ কর দোঁহে আনয়ন
তাহাই দক্ষিণারূপে প্রার্থনা এখন।
তবে ত্বরা মৃত পুত্র আনি দিল তারা তত্র
একথা শুনিয়া আমি বিস্ময়ে মগন॥
তার ছয় পুত্রে ধ্বংস করিয়াছে রাজা কংস
দেবকী সেসব কথা করিয়া স্মরণ—
অত্যন্ত কাতর হন অশ্রুপূর্ণ দু'নয়ন
রাম কৃষ্ণে কন তবে করি সম্বোধন॥
অনাদি পুরুষ দোঁহে দেবগণ জ্ঞাত রহে
আর হও বিশ্বস্রষ্টা জেনেছি এখন॥
দুষ্টের নিধন তরে সাধুজনে রক্ষিবারে
মোর গর্ভে করিয়াছ জনম গ্রহণ॥
বিশ্বের উৎপত্তি যত তোমা দ্বারা সম্পাদিত
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই কারণ।
ওহে প্রভু জনার্দ্দন আমি লইনু শরণ
তুমি বিনা আমার যে নাই অন্যজন॥
তোমাদের গুরু যবে আদেশ দিলেন তবে
যমের সদনে দোঁহে করিলে গমন।
মৃত পুত্রে তারপরে আনি দিয়া গুরু করে
দক্ষিণায় দিলে ত্বরা ভাই দুইজন॥
গুরুর কামনা যাহা পূরায়েছ দোঁহে তাহা
কর মোর মনোবাঞ্ছা এখন পূরণ।
দিয়া মোরে বহু ক্লেশ কংসরাজ অবশেষ
আমার ছয়টি পুত্রে করেছে নিধন॥

তাহাদের হেরিবারে হই ব্যাকুল অন্তরে
ত্বরা তুমি আনি দাও সবারে এখন ।
কৃষ্ণ তোমা বারে বারে কহি আমি সকাতরে
কর তুমি মোর এই প্রার্থনা পূরণ ॥
মাতারে ব্যাকুল হেরি তখন রাম ও হরি
ত্বরিত যোগমায়ারে করেন স্মরণ ।
দোঁহে দেবীর প্রভাবে প্রবেশে পাতালে তবে
বলিরাজ-দেশে শেষে উপনীত হন ॥
দৈত্যেশ্বর দু'জনারে একসাথে যবে হেরে
অতীব পুলক তার জাগিল অন্তরে ।
ত্যজি আসন তখনি পুত্র ভার্য্যাসহ তিনি
নমিলেন রাম কৃষ্ণে ভক্তিসহকারে ॥
বিচিত্র আসন'পরে বসাইয়া দু'জনারে
ফুল্লচিতে ধোয়ালেন দোঁহার চরণ ।
ধৌত বারি শির'পরে রাখিলে সপরিবারে
সবাকার চিত্ত শুদ্ধ হইল তখন ॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে সাজাইয়া দু'জনারে
গলে দিল পুষ্প হার কপালে চন্দন ।
ভোগের সামগ্রী যত সুস্বাদু মিষ্টান্ন কত
ধূপ, দীপ আদি সেথা করে আনয়ন ॥
রাম কৃষ্ণে তারপরে পূজি বলি ভক্তিভরে
অপলকে দিব্যরূপ করে দরশন ।
পুত্র আদি ভার্য্যা ধন করি তবে নিবেদন
আপনারে করে বলি কৃষ্ণে সমর্পণ ॥

নিজেরে করিয়া দান কৃতার্থ করিল জ্ঞান
রাখিল মস্তকে তবে কৃষ্ণের চরণ।
পুলকে সে আত্মহারা আঁখি যুগে বহে ধারা
দেহ তার রোমাঞ্চিত হইল তখন॥
বলিরাজ সেইক্ষণ গদ গদ স্বরে কন
অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণে প্রণমি এখন।
তাঁর সেই ফণা'পরে এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধরে
জীবগণে করিছেন পালন রক্ষণ॥
সাংখ্য নামে জ্ঞানযোগ আর ভক্তি ধ্যানযোগ
সকল বেদান্ত স্মৃতি তোমার মূরতি।
সবাকার অন্তর্য্যামী তব পাদপদ্মে নমি
কেহ নহে জ্ঞাত তব অপার শকতি॥
নমো নমো নারায়ণ সৃষ্টি স্থিতির কারণ
নমো নমো ব্রহ্ম আত্মা জগত জীবন।
মহাযোগে যোগিগণ নাহি পান দরশন
কি ভাগ্যে, অক্লেশে তোমা হেরিনু এখন॥
তমোগুণে বৈরীভাব করে বিনষ্ট স্বভাব
সত্ত্বগুণে অন্তরেতে দয়ার উদয়।
সেই গুণে গুণী তুমি তোমার চরণে নমি
মোরে এবে কর দয়া তুমি দয়াময়॥
সংসার কূপেতে পড়ি আমি যে বিভ্রান্ত হরি
এবার লইনু প্রভু তোমার শরণ।
নাহি চাই ধন জন বাঞ্ছা তব শ্রীচরণ
নির্জ্জনে করিতে মন সাধন ভজন॥

প্রার্থনা আমার হরি সাধুসঙ্গ সদা করি
মায়ামোহ রিপু যেন করে পলায়ন।
উপদেশ করি দান শান্ত কর মোর প্রাণ
তোমার নির্দ্দেশে যেন চলি অনুক্ষণ॥
করি সে বাক্য শ্রবণ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে কন
যেকারণে আগমন কহিব তোমারে।
মরীচির পুত্র ছয় উর্ণা-ভার্য্যা গর্ভে হয়
ব্রহ্মা পুত্র ছিল তারা আদি মন্বন্তরে॥
যবে ব্রহ্মা প্রজাপতি কামে অন্ধ হ'য়ে অতি
কন্যা সরস্বতী কাছে করিল গমন—
মরীচির পুত্রগণ হেরি হাসে সেইক্ষণ
সেই পাপে দৈত্যযোনি প্রাপ্ত তারা হন॥
পিতা তাদের তখন হিরণ্যকশিপু হন
মহামায়া শক্তি তবে করে বিস্তারণ।
সে শক্তি প্রভাবে তারা আকৃষ্ট হইয়া ত্বরা
দেবকীর গর্ভে সবে প্রবেশে তখন॥
তাহাদের কংস, পরে একে একে হত্যা করে
সম্প্রতি তাদের কথা হইয়া স্মরণ—
মাতা শোকে নিমগন সবারে হেরিতে মন
অবস্থান করে তারা সুতলে এখন॥
এবে মোরা দুই ভাই যাব ত্বরা সেই ঠাঁই
দরশনে পাপমুক্ত হবে পুত্রগণ।
দুঃখ হ'তে তারা তবে অব্যাহতি ত্বরা পাবে
অবশেষে দেবলোকে করিবে গমন॥

স্মর উদ্গীথ পতঙ্গ ক্ষুদ্রভৃত্, পরিষঙ্গ
আর ঘৃণি উক্ত ছয় মরীচি নন্দন।
শুধু মোর কৃপাবলে মুক্তি পাবে সেইকালে
জননীর শোক তবে হবে নিবারণ॥
কৃষ্ণের আদেশ যবে, ছ'জনাকে আনি তবে
বলিরাজ তাঁর করে করে সমর্পণ।
ত্বরা তবে রাম হরি দ্বারকা গমন করি
জননীকে পুত্রগণে করেন অর্পণ॥
একসঙ্গে ছ'জনারে দেবকী যখন হেরে
অতীব পুলকে তবে হ'লেন মগন।
অতিশয় স্নেহবশে অধৈর্য্য হইয়া শেষে
মাতা ত্বরা পুত্রগণে কোলে তুলি লন॥
আঘ্রাণ করিয়া শিরে চুম্বিলেন বারে বারে
স্নেহে তবে স্তন হ'তে ঝরে দুগ্ধধার।
একে একে ভরি প্রাণ করালেন স্তন্যপান
হইল বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হৃদি তার॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ পরশনে মাতৃস্তন্য সুধাপানে
সেসময় পাপমুক্ত হয় ছয়জন।
আত্মজ্ঞান লভি তবে পবিত্র হইল সবে
তাহাদের দুঃখ আর না করে পীড়ন॥
মরীচিনন্দন যত হ'য়ে সবে শ্রদ্ধান্বিত
বসুদেব, দেবকীরে প্রণমে তখন।
রাম আর জনার্দ্দনে নমি তারা ভক্তিমনে
সবার সমক্ষে স্বর্গে করিল গমন।

পুত্রগণ ছিল মৃত পুনঃ হইয়া জীবিত
আবার তাহারা ত্বরা হয় অন্তর্হিত।
করি সব দরশন দেবকী বিস্মিত হন
শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি ইহা চিন্তি হন জ্ঞাত ॥
কৃষ্ণের অদ্ভুত লীলা মুখে নাহি যায় বলা
ভক্তজন কিছু তাঁর পান পরিচয়।
তাঁর যত কথা রয় সকলি অমৃতময়
পাঠে বা শ্রবণে অন্তে স্বর্গে বাস হয় ॥

সুভদ্রা হরণ, শ্রীকৃষ্ণের মিথিলাযাত্রা এবং সেখানে বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেবের গৃহে প্রবেশ

পরীক্ষিত শুকদেবে জিজ্ঞাসা করেন তবে
সুভদ্রা নামেতে যিনি পিতামহী রন—
কৃষ্ণের ভগিনী হন রূপে গুণে অতুলন
কেমনে অর্জ্জুন তারে করিল গ্রহণ ॥
সেসকল বিবরণ কহ মুনি এইক্ষণ
বিস্তারিতভাবে তাহা করিয়া বর্ণন।
শুকদেব তবে কন শোন রাজা দিয়া মন
সুভদ্রা হরণ কথা কহিব এখন ॥
তীর্থে করিতে ভ্রমণ বিশ্ব করে পর্য্যটন
মহাপরাক্রমশালী অর্জ্জুন যখন—
করি সব দরশন আসি প্রভাসে তখন
সুভদ্রা-বিবাহ কথা করিল শ্রবণ ॥
দুর্য্যোধনে ভগ্নী দিতে রাম ইচ্ছা করে চিতে
পিতামাতা অসম্মতি করেন জ্ঞাপন।
শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা নয় এখানে বিবাহ হয়
একথা তথায় পার্থ অবগত হন ॥
চিন্তি পার্থ সেইক্ষণ যতি বেশ ত্বরা লন
দণ্ড, কমণ্ডলু করে করিয়া ধারণ।
কন্যা হরণ মানসে দ্বারকায় গিয়া শেষে
চতুর্ম্মাসকাল সেথা সুখে তিনি রন ॥

যতি জানি সবে তারে বিশেষ সম্মান করে
তিনি যে অর্জ্জুন তবে কেহ জ্ঞাত নন।
উপদেশ বাণী কত কন তিনি ত্যাগী মত
স্বকার্য্য সাধন হেতু এই আচরণ॥
একদিন সঙ্কর্ষণ পার্থে করি নিমন্ত্রণ
নানারূপে করিলেন তারে সমাদর।
অতি শ্রদ্ধা সহকারে ভোজন করান পরে
নিজে রাম যত্ন কত করি অতঃপর॥
পার্থ সেথা সুভদ্রারে ভোজনান্তে যবে হেরে
আকৃষ্ট হ'লেন তিনি সে রূপে তখন।
রমণী হৃদয়গ্রাহী সেই পার্থ পানে চাহি
বিমুগ্ধ হইল ত্বরা সুভদ্রার মন॥
পতিরূপে পার্থে পে'তে বাঞ্ছা তবে করি চিতে
মনে মনে হৃদি তারে করে সমর্পণ।
লজ্জা অবনত মুখে হাসে বালা অতি সুখে
কল্পনায় নানা কথা যবে জাগরণ॥
ধনঞ্জয় সেসময় ব্যাকুলিত অতিশয়
সুভদ্রাকে পত্নীরূপে করিতে গ্রহণ।
এতই অশান্ত হন কোনদিকে নাহি মন
সদাই বালার ধ্যানে রহেন মগন॥
দ্বারকাবাসীরা যত সম্মানাদি করে কত
শ্রদ্ধাভরে পার্থে করে কতই যতন।
তবু শান্তি কিছুমাত্র নাহি মেলে রহি তত্র
নাহি জ্ঞাত দিবারাত্রি কাটিছে কখন॥

পার্থে কৃষ্ণ অবশেষে হেরিলেন যতিবেশে
বসুদেব ও দেবকী সব জ্ঞাত হন।
রামের অজ্ঞাতসারে তাই সবে স্থির করে
সুভদ্রাকে পার্থ করে করিতে অর্পণ॥
আরোহণ করি রথে যবে বালা চলে পথে
রথযাত্রা মহোৎসব করিতে দর্শন—
তখন অর্জ্জুন আসি অন্তরে হইয়া খুসী
নিমেষেতে সুভদ্রাকে করিল হরণ॥
তার এই আচরণ শোনে যবে সঙ্কর্ষণ
ক্রোধেতে কম্পিত হয় শরীর তখন।
মহাসমুদ্রের মত হৃদি তাঁর উদ্বেলিত
বিহ্বল হলেন তবে, আরক্ত লোচন॥
মিত্রগণে সঙ্গে করি রামের নিকটে হরি
দ্রুতগতি সেসময় উপনীত হন।
ধরি তাঁর শ্রীচরণ বিনয়ে যখন কন
ক্রোধ যত প্রশমিত হইল তখন॥
শান্ত তাঁর হৃদি যবে দু'জনারে রাম তবে
যৌতুক করেন দান হ'য়ে ফুল্ল মন।
স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত অশ্ব, হস্তী রথ কত
ধন, রত্ন, দাসদাসী দেন অগণন॥
শুকদেব পুনঃ কন শোন তুমি হে রাজন
পুলকিত হবে প্রাণ করিয়া শ্রবণ।
মিথিলা নগরে ঘর রহে এক দ্বিজবর
শ্রুতদেব নামে তিনি পরিচিত রন॥

জপ ধ্যানে অনুরক্ত শ্রীকৃষ্ণের অতি ভক্ত
খ্যাতনামা দ্বিজ সেই অতি নিষ্ঠাবান।
শান্ত ও বিদ্বান তিনি লোভশূন্য অতি গুণী
নাহি তার অহঙ্কার নাহি অভিমান॥
যতটুকু আসে ধন তাহাতেই তুষ্ট রন
সে অর্থেই দেবগণে করেন পূজন।
অভাবের বোধ আর নাহি জাগে হৃদে তার
বিষয়ের মাঝে কভু না রন মগন॥
মিথিলার অধিপতি দেব দ্বিজে সদা মতি
জনকের বংশজাত রাজা একজন।
সর্ব্বগুণে গুণবান নাই তার অভিমান
বহুলাশ্ব নামে তিনি বিশ্বে খ্যাত রন॥
শ্রদ্ধাবান রাজা অতি ধর্ম্মে কর্ম্মে সদা মতি
শ্রুতদেব ন্যায় অতি কৃষ্ণভক্ত হন।
এই দুই ভক্ত প্রতি তাই হরি তুষ্ট অতি
দোঁহার অশুভ যত করেন হরণ॥
ভক্ত-প্রীতি তরে হরি দারুকে আহ্বান করি
করিলেন সেইস্থানে রথ আনয়ন।
মুনিগণে ল'য়ে সবে যাত্রা সুরু হয় তবে
বিদেহ নগরে তারা করিছে গমন॥
নারদ, ভৃগু-নন্দন অত্রি, কৃষ্ণ, দ্বৈপায়ন
অসিত অরুণি, আমি, রাম, কণ্বমুনি।
বৃহস্পতি, শুকদেব চ্যবনাদি বামদেব
এ সব ঋষিরা সঙ্গে চলিল তখনি॥

শূন্যে গ্রহেতে বেষ্টিত উজ্জ্বল সূর্য্যের মত
গতিপথ আলো করে কৃষ্ণের গমন।
পথিপাশে সমবেত স্থানে স্থানে ভক্ত যত
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করিল পূজন॥
অর্ণ, কুরু ও জাঙ্গল মধু, কেকয় কোশল
আনর্ত্ত, পাঞ্চাল মৎস্য, ধন্ব, কঙ্ক কুন্তি।
এ সব রাজ্যের যত অন্যান্য দেশের কত
নর নারী হেরি কৃষ্ণে হরষিত অতি॥
স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি তাঁর সুমধুর হাস্য আর
অপরূপে শোভে সেই কমল আনন।
সে বদন হ'তে তারা মধু লয় আঁখি দ্বারা
প্রচুর অমৃত পানে তৃপ্ত সবে হন॥
জনগণ সেথা সবে হরি কৃপা লভে যবে
অজ্ঞান আঁধার যত হয় দূরীভূত।
দিব্যজ্ঞান লভি তারা আনন্দেতে আত্মহারা
কৃষ্ণ সবে তত্ত্বজ্ঞান দিলেন ত্বরিত॥
দেবতা, মানব যত গাহে গীতি নানামত
মধুর সে সুরধ্বনি ব্যাপ্ত চরাচর।
করি সে গান শ্রবণ পুলকিত হ'য়ে মন
প্রবেশে মিথিলাপুরী হরি অতঃপর॥
সেথা যত জনগণ সবে করিল শ্রবণ
আসিছেন পুরীমাঝে দেব জনার্দ্দন।
মিথিলাবাসীরা যত হয় সবে উপনীত
হস্তে নানা পূজাদ্রব্য করিয়া গ্রহণ॥

সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণে হেরি প্রেমে হৃদি ওঠে ভরি
আনন্দের সীমা আর রহে তখন।
কৃতাঞ্জলিপুটে ত্বরা প্রফুল্ল বদনে তারা
প্রণমিল কৃষ্ণপদে হ'য়ে শুদ্ধ মন॥
এদিকে মিথিলাপতি বহুলাশ্ব মহামতি
আর বিপ্র শ্রুতদেব এই দুইজন—
শ্রীকৃষ্ণের আগমন শোনে যবে সেইক্ষণ
অত্যন্ত পুলকে দোঁহে হইল মগন॥
শুভাদৃষ্ট আগমন পাব তাঁর শ্রীচরণ
চিন্তি হর্ষে হয় তবে সজল নয়ন।
হ'য়ে দোঁহে আত্মহারা দ্রুতগতি ধায় তারা
গদগদ হয় প্রেমে করি দরশন॥
অতি ভক্তিতে তখন ধরি তাঁর শ্রীচরণ
সাষ্টাঙ্গে তাঁহারে তারা করিল প্রণাম।
প্রাণের আবেগভরে সজল নয়ন ঝরে
কহে তবে ধন্য মোরা হেরি তোমা শ্যাম॥
দ্বিজসহ জনার্দ্দনে ডাকে যবে একসনে
উভয়ের নিমন্ত্রণ করেন গ্রহণ।
তাদের অজ্ঞাতসারে দু'মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ ধরে
এককালে গৃহে তাঁরে হেরে দুইজন॥
ভগবান শ্রীহরিরে বহুলাশ্ব যবে হেরে
নিজেরে কৃতার্থ জ্ঞান করেন তখন।
হন দুর্ল্লভ যেজন সেই প্রভু নারায়ণ
কৃপা করি রাজগৃহে উপনীত হন॥

রতন আসন 'পরে বসাইয়া শ্রীহরিরে
রাজা পরে মুনিগণে করে সম্ভাষণ।
তবে তার আঁখিদ্বয় প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হয়
অত্যন্ত পুলকে তিনি হ'লেন মগন॥
মুনিগণ সবাকারে নমি তবে ভক্তিভরে
প্রক্ষালন করিলেন তাদের চরণ।
সে বারি সপরিবারে সকলে মস্তকে ধরে
রাজার হইল তবে তিরপিত মন॥
সেথা যত মুনিগণে পূজে পরে ভক্তিমনে
ফল, ফুল ধূপ, দীপ, বস্ত্র অলঙ্কারে।
স্বর্ণযুক্ত গাভী কত পান তবে ঋষি যত
দান দিয়া তৃপ্ত রাজা হ'লেন অন্তরে॥
শ্রদ্ধা তার হেরি এত ঋষি সবে হয়ে প্রীত
প্রশংসা করেন কত তাহারে তখন।
পরে কৃষ্ণের চরণ অঙ্কে করি উত্তোলন
ধীরে ধীরে করে রাজা হস্ত সঞ্চালন॥
তবে নৃপ কৃষ্ণে কন ওগো বিপদ ভঞ্জন
সকল জীবের আত্মা তুমি নারায়ণ।
সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি করুণা করিছ বৃষ্টি
ভক্ত হৃদে বাস তব রহে অনুক্ষণ॥
পাদপদ্ম নিতি আমি স্মরিতেছি ওগো স্বামী
বহু ভাগ্যে এলে প্রভু সম্মুখে এখন।
রাম, লক্ষ্মী কোনজন ভক্তাপেক্ষা প্রিয় নন
প্রমাণ করিতে মোরে দিলে দরশন॥

বিষয় বাসনা যার　　　　না রহে অন্তরে আর
আত্মচিন্তা অনুক্ষণ করে যেইজন—
প্রিয়ভক্ত সেইজন　　　　লভে তব শ্রীচরণ
ত্যজিতে না পারে কভু ও রাঙ্গা চরণ ॥
যদুকুলে কৃপা করি　　　　জনম লইলে হরি
ধরাতে তাপিত জীবে করিতে রক্ষণ।
তোমার মহিমা যত　　　　তাহা যে বর্ণনাতীত
ভুলিতে না পারে ভক্ত তোমারে কখন।
উদ্ধারিতে জীবে হরি　　　　নারায়ণ রূপ ধরি
বদরিকাশ্রম তীর্থে কর তুমি বাস।
যদি কেহ ভক্তিভরে　　　　সেথা রহি তপ করে
মুক্তিপথ পায় সেই হ'য়ে পাপ নাশ ॥
জীবের আশ্রয়স্থল　　　　সকলের তুমি বল
বেদস্রষ্টা হও তুমি বিপদবারণ।
তব পদরজ স্পর্শে　　　　আপনি করুণা বর্ষে
বিশ্বনিয়ামক তুমি জীবের জীবন ॥
তোমার চরণে ধরি　　　　এবার মিনতি করি
মম গৃহে কিছুকাল কর অবস্থান।
অনুরোধে অবশেষে　　　　রহি হরি রাজবাসে
মিথিলাবাসীর তবে করেন কল্যাণ ॥
এককালে ভগবান　　　　শ্রুতদেব গৃহে যান
নারায়ণে হেরি বিপ্র হরষে মগন।
মুনিগণ সহ তারে　　　　নমি ত্বরা ভক্তিভরে
শিরে বস্ত্র দিয়া করে পুলকে নর্ত্তন ॥

সুশোভন কুশাসনে বসাইয়া নারায়ণে
মুনিগণে দেন ত্বরা বসিতে আসন।
শ্রুতদেব মিষ্টভাষে সম্ভাষণ করি শেষে
সকলেরে সম্মানাদি করেন জ্ঞাপন॥
মুনি যারা উপনীত হ'য়ে তবে শ্রদ্ধান্বিত
ভার্য্যাসহ করে দ্বিজ পদ প্রক্ষালন।
শ্রীহরির শ্রীচরণ ধৌত করি ধন্য হন
আবেগে ঝরিল বারি নয়নে তখন॥
পদধৌত বারিদ্বারা স্বজনাদি সহ ত্বরা
শ্রুতদেব প্রীত মনে করিলেন স্নান।
মনোবাঞ্ছা এইবার হইয়াছে সিদ্ধ তার
নাই কিছু অপূরণ, তিরপিত প্রাণ॥
দ্বিজবর সেইকালে নৈবেদ্যাদি ফলে ফুলে
পূজিলেন সকলেরে হ'য়ে ফুল্ল মন।
প্রদীপ ধরিয়া পরে সবারে আরতি করে
সুগন্ধি চন্দন ধূপ করি প্রজ্জ্বালন॥
হরিরে সম্মুখে হেরি বিমোহিত হৃদি তারি
পুলকে রোমাঞ্চ দেহে হয় জাগরণ।
কেমনে বরিবে তাঁরে বুঝিতে সে নাহি পারে
ব্যাকুল হইয়া অতি বিহ্বল তখন॥
ভাবে বিপ্র নিজ মন কত পুণ্যে নারায়ণ
আপনি আসিয়া মোরে দেন দরশন।
সংসার কূপেতে পড়ি ভজন করিতে নারি
তবু তিনি করিলেন কৃপা বরিষণ॥

কৃষ্ণ-বাণী যেইজন করে শ্রবণ মনন
মিত্র সাথে গুণ গাথা করে আলাপন—
কায়মনোবাক্যে আর পদ পূজা করে তাঁর
হরি তার হৃদে রন জ্ঞাত সেইজন ॥
বিক্ষিপ্ত অন্তর যার রহিলেও কাছে তার
অজ্ঞানে না বোঝে তোমা, না চিন্তে কখন।
ভক্তেরা তোমায় চায় তাই তব কৃপা পায়
তোমাতে বিশ্বাসে ঘোচে জনম মরণ ॥
হ'লে মায়া প্রভাবিত দৃষ্টি হয় আবরিত
তব কৃপা বিনা তার না হয় খণ্ডন।
আমি যে কিঙ্কর হই দাও গো চরণে ঠাঁই
এবার লইনু হরি তোমার শরণ ॥
বিপ্রের বিনয় বাণী শুনি তবে চক্রপাণি
সহাস্য বদনে তারে করি সম্বোধন—
কহিলেন অতঃপর ধরি তার দুটী কর
কব তোমা কি কারণে হেথা আগমন ॥
শুদ্ধাচারী মুনি যারা পবিত্র করিতে ধরা
সর্ব্বত্র আমার সঙ্গে করে বিচরণ।
অনুগ্রহ করি এবে তব গৃহে আসে সবে
পূর্ব্বকৃত পুণ্যে হয় এই সংঘটন ॥
গয়া, গঙ্গা যাহা রয় আর তীর্থ সমুদয়
দেবদেবী মূর্ত্তি যত বিশ্বে বর্ত্তমান—
সে সকল ধীরে ধীরে মানবে পবিত্র করে
শ্রেষ্ঠ বিপ্র দরশনে শুদ্ধ ত্বরা প্রাণ ॥

বিশ্বে রন বিপ্র যারা প্রাণী মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারা
একাগ্রে করেন সদা দেবে আরাধন।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যত তপস্যায় সদা রত
নিঃসন্দেহে তাই তারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হন॥
নারায়ণ পুনঃ কন দ্বিজ মোর প্রিয় হন
চতুর্ভূর্জ মূর্ত্তিকেও তুচ্ছ করি জ্ঞান।
দ্বিজগণ যত রয় তারা সর্ব্ব বেদময়
রত সদা বেদধ্যানে বেদ হয় প্রাণ॥
বেদ করি অধ্যয়ন বিপ্রগণ শুদ্ধ হন
আমি বেদ প্রতিপাদ্য দেবতা-স্বরূপ।
বেদজ্ঞানী বিপ্র মোরে সর্ব্বত্র প্রচার করে
প্রকাশে তাহারা সবে প্রকৃত যে রূপ॥
মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অভিপ্রায় জ্ঞাত নন
ব্রাহ্মণের নিন্দা তারা করে সবস্থানে।
প্রকৃত গুণের 'পরে দোষারোপ বৃথা করে
হয় মোর অপমান বিপ্র অপমানে॥
দ্বিজগণে না সেবিলে কৃপা মোর নাহি মেলে
অতএব অগ্রে কর বিপ্রের পূজন।
ভূরি বস্তু দিয়া মোরে শুধুই পূজিলে পরে
কোনরূপ ফলোদয় না হবে কখন॥
তবে কৃষ্ণের আদেশে বিপ্র, রাজা, দোঁহে শেষে
যথাসাধ্য মুনিগণে করিল সেবন।
অতি ভক্তি সহকারে কৃষ্ণে তারা পূজি পরে
মুক্তিপদ অবহেলে লভে দুইজন॥

ভক্তাধীন ভগবান ভক্তকে করিতে ত্রাণ
উভয় ভক্তের গৃহে কিছুকাল রন।
সেসময় ফুল্লমনে রহি হরি দোঁহা সনে
পুনরায় দ্বারকায় করেন গমন॥
তত্ত্ব কথা আছে যত ভক্তগণ হও জ্ঞাত
বার বার ভাগবত করিয়া শ্রবণ।
পাঠ করি সমুদয় অজ্ঞানতা নাশ হয়
শ্রীহরি করেন তবে কৃপা বরিষণ॥

হরি-হরের স্বভাব বর্ণন, বৃকাসুর বৃত্তান্ত বিষ্ণু কর্ত্তৃক বৃকাসুর হইতে শম্ভুর রক্ষণ

পরীক্ষিত শুকে কন শোন তুমি হে ব্রহ্মন্
দেবতা অসুর আর মর্ত্ত্যবাসিগণ।
ভুজঙ্গ-পরিবেষ্টিত যিনি শ্রীহীন নিয়ত
সেই মহেশ্বরে নিত্য করিছে পূজন॥
ভক্তিভরে পূজি তারা অর্থ, বিত্ত লভে ত্বরা
তাদের অভাব আর না রহে তখন।
লক্ষ্মীপতি নারায়ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ হন
তাঁহারে পূজিলে হয় দরিদ্র সে জন॥
বিপরীত কি কারণ জ্ঞাত হ'তে এবে মন
বিস্তারিতভাবে মুনি করুন বর্ণন।
শুকদেব তবে কন শোন তুমি হে রাজন
তিনগুণ সমন্বিত দেব ত্রিলোচন॥
সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণে মায়ায় আবৃত মনে
আনন্দস্বরূপ তিনি হন মহাজন।
প্রাকৃতিক গুণ দ্বারা গুণবান ন্যায় ত্বরা
অপরূপ রূপ তিনি করেন ধারণ॥
ভগবান নারায়ণ ত্রিগুণ অতীত হন
যেবা পূজে গুণহীন হন সেইজন।
সর্ব্বগুণাধার হরি মায়াময় রূপ তাঁরি
মায়াতীত নিরগুণ তবু তিনি হন॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ যবে সমাপন হয় তবে
যুধিষ্ঠির এই প্রশ্ন নারায়ণে কন ।
তাহার জিজ্ঞাসা শুনি যাহা কন চক্রপাণি
সেইকথা এসময় করিব বর্ণন ॥
ভগবান নারায়ণ ধর্ম্মপুত্রে তবে কন
অনুগ্রহ করি আমি যেই ভক্তজনে—
তাহার সকল ধন করি ক্রমশঃ হরণ
ভার্য্যা পুত্র তবে তারে নাহি রাখে মনে ॥
অর্থভোগ বাঞ্ছা যত যবে ক্রমে দূরীভূত
উপার্জ্জন চেষ্টা আর না রহে যখন—
তার বৈরাগ্য ত্বরিত হৃদে হয় জাগরিত
তখন তাহারে করি কৃপা বরিষণ ॥
যোগমার্গে যেইজন করে আমার ভজন
পরিজন শূন্য রহি লোপ পায় মায়া ।
তবে একাগ্র অন্তরে সদাই সে স্মরে মোরে
তাহার বন্ধন কাটি শুদ্ধ হয় কায়া ॥
সৎস্বরূপ ব্রহ্মভাবে নির্ব্বিকার রহি তবে
চিন্মাত্র সূক্ষ্মস্বরূপ অবগত হন ।
মায়াকূপ মাঝে তার নাহি হয় রহিবার
মাতৃগর্ভে বাস আর না হয় কখন ॥
দুরারাধ্য এ সাধনা কেহ করি বিবেচনা
অল্পে তুষ্ট রুদ্রে যদি আরাধনা করে—
ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয় সে ভজনকারী
কভু বা সাম্রাজ্য লভে শঙ্করের বরে ॥

জাগি তবে অহঙ্কার ত্বরা বিলুপ্ত বিচার
উদ্ধত হইয়া ইষ্টে করে অপমান।
ধন মান সমুদয় যার তরে লাভ হয়
তাহারে অন্তরে আর নাহি দেয় স্থান॥
ব্রহ্মা, শম্ভু, নারায়ণ তিনজন কর্ত্তা হন
রুষ্টে শাপ, তুষ্টে বর লভে জীবগণ।
তুষ্ট হ'য়ে বরদান বা রুষ্টে শাপ প্রদান
ব্রহ্মা, শম্ভু সহজেই উদ্‌যোগী হন॥
ভগবান নারায়ণ স্বভাবে তেমন নন
জীবগণে কৃপা করা তাঁহার প্রকৃতি।
বর দিয়া বৃকাসুরে শঙ্কর ফাঁপড়ে পড়ে
প্রাচীন কাহিনী তার কহিব সম্প্রতি॥
শকুনির সে তনয় বৃকাসুর নাম হয়
নারদেরে হেরি পথে করে আবাহন।
কহে দৈত্য অতঃপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর
তিন মধ্যে অল্পে তুষ্ট বল কোনজন॥
দেবঋষি কন তবে সিদ্ধকাম হ'তে এবে
ভক্তিভরে কর তুমি শম্ভুর ভজন।
রাবণ, বাণের স্তবে মহেশ্বর তুষ্ট যবে
প্রচুর ঐশ্বর্য্য দেন দোঁহারে তখন॥
দেবর্ষির উপদেশে বৃকাসুর অবশেষে
একাগ্রে ভক্তিতে করে শম্ভুর ধেয়ান।
নিজ দেহের তখন মাংস করিয়া ছেদন
হুতাশনে করিল সে আহুতি প্রদান॥

ছয়দিন এইমত আহুতি সে দিয়া কত
শঙ্করের তবু নাহি পায় দরশন।
অসুরের সেসময় বৈরাগ্য উদয় হয়
ক্ষোভেতে কেদারকুণ্ডে নামে সে তখন॥
মস্তক অর্পণ আশে স্নানশেষে আর্দ্রকেশে
উদ্যত হইল শির করিতে ছেদন।
সমর্পিয়া মুণ্ড শিবে প্রমাণ করিবে তবে
ভকতির নাহি মূল্য কোথাও এখন॥
ত্রিলোচন ভগবান করুণায় ভরা প্রাণ
তীক্ষ্ণ-অস্ত্র দৈত্য করে হেরেন যখন—
সম্মুখে আসিয়া তারি তবে তার কর ধরি
করিলেন ত্বরা তার মৃত্যু নিবারণ॥
শম্ভুর পরশ যবে শরীর পবিত্র তবে
না রহে অন্তরে আর সঞ্চিত বেদন।
ত্রিলোচন তবে কন মহাতপে তুষ্ট মন
মনোমত বর কর প্রার্থনা এখন॥
বৃকাসুর তবে কয় শোন প্রভু এসময়
একমাত্র এই বর প্রার্থনা আমার।
দিব হস্ত যার মাথে হয় যেন সাথে সাথে
ভস্মীভূত হ'য়ে শির মরণ তাহার॥
করি প্রার্থনা শ্রবণ হ'য়ে চিন্তিত তখন
স্থিরভাবে শম্ভু সেথা রন কিছুক্ষণ।
বর না দিলে এখন হবে বাক্যের লঙ্ঘন
স্বীকার করেন তাই তাহার বচন॥

সর্পে দুগ্ধ দিলে পরে পশ্চাতে দংশন করে
তেমনি ঘটিল এবে মহা অঘটন।
বর পায় দৈত্য যবে মনে মনে ভাবে তবে
গৌরীকে কৌশলে আমি করিব হরণ॥
সত্যাসত্য পরীক্ষিতে বৃকাসুর সেকালেতে
শম্ভু-শিরে হস্ত দিতে করিল মনন।
আপন প্রদত্ত বরে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পরে
যান শম্ভু দূরে ত্বরা রক্ষিতে জীবন।
পাছু পাছু দৈত্য ধায় কোনদিকে নাহি চায়
দ্রুতগতি পশুপতি ছোটেন তখন।
মহাভীত মহেশ্বর কম্পিত যে কলেবর
সম্মুখে বিপদ হেরি আশঙ্কিত মন॥
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল পার হ'য়ে সেসকল
গিরি নদী অতিক্রম করি তিনি যান।
পশ্চাতেতে দৈত্যবর ছুটিতেছে নিরন্তর
কোনমতে শম্ভু নাহি পান পরিত্রাণ॥
যথা বিপদ ভঞ্জন প্রভু দেব নারায়ণ
তথায় বৈকুণ্ঠে শম্ভু করেন গমন।
পৌঁছি সেথা অবশেষে পশুপতি মহাত্রাসে
করিলেন শ্রীহরির চরণ ধারণ॥
তাদৃশ বিপন্ন হেরি শঙ্করে রক্ষিতে হরি
ব্রহ্মচারী বেশ তবে করেন ধারণ।
মহাতেজোময় দেহ সহসা হেরেনি কেহ
অক্ষমালা, দণ্ড আদি করে তিনি লন॥

জ্বলন্ত অগ্নির মত রূপে দিক উদ্ভাসিত
তবে হরি বৃকপানে অগ্রসর হন।
তিনি বিনয় বচনে কহি কথা দৈত্য সনে
তাঁহার বক্তব্য যাহা সুনিপুণে কন॥
পরিশ্রান্ত হ'য়ে অতি কেন তব হেথা গতি
ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়াছে তোমার বয়ান।
কেন ত্বরিত গমন রহ তুমি কিছুক্ষণ
বিশ্রামের লাগি হেথা কর অবস্থান॥
পরমার্থ লভিবারে মেলে তাহা এ শরীরে
না হয় উচিত এবে দেহের পীড়ন।
যদি কোন অভিপ্রায় নিঃসংশয় কহ তায়
যথাসাধ্য প্রতিকার করিব এখন॥
সুধাসম হরি-কথা বৃকাসুর শুনি সেথা
হইল সে ফুল্ল অতি শ্রম নিবারণ।
তার নিজ অনুষ্ঠিত করম সঙ্কল্প যত
তখন আনুপূর্ব্বিক করিল বর্ণন॥
সে উক্তি শ্রবণ করি কহিলেন তবে হরি
অভিশাপ দেন যারে দক্ষ প্রজাপতি—
সেইজন সেসময় পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয়
সকল পিশাচপতি সেই পশুপতি॥
সত্য কিনা বাক্য তাঁর জ্ঞাত হ'তে এইবার
স্বীয় শিরে দাও হস্ত পরীক্ষা কারণ।
সত্য মিথ্যা হয় যাহা প্রকাশিবে ত্বরা তাহা
অলীক শিবের বাক্য জানিবে এখন॥

মিথ্যা যদি শম্ভু-কথা তা'হলে এখনি হেথা
তাহার পরাণ তুমি করিবে হরণ।
যেন পুনঃ কোনজন প্রতারিত নাহি হন
অলীক ভাষণ তার করিয়া শ্রবণ॥
বিষ্ণু বাক্যে এইবার বুদ্ধি নষ্ট হয় তার
মায়াতে মোহিত রয় দানব তখন।
হৃদি তার বিচলিত তাই না বুঝি ত্বরিত
আপন মস্তকে হস্ত করিল স্থাপন॥
রাখে হস্ত শিরে যবে ছিন্ন মুণ্ড হ'য়ে তবে
বজ্রাহত মত তার ভূতলে পতন।
হেরি তাহা দেবগণ পুষ্প করে বরিষণ
মহানন্দে জয়ধ্বনি করে সর্ব্বজন।
দৈত্য হ'তে পশুপতি পান যবে অব্যাহতি
তবে তারে কাছে ডাকি কন নারায়ণ।
বর এহেন অর্পণ নহে বিধি কদাচন
কর্ম্মদোষে হইয়াছে পাপীর নিধন॥
হরি পদে অতঃপর প্রণমিয়া মহেশ্বর
আনন্দে কৈলাসপুরী করেন গমন।
এই শিবের মোচন যা করেন নারায়ণ
শ্রবণে অন্তরে পাপ না রবে তখন॥
এই কথা একমনে দুরাচারী যদি শোনে
মাতৃগর্ভে বাস তার না হয় কখন।
আর যেবা ইহা কয় ঘোচে তার শত্রুভয়
ছিন্ন হ'য়ে যায় ত্বরা সংসার বন্ধন॥

বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিপ্রের মৃতপুত্রগণকে আনয়ন

শুকদেব মুনি কন　　　　শোন তুমি হে রাজন
বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব কথা করিব বর্ণন।
সরস্বতী নদীতীরে　　　　ঋষিগণ যজ্ঞ করে
সন্দেহ তাদের মনে জাগিল তখন॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শম্ভু রন　　　　কোনজন শ্রেষ্ঠ হন
সবার অন্তরে ইহা হয় আলোড়ন।
বিষয় মীমাংসা তরে　　　　ভৃগুকে প্রেরণ করে
ব্রহ্মার সভায় তিনি উপনীত হন॥
জনকের সেকালেতে　　　　সত্ত্বগুণ পরীক্ষিতে
নাহি করে ভৃগু তারে কোন সম্ভাষণ।
পুত্রের ধৃষ্টতা হেরি　　　　ব্যথিত অন্তর তারি
অতি ক্রোধে দেহে তার জাগিল কম্পন॥
অসন্তুষ্ট হৃদি রহে　　　　পুত্রে কিছু নাহি কহে
বাহ্যিক ক্রোধের নাহি হয় প্রকাশন।
বারি দ্বারা যেইমত　　　　বহ্নি হয় প্রশমিত
ব্রহ্মা ক্রোধ সম্বরেন বিবেকে তেমন॥
পিতারে কিছু না বলি　　　　অতি দ্রুত যান চলি
কৈলাস শিখরে যথা শম্ভুর আলয়।
সহসা ভৃগুরে হেরি　　　　পুলকিত হৃদি তারি
গাত্রোত্থান করিলেন শম্ভু সেসময়॥

করিবারে আলিঙ্গন অগ্রসর যবে হন
উপেক্ষা করিয়া তারে ভৃগু তবে কন।
স্বেচ্ছাচারী তুমি অতি নাহি শ্রদ্ধা তব প্রতি
আমি না করিব স্পর্শ তোমারে এখন ॥
শুনি ইহা সেসময় আরক্ত লোচনদ্বয়
শম্ভু তবে করিলেন ত্রিশূল ধারণ।
প্রহারে উদ্যত হেরি পত্নী তাঁর পদে পড়ি
শান্ত করে কহি তাঁরে মধুর বচন ॥
বৈকুণ্ঠ ধামেতে যথা বিষ্ণুর আলয় তথা
ভৃগুমুনি দ্রুতগতি করেন গমন।
ভৃগু যবে হেরে তাঁরে নিদ্রামগ্ন লক্ষ্মী ক্রোড়ে
পদাঘাত হানে তাঁর বক্ষেতে তখন ॥
ভগবান জনার্দ্দন হ'য়ে উত্থিত তখন
শয্যা হ'তে করিলেন ভূমে পদার্পণ।
বিষ্ণু, লক্ষ্মী, ভক্তিভরে ঋষিরে প্রণাম করে
কুশল জিজ্ঞাসে তারে তবে নারায়ণ ॥
অতঃপর হরি কন তোমার এ আগমন
সত্য কহি নহি আমি জ্ঞাত এতক্ষণ।
আসিয়াছ কৃপা করি তোমারে সেবিতে নারি
ক্ষম মোর অপরাধ তুমি মহাজন ॥
পথশ্রমে ক্লান্ত হেরি কহিলেন তারে হরি
হেথা তুমি অবস্থান কর কিছুক্ষণ।
ক্লেশ দূর করিবারে বস এ আসন 'পরে
সেবা আজ্ঞা কিবা বল আমারে এখন ॥

কহি তোমা মহামুনে সুকোমল এ চরণে
নাহি জানি পাইয়াছ কত না বেদন।
বক্ষঃস্থল মোর যাহা অতীব কঠোর তাহা
কুসুমকোমল যে গো তোমার চরণ॥
কহি বিনয় বচন হরি আপনি তখন
বিপ্রের চরণদ্বয় করেন মর্দ্দন।
দ্বিজবরে সেবা করি তিরপিত হৃদি তাঁরি
মৃদুভাষে সম্ভাষণ করেন তখন॥
তীর্থত্বের পরিচয় তব পাদস্পর্শে হয়
গয়া গঙ্গা আদি যত পৃথিবীতে রয়।
সে চরণ বারি দ্বারা পবিত্র করগো ত্বরা
বৈকুণ্ঠ ও জনসহ মোরে এসময়॥
তোমার এ পদাঘাতে পাপ আর নাহি চিতে
দেহ মন হইয়াছে পবিত্র এখন।
তোমার চরণদ্বয় বক্ষেতে সুস্পষ্ট রয়
অঙ্কিত সে চিহ্ন যেন না হয় মোচন॥
কৃষ্ণের অমৃত বাণী ভৃগুমুনি কানে শুনি
বিমোহিত হইলেন তিনি সেসময়।
ভক্তির আবেগে তারি দু'নয়নে ঝরে বারি
প্রেমেতে বিহ্বল তবে হৃদি তার হয়॥
পরিতৃপ্ত যবে মন মুখে না সরে বচন
শ্রীকৃষ্ণে উত্তর দিতে অসমর্থ হন।
যজ্ঞক্ষেত্রে আসি তবে কন ভৃগু ঋষি সবে
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শম্ভু-কথা করিয়া বর্ণন॥

ভগবান তিনজন প্রত্যেকের আচরণ
শ্রবণে বিস্মিত হন সেথা মুনিগণ।
পরস্পরের শ্রেষ্ঠত্ব তারা সবে হন জ্ঞাত
সকল সংশয় তবে হইল খণ্ডন॥
বিষ্ণু সর্ব্বপাপহরা জীবে শাস্তি দেন ত্বরা
সর্ব্বগুণময় তিনি দেব নারায়ণ।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানে তাঁরে অতিশয় ভক্তিভরে
তদবধি শ্রদ্ধা ভক্তি করে মুনিগণ॥
যাঁহা হ'তে ধর্ম্মজ্ঞান অণিমাদি লাভবান
অন্তর কালিমা তিনি করেন হরণ।
বিশ্বে কীর্ত্তি যত রয় বিষ্ণু হ'তে সমুদয়
তাঁহা হ'তে শ্রেষ্ঠ তাই নাহি কোনজন॥
শমগুণ সমন্বিত রাগদ্বেষাদি রহিত
শান্ত চেতা সচ্চরিত্র যেই মুনিগণ—
বিষ্ণুই আশ্রয়স্থল সকলের তিনি বল
জীবগণে মোক্ষপথে করেন চালন॥
সরস্বতী তীরবাসী বিপ্রগণ মিলি বসি
কন সবে দেবমধ্যে শ্রেষ্ঠ নারায়ণ।
তাঁর পদ করি ধ্যান মুনিগণ মুক্তি পান
বিষ্ণুর কৃপায় যান বৈকুণ্ঠে তখন॥
হরি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা সকলের তিনি ত্রাতা
সাধুর সদ্গতি সেই দেব নারায়ণ।
তাঁর লীলাসুধা পান কর যদি দিয়া প্রাণ
জনম মরণ কষ্ট হবে নিবারণ॥

শুকদেব তবে কন শোন তুমি হে রাজন
আসিলেন বিপ্র এক দ্বারকা ভবনে।
ব্রাহ্মণী প্রসব করে তখনি সন্তান মরে
ব্যথিত হ'লেন বিপ্র পুত্রের মরণে॥
ল'য়ে মৃতে রাজদ্বারে কাতরে বিলাপ করে
শোকে কত গালি দেয় রাজারে তখন।
নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয় রাজা তাই মোর এই সাজা
রাজার করমে মোর হেন অঘটন॥
দ্বিজদ্বেষী রাজা রন রিপুবশ অনুক্ষণ
অতি লোভী মহাপাপী নৃপ সেইজন।
তার পাপের কারণ কষ্ট পায় প্রজাগণ
তাই হয় পুত্রদের অকালে মরণ॥
পুত্র আরো জন্মমাত্র বাঁচি রহে ক্ষণমাত্র
এইরূপে নয়জন ত্যজিল জীবন।
কৃষ্ণের নিকটে যবে উপনীত বিপ্র তবে
পার্থ তার কাতরোক্তি করিল শ্রবণ॥
বিপ্রে করি সম্বোধন ক্ষুণ্ণ মনে পার্থ কন
কেন দ্বিজ হয় তব এই অঘটন।
ধনুর্ধারী বীর হন নাহি হেথা কোনজন
যাহা দ্বারা পুত্রদের হইত রক্ষণ॥
যে সব নৃপতিগণ বিপ্রদুঃখে দুঃখী নন
তাদের জীবন বৃথা, বৃথা রাজ্য ধন।
আত্মম্ভরী নৃপগণ ঠিক নটের মতন
পৃথিবীতে রাজবেশে বিরাজিত রন॥

ধৈর্য্য ধর হে ব্রাহ্মণ দুঃখ হবে নিবারণ
মৃত পুত্রগণে আমি বাঁচাব এখন।
যদি প্রতিজ্ঞা পালন নাহি করি এইক্ষণ
অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন॥
তবে সজল নয়নে বিপ্র কহিল অর্জ্জুনে
কেমনে করিবে তুমি প্রতিজ্ঞা রক্ষণ।
নারায়ণ, সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নাদি বীরগণ
যাহা নাহি করিবারে পারে কদাচন॥
তুমি একার্য্য সাধনে হ'লে সাহসী কেমনে
যেই কার্য্যে অসমর্থ দেবতুল্য জন।
তব বাক্যে এসময় বিশ্বাস যে নাহি হয়
বৃথাই করিছ তুমি হেথা আস্ফালন॥
কহে পার্থ অতঃপর শোন কহি দ্বিজবর
নহি কৃষ্ণ কৃষ্ণ-পুত্র কিম্বা সঙ্কর্ষণ।
গাণ্ডীব সম্বল করি তাহাতে বিনাশি অরি
আমার শকতি যত জ্ঞাত ত্রিলোচন॥
তুমি মম বীর্য্য প্রতি অবজ্ঞা করিছ অতি
অনুচিত কার্য্য ইহা না হয় শোভন।
যমে জিনি তব পুত্র নিশ্চয় আনিব অত্র
কভু না অন্যথা হবে আমার বচন॥
বিপ্র পার্থের বচনে আশ্বস্ত হইয়া মনে
ফুল্লচিতে চলিলেন আপন ভবন।
উপনীত যবে ঘরে শান্ত করে পরিবারে
পার্থের প্রতিজ্ঞা বাণী কহিয়া তখন॥

পত্নীর প্রসবকালে দ্বিজ গিয়া পার্থে বলে
মৃত্যু হতে রক্ষা কর সন্তানে এখন।
যথাবিধি আচমন করি পার্থ সেইক্ষণ
স্থির চিত্তে করিলেন শম্ভুর চিন্তন॥
অস্ত্রশস্ত্র মন্ত্রদ্বারা প্রয়োগ পদ্ধতি ধারা
একাগ্র অন্তরে পার্থ করিয়া স্মরণ—
তিনি ধনুতে তখন ত্বরা করি জ্যারোপণ
প্রস্তুত রহেন শিশু করিতে রক্ষণ॥
দিব্য অস্ত্র সেসময় বরষিল ধনঞ্জয়
বাণে বাণে আচ্ছাদিত সূতিকা আগার।
বাণদ্বারা একেবারে ঘিরি ফেলে ত্বরা তারে
অধঃ ঊর্দ্ধ এইমত ঢাকে চারিধার॥
বাণে বাণে এইভাবে রচিল পিঞ্জর তবে
দশদিক সেই গৃহ হয় আচ্ছাদন।
বিপ্রপত্নী আসি ঘরে তনয় প্রসব করে
জন্মি শিশু একবার করিল রোদন॥
তারপর আর তারে কোনজন নাহি হেরে
শূন্যপথে হয় শিশু অদৃশ্য তখন।
মৃতদেহ সেসময় দৃষ্ট যবে নাহি হয়
শোকে দুঃখে মুহ্যমান হ'লেন ব্রাহ্মণ॥
দ্বিজবর সেইকালে পার্থে নিন্দা করি বলে
ওরে দুষ্ট করিয়াছ মিথ্যা ব্যবহার।
অহঙ্কারে বৃথা মাতি অভিমানী হ'লে অতি
নহে এ বীরের কার্য্য ক্লীবের আচার॥

যতেক যাদবগণ যেকার্য্যে অশক্ত হন
রাখিতে না পারে যাহা হরি সঙ্কর্ষণ—
এহেন অসাধ্য কর্ম্ম না জানিয়া সারমর্ম্ম
কি সাহসে সম্পাদিতে গেলে তা' এখন ॥
ধিক্ ধিক্ তোরে পার্থ কার্য্যে হলি অসমর্থ
গাণ্ডীব ধনু যে তোর বৃথাই ধারণ।
নাহি বুঝি মিথ্যাবাদী বিশ্বাস করিনু অতি
বীর্য্যে না পারিলি পুত্রে করিতে রক্ষণ ॥
তবে বিপ্রের বচনে অত্যন্ত ব্যথিত মনে
পার্থ ত্বরা যমালয় করিল গমন।
উপনীত সেথা যবে নাহি হেরে পুত্র সবে
ব্যগ্রচিত্তে ধায় তবে ইন্দ্রের ভবন ॥
স্বর্গ আদি রসাতল হেরে পার্থ সে সকল
অগ্নি, চন্দ্র, বায়ু আর বরুণের পুরী।
স্থানে স্থানে তারপরে ব্যাকুলে ভ্রমণ করে
সর্ব্বত্র যে পার্থ বীর দেখিলেন ঘুরি ॥
করি কতই সন্ধান তবু তাদের না পান
লজ্জিত, ব্যথিত হ'য়ে পার্থ সেইক্ষণ—
প্রাণ ত্বরা ত্যজিবারে সুদৃঢ় সঙ্কল্প করে
চিতামাঝে করে তাই অগ্নি প্রজ্জ্বালন ॥
মরিতে উদ্যত হেরি পরমদয়াল হরি
নিরস্ত করিয়া তারে কহেন তখন—
ওহে পার্থ বৃথা কেন ত্যজিবে পরাণ হেন
রাখ তুমি এইবার আমার বচন ॥

মৃত দ্বিজ পুত্র সবে করাব দর্শন এবে
বিশ্বজন যশ তব করিবে কীর্ত্তন।
এত বলি নারায়ণ পার্থে তাঁর সঙ্গে লন
তবে দোঁহে করিলেন রথে আরোহণ॥
তখন পশ্চিম পানে চলিছেন দুইজনে
বিন্ধ্য আদি গিরি যত করিয়া লঙ্ঘন।
সপ্তদ্বীপ, সপ্তগিরি অতিক্রম তবে করি
তারপর সপ্তসাগর দোঁহে পার হন॥
লোকালোক গিরিমাঝে উপনীত তারা সাঁঝে
ক্রমে ক্রমে ঘেরে সেথা আঁধার ভীষণ।
গতিরোধ সেইকালে অশ্বগণ নাহি চলে
সারথি না পারে রথ করিতে চালন॥
স্বীয় অস্ত্রে নারায়ণ করিলেন আবাহন
অশ্বদের দুরবস্থা করি দরশন।
আজ্ঞা পায় যেইক্ষণ ধায় তত্র সুদর্শন
বিচ্ছুরিয়া গতিপথে জ্যোতি অনুক্ষণ॥
সহস্র সূর্য্যসমান চক্র অতি দীপ্তিমান
সেই তেজে চতুর্দ্দিক হয় আলোকিত।
অস্ত্র যবে মন্ত্র পড়ি প্রয়োগ করেন হরি
তবে ত্বরা সুদর্শন হইল চালিত॥
অতি দ্রুত গতি তার নাশে সব অন্ধকার
বারির তরঙ্গে শেষে করিল প্রবেশ।
পার্থ, হরি তবে আসি হেরে সেথা জলরাশি
তার মাঝে পুরী এক র'য়েছে বিশেষ॥

রতনে খচিত পুরী স্তম্ভে দিব্য মণি তারি
কালপুর নামে রহে বিদিত ভবন।
অপরূপ শোভা তার হেরে দোঁহে বার বার
পুরীতে প্রবেশে পরে পার্থ জনার্দ্দন॥
দোঁহে সে ভবন'পরে অদ্ভুত ভুজঙ্গে হেরে
সহস্র মস্তক তার বিশাল সে দেহ।
প্রতি ফণা তার রয় অপরূপ মণিময়
সমুজ্জ্বল সে জ্যোতিতে আলোকিত গেহ॥
রক্তবর্ণ তীব্র আঁখি প্রতিটি ফণায় দেখি
পার্থের নয়ন দু'টী হয় বিস্ফারিত।
সর্পের বরণ দীপ্ত স্ফটিক গিরির মত
সম্পূর্ণ নীলাভ কণ্ঠ আর জিহ্বা যত॥
সর্পোপরি সুখাসনে পরম পুরুষ জনে
দিব্যমূর্ত্তিরূপে পার্থ করে দরশন।
নবীন নীরদ শ্যাম হেরিলে পলায় কাম
পরিধানে পীতবাস সহাস্য বদন॥
মহামণি সমন্বিত শিরে কিরীট শোভিত
কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে গলে মণিহার।
অপূর্ব্ব মুখমণ্ডল কুঞ্চিত কেশসকল
শোভিছে শ্রীবৎসচিহ্ন বক্ষেতে তাঁহার॥
বনফুলে গাঁথা হার গলদেশে শোভে তাঁর
সুগন্ধে পবন তবে হয় আমোদিত।
রহিয়াছে সেই পুরী অপরূপ শোভা ধরি
যথায় অনন্তদেব রন বিরাজিত॥ -

সুনন্দ, নন্দাদি কত পার্ষদেরা উপনীত
রহিয়াছে অস্ত্র শস্ত্র সেথা নানামত।
লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, পুষ্টি সবে সেইকালে পদ সেবে
অপরূপ দৃশ্য হেরি পার্থ বিমোহিত॥
কৃষ্ণ, পার্থ দুইজন করে যবে দরশন
করযোড়ে দিব্যজনে নমে সেইক্ষণ।
অনন্তদেব তখন গম্ভীর স্বরেতে কন
ধর্ম্মরক্ষা লাগি দোঁহা বিশ্বে আগমন॥
জনম আমার অংশে জন্মিয়াছ যদু বংশে
ধরণীতে রহি কর দুষ্টের দমন।
ব্রাহ্মণের পুত্রগণ করি হেথা আনয়ন
একত্রে দোঁহারে হেথা করিতে দর্শন॥
পৃথিবীর ভারভূত নাশিয়া দানব যত
পুনরায় হেথা আসি কর অবস্থান।
সর্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ হও বিশ্বকার্য্যে লিপ্ত রও
অধর্ম্মেরে ধ্বংস কর ধার্ম্মিকেরে ত্রাণ॥
আদিষ্ট হইয়া তারা তথাস্তু বলিয়া ত্বরা
ভক্তিতে অনন্তদেবে করিল প্রণাম।
সঙ্গে তারা সেসময় দ্বিজপুত্রগণে লয়
ফিরিল তখন দোঁহে আপনার ধাম॥
পার্থবীরে সঙ্গে করি হরষিত মনে হরি
পুত্রগণে বিপ্র করে করেন অর্পণ।
হেরি মৃত পুত্র সবে ভার্য্যাসহ বিপ্র তবে
অতিশয় পুলকেতে হ'লেন মগন॥

পার্থবীর সেসময় বিস্ময়ে মগন হয়
অপূর্ব্ব বৈষ্ণবধাম করি দরশন।
আশ্চর্য্য ঘটনা কত ঘটিতেছে নানামত
কৃষ্ণের প্রভাবে সব, পার্থ জ্ঞাত হন॥
আবার মানব মত আচরণ তাঁর কত
বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিপ্রে দেন দান।
ধর্ম্মহীন ব্যক্তি যারা হইয়াছে পথহারা
নাশি পাপ তাহাদের করিলেন ত্রাণ॥
বিশ্ববিভু নারায়ণ সকলের শ্রেষ্ঠ হন
ধর্ম্মপথ করেছেন তিনি উন্মোচন।
তাঁর বাণী যেইজন শোনে সদা দিয়া মন
রোগ শোক দূরে ত্বরা করে পলায়ন॥
ভক্ত আর সাধুজন শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে মন
ভাগবত কথামৃত কর সদা পান।
তাহে হৃদি শুদ্ধ হ'বে গৃহে শান্তি বিরাজিবে
ভবকষ্ট হবে নষ্ট পাবে পরিত্রাণ॥

দশম স্কন্ধ সমাপ্ত

শ্রীকৃষ্ণ লীলা কাহিনী

বিভাবতী দেবী কাব্যভারতী প্রণীত

ভাগবতী কথা

শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের পদ্যানুবাদ

ভূমিকায় তারকেশ্বর মঠের অধ্যক্ষ ও মোহান্ত মহারাজ শ্রীশ্রীজগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য দণ্ডিস্বামী হৃষীকেশ আশ্রম বলেছেন :—

"লেখিকা তাঁহার অনুভবকে সহজ-সরল-সাবলীল রূপে প্রকাশ করিতে যে প্রয়াস করিয়াছেন তাহা সাফল্যযুক্ত হইয়াছে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।......গ্রন্থের বিষয়বস্তু, শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধ; শ্রীকৃষ্ণ লীলাবলী লেখিকার সরল ভাষা বিন্যাসে শ্রীকৃষ্ণ লীলালহরী পাঠকবর্গকে প্রসন্ন রাখিবে এই বিশ্বাস রাখি। কবিতাসমূহ সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত সরল সহজ হইয়াছে। এই কবিতা পাঠে ঈশ্বরানুচিন্তন শ্রীভগবল্লীলামাহাত্ম্য সাধারণ মানুষও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, এই আশা করিতে পারি। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করিতেছি।"

প্রখ্যাত মনীষিগণের অভিমত

ভাটপাড়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, কলিকাতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহোদয়ের অভিমত :—

কাব্যভারতী শ্রীমতী বিভাবতী দেবী বিরচিত 'ভাগবতী কথা' পাঠ করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম; কি মধুর! শ্রীমদ্‌ভাগবত

স্বয়ং মধুররসের আকর, তাহার অনুবাদও যে এত মধুর—তাহা আস্বাদন না করিলে বুঝাইবার নহে।

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র—শ্রীমদ্‌ভাগবতে যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারই উপাখ্যানগুলি স্বচ্ছ সরল সাবলীল ভাষায় বঙ্গবাণীর রূপ সজ্জায় এমনভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে যে একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে আরও কৌতূহল বাড়িয়া যায়।

লেখিকার এই মাধুর্য্যপূর্ণ ভাষা বিকাশ সাধারণ বঙ্গভাষাভাষী-দিগকে আনন্দময় রাজ্যে লইয়া যাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্‌ভাগবত—একখানি কঠিন গ্রন্থ। ইহার এইরূপ স্বচ্ছন্দ-গতি সহজ সরল অনুবাদ অপেক্ষিত ছিল, সে অভাব আজ পূর্ণ হইল। যদি সম্ভব হয় লেখিকাকে অনুরোধ করিব—শুধু দশম স্কন্ধ নহে একাদশ—দ্বাদশ স্কন্ধেরও অনুবাদ এইভাবে প্রকাশিত হইলে ভাগবত-রসপিপাসু সাধারণ মানুষ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিবে। ইতি

শুভাশীর্বাদক

২১।৩।৭২ শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ সংস্কৃত কলেজ এবং উপাচার্য্য কাশী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বলেছেন ঃ—

আমাদের জীবনে রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় ভাগবতের প্রভাবও সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয়। দেশে বিদেশে প্রাচীন দুইখানি আর্ষ মহাকাব্যের সবিশেষ প্রচার হইয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগের এই অপূর্ব গ্রন্থখানি সমধিকভাবে সমাদৃত হয় নাই। অবশ্য একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় ভাগবতের ন্যায় গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। পদলালিত্যে, অর্থগৌরবে দার্শনিক তত্ত্বের যথাযথ বিন্যাসে এই গ্রন্থখানি যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে এ বিষয়ে সুধী সামাজিক বর্গের ঐকমত্য আছে। বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকবর্গ কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাসের

অমূল্য রচনার মাধ্যমে মূল মহাকাব্য দুটির বিষয়বস্তুর সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তদনুরূপ কোন গ্রন্থের অভাবে আজও মূল ভাগবতের অমৃতরস পান করিবার অবসর তাহাদের ঘটে নাই। এজন্য পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী বিভাবতী দেবী লিখিত 'ভাগবতী কথা' গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এরূপ সরল, সাবলীল রচনা ইতিপূর্ব্বে বাংলা ভাষায় অতি অল্পই পড়িয়াছি, এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। লেখিকার রচনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং প্রসাদগুণে সাতিশয় সমৃদ্ধ। আমার মনে হয় এই উপাদেয় গ্রন্থের উপর প্রাদেশিক সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং তাঁহাদের আনুকূল্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইহার প্রচার ও প্রসার সুকর হইবে।

ইতি

৯।৩।৭৯ শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য মহোদয়ের অভিমত ঃ—

প্রথিতকীর্ত্তি, শ্রদ্ধেয় শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ধর্ম্মপত্নী গুরু-দেবতা-ভক্তিপরায়ণা, বিদুষী কবি, শ্রীমতী বিভাবতী দেবী কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত "ভাগবতী কথা" নামক পদ্যসাহিত্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম আনন্দলাভ করিলাম। শ্রীমতী লেখিকা উক্ত গ্রন্থখানি সরল, সুন্দর ত্রিপদী পদ্যচ্ছন্দে রচনা করিয়াছেন। উক্ত রচনায়—লেখিকার স্বাভাবিক কবিত্ব ও শ্রীভগবানে অহৈতুকী ব্যাজনির্মুক্ত বিমলভক্তি প্রকটিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ যে সকল ব্যক্তি অনুপম, ভগবল্লীলাময় গ্রন্থের মধ্যমণি শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব লীলামাধুর্য্য অনুভব করিয়া আনন্দরসে মগ্ন হইতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীমতী লেখিকার এই সুরম্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া সম্পূর্ণ লব্ধকাম হইবেন, ইহা আমি একান্ত

বিশ্বাস করি। গদ্যময় ভাষায় অনেকে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া ভাগবতের বর্ণিত ভগবানের লীলা সম্বন্ধে জনগণের বোধবাসনা কথঞ্চিৎ চরিতার্থ করিয়াছেন বটে, কিন্তু গদ্য অপেক্ষা পদ্যময় ভাষা অতি সুমধুর। উহা শ্রবণ ও পাঠমাত্রেই শ্রোতা ও পাঠকের মন আনন্দরসে আপ্লুত করিয়া দেয়। এই কারণে এই "ভাগবতী কথা" সমগ্র ভক্তসাহিত্যিক জনগণের নিকট যে অত্যন্ত সমাদৃত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। আমার একান্ত বিশ্বাস যে, কাশীরাম দাসের ছন্দোময় মহাভারতগ্রন্থ এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণগ্রন্থ পাঠ করিয়া বঙ্গভাষাভাষী জনসমাজ যেমন, মহাভারত ও রামায়ণের বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং পরমানন্দ সংবলিত কল্যাণ-ধারা অভিষিক্ত হইয়া থাকেন, ঐ সকল জনগণ এই "ভাগবতী কথা" নামক শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর অপূর্ব গ্রন্থরত্ন পাঠ ও শ্রবণমাত্রেই শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে বর্ণিত শ্রীভগবানের লীলাসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যেমন আনন্দরসে মগ্ন হইবেন, তেমনই পরমকল্যাণের অধিকারী হইবেন। আমি শ্রীভগবানের নিকট এই গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রার্থনা করি। আমরা শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর লেখনীমুখ নিঃসৃত এইরূপ পদ্যময় ভাষায়ই ভাগবতের অপরাংশেরও বিষয় বর্ণিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিব। আমি শ্রীভগবানের নিকট শ্রীমতীর নিরাময় সুদীর্ঘ-জীবন ও তাঁহার অকুণ্ঠ কাব্য নির্মাণশক্তি প্রার্থনা করি। যাহার ফলে আমাদের উক্ত অদম্য আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করিবে।

ইতি

গুণমুগ্ধ আশীর্ব্বাদক

মহামহোপাধ্যায়—শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য

বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান, কলাবিভাগের ডীন, প্রখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের অভিমত ঃ—

শ্রীমতী বিভাবতী দেবী কাব্যভারতী সম্প্রতি শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের অতি সুললিত কাব্যানুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিয়া একদিকে যেমন এই দুরূহ সংস্কৃত বহুল গ্রন্থের রসাস্বাদনের পথ বঙ্গভাষাভাষীদিগের কাছে সুগম করিয়া দিয়াছেন, তেমনি ভাগবতের যেটি মর্ম্মকথা অর্থাৎ কৃষ্ণলীলা তাহাও সর্ব্বজনগ্রাহ্য ও সরল করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। আমাদের দেশে যেমন কাশীরাম দাসের মহাভারত বা কৃত্তিবাসের রামায়ণ মূল রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী লোকের ঘরে ঘরে পৌছাইয়া দিয়াছে, ভাগবতের কথাকে তেমনভাবে জনপ্রিয় করিতে কেহ অগ্রসর হ'ন নাই। সেই হিসাবে, এই "ভাগবতী কথা" গ্রন্থখানির বিশেষ মূল্য আছে। লেখিকা ভক্তিরসে আপ্লুতা ও সেইসঙ্গে কাব্যরসেও নিষ্ণাতা—তাই তাঁহার পক্ষে এমন সরল ও সাবলীল পদ্যানুবাদ সম্ভব হইয়াছে।

আশা করি গ্রন্থটি বাংলার ঘরে ঘরে স্থান পাইবে এবং লেখিকার প্রভূত পরিশ্রম সার্থক হইবে। ইতি

১লা বৈশাখ, ১৩৭৯ শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

প্রখ্যাত অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের অভিমত ঃ—

মহর্ষি বেদব্যাস রচিত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সমগ্র পুরাণ সাহিত্যের মুকুটমণি। অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক সমন্বিত ও দ্বাদশটি স্কন্ধে বিভক্ত এই মহাপুরাণ। এই দ্বাদশটি স্কন্ধের মধ্যে দশম স্কন্ধ সর্ব্বোত্তম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পণ্ডিত ও ভক্তগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র গ্রন্থের নির্য্যাস দশম স্কন্ধ। শ্রীসনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন,—কৃষ্ণরূপী ভাগবতের দশম স্কন্ধ হইল—"বদনং প্রফুল্লং"

অর্থাৎ তাঁর প্রফুল্ল বদন। অদ্বিতীয় ভক্ত শিরোমণি ভাষ্যকার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন, "শুধু বদন নয়, বদনের মধুর হাসি"।

দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কথা। এই কথা বলিতেই যেন ভাগবত পুরাণের প্রবৃত্তি। পূর্ব্ববর্ত্তী নয়টী স্কন্ধকে আমরা বলিতে পারি এই সুমধুর কৃষ্ণকথার প্রস্তুতি পর্ব্ব। ভাগবত "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্" অর্থাৎ বেদকল্পবৃক্ষের গলিত ফল, 'শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ'। কঠিন ও দুরধিগম্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই মহাপুরাণ বা মহাগ্রন্থ জনসাধারণের নিকট সহজে বোধগম্য নয়।

শ্রীমতী বিভাবতী দেবী কাব্যভারতী, সুলেখিকা। ভাগবতের দশম স্কন্ধের রসাস্বাদন তিনি সর্ব্বতোভাবে করিয়াছেন। কিন্তু রসাস্বাদন করিয়া কেবলমাত্র নিজে তৃপ্ত না থাকিয়া এই মধুর এবং অমৃতরস তিনি পরিবেশন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। শ্রুতি ভগবান্‌কে রসস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ"। এই রসলাভ করিলে সকলের আনন্দ। শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর "ভাগবতী কথা" এই অনুপম রস নিশ্চয়ই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিতে সমর্থ হইবে। সহজ সরল সাবলীল ছন্দ এবং সহজবোধ্য ভাষায় এই গ্রন্থ রচিত। গ্রন্থের কবিতাগুলি সবই ত্রিপদী ছন্দে গ্রথিত। একই সুরে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন সুযোগ্যা লেখিকা। তাঁহাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও আশীর্ব্বাদ জানাই। বলা বাহুল্য যে আমি এই "ভাগবতী কথা"-র বহুল প্রচার কামনা করি।

১৪ই শ্রাবণ, ১৩৭৯ শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী

সাপ্তাহিক অমৃত বলেন ঃ—

"ভাবতে ভাল লাগে লেখিকা কত সহজ করে, গ্রামীণ মা-বোন বধূদের কথা মনে রেখে তাঁর মানস সাধনার রূপ দিয়েছেন 'ভাগবতী

কথায়'। শ্রীমদ্ভাগবত চিরদিনের চিরকালের ভক্তজনকে দিয়েছে অমৃতের আস্বাদ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথায় তাদের হৃদয়মন আপ্লুত হয়েছে। 'ভাগবতী কথা' সেই চির আদরণীয় শ্রীমদ্ভাগবতের সাবলীল পদ্যানুবাদ। পড়্তে পড়্তে মুখস্থ কর্তে ইচ্ছা করে, শেষ না করে উঠতে পারা যায় না।

সমগ্র বইটিতে মনোরম ছন্দে একাধারে তিনি শ্রীকৃষ্ণ লীলামাধুরী বর্ণনা করেছেন, প্রকৃতির রূপরসগন্ধকে ব্যাখ্যা করেছেন।

নির্দ্বিধায়—একথা বলা যেতে পারে, ঘরে ঘরে এই 'ভাগবতী কথা' পরম ভক্তির সহিত আদৃত হবে।"

অমৃত ৭ই মাঘ ১৩৭৮ (পৃষ্ঠা ৮৯০)

'যুগান্তর' বলেছেন ঃ—

"সুন্দর সাবলীল ছন্দ এবং সহজবোধ্য ভাষা এই গ্রন্থকে জনপ্রিয় করিবে আশা করা যায়।

দশম স্কন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাল্যলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। লেখিকা ভগবানের লীলার দুইটি দিক্, একদিকে শিশুসুলভ চপলতা অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশীশক্তির প্রকাশ, পাঠকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।···

সমস্যাকণ্টকিত এবং শ্বাসরুদ্ধকারী বর্ত্তমান যুগে এইরূপ একটি গ্রন্থ পাঠকের মন সতেজ, সজীব এবং উদ্বেগমুক্ত করিতে সাহায্য করিবে বলিয়া আশা করি।

যুগান্তর ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭২

সাপ্তাহিক 'দেশ' বলেন ঃ—

সরল বাংলায় দেব মাহাত্ম্যের বই এখনো এদেশে যথেষ্ট নয়। ধর্ম্মতত্ত্ব কিংবা অধ্যাত্মবাদের অধিকাংশ গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় রচিত,

ধর্ম্মজিজ্ঞাসু সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনেক সময় অনেক আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়। সেদিক থেকে শ্রীমতী বিভাবতী দেবী রচিত 'ভাগবতী কথা' কাব্যগ্রন্থটি বহু ভক্তজনের বাঞ্ছা পূরণে সহায়ক; বিষয়বস্তু শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধ। এই অংশে শ্রীকৃষ্ণলীলাই প্রধান বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবত হিন্দুদের কাছে এক পরম প্রিয় গ্রন্থ, কিন্তু সাধারণ পাঠকদের বোধগম্য করে ভক্ত কবি বিভাবতী দেবী এখানে শ্রীকৃষ্ণলীলাবলী বর্ণনা করেছেন। সরল বাঙলায় কবিতাগুলি সবই ত্রিপদীছন্দে রচিত এবং কোথাও কোথাও ধর্ম্মভাবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ব্যঞ্জনাময় ভাষার ব্যবহার পাঠককে খুশি করে।

দেবকীর গর্ভে শ্রীভগবানের আবির্ভাব দিয়ে এই কাব্যগ্রন্থের সূচনা এবং পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী শ্রীকৃষ্ণলীলার নানা ঘটনা আর মাহাত্ম্যের এক অমৃতময় রসলহরী চিত্রিত। সর্বমোট তিরাশিটি বিষয় এই গ্রন্থের অবলম্বন। সবগুলিই সুলিখিত এবং হৃদয়গ্রাহী।"

দেশ ১৩ই ফাল্গুন ১৩৭৮, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ সন। (পৃষ্ঠা ৪০৮)

Deputy Director of Public Instruction (Social Education), West Bengal কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রকার লাইব্রেরী, বিদ্যালয়, শিক্ষাকেন্দ্র প্রভৃতির জন্য অনুমোদিত vide letter No. 577(16) SC/P dated 9.2.72

প্রাপ্তিস্থান

১ **প্রকাশক**
পি ৪৯৮ কেয়াতলা রোড, কলিকাতা ২৯

২ **মহেশ লাইব্রেরী**
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা ১২

৩ **সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার**
৩৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬